ত্রয়োদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
বৈশাখ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

৫৮৫ সংখ্যা　　　　১৮১৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৯। কলিগতাব্দ ৪৯৯৩। ১ বৈশাখ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲টাকা }
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।৵০। ডাক মাশুল।৵০ আনা। }

আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

অনেকের বিশ্বাস এই যে আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে বাহিরের কাজ লওয়া হয় না। পূর্ব্বে যদিও এইরূপ ছিল বটে কিন্তু আজ কাল আমরা আদরের সহিত বাহিরের কাজ গ্রহণ করিয়া থাকি, সুলভ মূল্যে ও অতি যত্নের সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করি। এই যন্ত্রালয়ের মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে "সাধনা" "তত্ত্ববোধিনী" ও শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত বোম্বাইচিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দিগের প্রণীত গ্রন্থাবলী বিশেষ পরিচয় স্থল। অপরাপর বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জ্ঞাতব্য।

কলিকাতা।
আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়।

শ্রীরুক্মিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদের গত চৈত্র পর্য্যন্ত মূল্য ও মাশুল নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা ও বর্ত্তমান শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিলে পরম উপকৃত হইব। আশাকরি এই বিষয়ের জন্য পুনরায় পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতে হইবে না।

শ্রীরুক্মিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী
কার্য্যাধ্যক্ষ।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ত্রয়োদশ কল্প।

দ্বিতীয় ভাগ।

১৮১৪ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৯। কলিগতাব্দ ৪৯৯৩। ১ চৈত্র।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

অকারাদি বর্ণক্রমে ত্রয়োদশ কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সূচীপত্র

ত্রয়োদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
বৈশাখ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

৫৮৫ সংখ্যা ১৮১৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নব বর্ষ ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের উপদেশ।

১ বৈশাখ মঙ্গলবার ১৮১৩ শক।

অদ্য নব বর্ষের প্রাতঃসূর্য্য দেবদেব পরম পিতা পরমেশ্বরের স্নেহ-পরিপূর্ণ গভীর প্রেম-দৃষ্টি বহন করিতেছে, অদ্যকার এই প্রাতঃসমীরণ তাঁহার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বহন করিতেছে; অদ্য আমরা দেখিতেছি যে, যেমন পূর্ণ শশধরের প্রেম-দৃষ্টি উদ্বেলিত সমুদ্রের উপরে নিপতিত হয়, তেমনি পরমাত্মার কৃপা-দৃষ্টি আমাদের আকুল প্রাণে এবং তাঁহার হস্ত আমাদের মস্তকের উপরে নিহিত রহিয়াছে। আমাদের অন্তরে বাহিরে কত না ছদ্মবেশী বিভীষিকা মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে—সংসার সাগরের কত না তুমুল তরঙ্গ আমাদের মনকে অধীর করিয়া তুলিতেছে; কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের ছায়া দুর্গস্বরূপে আমাদিগকে ঘিরিয়া রহিয়াছে;—তাঁহার আশীর্ব্বাদ নিদ্রা জানে-না তন্দ্রা জানে না। অতএব আমরা শত সহস্র অপরাধী হইয়াও আজ এই বৎসরের প্রথম দিনে কেমন করিয়া তাঁহার অপরাজিত করুণা ভুলিয়া থাকিব? সর্ব্ব জগতের মঙ্গলের জন্য যাঁহার সহস্র চক্ষু উন্মীলিত রহিয়াছে এবং সহস্র বাহু প্রসারিত রহিয়াছে—ভৌতিক শক্তি, প্রাণিক শক্তি এবং আধ্যাত্মিক শক্তির অযুত কোটি শাখা প্রশাখা প্রসারিত রহিয়াছে অদ্যকার এই বর্ষারম্ভের মঙ্গলপ্রাতে তাঁহার করুণা স্মরণ না করিয়া আমরা কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব?

যদি তাঁহার ভৌতিক শক্তি দেখিতে চাও—পৃথিবীতে দেখ, সূর্য্যে দেখ, চন্দ্রে দেখ, তারকায় দেখ; যদি তাঁহার প্রাণিক শক্তি দেখিতে চাও তবে ওষধি বনস্পতিতে দেখ, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গে দেখ; যদি তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিতে চাও, মনুষ্য সমাজে দেখ এবং প্রতি মনুষ্যের জীবন বৃত্তান্তে দেখ;—দেখ এবং আশ্চর্য্যে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার চরণে প্রণিপাত কর; কিন্তু একটি কাজ করিও না—তাঁহার শক্তিকে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটা করাল বিভীষিকা জাগাইয়া তুলিও

না;—তাঁহার ভৌতিক শক্তিকে যদি তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখ—তবে তাহা কি ভয়ঙ্কর বিভীষিকা হইয়া দাঁড়ায় —তাহা যে কি নিষ্প্রাণ নির্ম্মম কঠোর কার্য্য কারণ শৃঙ্খলা—তাহা ভাবিলে মনুষ্যের বুদ্ধি জড় আড়ষ্ট হইয়া যায়। যদি তাঁহার প্রাণিক শক্তিকে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখ তবে দেখিবে কি ভয়ানক—সকলেই সকলকে গ্রাস করিতে উদ্যত—যাহার দন্ত আছে নখ আছে শৃঙ্গ আছে তাহারই জয়। যদি আধ্যাত্মিক শক্তিকে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখ তবে দেখিবে যে, মনুষ্য অনাদি কর্ম্মের অদৃষ্ট স্রোতে ভাসিয়া চলিতেছে—অনাদি কর্ম্মই সর্ব্বেসর্ব্বা; বিশ্ববিধাতা পরমাত্মা যেন কেহই নহেন।

অতএব তাঁহার শক্তিকে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবিও না। তিনি তাঁহার শক্তি সমূহকে জগতের উপরে দুর্দান ছাড়িয়া দিয়া দূরে অবস্থিতি করিতেছেন না;—যাহার যে কিছু শক্তি সমস্তই তাঁহার দান—এবং সমস্তেরই মূলে তিনি অধ্যক্ষ রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বলোকপালনী মঙ্গলময়ী ইচ্ছাশক্তির উপরে বিশ্ব-সংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে;—সেই মহতী ইচ্ছার অলক্ষিত প্রভাবে,জড়ের মধ্য হইতে প্রাণ গাত্রোত্থান করিতেছে—প্রাণের মধ্য হইতে মন জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, পরিশেষে মনুষ্য-সমাজে জ্ঞান ধর্ম্ম পরিস্ফুট হইয়া মনুষ্যের ভৌতিক বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া তাহাকে দেবতাদিগের সহবাসের উপযুক্ত করিতেছে;—ঈশ্বরের শক্তি ইহা করিতেছে—এরূপ কথা কেবল শব্দের অলঙ্কার—ঈশ্বর স্বয়ং করিতেছেন এই কথাই প্রকৃত সত্য। ঈশ্বরের মঙ্গলময় আহ্বানেই মনুষ্য তাঁহার সর্ব্বদর্শী জ্ঞানকে সকল সত্যের মূল এবং প্রেমপরিপূর্ণ ইচ্ছাকে সকল মঙ্গলের মূল জানিয়া স্বাধীন ইচ্ছা সহকারে—মুক্ত ভাবে তাঁহার অমৃত নিকেতনে অভ্যুত্থান করিতেছে।

বৎসরের প্রারম্ভে আমরা সেই বিশ্বের জনক জননী পরম দেবতার চরণে হৃদয়-থালভার ভক্তিপুষ্প উপহার দিয়া তাঁহার অমোঘ আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি—হে পরমাত্মন্ মাসে পক্ষে ঋতু সম্বৎসরে দিনে নিশীথে প্রতি মুহূর্ত্তে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকিয়া সংসারের ভয়াবহ তরঙ্গ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর; কাণ্ডারী হইয়া আমাদিগকে নিরাপদ কূলে লইয়া যাও—মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাংশ্চ বিধেহি নঃ—মাতা যেমন পুত্রদিগকে রক্ষা করে তুমি আমাদিগকে সেইরূপে রক্ষা কর—আমাদিগকে শ্রী দেও প্রজ্ঞা দেও—এবং তোমার অমৃতময় কল্যাণ-পথে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

অষ্টম উপদেশ—মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা।

(১৪ই বৈশাখ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৬২।)

ঈশ্বরেরই এক ইচ্ছাতে প্রকৃতির সকল কার্য্য হইয়া যাইতেছে। অসীম আকাশে বিশ্বচরাচর তাঁহারই শাসনে চলিতেছে। তাঁহারই শাসনে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র স্ব স্ব পথে ধাবিত হইতেছে। তাঁহার ইচ্ছাতে পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাতে প্রাণ কর্ম্ম করিতেছে। তাঁহার ইচ্ছাতে প্রাণ বৃক্ষলতাকে শাখাপত্র দ্বারা শোভিত করিয়া পুষ্পফল উৎপাদন করিতেছে; তাঁহার ইচ্ছাতে পশুপক্ষীদিগের মধ্যে

প্রাণ কার্য্য করিয়া ময়ূরাদিকে কতপ্রকার বিচিত্র বর্ণে সঞ্জীভূত করিয়া দিতেছে। যে প্রাণ অশ্বকে নির্ম্মাণ করিতেছে, সেই প্রাণ হস্তীকে নির্ম্মাণ করিতেছে; সেই প্রাণই আবার ঈশ্বরের ইচ্ছাতে মনুষ্যের শরীরকেও পোষণ করিতেছে।

বৃক্ষলতাতে মন নাই; পশু পক্ষীর যে মন, তাহা তাঁহারই শাসনে প্রবৃত্তি অনুসারে চলিতেছে—যেমন প্রবৃত্তি উঠিতেছে, সেইরূপ চলিতেছে। কিন্তু ঈশ্বর মনুষ্যের শরীরে প্রাণ দিয়া, মন দিয়া, তাহার উপরে তাহাকে প্রবৃত্তির অধীন করিয়া দিলেন না। মনুষ্য বিজ্ঞান-রাজ্যে উপস্থিত। সেই অনন্তজ্ঞান মনুষ্যের শরীর বিজ্ঞানের, ধর্ম্মের উপযোগী করিয়া তাহাতে জ্ঞানের এক স্ফুলিঙ্গমাত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন; সেই জ্ঞানই আত্মা। প্রকৃতি-রাজ্যের সকলই প্রবৃত্ত হইয়া, অন্যের দ্বারা নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করে; কিন্তু মনুষ্যে ঈশ্বর যে আত্মা দিলেন, আত্মা তাহার আপনার ইচ্ছাতে কার্য্য করিতেছে। মনুষ্য বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, সে আপনার ইচ্ছাতে সকলই করিতেছে। ঈশ্বর তাহাকে প্রকৃতি-রাজ্য হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছেন।

আত্মা তাহার প্রথমাবস্থা অবধি স্বাধীনভাবে স্বীয় ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতেছে। বাহিরে যে বস্তু আছে, মানুষ শৈশবাবস্থাতে তাহা আপনি জানিতে চেষ্টা করে, ইহাতেই ইচ্ছার কার্য্য দেখা যাইতেছে। ইচ্ছা না থাকিলে মনুষ্যের কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না। বাহিরে যে বস্তু আছে, মনুষ্য তাহা প্রথম হইতেই হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া, আস্বাদন করিয়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে; তাহার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হয়। এমন কি চলা, তাহাও মনুষ্যকে পরিশ্রম পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিতে হইয়াছে। আবার কতদিন পর্য্যন্ত সে আপনি চেষ্টা করিয়া তবে ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্ট রূপে কথা কহিতে পারে। মনুষ্যের কার্য্য প্রকৃতির বিপরীতে—প্রথম হইতেই তাহার ইচ্ছার উপর সব নির্ভর করিতেছে। তাহার দেখা, চলা, বলা, সকলই তাহার ইচ্ছার কার্য্য। সবই আপনাকে পরিশ্রম পূর্ব্বক শিখিতে হইবে; পিতামাতা প্রভৃতি তাহার শিক্ষার সাহায্য করেন মাত্র। গোরুর বৎস হইল, আপনিই দৌড়িতে লাগিল—তাহার কিছু শিখিবার আবশ্যক হইল না। কিন্তু ঈশ্বর মনুষ্যকে জ্ঞান দিয়া সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন; মনুষ্যকেও যত্ন পূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। প্রকৃতির অধীন যাহারা, তাহাদের নিজের যত্ন কিছুই করিতে হয় না— তাহাদের ডাকা, চলা, সকলই স্বায়ত্ত। মনুষ্যের যেমন শৈশবাবস্থাতেও চলা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ যখন প্রথম বিদ্যাশিক্ষা করিতে হয়, তখন কত যত্ন আবশ্যক। আবার যৌবনকালে আপনার সাংসারিক প্রয়োজনীয় বস্তু সকল আপনার ইচ্ছাতে সংগ্রহ করিতে হইবে; তখন মানসম্ভ্রমরক্ষা, ধন উপার্জ্জন প্রভৃতি সমস্তই আপনার ইচ্ছাতে করিতে হইবে। ঈশ্বর মনুষ্যকেই কেবল আপনার সাধনার উপরে, আপনার ইচ্ছার উপরে, একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখানে আলস্যের স্থান নাই।

দেখ, মনুষ্যের আবার কত অভাব দিয়াছেন,—অভাব অল্প নয়। পশুদিগের একটা গহ্বর পাইলেই হইল; মনুষ্যের

এক বাটী আবশ্যক, তাহা বিজ্ঞান সহকারে বুদ্ধি চালনা করিয়া যত্ন পূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিতে হইবে। পশুদিগের চর্ম্ম লোমবিশিষ্ট, সেই লোমই তাহাদিগের বস্ত্রের কার্য্য করিতেছে, আচ্ছাদন হইয়া শীত গ্রীষ্ম বর্ষাতে রক্ষা করিতেছে। মনুষ্যকে তাহার শরীরের জন্য পরিশ্রম পূর্ব্বক আচ্ছাদন প্রস্তুত করিতে হইবে। পশুরা আহারীয় দ্রব্য যেখানে সেখানে প্রাপ্ত হয়, মনুষ্যকে আহার প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাকে কৃষিকার্য্য করিতে হইবে; বর্ষা গ্রীষ্ম সহ্য করিয়া যত্নপূর্ব্বক শস্য উৎপাদন করিতে হইবে, তবে তাহার আহার পাওয়া যাইবে। পশুরা যাহা পায় তাহাই খায়, মনুষ্যকে আবার তাহার অন্ন রন্ধন করিতে হয়। ঈশ্বর পশুদিগের আত্মরক্ষার জন্য শৃঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্র দিয়াছেন; আমাদের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। এক সময় যখন আমাদিগকে পশুদিগের সঙ্গে একত্র বাস করিতে হইয়াছিল, তখন অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারাই বিপদ নিবারণ করিতে হইয়াছিল। মনুষ্যের সব-ই এই রকম আপন ইচ্ছাতেই করিয়া লইতে হয়।

ঈশ্বরের করুণা এই যে, মনুষ্যকে তাহার ইচ্ছার সঙ্গে সুখও দিয়াছেন। শিশু যখন বাহিরের বস্তু জানিতে পারিল, তাহাতে তাহার কত আনন্দ হইল। আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক যখন চলিতে শেখে, তখন আনন্দের সহিত দৌড়িতে থাকে, লাফালাফি করে; তখন তাহার কত স্ফূর্ত্তি। নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিলে হৃদয়ে কত আনন্দ হয়; সেইরূপ অন্যের কাছে গান বাজনা শুনিয়াও আনন্দ হয় বটে, কিন্তু যখন আমি নিজে পারিব, তখন আরও কত না আনন্দ হইবে। পৈতৃক ধন পাইয়া যে সুখ, তাহা অপেক্ষা স্বোপার্জ্জিত ধনে কত আনন্দ—সে সুখ পৈতৃকধনের অধিকারী পায় না। ইচ্ছা পূর্ব্বক কার্য্যসিদ্ধ করিতে পারিলে পরিণামে সুখ হয়, ইহাই ঈশ্বরের করুণা।

ইচ্ছা, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়কর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বলিলাম; ধর্ম্মসাধনও ইচ্ছার কার্য্য। যখন কোন প্রবৃত্তির প্রতিকূলে আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধন করিতে পার, তখন কেমন আনন্দ হয়। সহস্র উত্তেজনার মধ্যে, সহস্র প্রকার প্রলোভন তাচ্ছিল্য করিয়া যদি ধর্ম্মরক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে তোমার কেমন আনন্দ হয়। আমাদের ইচ্ছা এখনও দুর্ব্বল, তবুও সেই ইচ্ছা অভ্যাসের দ্বারা কত কঠোরতাকে অতিক্রম করিতে পারে। ইচ্ছা, কখনও প্রবৃত্তির বিপক্ষে যাইতে পারে, কখনও বা প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে। পূর্ণমাত্রায় আমরা ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে পারি না। এই আমাদের মনুষ্যের প্রথম জন্ম—ইহা শিক্ষার জন্য। এখানে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি শিক্ষা করিতে হইবে। অভ্যাসের দ্বারা ইচ্ছাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। যখন ইচ্ছা দ্বারা প্রবৃত্তি সকলকে আপনার বশীভূত করিতে পারিবে, তখন কেমন আনন্দ হইবে।

ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মের জন্য যখন প্রাণপর্য্যন্ত দেয়, সেই সমস্ত কষ্ট বিপদের মধ্যেও যে কি আনন্দ, তাহা যে ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিয়াছে, সে-ই জানে। নানক প্রথমে চাষাদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করেন। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে দশম গুরু গুরুগোবিন্দের সময় সেই ধর্ম্মের বলেই তাহারা বলবান হইয়া উঠিল; এবং দিল্লীর বাদশাহের অধীন থাকিলেও

তাঁহার রাজ্যের নিয়ম, তাঁহার আদেশ, সকলই অমান্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের শাসনের জন্য দিল্লীর সম্রাট ফৌজ পাঠাইতে লাগিলেন, শিখেরাও তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে লাগিল। এই শিখদিগের মধ্যে অকালী নামে এক সম্প্রদায় হইল; তাহারা ঈশ্বরের অকাল মূর্ত্তি পূজা করে—তাহারা বড় উন্নত সম্প্রদায়। তাহাদিগের ব্রত যুদ্ধেতে প্রাণ দেওয়া। লোকেরা দলে দলে আসিয়া এই অকালী সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে লাগিল। মুসলমানেরা ইহাদিগের সঙ্গে কি করিবে? দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে কৃষকেরা যুদ্ধ করিয়াছে—কি আশ্চর্য্য ধর্ম্মের বল! এই ধর্ম্মের বল পূর্ব্বকার শিখদিগের কাছেই শিক্ষা কর। এই যুদ্ধে কখনও বা মুসলমানেরা জিতিয়াছে, কখনও বা শিখেরা জিতিয়াছে। একবার শিখেরা পরাজিত হইয়া এক শতজন বন্দী হইয়াছিল; সম্রাটের সেনাপতি সেই একশত জনকে সারি সারি দাঁড় করাইয়া এক হস্তে তরবারি অপর হস্তে কোরাণ আনিয়া প্রথম ব্যক্তিকে বলিল "বল লা এলাহা এল্লাল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা"। শিখ বলিয়া উঠিল—"একমেবাদ্বিতীয়ং, গুরু নানককী জয়" আর তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক শরীর হইতে তরবারি আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইল। আবার সে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল, "বল্ লা এলাহা এল্লাল্লা মহম্মদ রসুল আল্লা" দ্বিতীয় ব্যক্তিও বলিয়া উঠিল—"একমেবাদ্বিতীয়ং গুরু নানককী জয়"। আর তৎক্ষণাৎ তাহারও মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। এই প্রকারে এক শত শিখ ধর্ম্মের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিল। এই ভয়ের মধ্যে, এই কষ্টের মধ্যে, তাহারা কেমন আনন্দের সহিত প্রাণ দিয়াছে। ধর্ম্মের জন্য যাহারা প্রাণ দেয়, পরমাত্মা তাহাদিগকে সেই অনুসারে পরমানন্দ বিধান করেন। আজ এই পর্য্যন্ত বলিলাম; মনুষ্য বুদ্ধিমূলক ধর্ম্মমূলক বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, তাহার কার্য্য দেখাইলাম; আজ মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতার বিষয় বলিলাম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

কাশীধামে শ্রীচৈতন্যের বেদান্ত-বিচার ও ভক্তিপ্রসঙ্গ।

চৈতন্যদেব নীলাচলে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে কাশীর বৈদান্তিক পণ্ডিতদিগের সঙ্গে ভক্তিপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। কাশীতীর্থ দণ্ডী পরমহংসদিগের একটি প্রধান স্থান। তৎকালে এখানে দলে-দলে গিরি পুরী ভারতী প্রভৃতি সম্প্রদায়ী * পরমহংস সন্ন্যাসীগণ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। শুষ্ক জ্ঞানালোচনা বশতঃ এই সকল সন্ন্যাসীদিগের চিত্ত নিরতিশয় নীরস, ভগবানে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি মানব হৃদয়ের সুকুমার ভাব এ হৃদয়ে অতি বিরল। এই সন্ন্যাসীগণের মতে জগৎ অবস্তু ও মায়ার বিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে, কিন্তু ইহাদের জীবন ইহার বিপরীত। এপ্রকার ভক্তিবিরোধী নীরস-প্রকৃতি লোকের সঙ্গে অদ্বিতীয় প্রেমিক চৈতন্যদেব মিশিতেন না। কি করিয়াই বা মিশিবেন, সৎপ্রসঙ্গ ও শ্রীহরির নামানুকীর্ত্তন ব্যতীত শুষ্ক তর্কের আলো-

* শঙ্করাচার্য্য গিরি পুরী ভারতী প্রভৃতি দশ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসীগণকে বিভক্ত করেন, এই সকল সন্ন্যাসীকে সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী বলিয়া থাকে। সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীগণ অন্যান্য সন্ন্যাসী অপেক্ষা সম্মানার্হ।

চনাতে কি তাঁহার প্রাণ পরিতৃপ্ত হইতে পারে? তৎকালে চন্দ্রশেখর আচার্য্য, তপনমিশ্র প্রভৃতি যে কয়জন অল্প সংখ্যক ভক্তিপথানুবর্ত্তী বৈষ্ণব কাশীতে বাস করিতেন, গৌরাঙ্গ তাঁহাদের সঙ্গে অবস্থান করিয়া ভক্তিপ্রসঙ্গ ও হরিনামসুধা-রসপানে মত্ত থাকিতেন। যখন শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া কাশীধামে উপনীত হওত তপনমিশ্রের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যবাসী এক ব্রাহ্মণ তাঁহার পুণ্য-প্রতিভাসিত অপূর্ব্ব স্বর্গীয় রূপলাবণ্য ও ভক্তিপ্রভাব মহাভাগবত লক্ষণ-সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং কাশীর বেদান্তাধ্যাপক প্রকাশানন্দ স্বামীর নিকট এই সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। প্রকাশানন্দ ঘৃণা উপেক্ষা ও উপহাস করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "শুনিয়াছি কেশব ভারতীর শিষ্য বঙ্গদেশীয় চৈতন্য নামক এক ব্যক্তি দেশে দেশে ভাবুক লোক-দিগকে নাচাইয়া বেড়াইতেছে। তাহার ঐন্দ্রজালিক মোহবিদ্যাতে মুগ্ধ হইয়া লোকে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকে। পরম পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও নাকি ঐ লোকটার সঙ্গে মিশিয়া ভাবুকতাতে পাগল হইয়াছে। সে নামমাত্র সন্ন্যাসী, একজন প্রতারক যাদুকর, কাশীতে তাহার ভাবুকালী বিকাইবে না। তুমি বেদান্ত-শ্রবণ কর, এপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল লোকের সঙ্গে মিশিলে ইহ পরকাল নষ্ট হইবে।" গৌরের দর্শনলাভ ও তাঁহার সুধাময় বচন শ্রবণ করিয়া উক্ত বিপ্রের হৃদয়ে প্রেম-রসের সঞ্চার হইয়াছিল; প্রকাশানন্দের মুখে শ্লেষ বিদ্রুপ ও শ্রীচৈতন্যের নিন্দা-শ্রবণ করিয়া মহা দুঃখিত চিত্তে শ্রীহরি স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং চৈতন্য-চরণে সকল কথা নিবেদন করিলেন। শ্রবণ করিয়া ভক্তবর ঈষৎ হাস্য করিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণের কৃষ্ণনামে অনুরক্তি জন্মিয়াছিল; তিনি দুঃখিত মনে চৈতন্যকে বলিলেন, "প্রকাশানন্দ কৃষ্ণনাম একবারও মুখে আনিল না, কেবল "চৈতন্য" "চৈতন্য" বলিল। অবজ্ঞাতে আপনার নাম করে শুনিয়া আমার প্রাণে দুঃখ হয়"। চৈতন্য বলিলেন, "মায়াবাদী সন্ন্যাসীর মুখে কৃষ্ণনাম আইসে না। নাম ও স্বরূপে কোন ভেদ নাই; নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ তিনই এক এবং চিদানন্দময়। দেহ দেহী, নাম নামী, এই সকল বিভেদ জীবের ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণ লীলাবিলাস সমস্তই চিদানন্দময় স্বপ্রকাশ ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অতীত"। এই প্রকারে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়া শচীকুমার মথুরা গমন করিলেন। মথুরা হইতে প্রত্যাগত হইয়া চৈতন্য তপনমিশ্রের আশ্রমে অবস্থান করেন ও সনাতন গোস্বামীকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দেন। এই সময়ে একদিন চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও মিশ্রঠাকুর সন্ন্যাসীদের মুখে চৈতন্যপ্রভুর নিন্দাশ্রবণে মহাদুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার নিন্দা আর কত শুনিব—সন্ন্যাসীগণ আপনার নিন্দা করে শুনিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আপনার নিন্দা শ্রবণ করা অপেক্ষা আমাদের প্রাণ পরিত্যাগ করাই ভাল।" পূর্ব্বোক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ চৈতন্যের অলৌকিক প্রভাব দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কাশীর দণ্ডীগণ চৈতন্য-প্রভুর দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করে ব্রাহ্মণের ইহা নিতান্ত ইচ্ছা। এই অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ কাশীর দণ্ডী সন্ন্যাসী-দিগকে এক দিন নিজ ভবনে নিমন্ত্রণ করি-

লেন এবং চৈতন্যের সন্নিধানে আসিয়া চরণে ধরিয়া দীনভাবে নিবেদন করিলেন "আমি সমুদায় সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, আপনি যদি অনুগ্রহ করেন সকল কামনাসিদ্ধ হয়। আপনি সন্ন্যাসী গোষ্ঠীতে গমন করেন না তাহা আমি জানি, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন"। চৈতন্য সমুদায় বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

যথা সময়ে নানা শ্রেণীর ব্রহ্মচারী গৃহী যতি ভিক্ষু বানপ্রস্থ পরমহংস পণ্ডিতগণ সভাস্থলে উপবিষ্ট হইয়াছেন; এমন সময়ে চৈতন্য তথায় উপনীত হইয়া সকলকে নমস্কার করিলেন। তৎপরে পদ প্রক্ষালন করিয়া সভার একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। গৌরচন্দ্রের মহামহিমান্বিত তেজোময় স্বর্গীয় মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন। সন্ন্যাসীদলের নেতা প্রকাশানন্দ স্বামী বলিলেন,"শ্রীপাদ! অপবিত্র স্থানে কেন, এইখানে আসিয়া আসন গ্রহণ করুন।" চৈতন্য বলিলেন—আমি হীন সম্প্রদায়ের লোক, আপনাদের মধ্যে উপবেশন করিবার আমি অযোগ্য। প্রকাশানন্দ সসম্মানে চৈতন্যের হস্তধারণ করিয়া সভার মধ্যস্থলে তাঁহাকে বসাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "তুমি কেশব ভারতীর শিষ্য সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী হইয়া আমাদের সঙ্গে কেন দেখা কর না? বেদান্ত অধ্যয়ন ও ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভাবুক লোকদিগের সঙ্গে মিশিয়া নৃত্য কীর্ত্তন কর; সাক্ষাৎ নারায়ণের ন্যায় তোমার প্রভা দেখিতেছি, এপ্রকার হীনাচার কেন বুঝিতে পারি না।"

গৌর বলিলেন, "শ্রীপাদ! গুরুদেব আমাকে মূর্খ জানিয়া এই উপদেশ দিয়াছিলেন, তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, তুমি কৃষ্ণনাম জপ কর। এই নামে তোমার সংসার মোচন হইবে ও হরিচরণারবিন্দ লাভ করিবে, কলিযুগে নামই একমাত্র সার ধন। এই বলিয়া তিনি আমাকে বৃহন্নারদীয় পুরাণের এই শ্লোক শিক্ষাদিলেন।

> হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
> কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

গুরু আজ্ঞায় আমি অনুক্ষণ এই নাম জপ করিতে লাগিলাম। নাম করিতে করিতে আমার চিত্ত উদ্ভ্রান্ত ও উন্মত্ত হইল, অধীর হইয়া কখন হাঁসি, কখন কাঁদি, কখন বা নৃত্য করি। এই অবস্থায় মনে করিলাম, একি হইল! কৃষ্ণ নামে আমি যে পাগল হইলাম! এই চিন্তা করিয়া গুরুর চরণে আবার নিবেদন করিলাম, 'গুরুদেব! আমাকে যে কি মন্ত্র শিক্ষা দিলেন, নামে আমার জ্ঞান আচ্ছন্ন হইল আমি উন্মাদ হইলাম, নামে আমাকে হাসায় কাঁদায় নাচায়, কৃষ্ণ নামের একি অদ্ভুত শক্তি!' গুরু বলিলেন, 'কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের স্বভাবই এই। যে ব্যক্তি এই নাম জপ করে, তার শ্রীকৃষ্ণে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। এই কৃষ্ণপ্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ। এই ভগবৎপ্রেমামৃতসিন্ধুর নিকট মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ বিন্দুমাত্র। ভাগ্যবলে তোমাতে প্রেমোদয় হইয়াছে, আমি কৃতার্থ হইলাম। ভক্ত সঙ্গে তুমি নিরন্তর এই নাম কীর্ত্তন করিয়া জীব উদ্ধার কর'। এই বলিয়া তিনি আমাকে ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোক শিক্ষাদিলেন।

> "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
> জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ
> হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
> ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।"

ভাগবত ১১স্কন্দ ২য় অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণভজনশীল লোক এই প্রকার ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যথা,—প্রেমাস্পদ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে অনুরাগ সঞ্জাত হয় এবং চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া যায়; এই অবস্থায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন, কখন রোদন করেন, কখন নাম উচ্চারণ করেন, কখন গান করেন, কখন বা উন্মাদবৎ নৃত্য করেন। এপ্রকার লোক সকল লোকের বহির্ভূত।

গুরুর আদেশে আমি কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন করি, নামের অদ্ভুত শক্তিতে আমি হাস্য ক্রন্দন ও নৃত্য করিয়া থাকি, আমি নিজের ইচ্ছায় এ সকল করি না।" *

গৌরচন্দ্রের প্রেমরসাভিষিক্ত অমৃত-মধুর মিষ্টবচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার বিনীত কোমল ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া সন্ন্যাসীগণের হৃদয়মন কিয়ৎ পরিমাণে প্রেমরসার্দ্র হইল। তাঁহারা বলিলেন, "তুমি যা কিছু বলিলে সব যথার্থ, তোমার অমৃত বাক্যে আমাদের প্রাণ শীতল হইল। বহু ভাগ্যে শ্রীহরিতে প্রেম উৎপন্ন হয়, তুমি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি কর ইহাতে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট আছি, কিন্তু বেদান্ত শ্রবণ কি জন্য কর না? তাহাতে দোষ কি?" চৈতন্য বলিলেন, "তোমরা দুঃখিত হইও না। ভগবান ব্যাস রূপে বেদান্ত সূত্র কহিয়াছেন, ঈশ্বর-বাক্যে ভ্রমপ্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব† দোষ থাকিতে পারে না; কিন্তু ভাষ্যকারের গৌণার্থ দ্বারা সূত্রের মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য চিদৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান, তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা তাঁহার সমান কেহ নাই। তাঁহার বিভূতি সমস্তই চিদাকার। তাঁহার চিদ্বিভূতি আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাকে অরূপ নিরাকার অথবা তাঁহার রূপকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রাকৃত কলেবর রূপে ব্যাখ্যা করা অপেক্ষা বিষ্ণুনিন্দা আর কি হইতে পারে। ঈশ্বর প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়, জীব স্ফুলিঙ্গের কণামাত্র, জীবতত্ত্ব হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব পৃথক ও শক্তিমান, জীব ও ব্রহ্ম কখন এক নহে। ভাষ্যকার ব্যাসসূত্রের পরিণামবাদে (১) দোষার্পণ করিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু ভৌতিক স্পর্শমণির সংস্পর্শে যেমন অন্যান্য বস্তু স্বর্ণ হইলেও স্পর্শমণির গুণের কোন ব্যত্যয় হয় না, তাহা অবিকৃত স্পর্শমণিই থাকে, সেইরূপ অচিন্ত্যশক্তিশালী পরমেশ্বরের ইচ্ছার পরিণামে জগদাদির সৃষ্টি হইলেও তিনি যে জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবেন ইহা আর বিচিত্র কি?

সন্ন্যাসীগণ বলিলেন, "শ্রীপাদ! আচার্য্যকল্পিত অর্থে আপনি যে দোষারোপ করিলেন, তাহা সত্য বটে, কিন্তু বেদসূত্রের মুখ্য অর্থ কি শুনিতে ইচ্ছা করি"। চৈতন্য বলিলেন, "ব্রহ্ম অর্থে বৃহদ্বস্তু, তি-

* চৈতন্য চরিতামৃত আদ্যখণ্ড ১৭ পরিচ্ছেদ।

† ভ্রম অর্থে ভ্রান্তি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান, প্রমাদ অনবধানতা। বিপ্রলিপ্সা বিরোধোক্তি অর্থাৎ অনর্থক অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা। করণাপাটব, ইন্দ্রিয় সমূহের অপটুতা। এই সকল দোষ ঈশ্বরীয় বাক্যে থাকে না।

১ একবস্তু অন্য বস্তুতে এরূপ ভাবে পরিণত হয় যে তাহা আর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, তাহাকে পরিণাম বলে, যেমন কাষ্ঠের পরিণাম ভস্ম। আর যাহা অন্য বস্তুতে বিবর্ত্তিত হইলেও পূর্ব্বভাব ধ্বংশ হয় না তাহার নাম বিবর্ত্ত; যেমন মৃত্তিকা-বিবর্ত্তনে ঘট শরাবাদিতে পরিণত হইলেও মৃত্তিকাধর্ম্ম নাশ হয় না। শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদ এই বলিয়া খণ্ডন করেন যে, ঈশ্বর যদি বিকারী হইয়া জগদাদিরূপে পরিণত হয়েন তবে তাঁহার ঈশ্বরত্ব ধ্বংশ হয়। চৈতন্য বলিলেন ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার ইচ্ছাতে ব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হইলেও জগৎ হইতে তিনি শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। স্পর্শমনির দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা তিনি বিশদ রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

নিই ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান, ঐশ্বর্য্যই তাঁহার স্বরূপ, তিনি মায়ার অতীত। তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিলে তাঁহার চিচ্ছক্তি অস্বীকার করা হয়। বেদপ্রতিপাদিত ভগবানকে ভক্তি ও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীহরিতে প্রেমোদগম হইলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলের অতীত পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম মহাধনের মাধুর্য্যরস আস্বাদন করা যায়"। সন্ন্যাসীগণ শ্রীচৈতন্যের অমৃতময় প্রাণস্পর্শী বাক্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "আপনার সাক্ষাৎ বেদময়মূর্ত্তি দেখিতেছি। আমরা আপনার নিন্দা করিয়া অপরাধী হইয়াছি, আমাদিগকে ক্ষমা করুন"। অতঃপর সন্ন্যাসীগণ চৈতন্যকে আপনাদের মধ্যে বসাইয়া সকলে একত্রে ভোজন করিলেন।

এই ঘটনাতে কাশীধামে শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইল। অনেক দণ্ডী সন্ন্যাসী হরিনাম করিয়া কৃতার্থ হইলেন। দণ্ডী ও শাস্ত্রীরা শাস্ত্র অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের গোষ্ঠীমধ্যে কেবল এই কথারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। চৈতন্যের ব্যাখ্যা যে অতি মনোরম ও যথার্থ এই কথা অনেকে বলিতে লাগিল। প্রকাশানন্দ বলিলেন, অদ্বৈতবাদ স্থাপন করা আচার্য্যের উদ্দেশ্য, এই জন্যই তিনি অন্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কেন না ভগবত্তা স্বীকার করিলেই অদ্বৈতমত খণ্ডিত হইয়া যায়। নানা জনের নানা মত; পূর্ব্বমীমাংসাকার জৈমিনি বলেন ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ; সাংখ্যমতে প্রকৃতিই জগৎকারণ; নৈয়ায়িকেরা বলেন পরমাণু সকল নিত্য, পরমাণু হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; মায়াবাদীগণ ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ নির্গুণ বলেন, পাতঞ্জল মতে ঈশ্বরই স্বরূপতঃপ্রসিদ্ধ। পরম কারণ ঈশ্বরকে না মানিয়া সকলেই অন্যমত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত স্থাপন করিয়াছেন, এই কারণেই ষড়দর্শনের সৃষ্টি। অতএব সাধু মহাজনদিগের অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। *

শ্রীচৈতন্যের প্রেমরসমগ্ন দিব্য লাবণ্য দেখিয়া ও ভক্তিপরিপ্লুত সুধাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশীবাসী কঠোরচিত্ত লোকদিগের প্রাণ পরিতৃপ্ত হইল। তাঁহার দর্শনলালসায় পথে ঘাটে যেখানে সেখানে লোকের মহাজনতা হইতে আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে উল্লাসকর হরিধ্বনিতে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। একদিন চন্দ্রশেখর আচার্য্য, পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া, তপনমিশ্র ও সনাতন এই চারি জনের সঙ্গে গৌরসুন্দর প্রমত্তভাবে নাম সংকীর্ত্তনে মগ্ন হইয়াছেন। হরিনামের গম্ভীর নিনাদ নিস্তব্ধ নৈশ আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। অগণিত লোক প্রেমবিস্ফারিত হৃদয়ে সুমধুর হরিধ্বনিতে যোগ দান করিয়াছে। উদ্বেলায়মান আনন্দোচ্ছ্বাস ও প্রেমহিল্লোল প্রতি হৃদয়ে তরঙ্গিত হইয়া স্বর্গমর্ত্ত্যভেদী মহামঙ্গলধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল যেন ঘন ঘন কম্পিত করিতেছে। দূর হইতে এই আনন্দকোলাহল শ্রবণ করিয়া প্রকাশানন্দ শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রেমানন্দে উন্মত্ত গৌরের অপূর্ব্ব রূপমাধুরী সন্দর্শন করিয়া শিষ্যগণের সঙ্গে তিনিও "হরি" "হরি" বলিতে লাগিলেন। ভাব-রস-মগ্ন গৌরের চক্ষু দিয়া অবিরলধারে প্রেমাশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইতেছে ও দেহ পুলকে কদম্বাকৃতি হইয়াছে। গৌরচন্দ্রের স্বেদ

* চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ২৫ পরিচ্ছেদ।

কম্প অশ্রু পুলক বৈবর্ণ্য প্রভৃতি মহাভাগবত লক্ষণ দর্শন করিয়া কাশীবাসী লোকের মন একবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। লোকের জনতা ও কোলাহলে চৈতন্য বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন এবং সন্ন্যাসীগণকে দেখিয়া নৃত্য সম্বরণ করিলেন। প্রকাশানন্দকে সম্মুখে দেখিয়া চৈতন্য তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। প্রকাশানন্দও তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিলেন। শচীনন্দন বলিলেন, তুমি জগতের গুরু, আমি তোমার শিষ্যানুশিষ্যের যোগ্য নহি। প্রকাশানন্দ বলিলেন, আমি পূর্ব্বে তোমার অনেক নিন্দা করিয়া অপরাধী হইয়াছি, তোমার চরণ স্পর্শে আজ সে সকল ক্ষয় হইল। তুমি সাক্ষাৎ ভগবান, তোমার নিন্দাতে আমার সর্ব্বনাশ হয়। প্রকাশানন্দ ভগবানের সঙ্গে সমান করিয়া তাঁহার প্রশংসা করাতে চৈতন্য কুণ্ঠিত হইয়া বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক বলিলেন, আমি অতি হীন জীব, জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করা মহা অপরাধ ও পাষণ্ডতা।

"প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু আমি জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন॥
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্মসম।
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ২৫ পরিচ্ছেদ।

প্রকাশানন্দ বলিলেন, মায়াবাদের দোষ ও ভাষ্যকারের কল্পিত ব্যাখ্যার কথা যাহা বলিলে তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছে। ব্যাসসূত্রের মুখ্যার্থ সংক্ষেপে শুনিতে অভিলাষ করি। চৈতন্য বলিলেন আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, কি বুঝি, ব্যাসসূত্রের গভীর অর্থ ব্যাসই জানেন। শ্রীমদ্ভাগবৎ বেদসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ, বেদোপনিষদের অর্থ সকল ব্যাস ভাগবতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূর্য্যকে সূর্য্য ভিন্ন অন্য আলোক দ্বারা যেমন দেখা যায় না, সেইরূপ ভগবৎকৃপা ব্যতীত ভগবানকে জানিতে পারা যায় না। ব্যাসদেবের নিজকৃত সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ভাগবতশাস্ত্র *

---

* শ্রীমদ্ভাগবৎ, ভগবান বাদরায়ণ কৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যস্বরূপ, এই কথার প্রমাণার্থে বৈষ্ণবেরা গরুড় পুরাণের এই শ্লোক উল্লেখ করিয়া থাকেন।

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ॥"

ইহা (শ্রীমদ্ভাগবৎ) ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, এবং ভারতার্থ নির্ণায়ক ও গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, ইহাতে বেদার্থ পরিবর্দ্ধিত রূপে কথিত হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও স্বীয় গ্রন্থে উক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। গরুড় পুরাণের উক্ত বচন কোন প্রসিদ্ধ টীকাকারের ধৃত নহে। শ্রীধরস্বামী ভাগবতকে পুরাণরূপে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এ প্রকার স্পষ্ট শ্লোক থাকিতে তিনি অস্পষ্ট বচন সকল কেন লিখিয়াছেন বুঝা যায় না। আপনাপন অভীষ্ট দেবতা ও শাস্ত্রের প্রমাণের জন্য আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা ইচ্ছামত শ্লোক রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা ভাগবতকে বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য যেমন গরুড় পুরাণের শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করেন, শাক্তেরা সেই রূপ শ্রীমদ্ভাগবতকে অগ্রাহ্য করিয়া কালীপুরাণকে ভাগবতরূপে স্থাপন করিবার নিমিত্ত স্কন্দপুরাণের এই বচন উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

"ভগবত্যাঃ কালিকায়া মাহাত্ম্যং যত্র বর্ণ্যতে।
নানা দৈত্যবধোপেতং তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥
কলৌ কেচিদ্দুরাত্মানো ধূর্ত্তা বৈষ্ণবমানিনঃ।
অন্যদ্ভাগবতং নাম কল্পয়িষ্যন্তি মানবাঃ॥"

যে গ্রন্থে নানা দৈত্য বধের সহিত ভগবতী কালিকার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানিবে। কলিযুগে বৈষ্ণবাভিমানী ধূর্ত্ত দুরাত্মা লোক সকল ভগবতীর মাহাত্ম্যযুক্ত গ্রন্থকে ভাগবত না বলিয়া অন্য ভাগবতের কল্পনা করিবেক। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও গোপাঙ্গনাদিগের সহিত তাঁহার রসাভাস ইন্দ্রিয়ব্যাপারাদি যে ভাগবতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তাহাকে সমুদায় বেদার্থ ও দর্শনশাস্ত্রের মীমাংসাস্বরূপ বেদান্তসূত্রের ভাষ্যরূপে নির্দ্দেশ করা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার!!

বিচার করিলেই শ্রুতির সার অর্থ লাভ করিতে পারা যায়। তুমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপ কর,কৃষ্ণ-প্রেমধন হেলায় লাভ করিতে পারিবে। ব্যাস নিজ মুখে বলিয়াছেন,

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।

ভাগবত ১ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়।

নিগমরূপ কল্পতরুর ফল এই ভাগবত শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া শিষ্য প্রশিষ্যাদি পল্লব পরম্পরায় পৃথিবীমণ্ডলে অখণ্ডরূপে পতিত হইয়াছে। হে রসজ্ঞ ভাবুকগণ! অমৃতরসসংযুক্ত এই ফল তোমরা মোক্ষ পর্য্যন্ত বারম্বার পান কর"।

এইরূপে শ্রীগৌরাঙ্গ মায়াবাদাচ্ছন্ন মরুভূমিতুল্য কাশীক্ষেত্রে প্রেমভক্তির প্রচণ্ড বন্যা প্রবাহিত করিলেন। দুর্জ্জয় হরিভক্তির নিকট দণ্ডী সন্ন্যাসীদিগের অহঙ্কার অভিমান পরাস্ত হইয়া গেল এবং হরিভক্তির শ্রেষ্ঠতা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল। যাহারা কেবল দার্শনিক তর্কের বাদবিতণ্ডা লইয়া কালক্ষেপ করিত তাহারা হরিনাম-রসপানে শোক দুঃখ ভুলিয়া কৃতার্থ হইল। অনন্তর গৌরচন্দ্র সনাতনকে বৃন্দাবন গমন করিতে আদেশ করিয়া একাকী ছোটনাগপুরের নানাবিধ বিপদসঙ্কুল অরণ্যময় পথে নীলাদ্রি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। †

† ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে, প্রকাশানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের বিচারে পরাস্ত হইয়া বৈদান্তিক মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া শিষ্য সমভিব্যাহারে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিপথ অবলম্বন করেন। বৈষ্ণবাশ্রমে গৌরাঙ্গ ইহাঁকে প্রবোধানন্দ সরস্বতী এই নাম দেন। শেষে ইনি একজন মহাভাগবত ও শ্রীচৈতন্যের বিশেষ অনুরক্ত হয়েন এবং "চৈতন্যচন্দ্রামৃত" নামে চৈতন্যের জীবন চরিত রচনা করেন।

(ভক্তমাল গ্রন্থ দ্বাবিংশতিমালা দেখ।)

নববর্ষ।

আজি নূতন প্রভাত নূতন প্রতিমা ল'য়ে
ভাসিছে আকাশ পথে পূরবে অরুণ রাগে।
বিশ্বের নূতন ভাব প্রকাশে সকল ঠেঁয়ে;
সকলেই যেন আজ বিমল আনন্দে জাগে।

নূতন আইল আজি পুরাতন তাই গেছে—
সেই দিন সেই কাল মিলেছে অনন্ত সাথে;
চ'লে গেল দূরে দূরে, যারা ছিল অতিকাছে—
সকলেই যায় আসে এক অনন্তেরি পথে।

রবির সারথি আসে, আনন্দে উথলি উঠে
পূরব আকাশ তাই লাল রঙে শোভা পায়;
আরক্ত কমল দলে মধুকর আসে ছুটে;
বিমল মধুর হাসি ঊষার আননে ভায়।

সারি সারি কুসুমেরা শীতল প্রত্যূষে ফুটে
শিশিরে মুখটী ধুয়ে পরিমলে দিক ছায়;
কাননের চারিদিকে পাখীরা জাগিয়া উঠে;
সোণার আকাশে শাদা মেঘেরা ভেসে বেড়ায়।

মৃদু মৃদু বায়ু বহে, গাছ গুলি নেচে ওঠে;
লতা তার অঙ্গ ঢালে—গাছে করে আলিঙ্গন
ছোট ছোট ফুল ফোটে, চারিদিকে গন্ধ ছোটে;
সে সুগন্ধে সুবাসিত হ'য়ে যায় সমীরণ।

কোকিলে ডালের পরে ডাকিতেছে কুহু কুহু,—
মধু'র সাথে মিলে সে কহিতেছে কত কথা;
পাপিয়া সুদূর হ'তে ছাড়ে তান পিউ পিউ—
তাহা শুনি মুগ্ধ সব পুলকিত বনলতা।

পুরাতন বর্ষ এসে দিল সবে উপহার,
নূতন বরষ তাই দেখাইছে সকলেরে;
এই দিন ঘুরে ফিরে কবে আসিবে আবার—
যে যায় সে আসে না,—সে চলিল একেবারে।

স্বরলিপি।

সুরট—চৌতাল

বাজে সুতানে সুন্দর এই বিশ্ব-যন্ত্র অনন্ত গগনে ;
শ্রবণে শুনি সে ধ্বনি ভুলি আপনে।
কত রবি, শশি, তারক, কত গ্রহ উপগ্রহ
অহরহ চলে তালে তালে, আহা কিবা সবে বাঁধা প্রেম-বন্ধনে।
ছয় ঋতু কত ছন্দে ছয় রাগ গাহে আনন্দে,
সুর-তরঙ্গে খেলে সমীরণ, পুলকিত তরুগণ, হরষিত বিহঙ্গম,
বিকশিত কুসুম-রাজি বন-উপবনে।
কে গো তুমি অন্তরালে থাকি
খুলিলে অনন্ত সঙ্গীত লহরী
এ বিশ্বমাঝে, উৎসব-আনন্দ উথলিল,
প্রেম-সিন্ধু প্লাবিল নিখিল ভুবনে॥

২|৫

।১ ।২।৩।০।৪।০।

। মা -রা। মা পা। না -া। -র্সা র্সা। -া -া। র্সা -া। র্সা র্রা। ধা ঞা। ধা -া। পা রা-।
। বা —। জে, সু। তা —। — নে। — —। সু —। ন্দ র। এ ই। বি —। শ্ব, য।

। -া পা। মঃ গা -মঃ। রা রা। সা সা। সা -া। সা মা-। -রা না। পা -ঞা। পা র্সনা-।
। — ন্ত্র। অ ন —। ন্ত, গ। গ নে,। শ্র —। ব ণে। — শু। নি —। সে, ধ্ব।

। -র্সা র্সা। র্রা -ধা। -ঞা ধা। পা পা। ধা -মা॥ মা মা। পা না। না র্সা। র্সা -া। র্সা র্সা।
। — নি। ভু —। — লি। আ প। নে, —॥ ক ত। র বি। শ শি। তা —। র ক,।

। র্সা র্সা। র্রা ধা। ঞা ধা। ধা পা। মা পা। পা না। র্সা র্সা। র্রা -া। র্রা র্রা। -া র্রা।
। ক ত। গ্র হ। উ প। গ্র হ। অ হ। র হ। চ লে। তা —। লে, তা। — লে।

। র্গর্রা র্মা। র্রা র্রা। র্রা র্সা। র্রা ঞা। ধা পা। ধা মা। মা -রা॥ সা -া। মরা মা-। -া -পা।
। আ হা। কি বা। স বে। বাঁ ধা। প্রে ম। ব ন্ধ। নে —॥ ছ য়। ঋ তু। — —।

। মা া। ধা পা। -া পা। রা রা-। ঞা ধা। -ঞা পা। মা পা। ধা মগা। -মা রা। রা রা।
। ক —। ত, ছ। — ন্দে। ছ য়। — রা। — গ। গা হে। আ ন। — ন্দে। সু র।

। রা রা। -া রা। পা পা। পা মগা। মা রা। সা সা। রা রা। মা পা। মা রা। মা রা।
। ত র। — ঙ্গে। খে লে। স মী। র ণ। পু ল। কি ত। ত রু। গ ণ। হ র।

। রা সা। সা রা। ধা ধা। পা পা। পা -া। ধা -মগা। মা -রা। রা রা। রা রা। -া পা।
। ষি ত। বি হ। ঙ্গ ম। বি ক। শি —। ত —। — —। কু সু। ম, রা। — জি।

। মা মা। রা রা। রা সা। না -া। না র্সা। -া র্সা। র্সা -া। র্সা র্সা। -া র্সা। র্সা ধা।
। ব ন। উ প। ব নে। কে —। গো তু। — মি। অ —। ন্ত রা। — লে। থা কি।

। -ঞা ধা। -া পা। মা -পা। না র্সা। -া র্সা। র্রা -া। র্রা -া। র্রা র্মা। র্মা -া। র্রা -র্সা।
। — খু। — লি। লে, —। অ ন। — ন্ত। সং —। গী —। ত, ল। হ —। রী —।

। র্সা র্সা। র্সা -ধা। -ঞা ধা-। পা -া। মা -পা। না র্সা। -া র্সা। র্সা -া। ঞা -ধা। -া পা।
। এ বি। শ্ব, —। — মা। — —। ঝে, —। উ ৎস। — ব। আ —। ন —। — ন্দ।

। মা পা। না র্সা। -া -া। র্রা -া। র্রা র্রা। -া রা। র্মা -া। র্মা র্রা। -া -া। র্সর্রা ঞা।
। উ থ। লি ল। — —। প্রে —। ম, সি। — ন্ধু। প্লা —। বি ল। — —। নি খি।

। ধা পা। ধা -মা। মা -রা॥ ॥
। ল, —। ভু ব। নে —॥ ॥

তীর্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রমত।

আমাদিগের দেশে সাধারণ লোকেরা বিশেষতঃ স্ত্রীলোক ও মূর্খ লোকেরা তীর্থ তীর্থ করিয়া পাগল হইয়া বেড়ান ও অনর্থক অর্থ ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়েন, অথচ তীর্থ কি একথাটী জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন যে তীর্থ কোন একটী স্থান বিশেষ বা কোন কুণ্ড বা নদীর জল যথায় গমন করিলে বা যথাকার জলে স্নানাদি করিলে জীব অজ্ঞানকৃত বা জ্ঞানকৃত, যে কোন প্রকার হউক না কেন, সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তীর্থ কি তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক।

শাস্ত্রে লেখা আছে যে "জনা যৈস্তরন্তি তানি তীর্থানি" অর্থাৎ মনুষ্যগণ যাহা দ্বারা দুঃখ হইতে ত্রাণ পান তাহাকেই তীর্থ বলা যায়। কি কি কর্ম্ম করিলে বেদ ও অন্যান্য প্রামাণ্য ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে মনুষ্য দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকেন? শাস্ত্রমতে বেদাদি শাস্ত্রের পঠন পাঠন, ধার্ম্মিক বিদ্বানগণের সঙ্গ, পরোপকার, যোগাভ্যাস, নির্বৈর, নিষ্কপট, সত্যভাষণ, ব্রহ্মচর্য্য-সেবন, আচার্য্য অতিথি মাতা ও পিতার সেবা, পরমেশ্বরের উপাসনা, শান্তি, জিতেন্দ্রিয়তা, সুশীলতা, ধর্ম্মাচরণ প্রভৃতি শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীব দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকেন, এই কারণে উপরোক্ত কর্ম্মগুলিকে তীর্থ বলা যায়।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য একস্থানে বলিয়াছেন যে "তীর্থং পরং কিং স্বমনো বিশুদ্ধং" অর্থাৎ নির্ম্মল পরিশুদ্ধ মনই শ্রেষ্ঠ তীর্থ। পরম ভক্ত তুলসিদাস সাধুসঙ্গকেই তীর্থরাজ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

পুনশ্চ শাস্ত্রে আমরা তীর্থ সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত শ্লোকগুলি প্রাপ্ত হই, যথা—

"সত্যং তীর্থং ক্ষমা তীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়া তীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জবমেবচ॥
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থমুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতি স্তীর্থং পুণ্যং তীর্থমুদাহৃতম্।
তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্ম্মনসঃ পরা॥"

স্কন্দ পুরাণম্।

অর্থাৎ সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, ঋজুতা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ ও সন্তোষকে তীর্থ কহে, ব্রহ্মচর্য্য উৎকৃষ্ট তীর্থ, প্রিয়বচনপ্রয়োগকেও তীর্থ কহে। জ্ঞান ধৃতি ও পুণ্যকে তীর্থ বলা যায় এবং মনের পরিশুদ্ধতাই সমস্ত তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ।

যাঁহাদের মনে এরূপ নিশ্চয় ধারণা যে ভূমণ্ডলস্থ স্থান বিশেষ, যাহাকে স্বার্থপর লোকেরা তীর্থ সংজ্ঞা দিয়াছে, তথায় গিয়া মূর্ত্তি আদি দর্শন, নদী ও কুণ্ডাদিতে স্নান করিয়া ও তথাকার লোভী ও দুষ্টস্বভাব ব্রাহ্মণ ও গঙ্গাপুত্রাদিকে ভোজন করাইয়া ও পাণ্ডাদিগের নিকট হইতে তীর্থযাত্রার সুফল লইয়া ও তীর্থে সর্ব্বস্ব অযোগ্যপাত্রে দান করিয়া মুক্তিধামে বিনা ওজরে যাইবার অধিকার প্রাপ্ত হ'ন তাঁহাদিগের জানা উচিত যে যথার্থ ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে উপরোক্ত কর্ম্ম করিলে মুক্তি হয় না বরং সে গুলি ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ; জ্ঞান ব্যতীত কদাচ মুক্তি হইতে পারে না। নিম্ন লিখিত শাস্ত্রীয় শ্লোকগুলি তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ, যথা—

"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্ব কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥
অপিচেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥"

গীতা অধ্যায় ৪, শ্লোক ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৮ ও ৩৯।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন হে পার্থ! দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। কেননা ফল-সহ সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পর্য্যবসিত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন যদি তুমি অন্যান্য পাপী সকল অপেক্ষাও অধিকতর পাপাচারী হও তথাপি তুমি সেই পাপরূপ সমুদ্র জ্ঞানরূপ ভেলা দ্বারা অনায়াসেই পার হইতে পারিবে। যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নি কর্ম্ম সকলকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। ইহ জগতে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কোন পদার্থই নাই। যোগসিদ্ধ হইয়া সকলেই কালসহকারে আপনাআপনিই এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত, গুরুশুশ্রূষু হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন তিনিই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া শীঘ্র মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পুনশ্চ কিরূপ লোকে মুক্তি লাভ করেন তদ্বিষয়ে গীতা শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যথা—

"অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ
শব্দাদীন বিষয়াং স্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥"

গীতা অধ্যায় ১৮, শ্লোক ৪৯, ৫১, ৫২, ৫২ ৫৪

অর্থাৎ সর্ব্বত্র অনাসক্তবুদ্ধি, জিতাত্মা ও স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৈর্য্য দ্বারা আত্মাকে সংযত করিয়া শব্দাদি বিষয় ও রাগ দ্বেষ পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত হন।

যিনি শুচিদেশে অবস্থান করেন ও যিনি মিতভোজী, যিনি বাক্য মন ও শরীরকে সংযত করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদাই ধ্যান-যোগ-পরায়ণ ও বৈরাগ্যবান্ সেই মহাত্মাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত।

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি নির্ম্মল ও বিক্ষেপশূন্য হইয়াছেন তিনিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপযুক্ত পাত্র।

এখন দেখা গেল যে জ্ঞান ব্যতীত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভ বা মুক্তি কখনই হইতে পারে না এবং কিরূপে যোগীগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করণে সমর্থ হ'ন তাহা উপরে লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ জ্ঞান ব্যতীত যে মুক্তির উপায় নাই তাহা শ্রুতিও স্বীকার করেন, যথা "জ্ঞানাদেবতু কৈবল্যম্" অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারাই কৈবল্য মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ইত্যাদি।

পুনশ্চ তীর্থপর্য্যটন করিলে যে লোক মুক্ত হয় না সেই বিষয়ে জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে ভগবান শঙ্কর গৌরীকে উপদেশ দিয়াছেন, যথা

"মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র * *
ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ॥
আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষো বরাননে।"

জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র শ্লোক ৪৮ ও ৪৯।

অর্থাৎ শিব বলিতেছেন হে পার্ব্বতি! মন একস্থানে, শিব অন্যস্থানে ও শক্তি অন্যস্থানে আছেন মনে করিয়া তমোগুণযুক্ত লোক সকল এই তীর্থ এই তীর্থ এরূপ ভ্রমে আচ্ছন্ন হইয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করে। হে বরাননে! জীব

যখন আত্মতীর্থ জ্ঞাত নহে তখন কি প্রকারে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেক।

উত্তর গীতাতে যোগীগণ কল্পিত তীর্থে গমন করেন না তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা—

"তীর্থানি তোয়রূপাণি দেবান্ পাষাণমৃন্ময়ান্
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ ॥"

উত্তরগীতা অধ্যায় ৩ শ্লোক ৬।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন হে অর্জ্জুন! আত্মধ্যানপরায়ণ যোগীগণ নদ্যাদিরূপ তীর্থ স্থানে গমন করেন না ও মৃত্তিকা পাষাণাদিময় দেবতা সমূহকে অর্চ্চনা করেন না।

জল বা নদী যে কখন তীর্থ হইতে পারে না তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ শাস্ত্রে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ দুই একটী এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

"নহ্যম্‌ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ" ইত্যাদি

শ্রীমদ্ভাগবত ১০ স্কন্ধ অধ্যায় ৮৪ শ্লোক ১১।

অর্থাৎ জলময় স্থান তীর্থ নহে ও মৃৎ পাষাণময়ী মূর্ত্তি দেবতা নহে ইত্যাদি।

পুনশ্চ

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে, স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু সএব গোখরঃ ॥"

ভাগবত স্কন্ধ ১০ অধ্যায় ৮৪ শ্লোক ১৩।

অর্থাৎ বাতপিত্তশ্লেষ্মময় শরীরে যাহার আত্মজ্ঞান, পুত্র কলত্রাদিতে যাহার আত্মীয় জ্ঞান, মৃত্তিকা বিকারে যাহার দেবতা জ্ঞান এবং জলেতে যাহার তীর্থজ্ঞান— সাধুতে নহে, সে ব্যক্তি গোতৃণবাহী গর্দ্দভ স্বরূপ।

নদ্যাদির জল দ্বারা যে আত্মার শুদ্ধি হইতে পারে না তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, যথা—

"আত্মানদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মী।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা ॥

মহাভারতম্ ॥

অর্থাৎ হে পাণ্ডুপুত্র! আত্মারূপ নদীর সংযমকে পবিত্র সোপান, সত্যকে উদক, সাধু চরিত্রকে তট, ও দয়াকে উর্ম্মি বলিয়া জানিবে। তুমি এইরূপ আত্মনদীতে স্নান কর, কারণ জল দ্বারা অন্তরাত্মা শুদ্ধ হন না।

মনুও জল দ্বারা বাহ্য শরীর ব্যতীত অন্তরাত্মা শুদ্ধ হইতে পারে না এরূপ স্বীকার করেন, যথা—

"অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধি র্জ্ঞানেন শুধ্যতি ॥"

মনু অধ্যায় ৫ শ্লোক ১০৯।

অর্থাৎ বাহ্য শরীর জলদ্বারা শুদ্ধ হয়, সত্যবলে মন শুদ্ধ হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা জীবাত্মার শুদ্ধি হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি বিশোধিত হইয়া থাকে। বেদান্ত গ্রন্থেও জ্ঞান ব্যতীত তীর্থপর্য্যটন স্নান ইত্যাদির দ্বারা যে জীব মুক্ত হইতে পারে না তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়; দুই তিনটি শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ লিখিতেছি, যথা—

"বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্ কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবতাঃ।
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তি র্নসিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি ॥

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম নতু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্ব্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মকোটিভিঃ ॥
অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ।
ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা ॥"

বিবেকচূড়ামণিঃ শ্লোক ৬, ১১ ও ১৩।

অর্থাৎ শাস্ত্র সকল সুব্যাখ্যা করুন অথবা যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণের তৃপ্তিসাধন করুন কিম্বা কর্ম্মকাণ্ড সকল যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করুন কিম্বা দেবতাদিগের উপাসনা করুন,

জীবের আত্মবোধ না হইলে শত ব্রহ্মকল্প গত হইলেও তাহার মুক্তি লাভ হয় না। চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য কিন্তু বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধির জন্য কর্ম্ম নহে কারণ ব্রহ্মপদার্থের নিশ্চয় সুবিচার দ্বারা সিদ্ধি হয়, কোটি কোটি কর্ম্ম হইতে হয় না। সৎ ও অসৎ বস্তুর বিচার এবং হিত অর্থাৎ গুরুবাক্য দ্বারা পদার্থের নিশ্চয় দর্শন লাভ হইয়া থাকে কিন্তু স্নান দান বা শত শত প্রাণায়াম দ্বারা উহা কখন সিদ্ধ হয় না॥

"যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥
কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবজ্ জ্ঞানং ন জায়তে॥
জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাং
ন মুক্তির্জপনাদ্ধোমাদুপবাসশতৈরপি॥" ইত্যাদি।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্।

অর্থাৎ যাবৎ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা জীবের শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত না হয় তাবৎ শত কল্প জীবন ধারণ করিলেও তাহার মুক্তি হয় না। যাবৎ জীবের তত্ত্বজ্ঞান না হয় তাবৎ তিনি নিরন্তর বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান ও শত শত কষ্টভোগ করিলেও কোন ক্রমে মুক্ত হইতে পারেন না। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা নির্ম্মলাত্মা প্রাজ্ঞ লোকদিগের মানসান্ধকার দূরীভূত হয় পরে বিচার দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে। শত শত জপ যজ্ঞ হোম ও উপবাস আদি করিলেও জীব মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন না। উপরোক্ত শ্লোকগুলি দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে তীর্থ পর্য্যটনাদি ক্লেশ স্বীকার করিলে জীব কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারেন না এবং ঈশ্বরে পরা ভক্তি ব্যতীত জীবের মুক্তি প্রাপ্ত হইবার আর উপায়ান্তর নাই।

তিব্বতের শিক্ষা ও আচার ব্যবহার*।

ভারতবর্ষের ন্যায় তির্ব্বত প্রদেশেও একান্নবর্ত্তী-পরিবার-প্রথা প্রচলিত আছে। যদিও উভয় দেশেই এই প্রথার উদ্দেশ্য একই—একত্রে সম্মিলিত হইয়া বাস করা, কিন্তু উভয় দেশীয় প্রথার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য ও পরিলক্ষিত হয়।

তির্ব্বতে আইনানুযায়ী বিষয়ের বিভাগ হইতে পারে না—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রেই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হয়। সুতরাং সেই রাজস্বের নিমিত্তও দায়ী। বংশরক্ষা করিবার জন্য তাহাকে বিবাহ করিতেই হইবে। জ্যেষ্ঠভার্য্যা নামে মাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগেরও স্ত্রী কিন্তু কার্য্যত কনিষ্ঠেরা স্বতন্ত্রভাবে এক বা বহু স্ত্রী গ্রহণ করেন, কিন্তু কনিষ্ঠদিগের এই স্ত্রীগ্রহণ বিবাহ বলিয়া গণ্য হয় না। কনিষ্ঠগণ একান্নভুক্ত থাকিলে তাহাদিগের স্ত্রীগণকে জ্যেষ্ঠভার্য্যার সহচরী বা পরিচারিকা হইয়া থাকিতে হয়। যতদিন সকলে একত্র থাকে, ততদিন বিষয়সম্বন্ধে কনিষ্ঠ-সন্তানদিগের কোন অধিকার থাকে না। কিন্তু ইচ্ছা করিলে কনিষ্ঠেরা পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে; এবং সচরাচর তাহারা অন্যত্র যাইয়া ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন স্যামুয়েল টেলর তির্ব্বত পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন যে তির্ব্বতীয়দিগের ন্যায় বিনয়ী ও নম্র অন্য কোন জাতি আছে কি না সন্দেহ। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ একেবারেই

---

* শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই, মহাশয়ের বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত।

অভিমানশূন্য। তিব্বতে স্ত্রী জাতির প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এখানে স্ত্রীস্বাধীনতাও প্রচলিত আছে।

এক পরিবারে দুই তিনটী পুত্র সন্তান জন্মিলে তন্মধ্যে একজনকে "সঙ্ঘের" অর্থাৎ প্রচলিত ধর্ম্মসভার সভ্য হইতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা যে শান্তশিষ্ট ও বুদ্ধিমান্, তাহাকে পিতামাতা সচরাচর সন্ন্যাসী করিবার জন্য মঠে প্রেরণ করেন। যদি জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্ন্যাসী হইবার ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে সমস্ত পরিবারের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কনিষ্ঠই বিষয়ের অধিকারী হয়।

পুত্রের সন্ন্যাসী হওয়া যদি পিতামাতার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে তাঁহারা পুত্রকে বিদ্যালাভার্থে 'লব্‌তা' অর্থাৎ পল্লীগ্রামস্থ পাঠশালায় প্রেরণ করেন। এখানে ছাত্রবর্গকে ধর্ম্মসূত্রও শিক্ষা দেওয়া হয়। গুরুকে "গেগ্নারগান" অর্থাৎ পুণ্যালঙ্কার বলে। আমাদিগের দেশে পল্লীগ্রামের গুরু মহাশয়গণকে যেরূপ অন্নচিন্তায় ব্যস্ত হইতে দেখা যায় তিব্বতের গুরুমহাশয়দিগের সেরূপ হইতে হয় না। তাঁহারা সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিয়া থাকেন। উচ্চ বংশীয়দিগের বা পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের সন্তানগণ উচ্চ শিক্ষার্থে প্রধান ধর্ম্মযাজক বড় লামার প্রতিষ্ঠিত লাসা নগরস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। দেশের প্রত্যেক বালককে কোন না কোন প্রকার বিদ্যালয়ে যাইতেই হইবে, গিয়া 'গাথা' অভ্যাস করিতে হইবে, আবার সেইগুলি বিদ্যালয়ে ও স্ব স্ব গৃহে আবৃত্তি করিতে হইবে।

আমাদিগের দেশের বালকেরা পাততাড়ি লইয়া পাঠশালায় যায়, তিব্বতেও তদ্রূপ করিয়া থাকে। তথাকার বালকেরা অতিরিক্ত এক একটি ছোট দেড়হস্ত পরিমাণ চতুষ্কোণ চৌকী সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। ছাত্রবর্গ শিক্ষকের এত বশীভূত যে কুত্রাপি দৈহিক দণ্ডের আবশ্যক হয় না। পিতামাতার বশ্যতা, তাঁহাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যতা, সত্যানুরাগিতা প্রভৃতি নানা নৈতিক বিষয়ে সে মাতৃক্রোড়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। বিদ্যালয় তাহার বৈষয়িক শিক্ষার স্থল। গৃহে পিতা যেমন সন্তানকে যত্ন করিয়া থাকেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষকও ছাত্রকে সেইরূপ যত্ন করিয়া থাকেন। তিনি পান করিবার জন্য তাহাদিগকে চা দেন; পাঠাগারের একপার্শ্বে চা সর্ব্বদা সিদ্ধ হইতে থাকে। উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয়গুলি মঠ-সম্বলিত। এখানে পুণ্যাত্মা বিদ্বন্মগুলী সমবেত হন এবং বিবিধ শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। প্রধান প্রধান লামাগণ উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগকে শাসন কার্য্যে নানা প্রকার সহায়তা করিয়া থাকেন।

"গৌপা" অর্থাৎ বোর্ডিংস্কুলে অতি উত্তম অধ্যাপনা হইয়া থাকে। পিতা কিম্বা মাতা কিছু উপঢৌকনের সহিত গৌপায় লামার নিকট সন্তান প্রেরণ করেন। বিদ্যালয়ে স্থান থাকিলে জনৈক লামা ছাত্রের মস্তক হইতে একগুচ্ছ কেশ কাটিয়া লইয়া তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া লন। সে তখন "তপো" অর্থাৎ বিদ্যার্থী নামে অভিহিত হয়। এই সময় তাহার মস্তক মুণ্ডিত হয়। সে উত্তরোত্তর শাস্ত্র পাঠে উন্নতি দেখাইতে পারিলে "গেটশূল" বা "শ্রমনরা" শ্রেণীভুক্ত হয়। শাস্ত্র পাঠ ভিন্ন যখন সে ব্যাকরণ, পাটীগণিত, কবিতা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে থাকে, তখন

তাহার উচ্চ শিক্ষা আরম্ভ হয়। এতাবৎ কাল তাহার পিতামাতা শিক্ষকের নিমিত্ত কিছু না কিছু উপঢৌকন লইয়া সন্তানকে দেখিতে আইসেন। সে প্রাত্যহিক প্রার্থনা ও ধর্ম্মালোচনা কার্য্যে শিক্ষকদিগের সহিত যোগদান করে। যে যে বিষয়ে যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইতে সক্ষম হয়, তদনুসারে সে উচ্চতর বিদ্যামন্দিরে প্রবিষ্ট হয়। যে গণিতে ভাল সে লাসা নগরের কলেজ অব্ একাউণ্ট্যাণ্টে প্রবিষ্ট হয়, যে দর্শন বা সাহিত্যে ভাল সে "নামগিয়ালতাৎসং"এ যায়। দালাই লামা এই শেষোক্ত স্থানের অধিনায়ক। এখান হইতেই সে সরকারি কার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করে। ছাত্র সুশিক্ষিত হইলে "শ্রমনারা" হইতে ক্রমে "টংগ্রামপা" "কাচান" ও "রবচম্পা" প্রভৃতি উচ্চ উপাধি লাভ করে। এই সকল উপাধির সহিত আমাদিগের বিএ, এম এ প্রভৃতি উপাধির সৌসাদৃশ্য আছে।

সর্প ও মণি।

হিন্দুজাতি কল্পনাপ্রিয়। এই কল্পনার মাত্রা সময়ে সময়ে এতই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে যে কল্পনার ভিতর হইতে সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য হয়; কিন্তু চেষ্টা করিলে অনেক সত্য কল্পনার জঞ্জাল হইতে বাহির হইয়া পড়ে। সম্প্রতি অধ্যাপক হেন্‌সড এইরূপ একটী কল্পনা-জড়িত সত্যকে কল্পনাজাল হইতে মুক্ত করিয়াছেন। সর্পের মস্তকে মণি থাকে বলিয়া আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে; এই মণি সম্বন্ধে তিনি কোন মার্কিণ পত্রিকায় একটী বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

তিনি বলেন "সর্পের মধ্যে কেবলমাত্র কোব্রা জাতিই (কেউটে ও গোখুরা) পতঙ্গ ভক্ষণে জীবন ধারণ করে। তাহারা পিপীলিকা ফড়িং প্রভৃতি অন্যান্য কীটও আহার করে বটে কিন্তু তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্য খদ্যোত (জোনাকী পোকা)। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে অন্যান্য পতঙ্গ অপেক্ষা খদ্যোতই রাত্রিকালে সহজে ধৃত হইতে পারে।

"আমি বহুক্ষণ ধরিয়া কোব্রাদিগকে ঘাসের উপরে জোনাকী পোকা ধরিবার নিমিত্ত এদিক ওদিক করিতে দেখিয়াছি—ইহাতে সর্পদিগকে বিলক্ষণ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়। পতঙ্গতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতমাত্রেই অবগত আছেন যে উড্ডয়নশীল খদ্যোত মাত্রেই পুরুষ শ্রেণীর অন্তর্গত। স্ত্রীজাতীয় খদ্যোতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; তাহারা আকৃতিতে অপেক্ষাকৃত বড় এবং উড়িতে অসক্ত। তাহারা ঘাসের উপরেই স্থিরভাবে বসিয়া থাকে; এবং তাহারদের পৃষ্ঠদেশ হইতে এক প্রকার হরিতাভ উজ্জ্বল আলোক মধ্যে মধ্যে বিকীরিত হয়। এই আলোক পুং খদ্যোতের আলোক অপেক্ষা উজ্জ্বলতর এবং এই উজ্জ্বলতার হ্রাসবৃদ্ধি নিয়মিত বিরামে হইয়া থাকে। স্ত্রী খদ্যোতের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে পুং খদ্যোতকে আসিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া বসিতে দেখা যায়।

"ক্লোরোফেন (chlorophane) জাতীয় ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড হইতে স্ত্রীখদ্যোতের ন্যায় হরিতাভ আলোক রাত্রিকালে বাহির হইয়া থাকে। এই উভয় আলোকের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য এত অল্প যে ইহাতে পুং খদ্যোত সহজেই প্রতারিত হইতে পারে।

"আমার স্থির বিশ্বাস, কোব্রাজাতীয় সর্পগণ বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটনাক্রমে এই বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ক্রমে তাহা আপনাদের কার্য্যে লাগাইয়া লইয়াছে। বোধ হয় যে একটী কেউটে বা গোখুরা রাত্রিতে নদীকূলে গিয়া এই প্রকার প্রস্তরকে ভ্রান্তিক্রমে স্ত্রী-খদ্যোত বলিয়া বুঝিয়া ছিল। কিন্তু তাহার সে ভ্রম ঘুচিলে সে অন্ততঃ ইহা দেখিতে পাইয়াছিল যে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই প্রকার প্রস্তরের নিকটেই অধিকতর খদ্যোত পাওয়া যায় এবং হয় তো এই লোভেই সে পুনঃ পুনঃ সেই স্থানেই আসিত। এইরূপে অনেকগুলি সর্প ঐস্থানে জুটিয়া সেই প্রস্তরের লাভলোভে যে বিবাদ করিত ইহাও কিছু অসম্ভব নহে। এই বিবাদ প্রসঙ্গে প্রস্তর খণ্ডটী যে বিজয়ী সর্পের অধিকারে আসিবে তাহাও সম্ভব। সেই সর্পটী ইহা মুখে লইয়া সযত্নে রক্ষা করিবে, কারণ সে দেখিয়াছিল যে এই প্রস্তরের উপরেই তাহার জীবিকা নির্ভর করিতেছে। আরও এই প্রস্তর থাকিলে সর্পকে জীবিকার জন্য বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইত না। কেবল রাত্রিতে সেই প্রস্তর খণ্ড ঘাসের উপর রাখিয়া দিলেই বিস্তর খদ্যোত তাহার মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইত। এখন কেউটে গোখুরা জাতীয় সর্পের প্রত্যেকের এই প্রস্তর সংগ্রহ করিতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আবশ্যক নাই। এমন কি এক শিশু সর্পও এই প্রকার প্রস্তর দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইয়া পূর্ব্ববর্ণিতরূপ ব্যবহার করিতে থাকিবে। ইহার কারণ এই যে, জীবদিগের ব্যক্তিগত স্মৃতিশক্তি অপেক্ষা জাতিগত স্মৃতিশক্তি প্রবলতর হইয়া থাকে।"

গজকুম্ভে মুক্তার ন্যায় ফণিশিরে মণি বোধ হয় একটী প্রবাদ বাক্য মাত্র। হয়তো কেহ কখনো দেখিয়া থাকিবেন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে লব্ধ হরিতাভ প্রস্তর খণ্ড হারাইয়া ফণী ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে। অথবা কেহ কোনও কৌশলে প্রস্তরখণ্ড আত্মসাৎ করিয়া দেখিয়াছে সর্প তদভাবে কাতর প্রাণে ছটফট করিতেছে। সম্ভবত তদবধিই প্রবাদ 'মণিহারা ফণী'।

THE RELIGION OF LOVE.
INTENDED FOR ALL SECTS AND CHURCHES.
BY A HINDU.

(Continued from the last number)

CHAPTER IV.

Of Tranquility of Mind and the Flame that flickereth not.

1. Man has a natural deep craving for the sight and company of God. It is like the craving of the bee for the honey in the flower. This leadeth him to communion. Superficiality of communion in the first instance leadeth him to enquire eagerly about the best means of performing the same with a view to satisfy the said craving.

2. Tranquilization of mind by regulating the passions and emotions by means of the exercise of will-power is the best means for gaining the sight of God and His company. Those only, that are pure in heart, can see God.

3. A course of severe mental and moral discipline is therefore the portal of religion. The path of religion, say the wise, is as difficult to cross over as that made by the edge of sharpened razors.

4. Love of God should be based on the above discipline or it would not be real love. What kind of lover is he who would not suffer hardships for his beloved ? This suffering of hardships is the best means of attaining the Beloved.

5. Deep and fervid love of God, or what is called God-intoxication, is not only not

inconsistent with tranquility of mind caused by the proper regulation of the passions and emotions, but the latter is the proper basis of the former.

6. We should always bear in mind that the sweets of religion cannot be really enjoyed without first tasting its bitters. Love of God cannot be of a deep and lasting character unless the man who pretendeth to be His lover, previously undergo a course of severe mental and moral discipline, tranquilizing his mind and making it fit for the reception of the image of the All-Beautiful.

7. True love of God must, therefore, be based on tranquility of mind caused by severe mental and moral discipline or else such love would ever remain of a transient or superficial character.

8. As the image of a tree situated on the banks of a lake ruffled by the breeze is not clearly reflected in it, so God is not clearly reflected in the mind that is agitated by the passions and emotions. Unbroken perennial communion is like the flame of a lamp placed in a windless place that flickereth not. Such unbroken communion is not inconsistent with a prop[er] [d]ischar[ge of] worldly duties.

সমালোচনা

অষ্টাধ্যায়ী (পাণিনি কৃত ব্যাকরণ)—ইংরাজী অনুবাদ সমেত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিতেছেন। ইহাতে কাশিকা বৃত্তি ও তাহার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং সেই বৃত্তি যাহাতে সর্ব্বসাধারণে, এমন কি সংস্কৃত ভাষায় প্রথম প্রবেশার্থীও সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে, এইরূপে সেই বৃত্তির ইংরাজী ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। ইহা খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইতেছে। আমরা প্রথম খণ্ডমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রথম খণ্ডে যতটুকু বাহির হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি যে ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অতি সুন্দর হইয়াছে। মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতিও অতি সুন্দর হইয়াছে। এই পুস্তক প্রায় ২০০০ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন হইবে। সমগ্র পুস্তকের মূল্য ১২ টাকা মাত্র। ইহা পাওয়া যাইবে পাণিনি আফিসে, এলাহাবাদ, এন্ ডব্লিউ, পি।

রঘুবংশ—বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ; প্রথম ভাগ (১ম হইতে ৮মসর্গ)—শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম্ এ প্রণীত। মোটের উপরে পুস্তকখানি মন্দ হয় নাই। তবে কথা এই যে বাঙ্গালা ভাষায়, বিশেষতঃ পদ্যে অনুবাদ করিয়া সংস্কৃত ভাষার প্রাণ আনিবার চেষ্টা করা বৃথা। এই জন্য বোধ হয় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বাঙ্গালা পদ্যে না করিয়া গদ্যে করিলেই ভাল হয়।

বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ছন্দ একপ্রকার হইয়া মিষ্টত্বের কিছু হানি হইয়াছে।

অদ্বৈত তত্ত্বমীমাংসা—শ্রীনন্দলাল সেন প্রণীত। নাম দিয়াছেন বটে মীমাংসা, কিন্তু মীমাংসা বহুদূরে আছে। গ্রন্থকার ভূমিকাতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তিনি কাহারও সহিত তর্ক করিবেন না—অবশ্য বৃথা তর্ক না করাই ভাল। তবে তাঁহাকে এইটুকু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি যে জ্ঞানের বিষয়ে কতকগুলি অসংলগ্ন কথা না বলিয়া, জ্ঞানের ভড়ং না দেখাইয়া তিনি যদি ভক্তির বিষয় কিছু লিখিতেন তবে তাঁর পুত্রবিয়োগজনিত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ও শান্তিলাভ করিত এবং তৎসঙ্গের অন্যান্য শ্রদ্ধাবান্ সাধু ব্যক্তিরাও সুখী হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

হিন্দুর জাতীয় পতন। (শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।) হিন্দুজাতি এখন আর পূর্ব্বকার সে হিন্দুজাতি নাই; পূর্ব্বেকার গৌরব একে একে সমস্তই হারাইয়া বসিয়াছে। আমরা কোন্ কোন্ বিষয় হারাইয়াছি, দেবেন্দ্র বাবু তাহাই বিশদ করিয়া দেখাইয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, যে জাতি জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিল—এই মন্দিরের একখানি প্রস্তর খসিয়া যাইলে বর্ত্তমান কালের বড়বড় স্থপতিগণ বহুচিন্তার পর তাহার স্থানে একখানি প্রস্তর বসাইয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই তাহা পূর্ব্ববৎ সম্মিলিত ও সুন্দর হয় নাই—এখন কি না সেই জাতিকে অন্ধকার দূর করিবার জন্য বিদেশীয়ের উপর নির্ভর করিতে হইবে, লজ্জা নিবারণ করিতেও তাহাদিগের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে। আহার বিষয়ক কথাগুলি কিছু অতিরঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আর একটী কথা আমাদের ভাল লাগিল না—দেবেন্দ্র বাবু শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান কালের স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি অতিরিক্ত কটূক্তি করিয়াছেন; বলা বাহুল্য যে সেগুলি প্রকৃত সত্যের অনেক দূরে। পুরুষেরা যদি বিজ্ঞানাদি আলোচনা করিতে পারে তবে স্ত্রীলোকেরাই বা কেন বিজ্ঞানাদি আলোচনা করিয়া ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিয়া জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত না হইবে, তাহা বুঝিতে পারি না।

নব্য ভারত চৈত্র ১২৯৮। ইহাতে ধর্ম্মবিষয়ক তিনটী প্রবন্ধ আছে। (১) সাকার ও নিরাকারোপাসনা—লেখক শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। নগেন্দ্র বাবু নিরাকার উপাসনার বিপক্ষে প্রধান আপত্তি মূর্ত্তি-অবলম্বন অতি সুন্দররূপে খণ্ডন করিয়াছেন—ইহা প্রত্যেকের পাঠ করা উচিত। (২) বেদান্ত ও ব্রাহ্মধর্ম্ম—লেখক শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর; (৩) সুখাবতী বা বৌদ্ধস্বর্গ—লেখক শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস; লেখক মহাশয় বৌদ্ধদিগের স্বর্গকল্পনা হিন্দুদিগের স্বর্গকল্পনা অপেক্ষা উন্নত বলিয়া দেখাইতেছেন; হিন্দুরা স্বর্গবাসীদিগের জন্য ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নানা বিষয় ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু বৌদ্ধেরা তাঁহাদের স্বর্গবাসীদের জন্য পরোপকার খাদ্য মাত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্য ও মূল্যপ্রাপ্তি।

কৃতজ্ঞতার সহিত দান প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	২০০
বাবু লালবিহারী বড়াল	ঐ	২৫
শ্রীমতী ত্রৈলক্যমনি দাসী	ঐ	৫
বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	শেওড়াফুলি	২
,, গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	হুগলি	২
,, দীননাথ অধ্যেতা	কালনা	২
,, ক্ষেত্রমোহন ধর	কলিকাতা	১
,, মতিলাল পাল	ঐ	৩৷৶১০
,, ভবদেবনাথ	গোয়াড়ী	২
,, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	বোলপুর	১
,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	কলিকাতা	১
,, ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস	উনাও	১
,, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	কলিকাতা	১
,, বনমালি চন্দ্র	ঐ	১

কৃতজ্ঞতার সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্য ও মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	১২
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী সি, আই, ই,	কাসিমবাজার	১২৷৶০
বাবু প্যারিমোহন রায়	কলিকাতা	১২
রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর	উত্তরপাড়া	১২
বাবু জয়গোপাল সেন	কলিকাতা	৬
,, শ্রীগোপাল মল্লিক	ঐ	৬
,, হরিমোহন নন্দী	ঐ	১৷০
,, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ	২
,, কাশিনাথ দত্ত	ঐ	৬
,, গোপিকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	ঐ	১
,, গিরিজাশঙ্কর মজুমদার	ভবানীপুর	৩
পণ্ডিত প্রাণনাথ স্বরস্বতী	ভবানীপুর	৩
বাবু কুলদাকিঙ্কর রায়	ঐ	৬
,, বলাই চাঁদ পাইন	কলিকাতা	৩
,, ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ভবানিপুর	৩
পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	কলিকাতা	৩
" রাখালদাস সেন	ঐ	৩
,, বিপিনবিহারী সরকার	ঐ	৩
,, দুর্গামোহন দাস	ঐ	৩
,, বৈকুণ্ঠনাথ বসু	ঐ	৩
,, ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩
,, উদয়চাঁদ সামন্ত	হাবড়া	৩
বাবু বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩
,, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরে ঘাটা)	ঐ	১
,, বনমালি চন্দ্র	ঐ	৩
,, গোপালপ্রসন্ন মজুমদার	ঐ	৩
,, হেমচন্দ্র ঘোষ	ঐ	৬
,, জানকীনাথ মজুমদার	ঐ	৬
রায় অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর	ভবানিপুর	৩
বাবু পতিতপাবন মিত্র	খিদিরপুর	৩
,, হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৪
,, উমেশচন্দ্র দেব	ঐ	৩
,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	ঐ	[illegible]
,, মনিলাল মল্লিক	ঐ	৩
,, কালিপ্রসন্ন বিশ্বাস	ঐ	৩
,, লালবিহারী বড়াল	ঐ	৩
,, রামচন্দ্র সিংহ	ঐ	৩
,, কন্নুলাল বর্ম্মন	ঐ	৩
,, ব্রজনাথ দত্ত	ঐ	৩
,, কৃষ্ণকিশোর নিয়োগি	ঐ	৩
,, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ	ঐ	৩
,, কালিপ্রসন্ন ঘোষ	ঐ	৩
,, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	৩
,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	ঐ	২
,, নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	হাবড়া	৩
,, গোপালচন্দ্র দে	কলিকাতা	১
,, সুরেশচন্দ্র দত্ত	ঐ	২
বরাহ নগর পুস্তকালয়	বরাহনগর	১৷০
বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	৩
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র	ঐ	৬
,, যদুলাল মল্লিক	ঐ	৩
,, বেণিমাধব সেন	ঐ	৩
,, মথুরানাথ বর্ম্মন	ঐ	৩
,, কালিকৃষ্ণ প্রামাণিক	ঐ	৩
,, মানিক লাল দত্ত	ঐ	৩
,, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	৩
,, কালিকুমার দে	ঐ	১
,, ব্রজগোপাল মতিলাল	ঐ	৩
,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	৬
,, দ্বারকানাথ ঘোষ	ঐ	৸০
,, ক্ষেত্রমোহন ধর	ঐ	৩
,, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩
,, রামলাল বসু	ঐ	৩
,, মহিমোহন দত্ত ও চণ্ডীচরণ লাহিড়ী	ঐ	২

বাবু কানাইলাল দাস	কলিকাতা	৩
,, শরৎচন্দ্র দত্ত	ঐ	১
,, শ্রীনাথ মিত্র	ঐ	৩
,, মতিলাল পাল	ঐ	৩
,, প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী	বালিগঞ্জ	৩
,, হরিমোহন রায়	কলিকাতা	৩
,, জয় গোপাল মিত্র	হাবড়া	৩
রাজা রামেশ্বর মালিয়া বাহাদুর	ঐ	৩
বাবু গোপালচন্দ্র সুর	কলিকাতা	২
,, এ, সি, মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩
,, কেদারেশ্বর সেন গুপ্ত	ঐ	১
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস ঘোষ	ঐ	৩
,, নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ	৩
,, অভয়াচরণ মুখোপাধ্যায়	রাণিগঞ্জ	৬
,, গোলকচন্দ্রদত্ত	কানিহাটী	৩।৵০
,, কৃষ্ণধন বাগছি	নওগাঁ	৩।৵০
,, কেদারনাথ কুলভি	বাঁকুড়া	১৸৵০
রায় কৈলাশচন্দ্র মহাশয়	দেহুরদা	৩।৵০
বাবু ভবদেব নাথ	গোয়াড়ী	৩।৵০
,, বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী রায় চৌধুরী	রহমতপুর	৩
,, কিশোরিমোহন চৌধুরী	সেরপুর	৭
রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর	নাড়াজোল	৩।৵০
বাবু গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	হুগলি	৩।৵০
,, হরকুমার সরকার	বোয়ালিয়া	৩।৵০
,, হরিবিলাস আগরওয়ালা	তেজপুর	৩।৵০
,, দুর্গানারায়ণ বসু	মেদিনীপুর	৩।৵০
,, প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী	চাঁদপুর	৩।৵০
,, দিগম্বর দত্ত	খিরপাই	৩

বাবু রাজকুমার সেন	চোদ্দগ্রাম	৩।৵০
ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক	কুচবেহার	১৸৵০
বাবু নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়	ডিব্রুগড়	৩
,, বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুহ	জয়দেবপুর	৩৸০
,, মহেন্দ্রনাথ সেন	ডিব্রুগড়	৩।৵০
ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক	কালনা	২
বাবু গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী	গড্ডা	৫
,, রাজকুমার ভট্টাচার্য্য	নিলকামারি	৩।৵০
,, গোপালচন্দ্র রায়	টিনডারিয়া	৩৸০
,, মহেশচন্দ্র চাকলাদার	রছুলপুর	২
,, রামচন্দ্র মৌলিক	বেনারস	৩।৵০
ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক	বেনারস	।৵০
বাবু মতিলাল বিশ্বাস	গোয়াড়ী	৩।৵০
,, শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী	পৈরতলা	১৸৵০
,, কালিনারায়ণ গুপ্ত	ঢাকা	৬৸০
,, কীর্ত্তিরাম বড়ুয়া	শিলং	৩॥০
শ্রীমতী রাণী হেমন্তকুমারি দেবী	পুঁটিয়া	১০
বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	সেওড়াপুলি	৩।৵০
ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক	মাণিকদহ	৩/০
বাবু মহেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ	রাজারহাট	৩।৵০
,, পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়	বংশবাটী	২
,, বারানসী বসু	উলা	৩।৵০
,, তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	ইটোরা	৬৸০
,, যজ্ঞেশ্বর সিংহ	ভাসতাড়া	৬৸০
,, যদুনাথ ঘোষ	ধুবড়ি	৩।৵০
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	কুমারখলি	।৶০
বাবু রাইচরণ দাস	শিলং	১৸৵০

বিজ্ঞাপন।

৺ প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয়ের প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

[illegible]	...	...	১৲
বামাতোষিণী	...	...	॥০
অভেদী	...	...	॥০
গীতাঙ্কুর	...	...	।০

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়,
কলিকাতা।

শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

ত্রয়োদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩

৫৮৬ সংখ্যা　　　　　　　　　　　　　　　　১৮১৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৯। কলিগতাব্দ ৪৯৯৩। ১ জ্যৈষ্ঠ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৶০ । ডাক মাশুল ।৶০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

ত্রয়োদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

৫৮৬ সংখ্যা ১৮১৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

গান।

এই উঠিলাম।

১

দেব তোমার নাম ল'য়ে এই উঠিলাম,
প্রতি পদক্ষেপে
(এই) মৃত্যু ফেলি চেপে।
দেব তোমার গান গেয়ে এই ফুটিলাম।
স্বার্থ চারিদিকে
নাহি রবে টি'কে ;
দেব তোমার প্রাণ পেয়ে এই জুটিলাম—
চরণকমলে এসে এই জুটিলাম।

২

তোমার চরণে এসে
মিটিল সকল আশ ;
তোমারেই ভাল বেসে
দুঃখ তাপ হবে নাশ।
তোমার কাছেতে থেকে,
তোমারে সদাই দেখে,
সকলি পাইব আমি—
তুমি জগতের স্বামী।
নব যাহা পুরাতন
পুরাতন যা' নূতন
মিলিয়া মিশিয়া আছে
সকলি তোমার কাছে ;
দেব তোমার প্রাণ পেয়ে এই উঠিলাম।

বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ। *

১৮১৩ শক, ৩০ চৈত্র।

বহমান কালস্রোতের তীব্র সংঘর্ষণে নিপতিত হইয়া আজ আমরা পূর্ণ এক বৎসরের শেষ রজনীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সম্মুখে নববর্ষের অভ্যুদয় পশ্চাতে অতীত-প্রায় সম্বৎসরকালের চির বিদায় আমাদের অন্তরে যুগপৎ হর্ষবিষাদ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে। অদ্যকার রজনীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের সহিত বর্ত্তমান বর্ষের সকল যোগ তিরোহিত হইবে, বর্ত্তমান বর্ষ সুদূর অতীতের সহিত অচ্ছেদ্য যোগে মিলিত হইবে। অদ্যকার রজনী অবসানে বর্ত্তমান বর্ষ অনন্ত কালসাগরে চির সমাধি লাভ করিবে। আমাদের নিজ নিজ জীবন ইতিহাসের এক অংশের পরিসমাপ্তি হইবে। তেজঃপুঞ্জ প্রখর সূর্য্য বর্ত্তমান বর্ষমঞ্চে আর অভিনয় করিতে আসিবে না। পূর্ণিমার সুশীতল চন্দ্রমা অমৃতবর্ষণে বর্ত্তমান বর্ষকে হাস্যময় করিতে আর সমর্থ হইবে না। অদ্যকার রজনীর যবনিকা উত্তোলিত হইলে নূতন সূর্য্য নববর্ষের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া

---

*শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবৃত।

দিক্ বিদিক জ্যোতিষ্মান করিয়া পূর্ব্বাকাশে উদিত হইবে। অদ্যকার রজনীর সঙ্গে বর্ত্তমানবর্ষ আমাদিগের নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিবে।

রোগ শোক ব্যাধি জরা সঙ্কুল অনিত্য মনুষ্য জীবনের পূর্ণ এক বৎসরকাল চলিয়া গেল, আয়ু একবৎসরের জন্য খর্ব্ব হইতে চলিল, আমরা মৃত্যুর দিকে একবর্ষ অগ্রসর হইলাম। স্ত্রীপুত্র পরিবারের মধ্য-গত হইলেও সাংসারিক সুখভোগের কাল খর্ব্ব হইতে চলিল, ইন্দ্রিয়সুখ হইতে চিরবিদায়ের কাল ঘনীভূত হইয়া আসিল। এই কথা স্মরণ হইবামাত্র হৃদয়াকাশে বৈরাগ্যের বিজলী অনবরত ছুটিতে থাকে, অতৃপ্ত বিষয়-ভোগেচ্ছা-জনিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস সঘন পড়িতে থাকে, আমাদের মোহ মেঘা-চ্ছন্ন অন্তরের কালিমা ক্ষণকালের জন্য অপসারিত হয়, জীবনের অনিত্যতা অন্তরে সুস্পষ্ট অনুভূত হয়, আপনাকে অনন্যো-পায় দেখিয়া ধর্ম্মের দিকে ঈশ্বরের দিকে চক্ষু নিপতিত হয়। মনে হয় মনুষ্যজীবন সত্যই কি ক্ষণভঙ্গুর, বিষয়সুখ বাস্তবিক কি ছায়া ; তবে মনুষ্য জীবনে লক্ষ্য কি !

মনুষ্য এমনই অসম্পূর্ণ জীব, তাহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি ভৌতিক প্রকৃতির সহিত এমনই বিজড়িত, যে তাহার আত্মার নির্ম্মল ভাব সংসার-অন্ধকারে নিপতিত হইয়া সকল সময়ে তুল্যরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। পদে পদে তাহার পদস্খলন হয়। কোথায় সে ঈশ্বরের ইঙ্গিতে ধর্ম্মপথে—কল্যাণপথে সঞ্চরণ করিয়া অনন্ত জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইবে, না সে ইন্দ্রিয়ের দাস—ভৌতিক প্রকৃতির বশীভূত হইয়া প্রকৃত কল্যাণ হইতে বহুদূরে অবস্থান করে। কোথায় বিশ্বজননী তাহাকে নিজ সাদৃশ্যে নির্ম্মাণ করিয়া এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন, যে সে ধর্ম্মলাভ করিয়া আত্মার উৎকর্ষ বিধান করিবে, না সে সংসারের সেবায় নিজ আত্মাকে হীন মলিন ও নিষ্প্রভ করিয়া তুলিল এবং আপনার চরমগতি বিস্মৃত হইয়া অন্ধের ন্যায় এই জগতে বিচ-রণ করিতে লাগিল। কোথায় পরমপিতা পরমেশ্বর উদাসভাব প্রেরণে আত্মাকে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিবার জন্য মনুষ্যকে এই মর্ত্তলোকে—মৃত্যুর অভিনয়-ক্ষেত্র এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন, যে নিমেষ-মুহূর্ত্ত পক্ষ-মাস ঋতু-সম্বৎসর দারাসুত ধন-ধান্য এই সকলেরই অনিত্যতা আলোচনা করিয়া অনিত্য সংসারসুখে সে সমাকৃষ্ট না হয়, না সে শুষ্ককণ্ঠ পথিকের ন্যায় মরী-চিকার পশ্চাতে অনিত্য সুখ সৌভাগ্যের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে। ঈশ্বর আলো-কের পশ্চাতে অন্ধকার, মিলনের পশ্চাতে বিরহ, পুরাতন বর্ষের পশ্চাতে নববর্ষ প্রেরণ করিয়া মনুষ্যকে সচেতন করিবার আয়ো-জন করিতেছেন, না সে অন্ধের ন্যায় চক্ষুদ্বয় আকুঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে এবং "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং" ঈশ্বরের নিকটে আরও কঠিন শাস্তির প্রতীক্ষা করিতেছে।

কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পরিশেষে জয়-যুক্ত হইবেই হইবে। মৃতসঞ্জীবন ঔষধ প্রয়োগে প্রতি আত্মাকে তিনি আপনার সৎপথে ফিরাইয়া লইবেন। তাঁহার দৃষ্টিতে রোগ-শোক দুর্ভিক্ষ-মারীভয় প্রিয়বিয়োগ অপ্রিয়সংযোগ বিনা কারণে এই পৃথিবীকে বিদলিত করে না। তিনি যে কারণে শোকতাপে পাপীর ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কলুষিত ভাব বিদূরিত করেন, সেই কারণেই তিনি আবার ধার্ম্মিকের হৃদয়ে বিমল আত্মপ্রসাদের সুস্নিগ্ধ বসন্ত-সমীরণ প্রেরণ করিয়া আত্মার বীর্য্য প্রবর্দ্ধিত করেন।

মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরের নিকটে জড়-যন্ত্র নহে, যে তিনি তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার হৃদয়ের মলা প্রক্ষালিত করিয়া দিবেন। তিনি তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। পাপের নরকযন্ত্রণা ও সংসারের অনিত্যতা দেখাইয়া তিনি তাহাকে ভৌতিক প্রকৃতির উপর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির রাজত্ব সংস্থাপনের উপদেশ দিতেছেন। কিসে কল্যাণ কিসে অকল্যাণ তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। এই যে আজ আমরা কালের ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া ভাসিতে ভাসিতে নববর্ষের উপকূলে চলিতেছি, ইহাতে তাঁহারই অসদৃশ করুণা প্রকাশ পাইতেছে। মনুষ্যজীবনের মধ্য হইতে পূর্ণ একবৎসর কাল অন্তরিত করিয়া জীবনের অনিত্যতা তিনি হৃদয়ে কেমন সুস্পষ্ট মুদ্রিত করিয়া দিতেছেন।

সংসার-সুখ-উপভোগের কাল খর্ব্ব হইল দেখিয়া আজ আমাদের ভৌতিক প্রকৃতি কোন মতেই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছে না। শোকের ঝড় তাহার অভ্যন্তরে আজ সবেগে প্রবাহিত হইতেছে। "অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার, মৃত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ"। কিন্তু যদি আমরা যত্ন চেষ্টা সাধনা বলে ভৌতিক প্রকৃতির উপরে আধ্যাত্মিক প্রকৃতির প্রাধান্য সংস্থাপিত করিয়া থাকি, যদি আত্মা পরমপিতাকে নিজ দর্পণে প্রতিফলিত করিতে শিক্ষা করিয়া থাকে, যদি তাঁহাকে গতিমুক্তির নিদান জানিয়া তাঁহার সাধনায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়া থাকে, তবে বর্ষক্ষয়ে ঈশ্বরের জাজ্বল্যতর সত্বা সন্দর্শন করিবার কাল সমাগত দেখিয়া, দিব্যলোকে দেবতাদিগের সহিত একস্বরে দেবদেবের নাম-যশ গান-কাল সন্নিহিত বুঝিয়া তাহার অন্তস্ফূর্ত্ত আনন্দের আজ সীমা থাকিবে না। এই বর্ষশেষনিশা সত্য সত্যই তাহার নিকটে আনন্দ নিশা হইবে।

এই পৃথিবীর সকলই অনিত্য, তাহা আমরা পদে পদে বুঝিতেছি। রামায়ণ মহাভারত যে সত্য জগতে প্রচার করিতেছে, রোম গ্রীসের ভগ্নস্তম্ভ ও স্তূপাকার ইষ্টক প্রস্তর আবার তাহাই প্রদর্শন করিতেছে। কৌমার্য্য বাল্যের অনিত্যতার, [illegible]বন কৌমার্য্যের অনিত্যতার, জরা [illegible]র অনিত্যতার জীবন্ত সাক্ষী। এ[illegible] অনিত্যতার মধ্যে যিনি নিত্য ধ্রু[illegible]তন তাঁহাকে অনুসন্ধান কর। [illegible]ব তিনি যেমন নিত্য তাঁহার সহবাস [illegible]ানন্দও তেমনই মধুর। "রসোহবৈ সঃ" তিনি রস স্বরূপ তৃপ্তির কারণ। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি"। তিনি আনন্দঘন, সেই আনন্দের কণামাত্র এই জীব সকল পৃথিবীতে উপভোগ করেন। তিনি ভূমা, তিনিই সুখস্বরূপ। তাঁহাতে যদি আমরা প্রেম স্থাপন করি, তবে তাহা ব্যর্থ হয় না। তাঁহাকে প্রীতি করিলে সাংসারিক গুরু বিপত্তি আমাদিগকে বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না "যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে"।

করুণানিধান! আজ বর্ষশেষ দিবসের শেষ রজনীতে তোমার দ্বারে আমরা সকলে সমুপস্থিত হইয়াছি। তুমি যে শুভ্র নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ হৃদয় দিয়া আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছিলে, দেখ আজ তাহাকে অপবিত্র করিয়া ফেলিয়াছি। নিজ বুদ্ধির দোষে তোমার প্রেমের রাজ্য ছারখার করিয়া ফেলিয়াছি। তুমি তোমার সৎপথে লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে কতবার আহ্বান করি-

করিয়াছ, কতশত সুন্দর অবসর প্রদান করিয়াছ, তথাপি আমরা তোমার পথে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারি নাই। এই-খানকার ধনজন খ্যাতিপ্রতিপত্তির অনি-ত্যতা কতবার বুঝাইয়া দিয়াছ, আমরা তাহা গ্রহণ করি নাই। আমাদের সক-লই দুর্গতি দুর্দ্দশা। নিজের হীন ও মলিন ভাব স্মরণ হইলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে, কিন্তু তোমার অপার দয়া স্মরণ হইলে অন্তরে বলাধান হয়। আমাদের পাপের পরিমাণ যতই কেন বর্দ্ধিত হউক না, তোমার দয়া তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে অধিক, এই আমাদের ভরসা। তুমি তো-মার করুণাবারি সিঞ্চনে আমাদের অন্ত-র্দেশ প্রক্ষালিত করিয়া দাও এবং সেখানে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত কর এবং আমাদিগকে তোমার দানের উপযুক্ত কর, এই আমাদের হৃদ্গত প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বর্ষশেষ উপলক্ষে প্রার্থনা।*

হে পরমেশ্বর! সকল উপলক্ষেই আমরা তোমার পূজা করিতে ভাল বাসি। আজ বৎসরের শেষ দিন, এই উপলক্ষে আমরা তোমার পূজা করিতে আসিয়াছি। সম্বৎসরকাল তোমার প্রসাদ ভোগ করি-য়াছি, আজ হৃদয় সহজেই তোমার চরণে কৃতজ্ঞতা-ভারে অবনত হইতেছে। হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই অবস্থায় যাহা কিছু মনে হইতেছে তাহা বাক্যাতীত। বাক্য দ্বারা তাহা সম্যক রূপে প্রকাশ করা যায় না। তুমি অন্ত-র্যামী, অন্তরে থাকিয়া অন্তরের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। তোমার এক নিমেষের করুণা স্মরণ হইলে যখন শরীর রোমাঞ্চিত হয় তখন সম্বৎসর কাল আমাদের প্রতি যে করুণা বর্ষণ করিয়াছ, তাহার সমান কৃ-তজ্ঞতা কোথায় পাইব।

"তোমার করুণা, তোমারি প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে, উথলে হৃদয়, নয়ন বারি, রাখে কে নিবারিয়ে"।

তুমি এই শরীর এই মন ও এই আ-ত্মাকে কত সংকট হইতেই উদ্ধার করি-য়াছ। তুমি পাপ তাপ হইতে কত বারই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ—সকলি স্মৃতি-পথে জাগিতেছে। আর সেই সঙ্গে তুমিও জাগিতেছ। তোমার মঙ্গল হস্ত প্রতি ঘটনাতে দেখিতে পাইয়াছি। এখান-কার মা যেমন শিশুকে সদাই সুখে রা-খিতে যত্ন করেন, হে অখিলমাতা! তুমি তেমনি সম্বৎসর কাল আমাদিগকে আনন্দে রাখিতে কত যত্নই না করিয়াছ? তোমার রচিত নবোদিত বা অস্তোন্মুখ সূর্য্য, রমণীয় চন্দ্রমা, নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ, বসন্তের বায়ু, কাননের ফুল, হৃদয়কে কত-বারই প্রফুল্ল করিয়াছে—তুমি কি তাহা-দিগকে আমাদের চিত্তবিনোদনের জন্য সৃষ্টি কর নাই? তোমার প্রেম তোমার করুণা তোমার সৃষ্টিতে মাখান রহিয়াছে। তোমার প্রসাদেই আমরা সম্বৎসরকাল পিতার যত্ন, মাতার স্বার্থহীন স্নেহ, পতি-ব্রতার প্রেম, সন্তান সন্ততির অকপট ভাল-বাসা ও আর আর পবিত্র বিষয় সকল ভোগ করিয়া সুখী হইয়াছি। আমাদের প্রতি তোমার উপদেশই ত এই, যে আমার প্রদত্ত পবিত্র বিষয় সকল তোমরা ভোগ কর, কিন্তু আমাকে ভুলিও না; কি অমৃতময় উপদেশ! আমরা কি তোমায় ভুলিতে পারি? তোমার করুণা আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে।

"কে বা ভুলিবে তোমায়—দেখে

---

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি কর্ত্তৃক বিবৃত।

তোমার করুণা পেয়ে তোমার প্রীতি সুধা। অগতির গতি তুমি অনাথনাথ; কে না পায় তব পদ-ছায়া—বিশ্ববন্ধু তুমি যে দিকে দেখি, দেখি তোমারি প্রেম।"

তুমি সম্বৎসর কাল ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় জল দিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। তুমি গুরুর গুরু মহাগুরু হইয়া নিঃশব্দে কত উপদেশ দিয়া আমাদিগকে মঙ্গলের পথে চলিতে শিক্ষা দিয়াছ—আর সর্ব্বোপরি তুমি আপনাকে দান করিয়া আমাদের সকল দুঃখ দূর করিয়াছ, সকল আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছ। দীন হীন আমরা তোমাকে হৃদয়ে পাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য তাহাতে আর সংশয় কি? তথাপি তোমার বাৎসল্য এমনিই প্রবল যে, মাঝে মাঝে আমাদিগকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছ। আর আমরা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছি "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চির দিন কেন পাই না।" এই গান গাইতে গাইতে অশ্রুধারায় হৃদয় অভিষিক্ত হইয়াছে—হৃদিস্থিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ধন্য তোমার করুণা জগদীশ! ধন্য তোমার করুণা!

হে পরমেশ্বর! অদ্য তোমার চরণে প্রণিপাত করিয়া শরীর পবিত্র হইল—জিহ্বা অমৃত রসে আপ্লাবিত হইল—আত্মা প্রসন্ন হইল, এবং ব্রহ্মানন্দরস পান করিয়া উদার ও উদাস ভাব ধারণ করিল। এই সময়ে আমাদের আত্মা পূর্ণ হইয়াছে, আমরা সকলে করযোড়ে তোমার নিকটে প্রার্থনা করি যেন আগামী বর্ষে এক নিমেষের জন্যও আমরা তোমাকে ভুলিয়া না থাকি। এ বৎসর জীবনে যাহা কিছু ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে—আগামী বর্ষে আর যেন তাহা না ঘটে। হে শান্তিদাতা—"শান্তিসমুদ্র তুমি"—"তুমি অপার আনন্দ রাশি" তোমাতে যেন আমরা চির জীবন নিমগ্ন থাকিতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা—হে দয়াময়! দুঃখীর প্রার্থনা শ্রবণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নববর্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দণ্ডায়মান হইয়া এই বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

"দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ"। অদ্যকার প্রভাত একটি দিবসের আরম্ভ, মাসের আরম্ভ এবং একটি বৎসরের আরম্ভ। ভারতবর্ষীয় সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের গণনানুসারে আমাদিগের এই ভূমণ্ডল এই পৃথিবী, সাগর ভূধর গিরিকন্দর সরিৎসরোবর এবং অসংখ্য জনপদ ও জীব সমূহ পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া দিবানিশি ঘুরিতে ঘুরিতে মেষাদি দ্বাদশ রাশি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রাশিচক্রের প্রথম পদবীতে পদার্পণ করিল। এই নববর্ষের শুভদিনে ও শুভক্ষণে দেশাচার ও কালাচার অনুসারে নানা লোক নানা প্রকার শুভানুষ্ঠান করিয়াথাকে; কিন্তু যিনি সকল মঙ্গলের মঙ্গল সমস্ত শুভ কার্য্যের নিয়ন্তা ও বিধাতা আজিকার এই শুভক্ষণে তাঁহাকে স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণিপাত করার তুল্য শুভানুষ্ঠান আর কিছুই হইতে পারে না। এই মঙ্গলাচরণই আমাদিগের সমস্ত মঙ্গলের নিদান ও সকল শুভ কর্ম্মের বীজ স্বরূপ। কালের পরিবর্ত্তনে আমাদিগের কত প্রকার পরিবর্ত্তনই ঘটিয়া থাকে। আমাদিগের জীবন যৌবন ধন পরিজন সকল বিষয়েরই

পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। কালে বালক বৃদ্ধ হয়, বৃদ্ধের অদর্শন হয়, ধনী দরিদ্র হয়, দরিদ্র ধনবান হইতে পারে, সুস্থকায় রোগগ্রস্ত হয়েন, রোগী স্বাস্থ্যলাভ করেন, বর্ত্তমান অবর্ত্তমান হয় এবং অবর্ত্তমান বর্ত্তমান হইয়া পড়ে। কাল যে আমাদিগের এইরূপ কতপ্রকার পরিবর্ত্তন সাধন করে কাহার সাধ্য তাহা ব্যক্ত করিয়া শেষ করে? এই এক বৎসর কাল মধ্যে অদ্যকার উপস্থিত ভ্রাতৃবর্গের প্রত্যেকের যে-যেরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে সকলে মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি, যে পরিবর্ত্তন সাধন বিষয়ে কালের কতদূর শক্তি; কিন্তু যে ধ্রুব সত্য নিত্য পুরুষের চরণ বন্দনার জন্য আজি আমরা এখানে সকলে সমবেত হইয়াছি, তিনি এই পরিবর্ত্তনকারী কুটিলাগতি কালের অতীত, কাল তাঁহার অধীন; কিন্তু তিনি কালের অধীন নহেন সুতরাং কাল তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, তিনি চির দিনই অটল অচল ও ধ্রুব সত্য। তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন এখনও সেইরূপ আছেন এবং পরেও সেইরূপ থাকিবেন। তাঁহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই এবং কোন পরিবর্ত্তনও নাই। তিনিই একমাত্র "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং"। সেই ধ্রুব সত্য অটল অচল ঈশ্বরের যেমন কোন কালে কোন পরিবর্ত্তন নাই, সেইরূপ তাঁহার সহিত আমাদিগের যে নিত্য ও চির সম্বন্ধ আছে তাহারও কোনও কালে কোন পরিবর্ত্তন নাই। আমাদিগের বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যে, বিপদে ও সম্পদে, স্বদেশে ও বিদেশে, ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বত্র সকল কালে সকল স্থানেই তাঁহার সহিত আমাদিগের অপরিবর্ত্তনীয় চির সম্বন্ধ। আমরা গৃহী হইলে তিনি আমাদিগের কর্ত্তা, সন্ন্যাসী হইলে আচার্য্য, জ্ঞানী হইলে জ্ঞেয় বস্তু এবং অজ্ঞান হইলেও জ্ঞানদাতা। আমরা রাজা হইলে তিনি সম্পদদাতা, পথভ্রান্ত হইলে পথপ্রদর্শক ও ভিক্ষুক হইলে ভিক্ষান্নদাতা। মনুষ্য-কুলের আদি পুরুষের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ, অন্তিম সন্তানের সহিতও সেই সম্বন্ধ। তিনি আমাদিগের সকলেরই পিতা সকলেরই পাতা সমস্ত লোকের ধাতা ও বিধাতা। ভাবিয়া দেখিলে তিনি আমাদিগের সকলেরই পৈতৃক ও সকলেরই স্বোপার্জ্জিত এবং সমস্ত সংসারের সাধারণ সম্পত্তি ও প্রত্যেক লোকের নিজস্ব বৃত্তি। আজি আমরা আমাদিগের সেই পরমবন্ধু পরমাত্মীয় ও পরমপূজ্য পরমনিধির উদ্দেশে মঙ্গলাচার ও উৎসব করিতে এস্থলে সমাগত হইয়াছি। এ উৎসবটি সামান্য উৎসব নহে, একটি মহা মহোৎসব। অন্যান্য উৎসবের ন্যায় এ উৎসবের আরম্ভও নাই শেষও নাই। এটি নিত্য ও অনন্ত উৎসব। এটি কাহারও তিরোভাব ও আবির্ভাব উপলক্ষে উৎসব নহে, যে দেবদেব মহাদেবের উদ্দেশে আজিকার উৎসব, তিনি সকল কালে ও সকল স্থানে সমান রূপে বর্ত্তমান, তাঁর কখন আবির্ভাব ও নাই এবং তিরোভাবও নাই। আমরা আজ যেমন কতিপয় বন্ধু একত্র মিলিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতে উপস্থিত হইয়াছি আদি কাল হইতে অসংখ্য লোকে অগণনীয় জীব তাঁহার উপাসনা ও আরাধনা করিয়া আসিতেছে করিতেছে ও করিতে থাকিবে। এই দণ্ডেই কত গ্রহ উপগ্রহ ও দ্যুলোকস্থিত অপরিজ্ঞাত স্থানে অপরিচিত লোকে অগণ্য জীব অবিদিত ভাষায় তাঁহার স্তব করিতেছে। এই জন্যই ভারতবর্ষীয়

আর্য্যেরা তাঁহাকে "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনেক জীবজন্তু ও পশুপক্ষী যেমন সংস্কারবলে আশ্চর্য্য জ্ঞানকার্য্য সম্পন্ন করিয়া অশিক্ষিতপটুতার পরিচয় দেয়, মনুষ্যও সেইরূপ ধূলিময় পিঞ্জরবদ্ধ কীট হইয়া সেই 'অবাঙ্‌মনসগোচর' অচিন্ত্য ঈশ্বরকে জানিতে পারিয়া দেবত্বের পরিচয় প্রদান করে। জন্ম জরা মৃত্যু বিষয়ে মনুষ্য তৃণ গুল্মের সঙ্গে সমান, আহার নিদ্রাদিতে পশু পক্ষীর তুল্য কেবল এক ধর্ম্মজ্ঞান ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করাতেই মনুষ্যপদ-বাচ্য হইয়াছে। ধর্ম্মই মনুষ্যের সার, এবং ধর্ম্মই তাহার জীবন। ধর্ম্মহীন মনুষ্য পশু অপেক্ষাও অধম। যদিও আমাদিগের এই ভারতবর্ষ এক সময়ে নানাবিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতি করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত ও আদৃত হইয়াছিল; কিন্তু ধর্ম্মোন্নতি সংসাধনই ভারতের প্রধান গৌরব। ভারতবর্ষীয় মহর্ষিগণ সাংসারিক সমস্ত সম্পদকে তুচ্ছ করিয়া নির্জ্জন কানন ও গিরিগুহাবাসী হইয়া ঈশ্বরের তত্ত্বরস পান করত যে অনুপম সুখ অনুভব করিয়াছিলেন, বোধ হয় ভূমণ্ডলের কোন দেশীয় লোক সেই অনুপম ও স্বোপার্জ্জিত সুখের অধিকারী হইতে পারেন নাই। তাঁহারা এই অভূতপূর্ব্ব আনন্দরস সকলকে বিতরণ করিবার জন্য নানাপ্রকার উপদেশগ্রন্থ প্রচার করিলেন ও যোগসংহিতার বিস্তার করিতে লাগিলেন; কিন্তু সকলে তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথের পথিক হইতে না পারিয়া ক্রমে ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন ও ক্রমে পৌরাণিক পৌত্তলিকতার প্রাদুর্ভাব হইল। ভারতবর্ষ হইতে এই ঘোরতর পৌত্তলিকতা নিবারণের জন্য অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ বহুবিধ যত্ন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও বিশেষ ফল দর্শিল না, এক পক্ষে নাস্তিকতা আসিয়া পড়িল, অন্য পক্ষে সেই পূর্ব্ব পৌত্তলিকতাই চলিতে লাগিল। বহুকাল পরে ভারতবর্ষের শুভাদৃষ্ট বশত রাজা রামমোহন রায় আবির্ভূত হইয়া ভারতের সেই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে তৎকালীন পৌত্তলিকদিগের সহিত এক প্রকার ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনসুলভ শান্তিসংস্থাপনপক্ষে পূর্ণমনোরথ হইতে পারিলেন না, কেবল যাবজ্জীবন তর্কতরঙ্গে হাবুডুবু খাইতে হইল। অনন্তর ভারতবর্ষের চিরধন ব্রাহ্মধর্ম্ম যজন যাজন ও সাধনের জন্য জগদীশ্বর বর্ত্তমান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে প্রেরণ করিলেন; যাহাতে গৃহবাসী হইয়া লোকে ব্রাহ্মধর্ম্মের শিক্ষা লাভ করিয়া মনুষ্যজন্মকে সার্থক করিতে সমর্থ হয় তিনি বহু আয়াস ও যত্ন স্বীকার পূর্ব্বক পূর্ব্বতন মহর্ষিদিগের প্রণীত ও উক্ত নানা গ্রন্থ হইতে তদুপযোগী বচনাদি সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। ঐ গ্রন্থখানি দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ জ্ঞানকাণ্ড ও দ্বিতীয় ভাগ কর্ম্মকাণ্ড। উক্ত গ্রন্থ অনুসারে গৃহস্থ ব্রাহ্মগণ অনায়াসে সৎধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন এবং অনুপম ব্রহ্মানন্দ উপভোগের অধিকারী হইতে সমর্থ হয়েন। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল তর্ক ও বাক্যের বিষয় নহে ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়াছেন তিনি ইহার প্রকৃত রসাস্বাদনের অধিকারী হইতে

পারেন নাই। তর্ক ও বিচারের সময় অতীত হইয়াছে, এক্ষণে অনুষ্ঠানের কাল উপস্থিত। ব্রাহ্মেরা সযত্ন হইয়া এক্ষণে অনুষ্ঠানে অগ্রসর ও তৎপর হউন তাহা হইলেই ইহার প্রকৃত উন্নতি দেখিতে পাইবেন। যখন প্রত্যেক ব্রাহ্ম কার্য্যত এই ধর্ম্ম পালনে সক্ষম হইবেন তখনি এই মর্ত্ত্য-লোক স্বর্গতুল্য হইয়া উঠিবে। এক কালে সম্যক সাধনে সক্ষম না হইলেও নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত নহে। সাধু চেষ্টা কদাচ নিস্ফল হয় না। একবারে সিদ্ধি লাভ না হয় বারম্বারে নিশ্চয়ই হইবে। সাধু চেষ্টা ও সদনুষ্ঠান যতটুকু হয় ততটুকুই ভাল। "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ"। সত্যের জয় অব্যর্থ 'সত্যমেবজয়তে নানৃতং'। হে জগদীশ্বর এই দীনহীন দুর্ব্বল ব্রাহ্মদিগকে তোমার বিশুদ্ধ ধর্ম্ম পালনের বল প্রদান কর, তোমা ভিন্ন আমাদিগের আর গতি মুক্তি নাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

নবম উপদেশ—আর্য্যদিগের উন্নতি।

(২১ শে বৈশাখ, ৬২ ব্রাহ্মসম্বৎ।)

পূর্ব্বে দলে দলে ঋষিরা আসিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিলেন। পূর্ব্ব বসতি অপেক্ষা ভারতবর্ষ তাঁহাদিগের অত্যন্ত মনোনীত হইল। এখানে অরণ্য সকল পরিষ্কার করিয়া, হিংস্র জন্তু সকল বিনাশ করিয়া, পূর্ব্বে যাহারা বাস করিত তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া আর্য্যেরা এই ভারত রাজ্যে মহারাজ্য সংস্থাপন করিলেন। ইহাতে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা কেমন প্রকাশ পাইতেছে। জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি কত হইল। আর্য্যেরা পশুপালক ছিলেন; সে অবস্থা হইতে আর্য্যদিগের জ্ঞানধর্ম্মের কত উন্নতি এই ভারতবর্ষে প্রকাশ পাইল। তাঁহারা সমৃদ্ধিমান হইলেন, বিক্রমে তেজস্বী হইলেন—সকলই তাঁহাদিগের আপনাদিগেরই সাধনার ফলে, আপনাদিগেরই যত্নে। সেই যে ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, সেই স্বাধীনতার বলে, আপনার যত্নে কত উন্নতি হইতে পারে, তাহার নিদর্শন এই আর্য্যদের মধ্যে দেখ।

আর্য্যেরা চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়া রাজ্যের উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। সেই চারি বর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ হইল ব্যবস্থাপক; রাজার রাজকর্ম্মের উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রদান করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয় হইল সৈন্য সামন্ত; তাঁহাদের সেনাপতি হইল রাজা। সেই রাজা ব্যবস্থানুযায়ী প্রজাদিগকে শাসন ও পালন করিতে লাগিল এবং বাহিরের শত্রু হইতে দেশকে রক্ষা করিতে লাগিল। বৈশ্য, বাণিজ্য কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি রাজ্যের সাংসারিক কর্ম্ম সমূহের ভার পাইল। শূদ্রদিগের হইল সেবাধর্ম্ম। কিন্তু কালক্রমে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার কর্ম্ম বাড়িল—প্রয়োজন অধিক হইয়া পড়িল। স্বর্ণকার, কর্ম্মকার প্রভৃতির আবশ্যক হইয়া পড়িল; তখন বৈশ্যের মধ্যে কর্ম্মের জন্য নানা জাতিভেদ হইল। তখন বর্ণসঙ্করও আবশ্যক হইয়াছিল; সুতরাং বৈশ্যদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বদ্ধ থাকিল না। বৈশ্যদিগের মধ্যেই শূদ্র কন্যাদিগের বিবাহ হইয়া অনেক বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইল, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও কতক বর্ণসঙ্কর হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আর বর্ণসঙ্কর হইল না; কারণ

ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভের সন্তান ব্রাহ্মণ বলিয়াই গ্রাহ্য হইল। প্রতিলোম বিবাহ করিলে, অর্থাৎ শূদ্র, বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিলে তাহাদের সন্তান চাণ্ডাল নামে উক্ত হইত এবং তাহাদিগের সঙ্গে ভদ্রলোকে আলাপ ব্যবহার সকলই পরিত্যাগ করিত। বিবাহ বিষয়ে আর্য্যদিগের এই প্রকার শাসন ছিল।

আর্য্যদিগের মধ্যে প্রজাপীড়ন করিয়া যথেচ্ছা কর-গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল না। রাজা প্রজাদিগের উৎপাদিত শস্যপ্রভৃতির ছয় অংশের মধ্যে কেবল মাত্র এক অংশ গ্রহণের অধিকারী ছিলেন; আজিও কাশ্মীরে সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। যাহারা পূর্ব্বে পশুপালক ছিল, মৃগয়া করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা এখন ক্রমে ক্রমে স্বাধীন চেষ্টায় কত বিক্রমশালী হইল; তাহাদিগের মধ্যে জ্ঞানধর্ম্মের কেমন বিকাশ ও উন্নতি হইল।

আর্য্যেরা বিষয়কর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর উন্নতি করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কেবল বিজ্ঞান, তাহাতেও ইঁহারা কত উন্নতি করিলেন। এই জ্যোতিষ শাস্ত্র—ইহার জন্য আর্য্যেরা জগদ্বিখ্যাত। ১, ২ প্রভৃতি ১০ পর্য্যন্ত সংখ্যাগণনা করা কতদূর বুদ্ধির কার্য্য। ইহা ভারতবর্ষ হইতেই প্রথম প্রচার হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের রাশি গণনা দেখ, ঐ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি রাশি ভারতবর্ষ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার হইয়াছে। এই স্থান হইতেই জ্যোতির্ব্বিদ্যার বিকাশ। আবার চিকিৎসা বিদ্যা—ইহাতেও তাঁহারা কত উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহারা অস্ত্রচিকিৎসা, শারীরবিধান সকলই জানিতেন। এখানকার কবিতা রচনা—এ বিষয়ে সেই পশুপালেরা কত উন্নতি করিলেন। আর্য্যদিগের বর্ণাবলী বিবেচনা করিয়া দেখ, কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। স্বরবর্ণ পৃথক্ করিলেন; জিহ্বা হইতে যে শব্দ বাহির হইল, তাহাকে পৃথক করিয়া হল বর্ণ নাম দিলেন। আবার এই স্বর ও হল উভয়েরই মধ্যে কণ্ঠ্য আছে, তালব্য আছে, দন্ত্য আছে, ওষ্ঠ্য আছে। সংস্কৃত ভাষার যেমন মহত্ত্ব, তেমনি সৌন্দর্য্য। কিন্তু এই সব আপনাদেরই চেষ্টায় হইয়াছে, আপনাদের যত্নেই হইয়াছে, কাহাদেরও আশ্রয়ে হয় নাই। আর্য্যদের মধ্যে কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল। আর একটী আর্য্যদের উন্নতির কথা বলিতেছি—তাহা সঙ্গীত বিদ্যা। সাতটা সুর তীব্র কোমলে বিভাগ করিয়া সঙ্গীতের কি মাধুর্য্যই আনয়ন করিয়াছেন। এই সমুদয়ই হইয়াছে স্বাধীনতার বলে।

ঈশ্বরের নিত্য মঙ্গল ইচ্ছা এই যে, তাঁহার সৃষ্টিতে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক। স্বাধীনতার বলেই এই জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি। যখন সেই জ্ঞানধর্ম্মকে রক্ষা করিতে না পারা যায়, তখন আবার অধোগতি হয়। জীবনের স্রোতে হয় উন্নতি কিম্বা দুর্গতি হইবেই; এই উভয়ের মধ্যে মধ্যপথ নাই। এই দুয়ের অভাবে জীবন শূন্য হয়। প্রকৃতি বাধিত হইয়া সকল কার্য্য করে, মানুষের সব আপনার ইচ্ছাতে করিয়া লইতে হয়। যদি সেই স্বাধীনতা পাইয়াও প্রকৃতির বিরোধে না যাইতে পারি, তখন সেই স্বাধীনতার বল গেল; তখন আবার সমুদয় অধোগতির দিকে যাইতে থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত

ভারতবর্ষে দেখা যায়। এখানে উন্নতি কত দূর হইয়াছিল; আবার যখন সেই উন্নতি স্থগিত হইল, তখন সব গেল। কোথা হইতে দুর্য্যোধন আসিয়া এক সামান্য ভূমির জন্য ভ্রাতাদের সহিত কলহবিবাদ লাগাইয়া দিল। সে সময়ে এতদূর অধোগতি হইয়াছে যে এক পাশা খেলিয়া দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য হইতে বঞ্চনা করিল—ইহাতে আর ধর্ম্মরক্ষা হইতে পারিল না। ধর্ম্মহানির পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্ত এই যে, রাজমহিষী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া অপমানিত করা হইল। ক্ষত্রিয়েরা, কোথায় শত্রু হইতে দেশকে রক্ষা করিবে; তাহার পরিবর্ত্তে সকলে একত্র হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিল। যাহারা দেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ, তাহারাই বিনাশ পাইল। আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যুদ্ধ করিয়া পরস্পর বিনাশ পাইল। ইহাতে সমাজের যে একতার বল, তাহাও হ্রাস হইল। এইরূপ বিবাদ কলহ অধোগতির এক প্রধান মূল। যদি এ সকল না হইত, তাহা হইলে আজ ভারতবর্ষকে কেহই লইতে পারিত না; জ্ঞানধর্ম্মের স্রোত বদ্ধ হইত না, আরও উন্নতি হইত। জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গেই সুখ সৌভাগ্যেরও উন্নতি; তাহার অধোগতির সঙ্গে দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা। ভারতবর্ষের লোকেরা আপনাদের দোষেই আপনারা শাস্তিভোগ করিল। তাহাদের স্বাধীনতা নিজ হস্ত হইতে চলিয়া গেল; মুসলমানেরা আসিয়া আর্য্যভূমি অধিকার করিল। সেই পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের কি দুঃখ, কি দুর্দ্দশা! আজিও সেই দুঃখের স্রোতের অবসান হয় নাই। এখন আর সে অনুতাপ করিলে কি হইবে যে "রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা, যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা পুরী।"

ভারতের আর্য্যদিগের কথা বলিলাম। প্রতিবাসী পারসীক আর্য্যগণও বলবিক্রমে কত পরাক্রমশালী হইয়াছিল। গ্রীকেরাও সেই একই আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন—তাহারাও কত পরাক্রমশালী ছিল। তাহাদিগের মধ্যে কত দার্শনিক উঠিয়াছিল; কত প্রকার জ্ঞানের চর্চ্চা ছিল; প্রস্তর মূর্ত্তির মধ্যে কি চমৎকারই সৌন্দর্য্য বিকাশ করিত। এই গ্রীক ও পারসীকদিগের মধ্যে যখন যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন উহাদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞানধর্ম্মে অধিকতর উন্নত হইয়াছিল, তাহারাই জয়লাভ করিয়াছিল।

সকলের অপেক্ষা রোমকদিগের দৃষ্টান্তে দেখ। তাহারা স্বাধীনভাবে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে কেমন অত্যুন্নত সাম্রাজ্য স্থাপন করিল! এ প্রকার কেন হইল?—ঐ জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে বলিয়া; এরূপ উন্নত হইতে গিয়া তাহাদিগকে কত স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছে। ক্রমে রোমের প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী চলিয়া গেল; রোম সম্রাটের অধীন হইল। তখন ক্রমে ক্রমে এতদূর অধোগতি হইল যে, শেষে সম্রাটকে ঈশ্বর বলিয়া মানিত; সম্রাট ঈশ্বর, ইহা অস্বীকার করিলে শাস্তি পাইতে হইত। যখন জ্ঞানধর্ম্ম ছিল, তখন কত উন্নতি করিল, আবার যখন জ্ঞানধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিল, তখন সমস্তই গেল—এখন রোমের আর সে প্রতাপ কোথায়? এই রকম ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার বিপরীতে চলিলেই "দুর্ভিক্ষাৎ যান্তি দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ভয়ং" দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে ভয়ান্তরে পতিত হয়।

রোম রাজ্যের বিনাশ হইল বলিয়া

কি ঈশ্বরের মঙ্গল সংকল্প বিনাশ পাইবে? তাহা হইতে পারে না, রোমকেরাই বিনাশ পাইল মাত্র। তাহাদিগের অপেক্ষা যাহারা নীচ বর্ব্বর জাতি ছিল, তাহারা, রোমের যাহা কিছু ভাল অবশিষ্ট ছিল, তাহাই গ্রহণ করিয়া নিজের যত্নে আবার দেখ ইউরোপীয় জাতি (European nations) হইয়া পড়িল। রোমকদিগের অপেক্ষা তাহারা জ্ঞানধর্ম্মে অনেক উন্নত হইয়া পড়িয়াছে। আবার ইহাদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞানধর্ম্মে উন্নতি করিবে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ হইবে। কেবল জ্ঞান ধর্ম্মের বলেই ইউরোপীয়গণ খুব উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এখন ইহাদিগের মধ্যে উন্নতি চলিতেছে, কিন্তু যাহারা চেষ্টা ও যত্ন করিবে, তাহাদের আরও উন্নতি হইবে। এখন ইহাদিগের মধ্যেও দোষের সূত্র রহিয়াছে, অনেক ছিদ্র রহিয়াছে, যাহাতে অধোগতি হইলেও হইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে পরস্পরের জাতীয় আক্রোশ রহিয়াছে—বিবাদ কলহের সূত্র রহিয়াছে; পরের স্বাধীনতালোপ করা, এই একটা প্রবল অন্তরের রিপু আছে। এই সূত্রে যুদ্ধ বিগ্রহ হইতে পারে এবং বিরোধী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যাহারা প্রজাদিগের মঙ্গল কামনা না করিয়া স্বার্থপর হইয়া, অধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া অন্যের অধিকারে লোভ বশতঃ অন্যায় পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে যাইবে তাহাদিগেরই অধোগতি হইবে। ঈশ্বরের নিত্য মঙ্গল ইচ্ছা এই যে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক—এই অনুসারেই সকল কার্য্য হইবে। তাঁহার প্রসাদে সেই ইচ্ছা অবগত হইয়াই এইরূপ বলিতেছি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

পৌরাণিক উপাখ্যান।

মহাত্মা রামচন্দ্র পিতৃসত্য প্রতিপালন জন্য প্রিয়তমা প্রণয়িনী জনকনন্দিনী ও প্রেমাস্পদ অনুজ লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বনবাসী হইলে তর্কশাস্ত্রবিশারদ মহর্ষি জাবালি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য রামচন্দ্রকে বিবিধ যৌক্তিক বাক্য বলিতে লাগিলেন। জাবালি বলিলেন, হে রামচন্দ্র! তুমি ধীমান, এবং এক্ষণে তপস্বী হইয়াছ; তোমার বুদ্ধি প্রাকৃত জনের ন্যায় অনর্থমূলক হওয়া কখনই উচিত নহে। পিতার বাক্য যতদূর সম্ভব তাহা তুমি পালন করিয়াছ; তুমি যখন রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া পিতৃবাক্যের অনুরোধে এই বনে আসিয়াছ, তখন তোমার পিতৃসত্য পালন করা সম্পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে কেবল বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তপস্যা ও ধর্ম্মে রত হইয়া রাজভোগ উপেক্ষা করা তোমার ন্যায় সদ্বুদ্ধিশালী ব্যক্তির কখনই কর্ত্তব্য নহে। হে বৎস! মহারাজ দশরথ প্রথমতঃ তোমাকেই রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তৎপরে ভরতের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করেন, সেই ভরত এক্ষণে তোমাকে বিবিধ অনুনয় বাক্যে রাজ্যগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেছেন, অতএব তুমি রাজ্যগ্রহণ করিয়া প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হও, আত্মীয় বান্ধবগণকে সুখী কর, এবং পত্নী ও ভ্রাতার ভরণপোষণভার হইতে মুক্ত হও। দেখ! সংসারে পিতা মাতা লোভাদির বশীভূত হইয়া প্রিয়তম পুত্রকেও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ঋচীক নামক কোন ব্রাহ্মণ শুনঃশেফ নামক গুণবান পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তোমার পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন, তুমি তাঁহার আজ্ঞা সম্পূর্ণ-

রূপে পালন করিবে না বলিয়া তিনি যে তোমাকে তিরস্কার করিবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই। তিনি মৃত্যুর পর দেহান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেহের সহিত তোমার কোনই সম্বন্ধ নাই। বৎস! সংসারে কেহ কাহারও বন্ধু নয়, এবং কেহ কাহারও উপকার করিতে পারে না। মনুষ্য একাকী জন্ম গ্রহণ করে, একাকীই মৃত হয়, পিতা মাতা কিছু দিনের নিমিত্ত আশ্রয়স্বরূপ মাত্র। পিতা মাতা প্রভৃতির সহিত অল্পকালের জন্যই সমাগম হয়, আবার কালবশে পরস্পর বিযুক্ত হইতে হয়, সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি এই অনিত্য সংসারে কাহারও প্রতি আসক্ত হইয়া কাহারও উপরোধ অনুরোধ রক্ষা করেন না। বৎস! নিষ্কণ্টক পৈত্রিক রাজ্য ভোগ করাই তোমার কর্ত্তব্য। বৃথা বনবাস ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যা নগরীতে রাজভোগ সম্ভোগ করিয়া সুখী হও। যাহারা অতিমাত্র কষ্টভোগ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদের জন্য আমার শোক ও দুঃখ উপস্থিত হয়। তাহারা ইহকালে বিবিধ দুঃখ কষ্টে নিপতিত হইয়া পরিণামে বিনষ্ট হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর সমুদায় ধ্বংশ হইয়া যায়, কিছুই থাকেনা, অথচ নির্ব্বোধ মানবগণ শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে অনর্থক অন্নের অপচয় করিয়া থাকে। যদি একব্যক্তি আহার করিলে অন্য ব্যক্তির দেহে ঐ ভুক্ত দ্রব্যের সঞ্চার সম্ভব হয়, তাহা হইলে বিদেশ গমনের সময় পাথেয় সঙ্গে লইবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, কেননা গৃহে বসিয়া তাহার স্ত্রী বা পুত্র শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই ত তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে। বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ স্বার্থ সাধনের উদ্দেশে লোক সকলকে দানাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য শাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিয়াছেন। হে রামচন্দ্র! তুমি জটিল বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ভরতের প্রার্থনানুসারে রাজ্যগ্রহণ করত সুখভোগ কর। ধূর্ত্ত প্রবঞ্চক দিগের উপদেশে বিশ্বাস করিয়া ইহলোকের সুখ সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইও না।

হে বৎস! পূর্ব্বতন মহাত্মা ও মহারাজ চক্রবর্ত্তীগণের কথা স্মরণ কর, সকলেই কালকবলে নীত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম মাত্রই অবশিষ্ট আছে। সেই সকল রাজা কে কোথায় আছেন, কেহই তাহা বলিতে পারে না। এই দৃশ্যমান মনুষ্যলোকই পরলোক, সকলেই সুখভোগে আসক্ত, সুখের জন্যই মানুষ ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকে। তুমি অন্ধের ন্যায় বিপরীত পথে পদার্পণ করিও না, যাহাতে আপনার হিতানুষ্ঠান হয়, তাদৃশ বুদ্ধিরই অনুবর্ত্তী হও, এবং নিষ্কণ্টক পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিয়া প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইয়া আত্মীয় স্বজন সহ সুখশান্তি লাভ কর।

ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র যদিও জিতক্রোধ ও শান্তস্বভাব ছিলেন, তথাপি নাস্তিক জনোচিত যুক্তি ও উপদেশাবলি শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া উঠিলেন। একে তিনি পিতৃশোকে সন্তপ্ত ছিলেন, তাহার উপর কোপাকুলিত হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হে জাবালে! সুশিক্ষিত অশ্ব যেমন পথভ্রষ্ট হয় না, পতিব্রতা রমণী যেমন স্বীয় পতির আশ্রয় পরিত্যাগ করে না, আমিও সেইরূপ পিতৃসত্য হইতে কোন ক্রমেই বিচলিত হইব না; পিতা যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, আমি সমাহিত চিত্তে তাহাই পালন করিব। যত দিন পিতা জীবিত

ছিলেন, ততদিন তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া তাঁহার আজ্ঞার অন্যথাচরণ করিলে কোন্ ব্যক্তি না আমাকে ক্লীব বা কাপুরুষ বলিবে? প্রবল বায়ুবেগে মহীধর যেমন বিচলিত হয় না, সেইরূপ নিরর্থক হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া আপনি আমাকে কখনই বিচলিত করিতে পারিবেন না। সৎকর্ম্ম সকলের বিফলতা প্রদর্শন করিয়া আপনি যে সকল উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা সর্ব্বথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আমাকে এপ্রকার নাস্তিকের ন্যায় উপদেশ প্রদান করা আপনার উচিত নহে। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তপস্যা দ্বারা মহাফল লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তপস্যা বৃথা কিরূপে হইল? হে জাবালে! আমি যাহা বলিতেছি, কর্ত্তব্যই হউক আর নিষ্ফলই হউক, তাহা করিবই করিব। মহর্ষিগণ যেরূপ সঙ্কল্পিত ব্রত হইতে স্খলিত হয়েন না আমিও সেইরূপ পিতৃনিয়োগ হইতে কিছুতেই বিচলিত হইব না। পিতৃদেব ভরতকেই রাজ্য প্রদান করিয়াছেন এবং আমাকে বনবাসী করিয়াছেন, আমি কোন ক্রমেই তাঁহার আদেশ অতিক্রম করিব না।

অতঃপর মহানুভব ভরত রামচন্দ্রকে রাজ্যগ্রহণের জন্য যথোচিত অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু সত্যসন্ধ রামচন্দ্র রাজ্যগ্রহণের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া প্রতিজ্ঞাত বনবাসকেই শ্রেয়রূপে আলিঙ্গন করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন, এবং সুযুক্তি সহকারে বিপরীতবাদী জাবালিকে বলিতে লাগিলেন; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার হিতকামনায় আপনি যে সকল উপদেশ দিলেন, তাহা অপথ্য হইলেও আপাততঃ পথ্যের ন্যায় এবং অকার্য্য হইলেও কর্ত্তব্য কর্ম্মের ন্যায় প্রতিপন্ন করিতেছেন। কিন্তু হে জাবালে! যে পুরুষ মর্য্যাদাশূন্য পাপাচারী ও সাধুতা হইতে স্খলিত তিনি কখনই সাধু সমাজে সম্মান প্রাপ্ত হয়েন না। নিজ নিজ চরিত্রবলই মানবকে কুলীন বা অকুলীন এবং শুভ বা অশুভরূপে প্রকাশ করে। আপনার উপদেশ মত কার্য্য করিলে অন্তরে অনার্য্য এবং বাহিরে আর্য্যের ন্যায়; অন্তরে অপবিত্র কিন্তু বাহিরে পবিত্রের ন্যায়; অন্তরে দুঃশীল কিন্তু বাহিরে সুশীলের ন্যায় হইতে হয়, এপ্রকার কপটতা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি যদি বাহিরে ধর্ম্মকঞ্চুক ধারণ করিয়া সদাচার সাধুপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকবিগর্হিত অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে কর্ত্তব্যপরায়ণ জ্ঞানী লোকেরা আমাকে দুর্ব্বৃত্ত জানিয়া কখনই সম্মান করিবেন না। আমি পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক সত্যভ্রষ্ট হইয়া কোন্ নদীতে অঞ্জলি দ্বারা জলপান করিব। হে জাবালে! রাজা যেরূপ আচরণ করেন, পৃথিবীর সমুদায় লোকই তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। সাধারণ লোকে রাজচরিতের অনুবর্ত্তী হয়, ইহাই নিয়ম। দয়া ও সত্যপরায়ণতাই সনাতন রাজধর্ম্ম, এইজন্য রাজ্যও সত্যাত্মক। সমুদায় লোক সত্যেতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দান, যজ্ঞ, হোম, তপস্যা, সমুদায়ই সত্যমূলক; সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর কিছুই নাই। দেবগণ ও ঋষিগণ সকলেই সত্যের উপাসনা করিয়া থাকেন। সত্যবাদী পুরুষই ইহলোক ও পরলোকে সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন। সর্প হইতে লোকে যেরূপ ভয় প্রাপ্ত হয়, অসত্যাচারী ব্যক্তি হইতেও সেইরূপ ভীত হইয়া থাকে। সত্যই সকলের মূল,

সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, ইহলোকে সত্যই সকলের ঈশ্বর। সত্য ব্যতীত কিছুই থাকিতে পারে না। সত্যেই লক্ষ্মী নিয়ত বাস করিতেছেন, মনুষ্য মাত্রেরই সত্য হইতে বিচ্যুত হওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। মনুষ্য একাকীই রাজ্য পালন করে, একাকীই নিজ কুল উদ্ধার করে, একাকীই নরকে নিমগ্ন হয় এবং একাকীই স্বর্গে সম্মান লাভ করিয়া থাকে। এই জন্য আমি সত্যের বশীভূত ও সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি, আমি কখনই পিতৃনিয়োগ হইতে বিচ্যুত হইব না। আমি লোভ ও মোহ পরবশ হইয়া অজ্ঞানতা বশতঃ সত্যসন্ধ পিতার সত্যময় সেতু কখনই ভেদ করিব না।

যে ব্যক্তি অসত্যাচারী, যে ব্যক্তি অস্থির-মতি ও চঞ্চলস্বভাব, দেবগণ ও পিতৃগণ কখনই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েন না। ক্ষুদ্রচেতা নৃশংস লোভপরায়ণ পাপনিরত জনগণকর্ত্তৃক সেবিত ধর্ম্মরূপে প্রতীয়মান অধর্ম্ম আমি কখন আচরণ করিব না। আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, সত্যই পরমধর্ম্ম এবং সুকৃতিশালী রঘুবংশীয়দিগের মন সত্যেই সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অনৃতাচারীরা প্রথমতঃ মনে মনে পাপকার্য্যের মনন করে, পরে জিহ্বা দ্বারা অসত্য বাক্য উচ্চারণ করে ও পরে অসত্যের অনুষ্ঠান করিয়া কায়িক মানসিক ও বাচনিক এই ত্রিবিধ মহাপাতকে লিপ্ত হয়। ভূমি কীর্ত্তি যশ ও লক্ষ্মী সত্যনিষ্ঠ পুরুষের সমাগম প্রার্থনা করেন, অতএব সত্য অবলম্বন করাই সকলের কর্ত্তব্য।

হে জাবালে! আপনি আমাকে যে সকল উপদেশ দিলেন, তাহা নাস্তিক জনোচিত অনার্য্যসেবিত ও অস্বর্গ্য। ইহা দ্বারা কখনই শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না। আমি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইব, এক্ষণে কি প্রকারে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিব। আমি পিতৃবাক্য প্রতিপালনের জন্য বিশুদ্ধাচার অবলম্বন পূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া বন্য ফলমূলাদির দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চনাকরত অরণ্যেই অবস্থান করিব, আমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা পূর্ব্বক সাবধান হইয়া লোকযাত্রা-নির্ব্বাহ করিব। এই কর্ম্মক্ষেত্রে আমার যাহা শুভ কর্ম্ম আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

জ্ঞান সঞ্চার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বাক্‌শক্তি ও তজ্জাত ভাষা থাকায় তাহারই সাহায্যে এক মানুষ অপর মানুষকে জ্ঞানী করিতেছে, আপন অভিজ্ঞতা অন্যে সংক্রামিত করিতেছে, ইহা আমরা অনুক্ষণ দেখিতেছি, অথচ লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না বাক্‌শক্তি-প্রভব ভাষাই আমাদের প্রধান জ্ঞান-গুরু। আজ যিনি বয়ঃস্থ যুবা ও বৃদ্ধ—আজ যিনি মহাজ্ঞানী ও মহাপণ্ডিত বলিয়া ইহ সংসারে বিদিত, তিনিও একদিন অনভিজ্ঞ অজ্ঞান শিশু ছিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দিন দিন ভিন্ন ভিন্ন যুবার ও বৃদ্ধের উচ্চারিত ভাষা শুনিয়া শুনিয়া সেই সকল জ্ঞানীর জ্ঞান আপনাতে আকর্ষণ ও সঞ্চয় করত অবশেষে তিনিই ইদানীং অজ্ঞানীর জ্ঞানদাতা অনভিজ্ঞের উপদেষ্টা বিজ্ঞের গৌরবভাজন হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। জাতমাত্র মনুষ্যের জ্ঞান ও ভাষা দুয়ের একটীও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সে যতই বড় হইতে থাকে ততই তাহার অন্তরে বীজ-

ভাবাপন্ন জ্ঞান ও বাহিরে তৎপ্রকাশক বাক্য প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। এই ব্যাপারের প্রতি মনোনিবেশ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, বুঝিতে না পারা পর্য্যন্ত অর্থাৎ জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত বাক্‌শক্তির প্রস্ফুরণ বা ভাষা উচ্চারণের সামর্থ্য হয় না অর্থাৎ কথা ফুটে না। এবং অন্যের উচ্চারিত ভাষা না শুনিলেও জ্ঞানের স্ফুরণ হইতে পারে না। অতএব, আগে ভাষা শ্রবণ, পরে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি,তৎপরে বাক্‌শক্তির বিকাশ, তৎপরে ভাষা-উচ্চারণের সামর্থ্য। এইরূপে ক্রমে ভাষা-উচ্চারণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। "অমুকের ছেলের কথা ফুটেছে।" কথা ফুটেছে কি? না সে শ্রুত কথা ও কথানুবিদ্ধ জ্ঞান আয়ত্ত বা অনুবাদ করিতে শিখিয়াছে। এবম্প্রণালীর জ্ঞানসঞ্চার যে কোন্ অনাদি কালে প্রবৃত্ত বা আরদ্ধ হইয়া এ পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে তাহা কে বলিতে পারে? কথিত প্রকারে যে এক জনের জ্ঞান আর একজনে ও একজনের ভাষা আর একজনে অবিশ্রান্ত সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে এই অবিশ্রান্ত সংক্রমণকে আমরা অনুবাদ বলিয়া উল্লেখ করিলাম। আমি অন্যের জ্ঞান ও ভাষা অনুবাদ করিতে শিখিয়াছি, সেও আমার ন্যায় অন্যের জ্ঞান ও ভাষা অনুবাদ করিতে শিখিয়াছিল। এই অনুবাদ প্রণালী,বীজাঙ্কুর প্রবাহের ন্যায় অনাদি*। যদি ইহার আদি থাকে, মানুষ যদি সত্য সত্যই সৃষ্ট পদার্থ হয়, তাহা হইলেও প্রথম সৃষ্ট (আদি শরীরী) মানুষ যে উক্ত প্রণালীর অধীন ছিলেন না, এমন বিবেচনা হয় না। তিনিও হয় ত তাঁহার পিতার (ঈশ্বরের) প্রেরিত অমানুষী বাক্† শুনিয়া জ্ঞানী হইয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞান নিজ বাক্‌যন্ত্রে প্রব্যক্ত করত ভাষায় পরিণামিত করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধি এইরূপ যে ঈশ্বরের সেই জ্ঞান ও ভাষা বেদ নামে পরিচিত। যাহাই হউক, যে কোন জ্ঞানের ও ভাষার উল্লেখ করিবে সমুদায়েরই মূল প্রস্রবণ এক। একই মূল জ্ঞান ও মূল ভাষা পর পর অনুবাদ বা অনুকরণ প্রক্রিয়ায় বীজাঙ্কুরের ন্যায় ক্রমপ্রবাহে চলিয়া আসিয়াছে, ও আসিতেছে। উচ্চারণের দোষে মূল ভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে মাত্র, প্রবাহবিচ্ছেদ হয় নাই। দেশভেদে কাল ভেদে অবস্থা ভেদে ও আহারাদির প্রভেদে বাকযন্ত্রের প্রভেদ নিবন্ধন উচ্চারণের প্রভেদ হইলেও সে প্রভেদ মূলক্ষতিকর নহে, প্রবাহনাশকও নহে।

ভাষা অতি অদ্ভুত সংক্রামক পদার্থ। এমন সংক্রামক আর নাই। মানবের মনোভাব যাহার অন্য নাম জ্ঞান তাহা বাকযন্ত্র-প্রসূত ধ্বনির দ্বারা বাহিরে আইসে, এবং কর্ণবান্ মনুষ্যের চিত্তে আপনার স্বরূপ বাহিত বা সংক্রামিত না করিয়া নিবৃত্ত হয় না।

যে মানুষ জন্মাবধি মানবীয় ভাষা শ্রবণ করে নাই, সে মানুষ ভাষাবিহীন হইবেই হইবে। কেবল ভাষাবিহীন হইবে এমন

* এইটি মীমাংসা দর্শনের মত। মীমাংসকগণ বলেন বিশ্ব অনাদি। ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই। ছিলনা হইয়াছে এমন নহে এবং এককালে সমুদয় বিনষ্ট হইবে বা হইয়াছিল, এমনও নহে। অর্থাৎ সর্ব্বসৃষ্টির সর্ব্বমহাপ্রলয় অসম্ভব।

† অমানুষী বাক্। সংস্কৃত ভাষায় ইহা দেববাণী অশরীরিণী বাণী, আকাশবাণী প্রভৃতি নানা নামে ব্যবহৃত হয়। এই দেববাণীর বিষয় বোধগম্য করান বা তাহাতে বিশ্বাস জন্মান সহজ ব্যাপার নহে। অথবা সহজ ব্যাপার। আকাশে জলে ও বায়ুতে সর্ব্বদাই অমানুষ অব্যক্ত ধ্বনি হইতেছে, শ্রোতার মন অনেক সময়ে সেই সকলের ব্যক্ততা অবধারণ করিয়া লয়। এই বিষয়টা আমরা পৃথক প্রবন্ধে বিশদ করিয়া বলিব।

নহে, ভাষাভাষ্য জ্ঞানেও বঞ্চিত থাকিবে। অশ্রুত-মানব-ভাষা মানুষ যে ব্যক্ত-বাক্য-বিহীন ও অধিকাংশ মানবীয় জ্ঞানে বঞ্চিত থাকে তাহার নিদর্শন সদ্যঃপ্রসূত শিশু ও জন্মবধির মূক অর্থাৎ বোবা। অনেকেই মনে করেন ও বলেন, বোবার বাক্‌শক্তি নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে। বাক্‌শক্তি আছে কিন্তু বাক্য অভাবে শক্তির অভিব্যক্তি নাই। তাহাদের কণ্ঠ তালু আল্‌জিব্‌ ও মূর্দ্ধা প্রভৃতি স্থানাষ্টকময় বাগ্‌যন্ত্র আছে, তাহার অভাব নাই, কেবল ভাষনীয় বস্তুর জ্ঞানের অভাব থাকাতেই তাহারা বোবা —বলিতে বা কথা কহিতে পারে না। তাহারা যে কণ্ঠরব করে সে রব পাশব রব হইতে অত্যন্ত প্রভেদবিশিষ্ট। তাহাতেই অনুমান হয় তাহাদের বাকযন্ত্র পশুদিগের ন্যায় অপূর্ণ নহে। ভাষনীয় পদার্থের নাম-জ্ঞান না থাকাতেই তাহারা বোবা—বলিতে বা নামোল্লেখ করিতে অসমর্থ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বোবা মাত্রেই জন্মবধির। জন্মবধির ব্যতীত বোব্‌ হয় না, ইহা সকলে বিদিত না থাকিতেও পারেন। বোবা বধির কিনা তাহা তাহার পশ্চাৎভাগে কোন কিছুর শব্দ করিলেই জানিতে পারিবেন। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে বোবা ও গোঙা এক নহে। বাগ্‌যন্ত্রের বৈকল্য থাকিলে গোঙা হইতে পারে, পরন্তু বোবা হইতে পারে না। বোবা বাধির্য্য হইতেই জন্মে। জন্মবধির মানব জন্মাবধি ভাষা শ্রবণে বঞ্চিত, সেই কারণে সে ভাষণীয় জ্ঞানেও বঞ্চিত। তাহারা চক্ষুর্দ্বারা বস্তুর সামান্য আকার মাত্র দেখে ও মানবের ব্যবহার অবলোকন করে, সেই সূত্রে তাহারা কথঞ্চিৎ সামান্য ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিয়া জনসমাজে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় এবং তাহাদের নিজের দেহযাত্রা এক প্রকার না এক প্রকারে সঙ্কেতাবলম্বনে চলিয়া যায়। কিন্তু যাহারা জন্মাবধি মানবভাষা ও মানবীয় ব্যবহার উভয়ের কিছুই শুনে নাই ও দেখে নাই তাহারা সর্ব্বপ্রকার মানবীয় জ্ঞানে বঞ্চিত থাকে। মানুষের গর্ভে জন্মিয়াছে অথচ সে মানুষ দেখে নাই, মানুষের কথা শুনিতে পায় নাই, মানুষের ব্যবহার কখনও নেত্রগোচর করে নাই, এমন ঘটনা কখন কখন অর্থাৎ দৈবাৎ দুই এক সময়ে হইয়াছে ও হইতে শুনা যায়। এদেশের পুরাণলেখক ঋষিরা আখ্যায়িকামুখে এই সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন। পুরাণ মধ্যে অনেক মৃগপালিত পশুপালিত মনুষ্যের কথা আছে, এবং আধুনিক সংবাদ পত্রাদিতেও মধ্যে মধ্যে ব্যাঘ্রপালিত মনুষ্যের বিবরণ লিখিত হইয়া থাকে। পুরাণের কথা সাধারণের তত বিশ্বাস্য নহে বলিয়া সংবাদ পত্রের লিখিত বাঘমানুষের বৃত্তান্ত এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ফতেপুরে বাঘের ঘর হইতে একটী মানুষের বাচ্চা আনা হইয়াছিল। সেখানকার সিভিল সার্জ্জনের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, বালকটীর বয়স ৬ অথবা ৭ বৎসর ছিল। ছেলেটী কথা বলিতে পারিত না, কাপড় পরিতে চাহিত না এবং রান্না করা কিছুই খাইত না। সে যে অনাথ নিবাসে থাকিত সেখানকার পাদ্রি সাহেব ভয়ে তাহাকে আটক করিয়া রাখিতেন। ডাক্তার সাহেব গিয়া তাহাকে ছেড়ে দিতে ব্যবস্থা করিলেন এবং মাংস ও হাড় রান্না করে খেতে দিতে বলিলেন। বাঘের মানুষবাচ্ছাকে ছেড়ে দেওয়া হইলে তাহার দৌরাত্ম্যে সকল লোকেই অস্থির হইয়া উঠিল। একদিন ডাক্তার সাহেব

গিয়া দেখিলেন যে, সে বাগানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই সে দৌড়িয়া আসিল এবং তাঁহার পায়ের উপর হাত দিয়া মুখের দিকে কাতর ভাবে তাকাইতে লাগিল এবং যেন কথা বলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু অতি কষ্টেও কিছু বলিতে পারিল না। কেবল "শাক" এই কথাটী বাহির হইল। ডাক্তার সাহেব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে শাক ও ভাত খাওয়াইতে বলিলেন। ক্রমে তাহার ছেলে-বেলাকার কথা মনে আসিতে লাগিল এবং "মা" ও "বাবা" এই কথা বলিতে শিখিল। কিন্তু এরূপ ভাবে তাহাকে অধিক দিন থাকিতে হইল না। শাক খাইতে খাইতে তাহার ভয়ানক পেটের অসুখ হইল। সেরূপ ক্ষীণ ও দুর্ব্বল অবস্থায় পড়িয়া তাহার উদ্ধত ব্যাঘ্রের স্বভাব যাইতে লাগিল এবং ক্রমেই পোষ মানিতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব কাছে গেলে আর তাহাকে সহজে ছাড়াইয়া আসিতে পারিতেন না। যদিও তাহার গায়ে বাঘের ন্যায় দুর্গন্ধ ছিল এবং দেখিতে অতিশয় কদাকার ছিল তথাপি দয়ালু-স্বভাব ডাক্তার তাহার কাছে অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিতেন ও তাহাকে আদর করিতেন। শত চেষ্টায়ও তাহার সে ব্যারামের উপশম হইল না। মৃত্যু-দিনে যখন ডাক্তার সাহেব তাহাকে দেখিতে গেলেন তখনও সে তাঁহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিল এবং যখন সাহেব আদর করিয়া তাহার মাথার উপর হাত দিলেন তখন সে সন্তোষের ভাব প্রকাশ করিল। হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ হইতে "শাক" এই কথাটী বাহির হইল। ডাক্তার সাহেব চাহিয়া দেখিলেন অভাগ্য ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছে।

"কিছুদিন হইল কাণপুরে একটী বাঘ-মানুষের কথা শুনা গিয়াছে। এক ইংরেজ মহিলা যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, ইহার বয়স ২৫ কি ৩০ বৎসর হইবে। দেখিতে খুব বলবান এবং দৃঢ়-কায়। চুলগুলি ও পরিধান কাপড় বেশ মোটামুটি পরিষ্কার। দেখিলে খুব ছোট লোক কিম্বা ভিক্ষুকের মত বোধ হয় না। ইহার যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে * তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, বাঘ-মানুষকে কেমন ভদ্রলোকের মত দেখা যায়। চক্ষু দুটী ভয়ানক রক্তবর্ণ, দেখিলে ভয় করে এবং জিহ্বা হিংস্র জন্তুর মত লক্‌লকে। কাহার প্রতিও কোন উপদ্রব করে না। কিন্তু সাধারণ লোক বলিয়া থাকে যে, ছোট ছোট ছেলে পিলে দেখিলেই যেন খাইবার জন্য জিহ্বা বাহির করে। যাহা হউক, সকলেই তাহাকে ভয় করে এবং তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কিছু কিছু খাদ্য দ্রব্য অথবা পয়সা দিয়া থাকে।

"বাঘ-মানুষকে জিজ্ঞাসা করাতে সে একটী মেয়েকে দেখাইয়া বলিল যে, যখন সে দেখিতে তত বড় তখন এক জঙ্গল হইতে রোজ সাহেব তাহাকে ধরিয়াছিলেন। তখন সে ৪ হাত পা'র উপর ভর দিয়া চলিত। কিছু কাল হাঁসপাতালে আটক থাকার পর রোজ সাহেব নিজেই তাহাকে রাখিয়াছিলেন এবং মা বাপের মত যত্ন করিতেন। রোজ সাহেব বিলাত চলিয়া যাওয়ার পর হইতে সে অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছে।

উক্ত ইংরাজ মহিলা যখন ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তখন

*যে সংবাদপত্রে এই প্রবন্ধ প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে এই বাঘ-মানুষের চিত্র অঙ্কিত ছিল।

সে হাত জোড় করিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় ঈশ্বর ও স্বর্গ সম্বন্ধে কত কথা বলিল। এই মনুষ্যাকৃতি ব্যাঘ্র-স্বভাব জীব মদ খাইতে শিখিয়াছিল। একটী ইংরেজ মহিলা ইহাকে অনেক দিন খাওয়া পরা দিতেন, কিন্তু হতভাগা ভয়ানক মদ খাইত ও খারাপ ব্যবহার করিত, সেই দোষে বিবি তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। দিলেও সে সেখান হইতে পলাইয়া স্থানান্তরে যায় নাই। এখনও পয়সা কড়ি যাহা পায় তাহা দিয়া মদ খাইয়া থাকে।

"এই অদ্ভুত জন্তুর আচার ব্যবহার এখন প্রায়ই মানুষের ন্যায় হইয়াছে। এখন কাহারও কোন ক্ষতি করে না। শুনা গিয়াছে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক দিন কোন স্ত্রীলোক তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়াতে সে ভয়ানক রাগান্বিত হইয়াছিল এবং তাহাকে কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাহার বিরুদ্ধে আর কিছু শুনা যায় নাই।"

সংবাদ পত্রের লিখিত এই বাঘ-মানুষের বৃত্তান্ত অবশ্যই আমাদের প্রস্তাবের অনুকূলে প্রমাণ বা পোষক হইতেছে। সদ্যঃপ্রসূত শিশু, বোবা, বাঘ-মানুষ, এ সকল দেখিলে কে অস্বীকার করিবে যে মানুষ অন্যের নিকট সঙ্কেত-বাঁধা শব্দ অর্থাৎ ভাষা শুনিতে পায় বলিয়া সেই সেই উচ্চারণের জ্ঞান ও ভাষা অনুবাদ (reflect) করিতে সমর্থ হয় ও না শুনিতে পাইলে সমর্থ হয় না। মনুষ্যের ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ যাহা বলেন তাহা পরে আলোচিত হইবেক।

শোণিতপায়ী লতা।

বিশ্বসংসারে যে কত প্রকার অত্যাশ্চর্য্য জীবজন্তু উদ্ভিদ ও আকরিক পদার্থ আছে তৎসমুদায় অদ্যাবধি কে নির্ণয় করিতে পারিয়াছে? আমেরিকার অন্তঃপাতী নিকারেগুয়া প্রদেশে সম্প্রতি এক প্রকার লতা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা মনুষ্যাদি জীবজন্তুর গাত্র হইতে শোণিত শোষণ করিয়া লয়। কোন পত্রিকায় (১) প্রকাশ যে, ডন্সট্যান নামে জনৈক প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত দুইবৎসর কাল মধ্য-আমেরিকার উদ্ভিদ্ ও পশ্বাদির বিষয় অধ্যবসায় সহকারে অনুসন্ধান করিয়া "যুক্তরাজ্যে" প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি নিকারেগুয়ার হ্রদের নিকটবর্ত্তী এক জলা ভূমিতে এই লতা প্রথমে দেখিতে পান। তিনি বিজ্ঞানের নানা বিষয় সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছিলেন এমন সময় তাঁহার কুক্কুরের আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল;—দৌড়িয়া গিয়া দেখেন যে প্রাণীটি এক লতায় লগ্নীভূত হইয়া চীৎকার করিতেছে। তিনি বলেন লতার সহিত উইলো বৃক্ষের শাখার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। যাঁহারা উইলো বৃক্ষ না দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা অনুরোধ করি যেন তাঁহারা কোনও এক খৃষ্টীয় সমাধিক্ষেত্রে গিয়া উহা দেখিয়া আইসেন। উক্ত লতার গাত্রে পাতা নাই; উহার শাখাগুলির বর্ণ কৃষ্ণ এবং তাহাদের গাত্রে যে সকল অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, সেগুলি হইতে আঠার ন্যায় এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয়। যাহা হউক ডন্সট্যান্ বহুকষ্টে ছুরী দ্বারা কাটিয়া কাটিয়া কুক্কুরটীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বিস্মিতনেত্রে দেখিলেন যে, কুক্কুরের দেহ রক্তে রঞ্জিত হইয়াছে ও

(১) Horticultural Times.

দেহ হইতে সমস্ত রক্ত যেন কেহ চুষিয়া লইয়াছে। কুক্কুরটির চর্ম্ম স্থানে স্থানে গলিত হইয়া পড়িয়াছে। সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। বন্ধন মোচন করিবার কালে কতকগুলি শাখা প্রশাখা ডন্সট্যানের হাতের উপর পড়িয়াছিল; হাতের সেই স্থানগুলি ফোস্কা-বিশিষ্ট ও রক্তিমবর্ণ হইয়াছিল। লতা হইতে যে আঠা বাহির হয় তাহার বর্ণ কটা ও তাহাতে বড় দুর্গন্ধ। ডন্সট্যান বলেন যে তিনি উল্লিখিত লতা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিতে সমর্থ হন নাই, যেহেতু উহা গ্রহণ করিতে গেলে রক্তপাতের কথা দূরে থাকুক চর্ম্ম ও মাংস পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। লতার রক্তশোষক ছিদ্রগুলি সাধারণতঃ বন্ধ থাকে, কেবল ভক্ষ্য দ্রব্য গ্রহণকালে প্রসারিত হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এই লতা এক খণ্ড মাংস হইতে পাঁচ মিনিট কালের মধ্যে সমস্ত রক্তটুকু চুষিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করে।

THE RELIGION OF LOVE.
INTENDED FOR ALL SECTS AND CHURCHES.
BY A HINDU.

(Continued from the last number)

Chapter V.
Of Prayer.

1. Prayer is natural to man. It is as natural for man to pray as for a flower to blow or a bird to sing.

2. As it is natural for man to pray to his father or friend, so it is natural for him to pray to his Supreme Father or Friend.

3. As it is natural for man to pray to God, so it is natural for God to hear and grant his prayer, if He think it fit to do so. We cannot believe in an animate God who doth not hear or grant our prayers.

4. As it is true that God liveth and is the ever-present and direct support of the universe, so it is true that he directly heareth and fulfilleth our prayer. The fulfilment of prayer is one of his laws. It is in harmony with His other laws.

5. We see by actual experience that God doth at times hear our prayer for physical benefits, and at others doth not do so, but we invariably experience that he granteth our prayers for spiritual light and spiritual strength and the gift of His most precious company, if such prayers are made with a sincere heart and fervent spirit.

6. We should, therefore, pray not so much for external benefits, as for purity of mind, spiritual strength and spiritual light. With regard to external benefits, "Lord! let Thy will be done," is the best prayer.

7. Though prayer hath manifold advantages, it should be remembered that religion is something more deep and substantial than a state of continual petitioning. Religion is rather that state for which we pray than prayer itself. Prayer leadeth to that state. Unless we obtain sufficient cleansing and strength and spiritual light from God by means of prayer, though not absolute sinlessness and absolute divine knowledge which connot be had in our present terrestrial state, we cannot successfully perform divine communion, the end of all religion.

সমালোচনা।

পূজার আয়োজন। (ব্রাহ্ম-মিশন যন্ত্র হইতে প্রকাশিত) ইহাতে অনেক সুন্দর ভক্তি-কথা আছে। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটী (পৃষ্ঠা ২-৩) না থাকিলেই ভাল হইত। "হে জগন্মাতা তুমি কি পৃথিবীর মাতা হইতেও মন্দ মাতা হইবে" "আমরা ত তোমাকে প্রহার করিবই" এরূপ কথা সকল প্রকৃষ্ট ব্রহ্মভক্তির পরিচায়ক নহে।

পরিবারে শিশুশিক্ষা। (ব্রাহ্ম মিশন যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।) ইহাতে জানিবার অনেক কথা আছে; প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়।

পূজার ফুল। (ব্রাহ্ম-মিশন যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

সাধক রঞ্জন। (শ্রীকুঞ্জবিহারী দেব কর্ত্তৃক রচিত) ইহাতে উচ্চদরের কতকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীত আছে।

স্বরলিপি।

সাহানা—কাওয়ালী।

দশদিশি কিবা আজি মধুময়, হৃদয়-নাথেরে হৃদয়ে হেরিয়া।
সুবিমল পরশে, হরষে মাতি, প্রাণ-বিহঙ্গ ওঠেরে গাহি,
মন-অলি পিয়ে অমিয়া, প্রেম-উৎস ছোটেরে উচ্ছ্বাসিয়া॥

৪+২

।০।১।২´।৩।

॥{ মা রা রা। সা -া রা পপা। মা -া -ঙ্গা ঙ্গা। রা মা ঙ্গা ঙ্গা }। -া মা মা পা।
॥{ দ শ, দি। শি, — কি বা। আ — — জি। ম ধু ম য় }। — হৃ দ য়।

। পা -ঞ্ধা না র্সা। র্সনা র্র্সা ঞ্জা -ধা। পনা পপা মা -ঙ্গা॥ । মা পা পা পা। পা পা ঞ্জা -ধা।
। না — থে রে। হৃ দ য়ে —। হে রি য়া —॥ । সু বি ম ল। প র শে —।

। না র্সা নর্সর্রা -া। র্রা -র্সা র্সা -া। ঞ্জা -া র্সা র্সা। র্রা -া র্মঃ -র্ঙ্গা -র্মঃ। র্রা -া র্সা র্রা।
। হ র ষে —। মা — তি —। প্রা — ণ, বি। হ — ঙ্গ — —। ও — ঠে রে।

। নর্সা -র্র্সা ঞ্জঃ -ধা -ঞ্জঃ। পা পা পা পা। পা -মা ঞ্জা -া। -া -পা পা পা। মা -ঙ্গা -মা -রা।
। গা — হি — —। ম ন অ লি। পি — য়ে —। — — অ মি। য়া — — —।

। মা মা পা -া। না না র্সা র্রা। র্সা ঞ্জা -া পা। মা -া -ঙ্গা -া॥ ॥
। প্রে ম, উ —। ৎস, ছো টে রে। উ চ্ছা — সি। য়া — — —॥ ॥

কোকব—ঝাঁপতাল।

নিকটে নিকটে থাক, হে নাথ, তারণ,
পতিত-পাবন, অধম-উদ্ধারণ,
তুমিই মম জ্ঞান, তুমিই মম ধ্যান,
তুমি মম সাধন॥

২—৩+৩

।২´।৩।০।১।

॥ মা মা। পা -দা মা। মা মা। পা -া ঙ্গা। মা -পা। দা -া ঞ্জা। দঃ পা -দঃ। মা -পা ঙ্গা।
॥ নি ক। টে, — নি। ক টে। থা — ক। হে —। না — থ। তা — —। র — ণ।

। রা ঙ্গা। রসা -রা -ঞ্জা। ঞ্জা -মা। মা -া মা। পা পা। দা দা -া। [illegible]। মা -পা ঙ্গা॥
। প তি। ত, — —। পা —। ব — ন। অ ধ। ম, উ —। [illegible] —। র — ণ॥

॥ ঞ্জা -া। র্সর্রা -র্সা -র্ঙ্গা। র্ঙ্গা র্ঙ্গা। র্ঙ্গা -া র্ঙ্গা। র্সা -রা। র্ঙ্গা -া র্মা। র্ঙ্গা র্ঙ্গা। র্র্সা -র্রা ঞ্জা।
॥ তু —। মি — ই। ম ম। জ্ঞা — ন। তু —। মি — ই। ম ম। ধ্যা — ন।

। রা রা। র্সা -ঞ্জা দা। দঃ -পা -দঃ। মা -পা ঙ্গা॥ ॥
। তু মি। ম — ম। সা — —। ধ — ন॥ ॥

অশুদ্ধ শোধন।

গত বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১০ম পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের টিপ্পনীর ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "ভাবতার্থ" স্থানে "ভারতার্থ" হইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১ম ভাগ	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৶০
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রহ্মের আরাধ্য দেবতা	৴৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৶০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৵০
প্রবচন সংগ্রহ	৵০
ব্রহ্মোপাসনা	৵০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৶০
দশোপদেশ	॥০
মাঘোৎসব	।০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০
ধর্ম্মশিক্ষা	৶০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৵০
দুর্গোৎসব	৵০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত (সম্পূর্ণ ৮ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত ৮ম ভাগ	।০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০
	R. A. P.
A Discourse against Hero-making in Religion	" 12 "
Hindoo Theism	" 1 "
Theist's Prayer Book	" 1 "
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "

	মূল্য।
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸০
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২৲
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ (২য় সংস্করণ)	॥৶০
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	।০
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	৵০
সার ধর্ম্ম	৵১০
সার ধর্ম্ম (অনুক্রম)	৵০
সেকাল আর একাল	॥০
তাম্বুলোপহার ১ম ভাগ	৵০
ঐ ২য় ভাগ	৵০
ব্রহ্ম সাধন	৵০
	R. A. P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	" 4 "
Brahmic Questions of the Day	" 6 "
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "
Adi Brahmo Samaj as a Church	" 3 "
A Reply to the Query, "What is Brahmoism?	" 4 "
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "
Science of Religion	" 4 "
Hindu Theists' Brotherly Gift to English Theists	" 4 "
Old Hindu's Hope	" 4 "
তত্ত্ববিদ্যা	১॥০
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৶০
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৶০
Ontology	1 " "
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৶০
বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড	১॥০
বেদান্ত প্রবেশ	১৲
সৃষ্টি	১৲
প্রলয় তত্ত্ব	১॥০
পরলোকতত্ত্ব	১॥০
(উপরের পাঁচখানি) একত্রে লইলে	৫৲
হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ	১৲
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	১৲
অধিকারতত্ত্ব	।০
বিজ্ঞানামৃত	১৲
জীবনের সদ্ব্যবহার	॥০
উপহার (কাপড়ে বাঁধা)	।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১।০
উদ্গীথ	।০

	মূল্য।
ধর্ম্মমালা	৶১০
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১৲
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৶০
ডায়েরী	।০
বেদান্ত দর্শন (টীকা ও কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদসহ) ৩৮ খণ্ড	১২৸/০
পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপারিশিষ্ট	২৲
সাঙ্খ্য সূত্র (টীকা ও অনুবাদসহ)	১॥০
সাঙ্খ্য-দর্শন ১ম ভাগ	৸০
সাঙ্খ্য-দর্শন ২য় ভাগ	৸০
চরিত্রানুমান বিদ্যা ১ম খণ্ড	॥০
অক্ষয়-চরিত (সচিত্র ও সমূলক)	।৶০
আদর্শ নারী	।০
বিদ্যাবতী আবিষ্কার ও তাঁহার উপদেশ	/৫
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী	।০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৩৲
ঐ (পকেট এডিসন)	।০
ছায়াময়ী পরিণয়	॥০
পরমকল্যাণ গীতা	১৲
পরমকল্যাণ গীতা (হিন্দি)	১৲
শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত	॥০
পরাশর সংহিতা	॥০
শ্রীদারু ব্রহ্ম বা জগন্নাথ	॥০
হস্তামলক	৶০
সেন রাজগণ	।০
জোয়ানের জীবন চরিত	॥০
Who is Christ ?	" " 6
Miracles, or the Weak Points of Revealed Religion.	" 8 "
সঙ্গীতমঞ্জরী	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা	॥৶০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	৶১০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	৶০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	১৲
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী (বাঁধান)	৩॥০
English Works of Raja Rammohun Roy Vol. 1	3 " "
Do. Vol. 11	5 " "
হিন্দুধর্ম্ম নীতি	১৲
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র (তাৎপর্য্য সহিত)	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান জনসমাজের সম্বন্ধ	/০
উপদেশ	৴১০
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার	৴১০
বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ক মনুর মত	।০

	মূল্য।
নীতি-কবিতাবলী	।০
নীতি পদ্য	/০
নীতি প্রভা	৶০
প্রকৃত ধর্ম্ম পথ	৴১০
ব্রহ্মজ্ঞান	৴১০
Hinduism	4 "
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি (হিন্দি)	/০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড (বাঙ্গালা)	৶০
গৃহকর্ম্ম	।০
ধর্ম্মদীক্ষা	/০
সঙ্গীত মুক্তাবলি ১২ ভাগ একত্রে	।০
ঐ তৃতীয় ভাগ	।০
ঐ চতুর্থ ভাগ	।৶০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
প্রশ্নমঞ্জরী	॥০
প্রভাত-কুসুম	।/০
কুমারশিক্ষা	।০
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	।৶০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত	১৲
পুনর্জ্জন্ম আছে কি না ?	/০
শঙ্কোপনিষৎ	॥০
মহাত্মা রামমোহন রায় (পদ্য)	৴১০
একতাব্রত কাব্য	৶১০
Memoir of Raja Ram Mohan Roy	1 " "
Universal Religion	" 8 "
Band of Hope	" 1 "
ধর্ম্ম পরিচয় ১ম ভাগ	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	॥০
বক্তৃতা মঞ্জরি	৶০
সূত্র-নিপাত (বৌদ্ধধর্ম্ম)	১॥০
উপচষ্টক (ঐ)	।/০
চিন্তা বিন্দু	৶১০
বালক বন্ধু	/০
তত্ত্ব বিচার	।৶০
সুরাপান বা বিষপান	॥০
স্বর্গের চাবি ৶০ } একত্রে লইলে	
পারের নৌকা ৶০ }	৶০
হরিলীলা ১—৪র্থ ভাগ	১৶০
বনফুল	।/০
দেবতত্ত্ব	॥০
মনোহর শায়ী ব্রহ্মসঙ্গীত	।০
Essay on happiness	1 " "
History of Warren Hastings	1 " "
দামিয়েনের জীবনচরিত	॥০
কমলাকান্ত পদাবলি	৸০
আহার বিজ্ঞান	/০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প (২য় সংস্করণ)	।৶০
আর্য্যাবর্ত্ত (জনৈক হিন্দু মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত)	॥০
পাগলের—পাগলামি	।০

ত্রয়োদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
আষাঢ় ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

৫৮৭ সংখ্যা। ১৮১৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৯ কলিগতাব্দ ৪৯৯৩। ১ আষাঢ়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৴০ ডাক মাশুল ।৴০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে
পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

অনেকের বিশ্বাস এই যে আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে বাহিরের কাজ লওয়া হয় না। পূর্ব্বে যদিও এইরূপ ছিল বটে কিন্তু আজ কাল আমরা আদরের সহিত বাহিরের কাজ গ্রহণ করিয়া থাকি, সুলভ মূল্যে ও অতি যত্নের সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করি। এই যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে "সাধনা" "তত্ত্ববোধিনী" ও শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত বোম্বাইচিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দিগের প্রণীত গ্রন্থাবলী বিশেষ পরিচয় স্থল। অপরাপর বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জ্ঞাতব্য।

কলিকাতা। শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়। কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদের গত চৈত্র পর্য্যন্ত মূল্য ও মাশুল নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা ও বর্ত্তমান শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিলে পরম উপকৃত হইব। আশাকরি এই বিষয়ের জন্য পুনরায় পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতে হইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধনা।

প্রথম বর্ষ।

প্রথম ভাগ।

(অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ।)

কাপড়ের বিলাতী বাঁধাই।

মূল্য ১৷৷০ টাকা ডাঃ মাশুল ।৶০।

১০২ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য।

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ

দশম উপদেশ—ধর্ম্মের বিকাশ।

(২৮শে বৈশাখ, রবিবার, ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ।)

আর্য্যেরা প্রথম যখন এখানে কৃষি-বাণিজ্য করিয়া সভ্যতা লাভ করিতে লাগিলেন; যখন থাকিবার জন্য ভাল আসন, বসন, ভূষণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আপনাদের সভ্যতার ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন; তখন হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতে লাগিল। আপনাদের যে সকল প্রয়োজন, সেই সকল পূরণ করিতে করিতে জ্ঞান উন্নত হইতে লাগিল। যখন গৃহ-নির্ম্মাণ হইতে লাগিল, ভাল নৌকা প্রস্তুত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানেরও উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহারা আপনাদের অভাব পূরণ করিতে লাগিলেন, আর বিজ্ঞানের উন্নতি হইতে লাগিল। আবার সেই জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আপনার আপনার প্রয়োজন, আপনার আপনার স্বার্থভাব অধিক হইয়া উঠিল। স্বার্থ-ভাব চরিতার্থ করিবার জন্য যত প্রকার কুপ্রবৃত্তি উঠিতে পারে, তাহাও উঠিতে লাগিল। অপরকে ক্লেশ দিয়া, প্রতারণা করিয়া বিষয় অর্জ্জন করিবার জন্য কত-লোকের চেষ্টা হইল। কেবল এইরূপে আপনার আপনার স্বার্থের জন্য পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিবাদ কলহ উঠিতে লাগিল।

কিন্তু নিরঙ্কুশ স্বার্থভাব মনুষ্যের হৃদয়ে রাজত্ব করিতে পারিল না। ঈশ্বর যে ধর্ম্মভাব দিয়াছেন তাহাও উদ্দীপিত হইল; তাহারা সেই ধর্ম্মের মৃদুস্বর শুনিতে পাইল যে পরদ্রব্য অপহরণ করা উচিত নহে, প্রতারণা করা উচিত নহে, অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করা উচিত নহে। ধর্ম্ম-ভাব যদি না থাকিত, আপনার প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত যদি বিজ্ঞানই থাকিত তাহা হইলে মনুষ্যের বড়ই দুর্গতি হইত। ঈশ্বর তাই ধর্ম্মভাব দিলেন; এই ধর্ম্ম-ভাবও ক্রমে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। ঈশ্বর মানুষের মনে ধর্ম্মভাব দিয়া রাখি-য়াছেন কি-না, তাই তাহা ক্রমে ফুটিতে লাগিল। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা—জ্ঞান এবং ধর্ম্মের উন্নতি—সম্পন্ন হইতে লাগিল। যদি সভ্যতার সঙ্গে ভদ্রতা ও ধর্ম্মভাব না

উঠিত, তবে সে সভ্যতায় কি হইত? যেখানে জ্ঞান, সেখানে যদি ধর্ম্ম না থাকে, তবে বড়ই বিশৃঙ্খলা। পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যদিগের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়ই বিদ্যমান ছিল।

মহাভারতের সভাপর্ব্বের মধ্যে যেরূপ সভার বর্ণনা আছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, সেই সময়ে বিজ্ঞানের কত উন্নতি হইয়াছিল। দিল্লীর কাছে যে কুতবমিনার নামে এক স্তম্ভ আছে, তাহাও সেই সময়েরই। পুরাতন স্তম্ভের উপর আরও কতকটা গাঁথা আছে; কিন্তু সেটুকু নিতান্ত আধুনিক বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় এবং পুরাতন ভাগের সঙ্গে তাহার তুলনাই হইতে পারে না। এইটুকু বাড়াইয়া মুসলমান নবাব আপনার নামানুসারে কুতবমিনার নাম দিয়া আপনার মিথ্যা যশ ঘোষণা করিল। কাশ্মীরের এক উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গের উপর এমন এক দেবালয় ছিল, যাহার বহিঃস্থ প্রকোষ্ঠ সকলের মধ্যে সহস্র সহস্র অতিথির উত্তম সমাবেশ হইতে পারিত, মুসলমানদিগের অত্যাচারে সেই দেবালয়ের দেবপ্রতিমা সকল বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কাশীতে পূর্ব্বে যেখানে বিশ্বেশ্বরের মন্দির ছিল, এখন সেইখানে মুসলমান সম্রাটের প্রতিষ্ঠিত এক মস্‌জীদ আছে। মুসলমান-রাজত্বকালে হিন্দুদিগের উপর মুসলমানদিগের বিশেষতঃ আওরঙ্গজেবের বড়ই আক্রোশ ছিল। বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দির ছিল, তাহা আটতলা; মুসলমানেরা তাহা ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে—এখনকার মন্দির একতলা। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা যে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক, তাহা কখনই ব্যর্থ হয় না। মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্য যখন বড় বেশী হইল, তাহারা ক্রমে বলহীন হইয়া পড়িল। ইংরাজেরা তাহাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত, তাহারাই ভারতবর্ষ অধিকার করিতে সক্ষম হইল। সেই সময়ে এখানে ডচ্, ফরাসি, দিনেমার প্রভৃতি নানা জাতি ব্যবসাবাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। তাহারা, কেহ বা চন্দননগরে, কেহ বা শ্রীরামপুরে, কেহবা চুঁচুড়ায়, এইরূপে গঙ্গানদীর উপকূলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবসাবাণিজ্যের কারখানা খুলিয়া বঙ্গদেশকে ঘিরিয়া বসিল। ক্রমে তাহাদিগের সকলেরই মনেতে ভারতবর্ষ অধিকার করিবার বাসনা উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে ইংরাজদিগেরই কৌশল, বিজ্ঞান, ধর্ম্মবল অধিক ছিল, তাই তাহারাই অন্যান্য সকলকে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষ মুসলমান-হস্ত হইতে অধিকার করিতে পারিল। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নানা রাজা ছিলেন; তাঁহারা প্রত্যেকেই আপনাকে বলিতেন চক্রবর্ত্তী, সমস্ত ভারতবর্ষের অধিপতি; অথচ তাঁহারা কোন কোন বৃহৎ বা ক্ষুদ্র প্রদেশের রাজা ছিলেন মাত্র। রামায়ণ মহাভারত দেখিলে দেখা যায় যে কত শত রাজগণ স্বাধীনভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেন। মুসলমানদিগের রাজত্বকালেও বলিতে গেলে, চক্রবর্ত্তী, ভারতবর্ষের একছত্রী সম্রাট কেহই ছিলেন না; দিল্লীর বাদশাহ নামেমাত্র সমস্ত ভারতবর্ষের অধিপতি ছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ নামে দিল্লীর সম্রাটের অধীন হইলেও আপনাদিগের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজক্ষমতা পরিচালনা করিতেন। কিন্তু ইংরাজদিগকে দেখ, ভারতবর্ষের যথার্থ একাধিপতি হইয়া সকলকে এক নিয়মে শাসন ও পালন করিতেছে। যতদিন ইহারা প্রজার মঙ্গল-ইচ্ছু থাকিবে,

প্রজার ধনলোভে রাজ-কার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত না করিবে, ততদিন তাহারাই এই রকম রাজা থাকিবে। যখন তাহারা অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিবে, তখন গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে। তখন আবার ইহাদিগের অপেক্ষা যাহারা জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হইবে, তাহারাই ভারতবর্ষের পরিত্রাতা হইবে; কিম্বা যদি ভারতবর্ষীয়েরা জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হয়, তাহা হইলে তাহারা আপনারাই আপনাদিগকে উদ্ধার করিবে। সকলই ইচ্ছার স্বাধীনতার উপরে, জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতির উপরে নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বরের কেমন মহিমা যখনই অধর্ম্ম উপস্থিত হয়, তখনই রুদ্রদেব জাগ্রত হইয়া উঠেন এবং অধর্ম্মকে সমূলে বিনাশ করিয়া আবার নূতন প্রকার সমাজ স্থাপন করেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

প্রকৃত বৈরাগ্য ও নিষ্কাম কর্ম্ম।

মহরমের সময় সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা যেমন রাস্তার মাঝখানে হাসেন্ হোসেন্ করিয়া বক্ষে করাঘাত করে, ঠিক্ সেইরূপ একটা ক্রন্দন এবং বিলাপের অভিনয় সম্প্রতি আমাদের দেশের একদল নিষ্কর্ম্মা লোকের একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগের ধুয়া এই যে, আমাদের দেশের এমন যে একটি সেকেলে পৈতৃক সম্পত্তি—বৈরাগ্য, একেলে সভ্যতার হস্তে পড়িয়া তাহার অন্তিমদশা ঘুনাইয়া আসিয়াছে—তিনি আর বেশী দিন টেঁকেন না! এইরূপ ক্রন্দন শুনিলে আমাদের হাসিও পায়, কান্নাও পায়। হাসি পায় তার কারণ এই যে, বৈরাগ্য যদি এতই তোমার প্রিয় বস্তু, তবে তাহার পথ অবলম্বন কর——ক্রন্দন কেন? বৈরাগ্য তো আর বাজারের সামগ্রী নয় যে, সেকালের বাজারে তাহা সুলভ ছিল, একালের বাজারে তাহা দুর্ম্মূল্য হইয়াছে! বাজারের সামগ্রী স্বতন্ত্র, আর, অন্তঃকরণের সামগ্রী স্বতন্ত্র; বাজারের সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু—অন্তঃকরণের সামগ্রী সাধনের বস্তু। তুমি বলিবে যে, কাল পড়িয়াছে শক্ত; চব্বিস ঘণ্টা সংসার-কার্য্যে চব্বিস আনা লিপ্ত থাকিলে, যদি এক আনা কাজ হাসিল হয় তবে তাহাই গৃহী ব্যক্তির পরম সৌভাগ্য। ইহার উত্তরে আমরা এই বলি যে, প্রকৃত বৈরাগ্য সংসারের কোনো কর্ত্তব্য সাধনেরই প্রতিবন্ধকতাচরণ করে না—তাহা দূরে থাকুক্, সেরূপ বৈরাগ্য কর্ত্তব্য সাধনের পথ আরো পরিষ্কার করিয়া দেয়। বৈরাগ্য-অভ্যাস আর কিছু না—মনের সুর বাঁধা; সেতারের সুর বাঁধা থাকিলে তাহাতে, যে রাগিণী ইচ্ছা, সেই রাগিণীই বাজানো যাইতে পারে; তেমনি অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সুর বাঁধা থাকিলে—যখন যাহা কর্ত্তব্য তাহাই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। মন রাগ-দ্বেষে অধীর থাকিলে হাতের কাজ কখনই ভাল হইতে পারে না; বৈরাগ্যের অভ্যুদয়ে মন প্রশান্ত হইলে কর্ত্তব্য কার্য্যে হাত পা আপনা হইতেই অগ্রসর হয়। আমরা পরে দেখাইব যে, প্রকৃত বৈরাগ্য নিষ্কাম কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক; আর, যে বৈরাগ্য কর্ত্তব্য-সাধনের প্রতিবন্ধকতাচরণ করে, সে বৈরাগ্য বৈরাগ্যই নহে—তাহা বৈরাগ্যের ভান মাত্র।

বলিলাম বৈরাগ্য নিষ্কাম কর্ম্মের মূল প্রবর্ত্তক; নিষ্কাম ধর্ম্ম কর্ম্ম—যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমাদের দেশের লোক-প্রচলিত কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ড

লোকের স্বাধীন স্ফূর্ত্তির এমনি ব্যাঘাত উৎপাদন করে যে, কি দর্শন কি পুরাণ কি তন্ত্র সকল শাস্ত্রই এক বাক্যে কর্ম্মের নাম দিয়াছে—কর্ম্ম-বন্ধন। প্রতীচ্য ভূখণ্ডে আলস্য এবং জড়তাই বন্ধন বলিয়া লোকের নিকটে পরিচিত; তার সাক্ষী—shackles of indolence অবসাদের শিকল; আর, কর্ম্মই কেবল সেই জড়তার বন্ধন খুলিয়া দিতে পারে,—তা ছাড়া আর কেহই তাহা পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে একি বিপরীত—কর্ম্ম নিজেই বন্ধন বলিয়া পরিগণিত হয়! যিনি বন্ধন খুলিয়া দিবেন তিনি নিজেই যদি বন্ধন হইলেন—যিনি রক্ষক তিনিই যদি ভক্ষক হইলেন—তবে আর বিপন্ন ব্যক্তির উদ্ধারের উপায় কি? কর্ম্ম-মাত্রই যদি বন্ধন হয় তবে কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য কর্ম্ম করিলে দ্বিতীয় কর্ম্মটিও বন্ধন হইয়া দাঁড়ায়। যদি বলো সংসারের কর্ম্ম-বন্ধন ঘুচাইবার জন্য তপজপাদির সাধন আবশ্যক, তবে তপজপাদি কর্ম্মের বন্ধন ঘুচাইবার জন্য তৃতীয় কর্ম্ম সাধনের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতে পারো না; কেননা—তুমি বলিয়াছ কর্ম্মমাত্রই বন্ধন; তপজপাদি না হয় সোণার বন্ধন, চুরি-ডাকাতি না হয় লোহার বন্ধন; কিন্তু বন্ধন দুইই। হদ্দ তুমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পার যে, সৎ কর্ম্ম করিলে অসৎ কর্ম্মের লোহার শৃঙ্খল খুলিয়া গিয়া তাহার স্থানে সোণার শৃঙ্খল জড়ানো হয়; কিন্তু তাহাতে কি? লোহার শৃঙ্খলের পরিবর্ত্তে সোণার শৃঙ্খল জড়ানোকে কিছু আর মুক্তিসাধনের উপায় বলা যাইতে পারে না। একটা পক্ষীকে লোহার পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া সোণার পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহাকে কিছু আর মুক্তি দেওয়া হয় না। অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, কর্ম্ম-মাত্রই কর্ম্ম-বন্ধন, তবে অগত্যা এইরূপ দাঁড়ায় যে, মুক্তির জন্য যতই যিনি সাধ্য-সাধনা করিবেন ততই তিনি বন্ধনে জড়িত হইয়া পড়িবেন। যে ব্যক্তি সাঁতার জানে না সে যেমন জলে পড়িলে কূলে ফিরিয়া আসিবার জন্য যতই হাত পা ছোড়াছুড়ি করে ততই দূরে দূরে ভাসিয়া যায়—হাত পা না ছুড়িলে নীচে তলাইয়া যায়; তেমনি, মুক্তির জন্য সাধনা করিলেও কর্ম্মবন্ধন—না করিলেও স্বভাব-সুলভ সংসার-বন্ধন—বন্ধনের হস্ত হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। ভাবিয়া দেখিলে দাঁড়ায় এই যে, "কর্ম্মমাত্রই কর্ম্মবন্ধন" এটা কেবল একটা অত্যুক্তি-অলঙ্কার; শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় তাহা নহে। শাস্ত্রে কেবল দুইরূপ কর্ম্ম কর্ম্ম-বন্ধন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে—(১) কাম্য কর্ম্ম অর্থাৎ ফল-কামনা করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় যেমন যাগযজ্ঞাদি; (২) নিষিদ্ধ কর্ম্ম যেমন চুরিডাকাতি। এ ভিন্ন তৃতীয় আর-এক প্রকার কর্ম্ম আছে;—কি? না নিষ্কাম কর্ম্ম; শাস্ত্রে বলে—আর যুক্তিতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়—যে, এই তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্ম (নিষ্কাম কর্ম্ম) বন্ধনের কোটায় স্থান পাইতে পারে না।

আমাদের দেশের প্রবীণ পরামর্শদাতাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, মুখে অথবা হাতে কাম্য কিম্বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া মনে তাহাকে আমল না দিলেই—তাহা নিষ্কাম কর্ম্মের পদবীতে সমুত্থান করে! ইঁহারা বলেন—এই বিড়াল বনে গেলেই যেমন বন-বিড়াল হয়, তেমনি কাম্য অথবা নিষিদ্ধ কর্ম্ম নিষ্কাম-ভাবে কৃত হইলেই তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়; তা ছাড়া—নিষ্কামকর্ম্ম বলিয়া

স্বতন্ত্র শ্রেণীর কোনো কর্ম্ম নাই! শাস্ত্রে কিন্তু আর এক কথা বলে—সকল শাস্ত্রেই বলে যে, কায়মনোবাক্যের একতা নিষ্কাম এবং সকাম উভয়-বিধ ধর্ম্মেরই—ধর্ম্ম-মাত্রেরই—একটি প্রধান পরিচয়-লক্ষণ; তা বই—মুখে এক, মনে আর অথবা কাজে আর—এ-ভাবের কার্য্য ধর্ম্মই নহে;—না তাহা কাম্য কর্ম্ম—না তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম; তাহা নিষিদ্ধ কর্ম্মেরই শ্রেণী-ভুক্ত।

নিষ্কাম কর্ম্ম কাম্য এবং নিষিদ্ধ উভয় শ্রেণীর কর্ম্ম হইতে ভিন্ন—তৃতীয় আরেক শ্রেণীর কর্ম্ম। কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক—সংসারাসক্তি; নিষ্কাম-কর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক—বৈরাগ্য অথবা যাহা একই কথা—ভগবদ্‌ভক্তি।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় নিষ্কাম-কর্ম্ম—ভূয়োভূয় উপদিষ্ট হইয়াছে। ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ কেবল কর্ত্তব্য-বোধে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। যথা;—ভগবদ্‌গীতা বলেন

"কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্‌ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগো সাত্ত্বিকো মতঃ!"

"কর্ত্তব্য" এইরূপ বোধে বিষয়াসক্তি এবং ফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই নাম—সাত্ত্বিক ত্যাগ। ফল-কামনা-শূন্যতা এবং বৈরাগ্য—কথা একই কেবল ভাষা ভিন্ন।

ফল-কামনা-শূন্যতা এবং বৈরাগ্যের নাম শুনিলে অনেকে মনে করেন যে, তাহার মধ্যে রস কস কিছুই নাই, তাহার শরীর কাষ্ঠ পাষাণে পরিগঠিত। তাঁহারা ভাবেন, বৈরাগ্য শব্দের অর্থই হ'চ্চে অনুরাগের ঠিক্ উল্টো—মুখ-শিট্‌কোনো বিরাগ! কিন্তু ভিতরের নিগূঢ় বৃত্তান্ত যাঁহারা জানেন তাঁহাদের কাছে বৈরাগ্য অনুরাগ-সোপানের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চ; তাঁহাদের কাছে—বৈরাগ্যের আগাগোড়া সবই অনুরাগ—বৈরাগ্য অনুরাগ ছাড়া আর কিছুই নহে। জল যেমন অগ্নিতে পরিশুদ্ধ হইলেই বাষ্পাকারে আকাশে সমুত্থিত হয়, অনুরাগ তেমনি জ্ঞানানলে পরিশুদ্ধ হইলেই বৈরাগ্যের মুক্ত সমীরণে সমুত্থিত হয়। লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস যে, বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করা, আর সর্ব্বত্যাগী হওয়া, একই কথা; এ কথাটির মধ্যে সত্য কেবল এইটুকু যে, বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিতে হইলে অভিনব ব্রতীকে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতেই হয়; কিন্তু ত্যাগ স্বীকারের একটি গোড়ার কথা এখানে ভুলিলে চলিবে না—সেটি এই যে, লোকে ত্যাগ স্বীকার করিব বলিয়া ত্যাগ স্বীকার করেও না—করিতে পারেও না। ত্যাগ স্বীকার যিনি যখন করেন, তখন, একটা বিষয়ের ভালবাসা সূত্রেই আর-একটা বিষয়ের ত্যাগ স্বীকার করেন; কেহ বা পরিবারের মঙ্গলার্থে ত্যাগ স্বীকার করেন, কেহ বা কুলের মঙ্গলার্থে, কেহবা দেশের মঙ্গলার্থে, কেহ বা সাধারণতঃ মনুষ্যের মঙ্গলার্থে। যে বিষয়ের ত্যাগ স্বীকার করা হইতেছে তাহার প্রতি বৈরাগ্যের উৎপত্তি এবং যাহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা হইতেছে তাহার প্রতি অনুরাগের টান, এ দুই ব্যাপার ছায়াতপের ন্যায় পরস্পর-সাপেক্ষ—অর্থাৎ দুয়ের একটিকে ছাড়িয়া আর একটি একাকী থাকিতে পারে না।

অনুরাগের সহিত বৈরাগ্যের যখন এইরূপ মাখামাখি সম্বন্ধ তখন অনুরাগের অবতারণা-ব্যতিরেকে বৈরাগ্যের আলোচনা কখন সুসম্পন্ন হইতে পারে না ইহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; এই জন্য

আমরা প্রথমে অনুরাগের কতগুলা সিঁড়ির ধাপ, এবং কাহার উপরে কোন্‌টি সমুত্থিত, তাহার পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি; তাহার পরে সেই সিঁড়ি ভাঙিয়া কিরূপে বৈরাগ্য-মঞ্চে উত্থান করিতে হয়, তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে।

অনুরাগ-সোপানের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই কয়টি পংক্তি, অর্থাৎ পঁইটে, উপর্য্যুপরি সাজানো রহিয়াছে;—(১) প্রাণানুরাগ অর্থাৎ আপনার শারীরিক প্রাণের প্রতি অনুরাগ; (২) গৃহানুরাগ অর্থাৎ পরিবারের প্রতি অনুরাগ (পরিবার এক প্রকার মানসিক প্রাণ ইহা বলা বাহুল্য); (৩) কুলানুরাগ অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর প্রতি অনুরাগ; (৪) দেশানুরাগ; (৫) সার্ব্বভৌমিক অনুরাগ অর্থাৎ সার্ব্বদেশিক মনুষ্যের প্রতি অনুরাগ; (৬) ঈশ্বরানুরাগ। এই অনুরাগ সোপানে—যিনি যেমন ব্যক্তি তিনি সেইরূপ পংক্তিতে অবস্থিতি করেন; কেহ বা নীচের পংক্তিতে অবস্থিতি করেন, কেহবা উপরের পংক্তিতে অবস্থিতি করেন; আবার প্রত্যেক ব্যক্তি ভিন্নভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে অবস্থিতি করেন। নীচের পংক্তির লোক বড় জোর একধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের--ভাব বুঝিতে পারে; তা বই, দুই তিন ধাপ উচ্চ পংক্তির লোকের—ভাব বুঝিতে পারা দূরে থাকুক—ভাষাই বুঝিতে পারে না। ইহুদীরা যৎকালে স্বজাতীয় অনুরাগের গণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল, ঈশা তখন সার্ব্বলৌকিক মনুষ্যানুরাগের মঞ্চ হইতে তাহাদিগকে কতনা সদুপদেশ প্রদান করিলেন—সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি হইল।

ঈশা, চৈতন্য, বুদ্ধদেব এবং বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে উপনিষদ্‌-প্রণেতা ঋষিগণ কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের পেষণ-যন্ত্র হইতে লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য পরাকাষ্ঠা তপস্যা এবং ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু নব্য হিঁদুয়ানির আপনি-মণ্ডল মহোদয়েরা যাঁহারা সংস্কৃত-ভাষার উচ্চারণ পর্য্যন্ত জানেন না, তাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রকে দিব্য একটি সরস নারিকেল পাইয়া—তাহার শাঁস কোনো কাজের হইল না—জল কোনো কাজের হইল না—তাহার গাত্র হইতে রাশি রাশি ছোবড়া সংগ্রহ করিতেছেন, আর, তাহারই দড়ি পাকাইয়া দেশের লোকের হাত পা বাঁধিবার কঠিন বন্ধন প্রস্তুত করিতেছেন; এমনি আড়ম্বরের সহিত তাহা করিতেছেন যে, দেখিলে মনে হয়—কত না জানি দেশের উপকার-সাধন হইতেছে।

ইহাঁরা এই এতগুলা ব্যক্তি—আর জন্মিয়াছিলেন রামমোহন রায় একাকী একজন—দোঁহার দুইরূপ বিভিন্ন-শ্রেণীর কার্য্য তুলনা করিয়া দেখিলে কি মনে হয়? মনে হয় যে—অসংখ্য তৃণরাশি স্তূপাকারে সজ্জিত হইলেও তালগাছের মস্তক নাগাল পায় না। যে কারণে ইহুদীরা ঈশাকে চিনিল না—সেই কারণেই বা রামমোহন রায়ের স্মৃতি তাঁহার প্রিয় জন্মভূমিকে ছাড়িয়া ইউরোপ আমেরিকার হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! এরূপ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাঁহার বিশ্বব্যাপী মহান্‌ হৃদয়কে স্বদেশের বিদ্যাদিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা যখন সহস্র বাহু প্রসারণ করিয়াও আঁকড়িয়া পাইলেন না, তখন তাঁহারা আপনাদের অপদার্থতা ঢাকিবার জন্য স্ব স্ব সংকীর্ণ কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন "ওটা বিধর্ম্মী—ওকে দূর করিয়া দেও!" এবং সুযোগ পাইলে আজিও

আপনি-মণ্ডলের দল ঐ কথার পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনি করিতে ত্রুটি করেন না!

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, অনুরাগ-সোপানে যাঁহারা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী লোকদিগের নাগাল ছাড়াইয়া বেশী উচ্চ পংক্তিতে অবস্থিতি করেন, তাঁহারা সেই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ভ্রাতাদিগকে আপনাদের উচ্চ মঞ্চে উঠাইয়া লইবার জন্য নীচে হাত বাড়াইলে লাঞ্ছনা গঞ্জনার ধূলা কাদা ইঁট পাট্‌কেল তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ হয়।

অনুরাগ সোপানের যিনিই যত উচ্চ পংক্তিতে অবস্থিতি করুন্ না কেন—একটি নিয়ম কিন্তু সকলকেই মানিয়া চলিতে হয়; সেটি এই যে, নীচের পঁইটা না মাড়াইয়া উপরের পঁইটায় পদ-নিক্ষেপ করা কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি দেখি যে, একই সময়ে দুই ব্যক্তি যাত্রারম্ভ করিয়াছে অথচ একজন চতুর্থ পংক্তিতে—আর এক জন দ্বিতীয় পংক্তিতে, তবে আমি বলিব যে, প্রথম ব্যক্তির গতির বেগ দ্বিতীয় ব্যক্তির অপেক্ষা দ্বিগুণ; তা বই—এরূপ কথা বলিব না যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঁইটা ডিঙাইয়া এক মুহূর্ত্তে চতুর্থ পঁইটায় উপনীত হইয়াছে। অনুরাগের ক্রমাভিব্যক্তির একটি ধারা-বাহিক প্রকরণ পদ্ধতি আছে—তাহা এই;—

যে কোনো ধাপের অনুরাগ যখনই অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহার নীচের নীচের ধাপের কোনো অনুরাগই মরে না—কেহ বা এক পুরু, কেহ বা দুই পুরু, কেহ বা তিন পুরু, স্তরের নীচে জিয়োনো থাকে এবং জিয়োনো থাকিয়া ভিতরে ভিতরে কার্য্য করে। দেশানুরাগী ব্যক্তির দেশানুরাগের উত্তাপে তাহার কুলানুরাগ এবং গৃহানুরাগ শুথাইয়া মরে না—বরং পূর্ব্বাপেক্ষা নবতর এবং কল্যাণতর বেশ ধারণ করে। যোদ্ধা বীর যখন যুদ্ধের পূর্ব্ব-রাত্রিতে সমর-ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী কোনো একটি চৌকি-পাহারা-স্থানে ঘুমাইয়া বাড়ির স্বপ্ন দেখে, তখন তাহার গৃহানুরাগ কেমন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে! তাহার পর দিন প্রত্যূষে রণ-ভেরীর তীব্র নিনাদে তাঁহার নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়া তিনি যখন শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া উঠেন, তখন বটে তাঁহার দেশানুরাগ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া গৃহানুরাগকে পশ্চাতে যাইতে বলে;—কিন্তু তখনও গৃহানুরাগ দেশানুরাগের বক্ষ-প্রাচীরের আড়ালে থাকিয়া বীরের সশস্ত্র বাহুতে মন্ত্রপূত অদৃশ্য তাগা এবং ইষ্ট-কবচ চুপিচুপি বাঁধিয়া দিতে থাকে।

অনুরাগের ক্রমাভিব্যক্তির নিয়ম এই যে, প্রথমে নীচের ধাপের অনুরাগ বিকসিত হয়;—নীচের ধাপের অনুরাগ যখন বিকসিত হয়, তখন উপরের ধাপের অনুরাগ বিকাশোন্মুখ থাকে; তাহার পরে নীচের ধাপের সেই বিকাশ-প্রাপ্ত অনুরাগের মধ্য হইতে সার আকর্ষণ এবং অসার পরিবর্জ্জন করিয়া উপরের ধাপের সেই বিকাশোন্মুখ অনুরাগ ক্রমে ক্রমে বিকসিত হইয়া উঠে। যেমন দেখা যায় যে, মৃত্তিকার রসপান করিয়া বৃক্ষের মূল বর্দ্ধিত হয়, মূলের রস পান করিয়া অঙ্কুর বর্দ্ধিত হয়, অঙ্কুরের রস পান করিয়া শাখা বর্দ্ধিত হয়, শাখার রসপান করিয়া বৃন্ত বর্দ্ধিত হয়, বৃন্তের রস পান করিয়া পত্র পুষ্প ফল বর্দ্ধিত হয়; তেমনি, গৃহানুরাগ প্রাণানুরাগের খাইয়া মানুষ, কুলানুরাগ গৃহানুরাগের খাইয়া মানুষ, দেশানুরাগ কুলানুরাগের খাইয়া মানুষ, সার্ব্বদেশিক মনুষ্যানুরাগ দেশানুরাগের খাইয়া মানুষ;

ঈশ্বরানুরাগ সকলকেই আত্মসাৎ করিয়া সকলকেই ছাড়াইয়া উঠে। ইহার মধ্যে গুরুতর একটি মন্তব্য কথা এই যে, একদিকে যেমন বৃক্ষের মূল নীচে হইতে উপরে রস-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া বৃক্ষের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপোষণ করে এবং আর একদিকে যেমন পল্লব-পুঞ্জ উপর হইতে আলোক শোষণ করিয়া সেই সঞ্চারিত রস-প্রবাহ পরিশোধন করে; তেমনি, নীচের ধাপের অনুরাগ উপরের ধাপের অনুরাগকে পরিপোষণ করে, উপর-ধাপের অনুরাগ নীচের ধাপের অনুরাগকে পরিশোধন করে। প্রাণানুরাগ গৃহানুরাগকে পরিপোষণ করে, গৃহানুরাগ প্রাণানুরাগকে পরিশোধন করে; গৃহানুরাগ কুলানুরাগকে পরিপোষণ করে, কুলানুরাগ গৃহানুরাগকে পরিশোধন করে; কুলানুরাগ দেশানুরাগকে পরিপোষণ করে, দেশানুরাগ কুলানুরাগকে পরিশোধন করে; সমস্ত অনুরাগ ঈশ্বরানুরাগকে পরিপোষণ করে, ঈশ্বরানুরাগ সমস্ত অনুরাগকে পরিশোধন করে। নীচের ধাপের অনুরাগ উপরের ধাপের অনুরাগ-দ্বারা পরিশোধিত না হইলে তাহা বিষাক্ত হইয়া উঠে; আর, এইরূপ বিষাক্ত অনুরাগকেই আমরা বলি—বিষয়াসক্তি অথবা কাম; পক্ষান্তরে, নীচের ধাপের অনুরাগ যখন উপরের ধাপের অনুরাগ দ্বারা পরিশোধিত হইয়া নির্ব্বিষ হয়, তখন তাহাকেই আমরা বলি প্রেম।

অনুরাগের পরিশোধন বলি কাহাকে? না অনুরাগ হইতে দ্বেষাংশের পরিমার্জ্জন—রক্ত হইতে মলাংশের পরিমার্জ্জন—অমৃত হইতে বিষাংশের পরিমার্জ্জন। ইহার উদাহরণ;—গৃহানুরাগের টান আপনার বাড়ির প্রতি সব-চেয়ে বেশী; তাহার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি হইলে নিকট-সম্পর্কীয় জ্ঞাতিদিগের বাড়ির প্রতি বিরাগ এবং বিদ্বেষ তাহার সঙ্গের সঙ্গী হয়; এইরূপে, এ বাড়ির প্রতি অনুরাগ এবং ও বাড়ির প্রতি বিদ্বেষ দুইই যখন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়, তখন গৃহানুরাগ হইতে সেই দ্বেষাংশের পরিমার্জ্জন অত্যাবশ্যক;—হইতে পারে তাহা কি উপায়ে? উপায় আর কিছু না—গৃহানুরাগের জানালা খুলিয়া কুলানুরাগের আলোককে ভিতরে পথ ছাড়িয়া দেওয়া! এ বাড়ি এবং ও বাড়ির মাঝ-খানে মনোমালিন্যের যত কিছু অন্ধকার—সমস্তই কুলানুরাগের আলোকে তিরোহিত হইয়া যায়; কেন না, কুলানুরাগের চক্ষে এ-বাড়িও যেমন ও-বাড়িও তেমনি। গৃহানুরাগের চুম্বক ইতিবৃত্ত এই;—প্রথমতঃ, আপনার এবং স্ত্রীপুত্র পরিবারের প্রাণানুরাগ একত্র ঘনীভূত হইয়া গৃহানুরাগের মাটি প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয়তঃ, সেই ঘনীভূত প্রাণানুরাগ হইতে রসাকর্ষণ করিয়া গৃহানুরাগ পরিপোষিত হয়; তৃতীয়তঃ, কুলানুরাগের আলোক-প্রভাবে গৃহানুরাগ হইতে তাহার দ্বেষাংশ পরিমার্জ্জিত হইয়া গিয়া তাহার রাগাংশ প্রাদুর্ভূত হয়। তাহা যখন হয়, তখন এ-বাড়ি যেমন আপনার, ও বাড়িও তেমনি আপনার হইয়া দাঁড়ায়। গৃহানুরাগের পৈঁটায় এ যেমন দেখা গেল—কুলানুরাগের পৈঁটাতেও তাই; আমাদের দেশে হিঁদু মুসলমানের মধ্যে যত কিছু মনোমালিন্যের জ্বর-জ্বালা—দেশানুরাগের আলোকরশ্মিই তাহার এক মাত্র মহৌষধি। কুলানুরাগের আলোকরশ্মিতে যেমন গৃহানুরাগের দোষ খণ্ডিয়া যায়, দেশানুরাগের আলোকরশ্মিতে তেমনি কুলানুরাগের দোষ খ-

ণ্ডিয়া যায় ; এবং ঈশ্বরানুরাগের আলোক-রশ্মিতে সমস্ত অনুরাগেরই দোষ খণ্ডিয়া যায়। এক কথায়—অনুরাগ যতই উচ্চ হইতে উচ্চ পৈঁটায় পদনিক্ষেপ করে, ততই তাহার দ্বেষাংশ কমিয়া আসিতে থাকে এবং রাগাংশ বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি জোড়-মিলানো শব্দ আছে—তাহার মধ্যে রাগ-দ্বেষ একটি। সংসার-ক্ষেত্রে যাঁহাতক রাগ তাঁহাতক দ্বেষ ; যাঁহাতক ভালবাসা, তাঁহাতক বিবাদ বিচ্ছেদ মারামারি লাঠা-লাঠি। আপনার প্রতি এবং আপনার আশ্রিত লোকের প্রতি যেখানেই অনু-রাগের বাড়াবাড়ি, অপরাপর ব্যক্তির প্রতি সেইখানেই বিরাগের বাড়াবাড়ি ; যেখানে আমি-টি এবং আমারটিই সর্ব্বস্ব, সেখানে অবশিষ্ট জগৎ শত্রুপক্ষেরই সামিল।

আমিটি এবং আমারটির আর সব ভাল কেবল টি-টাই (অর্থাৎ সংকীর্ণ ভাব-টাই) বিষের খনি। অনুরাগের নীচের নীচের পঁইটাতেই ঐ বিষদাঁতটি নিজমূর্ত্তিধারণ করে—উচ্চ উচ্চ পঁইটায় উহার তেজ ক্রম-শই নরম পড়িয়া আসিতে থাকে ; অনুরা-গের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে ঐ বিষদাঁতটি একেবারেই খসিয়াপড়ে। বিষ-দাঁতের আকার প্রকার ভাবভঙ্গীতেই তাহার বিষের অনেকটা কাজ এগোয় ;—গৃহানুরাগ বিষ দাঁত বাহির করিয়া আর কিছু না বলিয়া কেবল-মাত্র যদি বলে "এরা আমার বাড়ির ছেলে মেয়ে, এদের গায়ে হাত তুলিও না" তবে তাহার অর্থই এই যে, আর-কারো বাড়ি বাড়িই নহে। কুলানুরাগ যখন বিষ-দাঁত বাহির করিয়া বলে "আমি ব্রাহ্মণ—নৈকষ্য কুলীন—অমুকের সন্তান!" তখন তাহার অর্থই এই যে, তুমি আমার পায়ের যোগ্য নহ। দেশানুরাগ যখন বিষ দাঁত বাহির করিয়া বলে "আমি ইংরাজ" তখন তাহার অর্থই এই যে, তুমি নিগর—তা তুমি লোহার আফ্রিকা-দেশেই থাকো আর সোণার ভারতবর্ষেই থাকো তাহাতে কিছুই আইসে যায় না ; এইরূপ যেখানে যত পৃথিবীর ভালবাসা তাহারই সঙ্গে বিদ্বেষ এবং অহঙ্কারের বিষ মিশানো রহি-য়াছে ; আর, অনুরাগের সঙ্গে এইরূপ অন্ততঃ দুফোঁটা এক-ফোঁটা বিষ মিশানো না থাকিলে পৃথিবীর জিহ্বায় তাহা আলুনি আলুনি ঠেকে। তবে, অনুরাগ সোপা-নের নীচের নীচের ধাপে বিষের যেমন সাঙ্ঘাতিক প্রকোপ—উপরের উপরের ধাপে তা-অপেক্ষা তাহা মাত্রায় অনেক কম; তা ছাড়া, অনুরাগের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বিষের নাম-গন্ধও থাকিতে পারে না।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কোন্ অনুরাগ সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিষ, তবে তাহার এক উত্তর এই যে, ঈশ্বরানুরাগ ; তা ভিন্ন —আর আর সমস্ত অনুরাগই জগৎ সংসা-রকে দুই পক্ষে বিভক্ত করে—আত্মপক্ষ এবং পরপক্ষ। কারো কাছে "আমিটি"ই কেবল আপনার—আর সকলেই পর ; কারো কাছে, আমিটি স্ত্রীটি পুত্রটি কন্যাটি ভাইটি ভগিনীটি পর্য্যন্ত আপনার—তদ্ভিন্ন আর সকলেই পর। কারো কাছে আমিটি হইতে আপনার স্বজাতি পর্য্যন্ত আপনার তাহার ওদিকে সকলেই পর ; কারো কাছে আমি-টি হইতে স্বদেশ পর্য্যন্ত আপ-নার, তাহার ওদিকে সকলেই পর। মনুষ্য অনুরাগ-সোপানের নীচের নীচের পঁই-টার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপরের উপ-রের পঁইটায় পদার্পণ করিতে থাকিলে তাহার আত্ম-পক্ষ ক্রমশই বিস্তার লাভ করিতে থাকে—তাহাতে আর ভুল নাই ; কিন্তু পক্ষিশাবক যত দিন না মুক্ত আকাশে

উড়িতে শেখে, ততদিন তাহার পক্ষ বিস্তারের প্রকৃত সার্থকতা হয় না; তত দিন তাহার উত্থানের সঙ্গে পতন জোড়া লাগানো থাকে;—লোকে যত দিন না ঈশ্বরানুরাগের মুক্ত সমীরণে উত্থান করে, তত দিন তাহার আত্মপক্ষের সঙ্গে একটা না একটা পরপক্ষ জোড়া লাগানো থাকিতেই চায়; ততদিন হয় এ বাড়ির দ্বারের সম্মুখে ও বাড়ি—নয় এ জাতির দ্বারের সম্মুখে ও-জাতি, নয় এদেশের দ্বারের সম্মুখে ওদেশ, যখন তখন চক্ষু রাঙাইয়া দাঁত নখ বাহির করিতে থাকে! কেবল ঈশ্বরানুরাগের পঁইটায় জগৎশুদ্ধ সকলেই আত্ম-পক্ষীয়—সেখানে পর-পক্ষের মূলেই দাঁড়াইবার স্থান নাই; ইহার কারন এই যে, স্বদেশীয় রাজ্যের বাহিরে যেমন বিদেশীয় রাজ্য—ঈশ্বরের রাজ্যের বাহিরে তাঁহার সেরূপ কোনো প্রতিপক্ষের রাজ্য স্থান পাইতে পারে না; যেহেতু ঈশ্বর আত্মপর সমস্ত ব্যাপিয়া সমস্তেরই মূলে এবং সমস্তেরই অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। এই জন্য ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তির একটি প্রধান পরিচয় লক্ষণ এই যে, ত্রিজগতে কেহই তাঁহার পর নহে; তাহার সাক্ষী চৈতন্য-মহাপ্রভু মুসলমানকে দলে লইতে ডরান্ নাই—রামমোহন রায় বিলাতে যাইতে ডরা'ন নাই—ঈসা জেলে মালা এবং পব্‌লিকান্ প্রভৃতি ঘৃণিত সম্প্রদায়ের সহিত মেলামেশা করিতে ডরান্ নাই। ফলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগৎ-সংসারের মধ্য হইতে একটি কোনো ব্যক্তি অথবা একটা কোনো পরিবার বা জাতি বা দেশ বাছিয়া লইয়া তাহাতে বিশেষ রূপে আসক্ত হওয়ার নামই লোকে জানে অনুরাগ-বন্ধন; কিন্তু যে বিশ্বব্যাপী অনুরাগ কাহাকেও না বাছিয়া সকলেরই প্রতি সদ্ভাবের ক্রোড় পাতিয়া দেয়—তাহাকে চক্ষের সমক্ষে বিরাজমান দেখিলেও খুব একজন পাকা জহরী ব্যতীত যে-সে লোকে তাহাকে চিনিতে পারে না;—তাহার মুখের পানে তাকাইয়া লোকে ভাবে যে "এ আবার কিরূপ অনুরাগ? সকলকে ছাড়িয়া একজনকে ভালবাসার নামই তো আমরা জানি ভালবাসার পরাকাষ্ঠা; সকলকে ভালবাসা আবার কিরূপ? সকলকে ভালবাসা, আর, কাহাকেও ভাল না বাসা, দুইই সমান; এ তো অনুরাগ নহে এ একপ্রকার বিরাগ; একে আমরা বৈরাগ্য বলিতে পারি—অনুরাগ কোনো মতেই বলিতে পারি না!" বাস্তবিক, এই কারণেই ঈশ্বরানুরাগের আর এক নাম হইয়াছে—বৈরাগ্য।

ঈশ্বরানুরাগ তো দূরের কথা—আমাদের দেশের প্রাচীনা গৃহ-পত্নীরা দেশানুরাগকে অনুরাগ বলিয়া কখনই স্বীকার করিবেন না; তাঁহারা অবাক্ হইয়া বলিবেন "ও মা! সোণার স্ত্রী-পুত্র নাতি নাত্নী ফেলিয়া যে লোক যুদ্ধে যাইতে পারে—সে সবই পারে; তাহার প্রাণ পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন—তাহার আবার অনুরাগ!" এইরূপ দেশানুরাগকেই যখন লোক-বিশেষে অনুরাগ বলিতে কুণ্ঠিত হয়, তখন ঈশ্বরানুরাগকে অনুরাগ না বলিয়া বৈরাগ্য বলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর, সাধারণ লোকের মধ্যে যে বস্তুর যে নাম রাষ্ট্র—সমজদার জহরী লোক সেই বস্তুকে সেই নামে নির্দ্দেশ করিতে অগত্যা বাধ্য হ'ন—কেন না, তাঁহারা তাহা না করিলে লোকে তাঁহাদের কথার ভাবই বুঝিতে পারিবে না।

ঈশ্বরানুরাগ কি অর্থে বৈরাগ্য এবং কি অর্থে তাহা অনুরাগের চরম সীমা তাহা এক্ষণে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে ;—শুদ্ধ কেবল আমি-টি এবং আমার-টি লইয়া অনুরাগের যে-একটি সঙ্কীর্ণ গণ্ডি তাহার প্রতি বিরাগ—এই অর্থে তাহা বৈরাগ্য ; আর, সমস্ত জগতের প্রতি অনুরাগ এবং আনুষঙ্গিক ভাবে আমিটি-আমারটির প্রতিও অনুরাগ (কেননা আমিটি আমারটিও জগতের এক কোণে প্রাণ-ধারণ করিতেছে) ;—এই অর্থে তাহা অনুরাগের চরম সীমা। অন্তঃকরণে ঈশ্বরানুরাগ উদিত হইলে—সমস্ত জগতের সহিত আমি-টি এবং আমারটির সুর মিলিয়া গিয়া, তাহার ঐ বেসুরা ঝঙ্কারটি—টি-ধ্বনিটি—পাতালে বিলীন হইয়া যায়।

টি-ধ্বনিটি আর কিছু না—বিষয়াসক্তি। বিষয়-শব্দের অর্থই হ'চ্চে—মন যাহাতে ভর দিয়া শয়ন করে—মনের একপ্রকার বালিশ ; সাধু-ভাষায় যাহাকে বলে উপাধি। কোনো একটি পরিমিত বিষয়ে মনের আসক্তি বসিয়া গেলে, মনকে সেখান হইতে টানিয়া তোলা দায় ; কাজেই, সেই বিষয়-টির সীমার বাহিরে যাহা কিছু অবস্থিতি করে তাহার প্রতি বিরাগ তখন অবশ্যম্ভাবী। বিষয়াসক্তি এইরূপ বিরাগ-মিশ্রিত অনুরাগ ; বিদ্বেষ-মিশ্রিত, অহঙ্কার-মিশ্রিত, অনুরাগ ; তাই আমরা তাহার নাম দিতেছি বিষাক্ত অনুরাগ। বিষয়াসক্তির আর এক নাম কাম ;—এই জন্য ঈশ্বরানুরাগকে আমরা বলি নিষ্কাম অনুরাগ ; অথবা যাহা একই কথা—বিশুদ্ধ প্রেম।

নিষ্কাম কর্ম্ম আর কিছু না—নির্ব্বিষ অনুরাগ যাহার মুল-প্রবর্ত্তক তাহারই নাম নিষ্কাম কর্ম্ম ; আর, বিষাক্ত অনুরাগ যাহার মূল-প্রবর্ত্তক তাহারই নাম সকাম কর্ম্ম। দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি যদি প্রধানতঃ আপনার উদর পূরণের জন্য কার্য্য করে, আর এক ব্যক্তি যদি প্রধানতঃ স্ত্রীপুত্র-পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য কার্য্য করে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্য প্রথম ব্যক্তির কার্য্য অপেক্ষা বেশী নিষ্কাম তাহাতে আর কাহারো সংশয় হইতে পারে না। অতএব ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না যে, অনুরাগ-সোপানের যিনি যত উচ্চ পৈঁটায় অবস্থিতি করেন, তাঁহার কার্য্য সেই পরিমাণে নিষ্কাম পদবীতে সমুত্থান করে। তবেই হইতেছে যে, ঈশ্বরানুরাগ যে-কর্ম্মের মূল-প্রবর্ত্তক তাহাই সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম শব্দের বাচ্য।

ঈশ্বরানুরাগ এবং বৈরাগ্যমূলক নিষ্কাম কর্ম্ম লোক-সমাজে প্রচলিত হইতে এখনো অনেক বিলম্ব আছে ; প্রচলিত হইবার মধ্যে—কুলানুরাগের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভব-পর তাহা আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তি-দিগের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত, তা ছাড়া, দেশানুরাগের বিশাল পরিধির মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্ম মনুষ্যের পক্ষে যতদূর সম্ভব-পর তাহার বিশেষ কোনো লক্ষণ আমাদের দেশে এখনো পর্য্যন্ত অভিব্যক্ত হয় নাই।

এ কথা অস্বীকার করি না যে, এক্ষণে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য লোকদিগের মনে অল্প অল্প করিয়া দেশানুরাগের অঙ্কুর গজাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা গতিকে কুলানুরাগের পরাক্রম দিন দিন খর্ব্ব হইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া চারিদিক্ হইতে মুহুর্মুহু এইরূপ একটা ক্রন্দনের রোল উঠিতেছে

যে "সব গেল, সব গেল কিছুই আর থাকে না।" ইহাদিগের জানা উচিত যে, এক রাজার মৃত্যু হইলে আর-এক রাজা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সিংহাসনে উপবিষ্ট হ'ন, ততক্ষণ দেশের অরাজক অবস্থা অনিবার্য্য; কিন্তু তাহা বলিয়া কে এমন নির্ব্বোধ যে, সেই অরাজক অবস্থার প্রতিবিধান-মানসে মৃত-রাজাকে চিতা হইতে উঠাইয়া আনিয়া পুনরায় তাঁহাকে ঠেকো দিয়া সিংহাসনে বসাইয়া রাখে। কুলানুরাগ এবং দেশানুরাগ দুয়ের মাঝখানে অরাজকতার মুলুক ইহা আমরা বিলক্ষণই দেখিতেছি, কিন্তু তার সঙ্গে এটাও দেখিতেছি যে, নবাঙ্কুরিত দেশানুরাগকে দাবিয়া রাখিয়া কুলানুরাগকে সিংহাসনে বসাইতে যাওয়া বৃথা পণ্ডশ্রম। দেশানুরাগ যদি কুলানুরাগের নীচের পঁইটা হইত তাহা হইলেই উপদেষ্টার মুখে এই কথা শোভা পাইত যে, "হে ভ্রাতৃগণ দেশানুরাগের স্কন্ধে ভর করিয়া কুলানুরাগের মঞ্চে উত্থান কর!" কিন্তু বাস্তবিক তো আর তাহা নহে—কুলানুরাগ তো দেশানুরাগের উপরের পঁইটা নহে—দেশানুরাগই কুলানুরাগের উপরের পঁইটা; কাজেই উপদেষ্টার মুখে উল্টা আরো এই কথাই শোভা পায় যে, "কুলানুরাগের স্কন্ধে ভর করিয়া দেশানুরাগের মঞ্চে উত্থান কর।"

কিন্তু আমাদের দেশে দেশানুরাগের বড়ই এক্ষণে দুর্গতি। এক্ষণে আমাদের দেশের বালকেরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া অবধি পোনেরো ষোলো বৎসর ধরিয়া কুলানুরাগ ডিঙাইয়া দেশানুরাগের ইতিবৃত্ত সকল প্রবল অধ্যবসায়ের সহিত গলাধঃকরণ করিতে থাকে; অথচ দেশানুরাগ যে কি পদার্থ তাহা তাহাদের হৃদয়ে পোঁছে না—কেবল মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে একটা গোলযোগ বাধাইয়া তোলে। দেশীয় দলপতিদিগের কুলানুরাগের আবরণের মধ্যে তাহারা স্বার্থের মায়াবী রাক্ষসমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছে এবং ঐতিহাসিক মহাত্মাদিগের যশোরশ্মির অভ্যন্তরে তাহারা নিঃস্বার্থ মহত্ত্বের দেবমূর্ত্তির দর্শন পাইয়াছে—আর এখন তাহাদিগকে ধরিয়া রাখা দায়! কিন্তু হইলে হইবে কি—দেশানুরাগের পথঘাট সমস্তই তাহাদের নিকটে অপরিচিত; কুলারাগের হস্তাবলম্বন ছাড়িয়া—যেমন তাহারা দেশানুরাগের পঁইটায় পা দিবার উপক্রম করিতেছে—আর অমনি তাহাদের পা পিছলিয়া তাহারা নীচের ধাপে নামিয়া পড়িতেছে; কুলানুরাগ হইতে তাহারা উঠিবে কোথায় দেশানুরাগে—নামিয়া পড়িতেছে গৃহানুরাগে! ইহা দেখিয়া আমাদের দেশের প্রাচীন সম্প্রদায়েরা এই বলিয়া মুহুর্ম্মুহু বিলাপ করেন যে, এখনকার লোকে কেবল আপনি এবং আপনার পরিবার বোঝে।

আসল কথা এই যে, দেশানুরাগকে আমরা যে, হাত বাড়াইলেই মুঠার মধ্যে পাইব এরূপ এক্ষণে প্রত্যাশা করাই অন্যায়। ইউরোপে কুলানুরাগের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া তবে দেশানুরাগ জয়ী হইতে পারিয়াছে। ইউরোপের তামসিক মধ্যম অব্দে রাজবংশীয় লোকেরা কুলের পক্ষ হইয়া এবং অপর সাধারণ লোকেরা দেশের পক্ষ হইয়া আপনাদের মধ্যে কত না রক্তারক্তি করিয়াছে! এইরূপ অনেক বর্ষের অনেক রক্তারক্তির পর দেশানুরাগ চরমে জয় লাভ করাতে তাহারই গুণে ইউরোপ এক্ষণে ইউরোপ হইয়াছে। আমাদের দেশে ঠিক তাহার বিপরীত;—আমাদের দেশে কুলানুরাগই

দেশানুরাগের উপরে জয় লাভ করিল; সাধারণ প্রজামণ্ডলীর উপরে কুলীনদিগের কুলমর্য্যাদা সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইল; সনাতন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম অরণ্যে প্রস্থান করিল; এবং লোকসমাজে কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের যজন যাজন একাধিপত্য করিতে লাগিল।

কিন্তু গতস্য শোচনা নাস্তি;—অতীত কালে যাহা ছিল তাহা ছিল—যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে—তাহার জন্য ভাবিয়া কোনো ফল নাই। বর্ত্তমান কালে আমাদের আছেই বা কি আর, আমাদের করিতে হইবেই বা কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

আমাদের আছে যাহা তাহা ভরপুরই আছে; নাই যাহা তাহা মূলেই নাই; আছে কি? না কুলানুরাগ; নাই কি? না দেশানুরাগ।

এক্ষণে আমরা, করিব তবে, কি? আমরা কি দেশানুরাগের মায়া-মৃগ অনুসরণ করিয়া সারা হইব? তাহা যদি করি—তবে কুলানুরাগের সীতা হারানো এবং সেই সঙ্গে একূল ওকূল দুকূল হারানো—আমাদের ললাটে অবশ্যম্ভাবী। অকর্ম্মণ্য কুলানুরাগ যদিচ আমাদের দেশের এক প্রকার জ্বর-বিকার, কিন্তু জ্বর ছাড়িলেই নাড়ি ছাড়িবে—এইটি জানিয়া—বুঝিয়া সুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশ হইতে উচ্চবংশীয় লোকের জাতীয় গৌরব সমূলে উচ্ছিন্ন হইলে—যাহা আমাদের ছিল তাহাও যাইবে, যাহা আমাদের চাই তাহাও পাইব না; তাহা হইলে আমাদের পৌত্রানুপৌত্রেরা এই বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করিবে যে, ছিলেন মানুষ, হইতে গেলেন দেবতা, হইয়া পড়িলেন মানুষের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ!

তবে কি আমরা কুলানুরাগকেই সর্ব্বস্ব করিব?—তাহা যদি করি—তাহা হইলে প্রবল কাল-স্রোতের উজানে আমাদের সমাজের গতি হইবে—জ্ঞানের আলোক নিভিয়া যাইবে—মোহান্ধ কুল-গরিমা নৌকার হাল ধরিয়া মাঝি হইয়া বসিবে; সেই অন্ধ আনাড়ির হাতে আমরা যদি ধন প্রাণ সঁপিয়া দিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকি—তবে নৌকা-ডুবি অনিবার্য্য।

আমাদের দেশ এক্ষণে দ্বেষ-হিংসার তরঙ্গে দোদুল্যমান ভীষণ সমুদ্র; তাহা হইতে ভয়ে চক্ষু ফিরাইয়া কুলকেই আমরা মনে করিতেছি নিরাপদ কূল;—দূর হইতে আমাদের এইরূপ মনে হয় বটে—কিন্তু কাছে গিয়া দেখিলেই দেখিতে পাই যে, কূল সে অতি ভয়ানক স্থান—নিবিড় অন্ধকার সেখানে নির্ভয়ে বসতি করিতেছে—তাহা ব্যাঘ্র ভল্লুক এবং সর্পের বহুকেলে আশ্রয়-দুর্গ।

এই বিষম সঙ্কটে আমাদের উদ্ধারের পথ একটি কেবল আছে—সেটি আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না; সেটি পলিসীর পথ নহে কিন্তু সত্যের পথ—ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের পথ! এইস্থলে যেন ভগবদ্ভক্তি বলিতে কেহ প্রতিমা-পূজা অথবা মানুষ-পূজা না বোঝেন, আর, বৈরাগ্য বলিতে বনে যাওয়া অথবা কাজের বা'র হইয়া যাওয়া না বোঝেন। উপনিষদের বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান অবলম্বন করিয়া ভগবদ্গীতার প্রণেতা যেরূপ ভগবদ্ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই এখানে আমি বলিতেছি ভগবদ্ভক্তি; আর, তিনি যেরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন তাহাকেই এখানে আমি বলিতেছি বৈরাগ্য।

দেশানুরাগের কথা ছাড়িয়া দেও—

তাহা আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে জন্মিবারই অবকাশ পায় নাই; এক্ষণে আমাদের দেশে গৃহী ব্যক্তির যত কিছু সংসার-ধর্ম্ম, কুলানুরাগই তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রবর্ত্তক; তা বই, বৈরাগ্য আমাদের দেশে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রবর্ত্তক না হইয়া নিশ্চেষ্টতার প্রবর্ত্তক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈরাগ্যের বাগ ফিরাইয়া তাহাকে নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় নিযুক্ত করা সকল কাজের শেরা কাজ—এই কাজটি এখনো আমাদের আপনাদের হাতে রহিয়াছে।

বৈরাগ্যের মুক্ত সমীরণ ক্ষণকালের জন্যও যদি আমরা সেবন করি, তবে আমরা বাহিরে পরাধীন হইলেও অন্তরে স্বাধীন হই;—সে সমীরণের প্রত্যেক হিল্লোলে আমাদের ধড়ে প্রাণ আসে—তাহা মৃত-সঞ্জীবনী সুধা। সেই সুধা-সিঞ্চনে প্রাণ পাইলে মনুষ্য না করিতে পারে এমন কাজই নাই। দেশানুরাগী ব্যক্তি কামান বন্দুক দিয়া বিদেশ জয় করে—এই পর্য্যন্ত;—ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি হৃদয়ের অনুরাগ দিয়া পৃথিবী জয় করেন! ঈশ্বরানুরাগী ব্যক্তি যখন সকল-পক্ষেরই মঙ্গল কামনা করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হ'ন, তখন কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। এইরূপ উচ্চ অঙ্গের নিষ্কাম-সাধনা কাহাকে বলে তাহা যদি কার্য্যে মূর্ত্তিমান্ দেখিতে চাও, তবে রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ কর। উভয়-পক্ষের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া বিদ্বেষকে অনুরাগ-দ্বারা জয় করিতে হয়—অসত্যকে সত্য দ্বারা জয় করিতে হয়—পরকে আপনার করিতে হয়, স্বদেশীয় গুণের উচ্ছ্বাস দ্বারা বিদেশকে বশীভূত করিতে হয়—তাঁহার জীবনচরিতের প্রত্যেক পত্র এবং প্রত্যেক ছত্র তোমাকে তাহার সন্ধান বলিয়া দিবে। ইংলণ্ডে তাঁহার সমাধি-মন্দির দেখিয়া ভয় পাইও না; যতদিন সেখানে তিনি বাঁচিয়াছিলেন ততদিন তাঁহার মন তাঁহাকে লইয়া স্বদেশে পড়িয়া রহিয়াছিল; ততদিন—তাঁহার গাত্রে স্বদেশীয় পরিচ্ছদ এবং কণ্ঠে স্বজাতীয় উপবীত, দুয়ে মিলিয়া সাক্ষ্য দান করিয়াছে যে, তিনি স্বদেশকেও বিস্মৃত হ'ন নাই স্বজাতিকেও বিস্মৃত হ'ন নাই; অথচ তিনি স্বদেশ বিদেশ স্বজাতি বিজাতি সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভগবদ্ভক্তি এবং বৈরাগ্যের কৈলাশশিখরে দেবতাগণের সহিত একত্রে ব্রহ্মগান করিতেছিলেন; তাহার সাক্ষী—সমুদ্রের মাঝখানে "কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি, তোমারি রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি; দেশ-ভেদে কাল-ভেদে রচনা অসীমা, প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা; তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী" এ গীত তাঁহারই হস্ত দিয়া এবং তাঁহারই কণ্ঠ দিয়া বাহির হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ জাতির প্রধানধর্ম্ম যে অধ্যয়ন অধ্যাপন দেবারাধনা এবং পরোপকার, তাহাই তাঁহার জীবনের এক-মাত্র ব্রত ছিল। তিনি সেকাল এবং একাল দুয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন করিয়া যে চকিতের মধ্যে দুই পক্ষের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন—দেখিয়া মনে হয় ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার; তাহা বলিয়া তাহা কৃত্রিম পলিসীর কোনো ধার ধারে না; তাহা অকৃত্রিম অনুরাগের স্বভাব-সুলভ কার্য্য-নৈপুণ্য। তাহা প্রতিভার কন্যা—প্রত্যুৎপন্নমতি! দুর্ব্বুদ্ধির কন্যা আত্মঘাতিনী পলিসী, সেই স্বর্গীয় দেব-কন্যাটির মতো সাজ-গোজ

করিয়া অনভিজ্ঞ লোকের চক্ষে ধূলা দিতে পারে—কিন্তু তাহার মুখাবরণের ভিতরে একটু উঁকি দিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, কৃত্রিম এবং অকৃত্রিম—দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। পলিসীবেত্তারা সকলেই বুঝিতেছেন যে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে, খোট্টা-বাঙ্গালির মধ্যে এবং আর আর সহোদর জাতিগণের মধ্যে দলাদলির হাঙ্গামা কোনো মতে চুকিয়া যাইতে পারিলেই ভারতভূমির হাড়ে বাতাস লাগে; কিন্তু কেমন করিয়া যে, তাহা হইতে পারে তাহা কেহই বুঝিতেছেন না; একা কেবল রামমোহন রায়ই তাহা বুঝিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার দূরদর্শী প্রজ্ঞা-নয়নে স্পষ্টাকারে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, একেশ্বর-বাদের জয়-ধ্বজার অধীনেই হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালি খোট্টা শিখ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিরা এক মা-বাপের সন্তান হইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিতে পারে; মাতা—ভারতভূমি! পিতা স্বয়ম্ভূ ভগবান! ইউরোপীয় জাতিদিগের যত কিছু মহত্তর সাধনা সমস্তই প্রধানতঃ দেশানুরাগেরই উত্তেজনা; রামমোহন রায় দেশানুরাগ হইতে আর এক ধাপ উচ্চে উঠিয়া বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি এবং নিষ্কাম সাধনার পথ আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া চকিতের মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন! তাঁহার কাজ ফুরাইল—আর তাঁহাকে কে ধরিয়া রাখিতে পারে? এমন একজন মনুষ্য সে দিন আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিলেন, তবুও আমরা তাঁহাকে ঘুণাক্ষরেও চিনিতে পারিলাম না—তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এক ফোঁটাও অশ্রু বর্ষণ করিলাম না—অথচ আমরা "হায় সেকাল হায় সেকাল" করিয়া বুক চাপড়াইয়া রাস্তার মাঝখানে নূতন একতরো হাসেন হোসেন্‌কে আসরে নামাইতেছি—ইহাতে হাসিব কি কাঁদিব ঠিক্ করিয়া ওঠা দায়! হাসেন-হোসেনের নাট্যাভিনয় যথেষ্ট হইয়াছে এক্ষণে সাধনায় প্রবৃত্ত হও। রামমোহন রায় যে-পথে নিশান ধরিয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন সেই পথের অনুযাত্রী হও। ফাল্‌তো মায়া-কান্না মায়া-ভক্তি এবং মায়া-চাতুরী ছাড়ো—পলিসী ছাড়ো! সাহসে ভর করিয়া এদেশ এবং একাল দুয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হও; সেই বিবাদী ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সত্য দ্বারা অসত্যকে জয় কর—অনুরাগ দ্বারা বিদ্বেষকে জয় কর—মঙ্গল দ্বারা অমঙ্গলকে জয় কর—এইরূপ কর যে, দেশের তাহাতে মঙ্গল হইবে—কুলের তাহাতে মঙ্গল হইবে—পৃথিবীর তাহাতে মঙ্গল হইবে!

শ্রীমৎ শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পুস্তক সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

শ্রীমৎ শিবনারায়ণ স্বামী বাল্যকাল হইতে ধর্ম্ম-পিপাসা শান্তি করিবার উদ্দেশে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া সবল শরীরে এবং প্রসন্ন অন্তঃকরণে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন; এমন একজন সাধু পুরুষের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে লোকের তাহাতে সবিশেষ উপকার দর্শিবে এই বিবেচনায় তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত পত্রিকায় কিয়ৎ মাস ধরিয়া প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে দেখিতে পাওয়া গেল যে, তাঁহার মত আমাদের মতের সহিত মিলিতেছে না। এই কারণে আমরা অতীব দুঃখের সহিত পত্রিকায় তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের প্রকাশ স্থগিত করিতে বাধ্য হইলাম।

এক্ষণে স্বামীজির ভ্রমণ বৃত্তান্ত পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। পাঠকেরা মনে করিলেই তাহার মধ্য হইতে অদ্বৈতবাদ এবং সূর্য্যোপাসনা বাদে স্বামীজির অমায়িক সাধুভাবের মধুর উচ্ছ্বাসগুলি চুনিয়া লইয়া তাহার রসাস্বাদন করিতে পারেন, তাহা যদি তাঁহারা করেন, তবে আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, তাঁহারা হৃদয়ে যথেষ্ট প্রীতি এবং শান্তিলাভ করিয়া সুখী হইবেন। কিন্তু স্বামীজির ভ্রমণ বৃত্তান্তের শেষভাগে আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে আমরা হৃদয়ে বাস্তবিকই ব্যথা পাইলাম ; দেখিলাম যে, তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে ব্রহ্ম-রূপে স্তব করিয়াছেন। সাধু ব্যক্তির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা সাধু ব্যক্তিরই কাজ ; কিন্তু তাহা বলিয়া ক্ষুদ্র মনুষ্যকে মহান্ পরব্রহ্মের পদবীতে অধিরূঢ় করা সাধকের পক্ষে কখনই শ্রেয়স্কর হইতে পারে না ; সাধকের জানা উচিত যে, মহতো মহীয়ান্ ব্রহ্মের নামে—মনুষ্য দূরে থাকুক্—স্বর্গের মহত্তম দেবতারাও অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া নতশির !

স্বামীজির মতের সহিত আমাদের মতের এইরূপ অনৈক্য সত্ত্বেও এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতেছি যে, তাঁহার ন্যায় অমায়িক সরলান্তঃকরণ পুণ্যশীল তিতিক্ষাসম্পন্ন লোকহিতৈষী সাধু পুরুষ আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, লোকে তাঁহাকে পূজা করুক্ ইহা তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় নহে—আমরা জানি যে, তিনি অতিশয় নিরভিমানী নিস্পৃহ সন্ন্যাসী ব্যক্তি। তাঁহার মনের ভাব এই যে, অজ্ঞ লোকের যাহার যেমন আন্তরিক বিশ্বাস আপাতত সে তাহা করুক্ ; জ্ঞান হইলে ক্রমে তাহার মন ফিরিয়া যাইবে। যাহাই হো'ক্, জন সাধারণের ভ্রমান্ধতা নিবারণার্থে আমরা এমন একজন সাধু ব্যক্তিরও ভ্রমণ বৃত্তান্ত পুস্তকের গুণাংশের সাধুবাদের সঙ্গে সঙ্গে দোষাংশের প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

তীর্থ সম্বন্ধে শাস্ত্রমত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের অনুবৃত্তি)

এখন দেখা যাউক যে আধুনিক তীর্থের ধর্ম্মভ্রষ্ট পাণ্ডাদিগকে কিঞ্চিৎ বা যথা সর্ব্বস্ব দান করা শাস্ত্রসঙ্গত বা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কি না।

আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে যে, বকব্রতী পাষণ্ড, শঠ, লোভী, ধর্ম্মধ্বজী ইত্যাদি অপাত্রে দান দাতাকে নরকস্থ করে এবং উহাতে এরূপ কথাও আছে পাষণ্ডদিগকে বাক্য দ্বারাও প্রশ্রয় দিবে না, যথা—

"ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।
বৈড়ালব্রতিকোজ্ঞেয়োহিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ॥
অধোদৃষ্টির্নৈস্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ॥"

মনু অধ্যায় ৪ শ্লোক ১৯৫, ১৯৬।

"অতপাস্ত্বনধীয়ানঃ প্রতিগ্রহরুচির্দ্বিজঃ।
অম্ভস্যশ্মপ্লবেনেব সহ তেনৈব মজ্জতি॥
ন বার্য্যপি প্রযচ্ছেৎতু বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে।
ন বকব্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ॥
ত্রিষ্বপ্যেতেষু দত্তংহি বিধিনাপার্জ্জিতং ধনম্।
দাতুর্ভবত্যনর্থায় পরত্রাদাতুরেব চ॥
যথা প্লবেনোপলেন নিমজ্জত্যুদকে তরন্।
তথা নিমজ্জতোঽধস্তাদজ্ঞৌ দাতৃপ্রতীচ্ছকৌ"॥

মনু অধ্যায় ৪ শ্লোক ১৯০, ১৯২, ১৯৩ ও ১৯৪।

"পাষংণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান শঠান্।
হৈতুকান বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেনাপি নার্চয়েৎ॥"

মনু অধ্যায় ৪ শ্লোক ৩০।

"অনৃতাহনধীয়ানা যত্র ভৈক্ষচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডযেদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদোহি সঃ॥"

পরাশর সংহিতা অধ্যায় ১ শ্লোক ৫৬।

যে ব্যক্তি বাস্তবিক ধর্ম্ম যাজন করেন না অথচ লোককে প্রতারণা করিবার জন্য

ধর্ম্মের বাহ্য চিহ্ন ধারণ করিয়া ধার্ম্মিকতার পরিচয় দেয়; যে সর্ব্বদা লোভযুক্ত ও কপটী, যে গুণহীন হইয়াও সংসারী মনুষ্যের নিকট আপনার যশ ও কীর্ত্তি প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, যে বৈড়ালব্রত অর্থাৎ ধূর্ত্ত ও নীচ-স্বভাব ও যাহার নীচ দৃষ্টি, যে ভয়ানক ঈর্ষা-যুক্ত ও যে নিজ প্রয়োজন সাধনে চতুর, যে শঠ, যে মিথ্যাবিনীত অর্থাৎ বা-হিরে শীল ও সন্তোষে পরিপূর্ণ এরূপ ভাব প্রকাশ করে অথচ অন্তরে মহা-লোভী ও যে বকব্রতী ইহাদিগকে পাষণ্ড বলা যায়। উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত লোক-দিগকে মনুষ্যের কদাচ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

মনু অধ্যায় ৪ শ্লোক ১৯৫ ও ১৯৬।

উপরোক্ত শ্লোক দ্বারা পাষণ্ড ও দুষ্টলোকদিগের লক্ষণ প্রদর্শিত হইল। এখন পাষণ্ডদিগকে অর্থ দান করিলে দা-তাকে নরকস্থ হইতে হয় তাহাই নিম্ন-লিখিত শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হই-তেছে যথা—

যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য সত্যভাষণাদি তপ-রহিত, যে ব্রাহ্মণ বিদ্যারহিত ও বেদা-ধ্যয়ন করেন না অথচ প্রতিগ্রহে যাঁহার বিলক্ষণ আসক্তি আছে এরূপ দ্বিজকে দান করিলে, পাষাণময় ভেলা দ্বারা সন্তরণ করিতে গেলে সন্তরণকারী যেমন ভেলার সহিত জলে নিমগ্ন হন তদ্রূপ গ্রহীতা ও দাতা উভয়েই নরকস্থ হন। যে দ্বিজ বিড়ালতপস্বী, বকব্রতী ও বেদা-নভিজ্ঞ তাহাদিগকে এমনকি জল মাত্র দান করাও ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ যদিচ জল প্রাণী মাত্রকেই দেওয়া কর্ত্তব্য তথাপি পাষণ্ড বিড়ালব্রত ও বক-ধার্ম্মিক দ্বিজদিগকে যদি জল দিলেও প্রশ্রয় দেওয়া হয় এরূপ বিবেচনা কর তবে তাহা দেওয়া উচিত নহে। ধর্ম্মা-নুগত পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত ধনও যদি বিড়ালব্রতী, বকধার্ম্মিক ও বেদানভিজ্ঞ দ্বিজগণকে দান করা যায় তবে দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েরই পরকালে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। যেমন প্রস্তরময় নৌকায় বসিয়া নদী পার হইতে গেলে ভেলার সহিত আরোহিকে জলে নিমগ্ন হইতে হয় তদ্রূপ অজ্ঞ দাতা ও প্রতিগ্রহীতা উভয়েই নরকস্থ হইয়া থাকেন।

মনুসংহিতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ১৯০, ইত্যাদি।

উপরোক্ত শ্লোকগুলির অভিপ্রায় এই যে যদি উক্ত লক্ষণযুক্ত লোক ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভবও হ'ন তথাপি তাহাকে অর্থাদি দান করিলে দানের ফল প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক বরং অপাত্রে দান করিয়া দাতাকে নরকস্থ হইতে হয়।

কেবল যে মন্দলোককে দান করাই শাস্ত্রে নিষিদ্ধ তাহা নহে তাহাদিগের সহিত কোন প্রকার আলাপ করাও উচিত নহে— ইহাও শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যথা—যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ বৃত্তিজীবি বিড়ালব্রতী শঠ কুতা-র্কিক বকধার্ম্মিক এমন পাষণ্ডদিগকে বাক্য দ্বারাও অর্চ্চনা করিবে না।

মনু ৪ অঃ ৩০ শ্লোক।

পুনশ্চ পরাশর সংহিতায় নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা –

যে স্থানে মিথ্যাবাদী ও বেদাদি শাস্ত্রা-ভ্যাসবিহীন দ্বিজগণ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় রাজা সেই গ্রামবা-সীগণকে দণ্ড দিবেন,কারণ ঐ গ্রামবাসিগণ চোর সকলকে প্রতিপালন করিয়া প্রশ্রয় দিতেছে। যেহেতু সাধু ও বিদ্বান-গণের প্রাপ্য অন্ন অসাধু ও মূর্খ ব্যক্তি

গ্রহণ করায় গ্রহীতা পরস্বাপহারী ও দানকর্ত্তা চৌর্য্যের প্রশ্রয়দাতা—এজন্য উভয়েই দণ্ডার্হ।

পরাশর ১ অঃ ৫৬ শোক।

অপাত্রে দান করিলে যে কত দূর অনিষ্ট হয় তাহা এক প্রকার বলা হইল। যদি তীর্থের তীর্থবাসী উপরোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হ'ন তবে শাস্ত্রমতে তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিলে ও অর্থাদি দান করিলে পাপ ভিন্ন পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে না।

এখন দেখা যাউক বেদান্ত উপনিষদ্ নিরুক্ত ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থেও গয়া কাশী ইত্যাদি তীর্থ কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যকৃত যতিপঞ্চকে এরূপ লেখা আছে যে—

"মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ,
সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকাবৈ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা,
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপং॥"
পঞ্চেষু কোষেষু বিরাজমানা,
বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহং।
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতান্তরাত্মা
সা কাশিকাহং নিজবোধরূপং।

মনের যে বিষয় ভোগাদির তৃষ্ণানিবৃত্তি তাহাই পরম শান্তি এবং সেই শান্তিই মণিকর্ণিকা তীর্থ। জ্ঞানপ্রবাহরূপ বিমল গঙ্গাযুক্ত যে বারাণসী ক্ষেত্র—আত্মবোধ স্বরূপ সেই বারাণসী ক্ষেত্রই আমি হই। যে বারাণসী ক্ষেত্রে অন্নময়াদি পঞ্চকোষে বুদ্ধিরূপা অন্নপূর্ণা-দেবী সদা বিরাজমানা আছেন এবং সর্ব্বগত অথচ সকলের অন্তরাত্মা যে সদাশিব তিনিও দেহরূপ প্রতিগৃহে বিরাজমান রহিয়াছেন—আত্মবোধ স্বরূপ সেই বারাণসী ক্ষেত্রই আমি হই।

"প্রাণো বৈ বলং তৎপ্রাণে প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদাহুর্বলংং সত্যাদোজীয় ইত্যেবম্বেষা গায়ত্র্যধ্যাত্মং প্রতিষ্ঠিতা। সাহৈষা গয়াংস্তত্রে। প্রাণাবৈ গয়াস্তৎপ্রাণাংস্তত্রে-তদ্যদ্ গয়াংস্তত্রে তস্মাদগায়ত্রী নাম॥"

শতপথ কাং ১৪, অ ৮, ব্রা ১৫, ক ৬,৭।

অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত গয়া-সংজ্ঞক প্রাণ আদি দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে জীব মুক্তি পাইয়া থাকেন। প্রাণের নাম গয়া, প্রাণের মধ্যে বল ও সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে কারণ পরমেশ্বর প্রাণের প্রাণ হয়েন এবং গায়ত্রী মন্ত্রকে সেই প্রাণের প্রতিপাদনকারী বলা যায় এবং সেই গায়ত্রী মন্ত্রকেই পুনরায় গয়াসংজ্ঞা দেওয়া যায় কারণ গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ অবগত হইয়া শ্রদ্ধার সহিত পরমেশ্বরকে ভক্তি করিলে জীব সমস্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মুক্ত হন।

"অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্য ইতি"।

ছান্দোগ্যউপনিষৎ।

অর্থাৎ মন হইতে বৈর ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহাতে মনুষ্য মাত্রেরই সুখ বর্দ্ধন হয় এরূপ কর্ম্ম করা উচিত এবং কোন প্রকার সাংসারিক ব্যবহারে ও কথা বার্ত্তায় কাহাকেও দুঃখ দেওয়া অকর্ত্তব্য। এই সমস্ত ধর্ম্মপ্রতিপাদক বেদাদি শাস্ত্রের নামই তীর্থ; কারণ বেদাদির পঠন পাঠন অনুশীলন ও তদনুযায়ী কর্ম্ম করিলে নিশ্চয়ই জীব দুঃখসাগর হইতে ত্রাণ পাইয়া অনন্ত সুখকে প্রাপ্ত হইতে পারে।

"সমান তীর্থেবাসী" অষ্টাধ্যায়ী অং ৪, পা ৪, সূ ১০৮।

বেদাদি শাস্ত্রের আচার্য্য তথা বেদাদি শাস্ত্র এবং মাতা, পিতা ও আচার্য্যকেও তীর্থ বলা যায় কারণ ইহাঁদিগের উপযুক্ত সেবা করিলে জীবাত্মা শুদ্ধ হইয়া দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া থাকে।

এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে বাস্তবিক তীর্থ শব্দের অর্থ আমাদিগের আর্য্য শাস্ত্রে কত গভীর ও মহান্ এবং আধুনিক স্বার্থপর লোকেরা নিজ স্বার্থসাধন জন্য এই তীর্থ শব্দের অর্থ কিরূপ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। আরও দেখুন যে গয়া শব্দের অর্থ শঙ্কর স্বামী কর্ত্তৃক ও বেদের ব্রাহ্মণাদি সৎগ্রন্থে কেমন সুন্দর ব্যাখ্যাত হইয়াছে; কিন্তু আধুনিক স্বধর্ম্মভ্রষ্ট লোকেরা একটী পাষাণের উপর পদাকার চিহ্ন প্রস্তুত করিয়া তাহার নাম বিষ্ণুপদ রাখিয়া দিয়াছেন,—ইহা যে বিষ্ণুপদ নহে তাহা নিম্নলিখিত নিরুক্তকারের ও বেদের প্রমাণে সিদ্ধ হইতেছে যথা—

যাস্ক্য মুনি এই বিষ্ণুপদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এস্থলে বর্ণন করা আবশ্যক। যথা—

"যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুস্ত্রিধা নিধত্তে পদম্ ত্রেধাভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবীতি শাকপূর্ণিঃ সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়াশিরসীত্যৌর্ণবাভঃ সমূঢ়মস্য পাংসুরে প্যায়নেঽন্তরীক্ষে পদং ন দৃশ্যতেঽপি বোপমার্থে স্যাৎ সমূঢ়মস্য পাংসুল ইব পদং ন দৃশ্যত ইতি পাংসবঃ পাদৈঃ সূয়ন্ত ইতি বা পন্নাঃ শেরত ইতি বা পিংশনীয়া ভবন্তীতি বা।"

নিরুক্ত।

অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বর এই সমগ্র জগতকে সৃষ্টি করিয়া তিনপ্রকার রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যদ্দারা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাহাকে সমারোহণ কহা যায় তাহাই বিষ্ণুপদ গয়াশির অর্থাৎ মনুষ্যগণ স্থিরবুদ্ধি হইয়া প্রাণ হইতে প্রিয়তর অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রাণের প্রাণ এবং জীবাত্মায় ব্যাপ্ত যে পরমেশ্বর তিনি জীব হইতে দূরে নহেন অথবা তাঁহার নিকট হইতে জীব দূরে নহে অর্থাৎ তিনি সর্ব্বদাই সকল স্থানে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। জগতের সূক্ষ্ম ভাগ মনুষ্যের নয়নগোচর হয় না। কিন্তু যখন পরমাণু সংযোগে কোন পদার্থ স্থূল হইয়া পড়ে তখনই মনুষ্যের চক্ষুগোচর হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতে যিনি পরিপূর্ণ আছেন সেই পরমাত্মাকেই বিষ্ণুপদ বলা যায়। এইরূপে শাস্ত্রানুযায়ী তীর্থ ও বিষ্ণুপদ কি তাহা বর্ণিত হইল।

কথিত আছে যে জ্ঞানকৃত পাপ তীর্থে খণ্ডিয়া যায়। ইহার অর্থ এই যে, যখন মনুষ্য বুঝিতে পারে যে কোন বিশেষ কর্ম্ম করা তাহার পক্ষে অন্যায় অথচ তাহার মনের এরূপ বল নাই যে সে উক্ত মন্দ কর্ম্ম হইতে বিরত হয় তখন সে নিজ কর্ম্মজন্য অত্যন্ত সন্তাপিত হয় অথচ নিজের মনকে বশীভূত করিতে পারে না; এরূপ স্থলে তাহার তীর্থে গমন করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ উত্তম উত্তম সৎগ্রন্থ পাঠ করা ও যে সকল সাধু মহাত্মাগণ আধ্যাত্ম বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিয়াছেন ও কিরূপে মনঃ সংযোগ করিতে হয় তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন এইরূপ মহৎলোকের নিকট গিয়া অর্থাৎ সাধুসঙ্গরূপ তীর্থে গমন করিয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহের বিশেষতঃ মনকে বশীভূত করিবার উপায় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা এইরূপ মহাত্মাদিগের উপদেশানুসারে চলিবেন তাঁহারা অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই। এইরূপে জ্ঞানকৃত পাপ তীর্থে খণ্ডিয়া যায়। তীর্থের পাপ কুত্রাপি খণ্ডায় না ইহার অর্থ এই যে, যখন উপযুক্ত উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও সাধক বাসনায় পুনরায় বদ্ধ হন অথচ মুখে জ্ঞানের কথা প্রকাশ করেন ও লোকের নিকট জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য ব্যস্ত হন তখন আর তাঁহার নিস্তার

নাই অর্থাৎ তখন আর তাঁহার পাপ খণ্ডায় না কারণ তখন তিনি পাষণ্ড হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বকালে মহাত্মারা বিশেষ বিশেষ মেলা উপলক্ষে তীর্থে আগমন করিতেন ও তথায় জিজ্ঞাসুদিগের ভ্রম নিবারণ করিয়া দিতেন; কখন কখন কোন বিশেষ বিশেষ স্থানে শিষ্যদিগকে সৎ উপদেশ প্রদান করিতেন ও ব্রহ্মজ্ঞানের শিক্ষা দিতেন। পূর্ব্বে কাশী মথুরা ইত্যাদি পবিত্র স্থানগুলি সত্য-বিদ্যার আলোচনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে যখন সেই সকল স্থানে মিথ্যাচার প্রচার হইতে আরম্ভ হইল তখন হইতে সেই সমস্ত স্থান হইতে মহাত্মাগণ অপসরণ করিতে লাগিলেন। যে কাশী প্রভৃতি স্থান এক সময়ে ব্রহ্ম-বিদ্যার আবাসভূমি ছিল তাহা এখন পাষণ্ডদিগের ইন্দ্রিয়ভোগের লীলা-ভূমি হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যথায় চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের পূজা হইত এখন তথায় জড় পদার্থের পূজা লইয়া লোকে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে যত দিন আমাদিগের দেশের লোকেরা শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অবগত না হইবেন ও তদনুযায়ী না চলিবেন ততদিন কখনই আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারিবে না।

সংবাদ।

আমাদের শান্তিনিকেতনের আশ্রমধারী পণ্ডিত শ্রীঅচ্যুতানন্দ স্বামী তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার যাত্রায় বহির্গত হইয়া জেলা ছাপরার অন্তর্গত বিদৌলী নামক গ্রামে এক মহা সভা করিয়া সে দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ প্রোথিত করিয়াছেন। এই সভাতে প্রায় দুই শত লোকের সমাগম হয়। সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিষয়ী লোক সকল উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজি তথায় মূর্ত্তিপূজা খণ্ডন করিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা কালে ঘোর তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু শ্রুতির প্রমাণ দিয়া স্বামীজি যখন স্বপক্ষ স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন তখন সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিরাকার ব্রহ্মোপসনার ঔচিত্য স্বীকার করিলেন। একটি বাবু ও চারি জন পণ্ডিত বিশেষ রূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন ও তাঁহাদের এই উপকার লাভের জন্য স্বামীজিকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। স্বামীজি লিখিয়াছেন যে "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ" এই শ্রুতি তাঁহার অত্যন্ত সহায়তা করিয়াছিল। আমরা দেখিতেছি যে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সর্ব্বত্র জয় লাভ করিবেই।

সমালোচনা।

আয়ুস্তত্ত্ব বিজ্ঞান। অর্থাৎ দীর্ঘজীবন লাভের উপায়। (শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ প্রণীত।) আজকাল নানাবিধ অত্যাচারে আমাদিগের শরীর যেরূপ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে তাহার প্রতি একটু প্রণিধান পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে ভবিষ্যতের জন্য নিরাশ হইতে হয়। এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত বঙ্গদেশের একে জল বায়ু স্বভাবতই দুর্ব্বল করিয়া দেয়, তাহাতে অত্যাচার করিলে কি সর্ব্বনাশ, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। তাই আমরা এই পুস্তক খানি প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি। এই পুস্তক কতকগুলি আনুমানিক সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ নহে—ইহা প্রত্যক্ষ হিতোপদেশ পূর্ণ। ইহাতে মাদক সেবন প্রভৃতি অত্যাচারের দোষ অতি সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপ পুস্তক এদেশে যতই প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল। গ্রন্থকারের নিকট অনুরোধ এই যে মূল্য (একটাকা) আর একটু কমাইয়া ইহার অধিকতর প্রচারের উপায় করুন। গ্রন্থের কয়েকস্থানে গুরুতর মুদ্রাকরপ্রমাদ ঘটিয়াছে, আশা করি গ্রন্থকার পুনঃসংস্করণে সেগুলি সংশোধন করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা

	মূল্য।
প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১ম ভাগ	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২৷৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷৹
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৷৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	৵৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	৵৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৵৹
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	৻১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তবাহ্য	৻১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রহ্মের আরাধ্য দেবতা	৻৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	৵৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৵৹
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৵৹
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	৵৹
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৵৹
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴৹
প্রবচন সংগ্রহ	৴৹
ব্রহ্মোপাসনা	৴৹
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵৹
দশোপদেশ	৷৷৹
মাঘোৎসব	৷৹
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶৹
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	৷৹
ধর্ম্মশিক্ষা	৵৹
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴৹
দুর্গোৎসব	৴৹
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৴৹
ব্রহ্মসঙ্গীত (সম্পূর্ণ ৮ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত ৮ম ভাগ	৷৹
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷৹
	R. A. P.
A Discourse against Hero-making in Religion	" 12 "
Hindoo Theism	" 1 "
Theist's Prayer Book	" 1 "
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "

	মূল্য।
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২৲
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ (২য় সংস্করণ)	৷৷৵৹
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	৷৹
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	৴৹
সার ধর্ম্ম	৴১৹
সার ধর্ম্ম (অনুক্রম)	৴৹
সেকাল আর একাল	৷৷৹
তাম্বুলোপহার ১ম ভাগ	৴৹
ঐ ২য় ভাগ	৴৹
ব্রহ্ম সাধন	৵৹
	R. A. P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	" 4 "
Brahmic Questions of the Day	" 6 "
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "
Adi Brahmo Samaj as a Church	" 3 "
A Reply to the Query, "What is Brahmoism?	" 4 "
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "
Science of Religion	" 4 "
Hindu Theists' Brotherly Gift to English Theists	" 4 "
Old Hindu's Hope	" 4 "
তত্ত্ববিদ্যা	১৷৷৹
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৵৹
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৵৹
Ontology	1 "
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৵৹
বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড	১৷৷৹
বেদান্ত প্রবেশ	১৲
সৃষ্টি	১৲
প্রলয় তত্ত্ব	১৷৷৹
পরলোকতত্ত্ব	১৷৷৹
(উপরের পাঁচখানি) একত্রে লইলে	৫৲
হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ	১৲
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	
অধিকারতত্ত্ব	
বিজ্ঞানামৃত	১৲
জীবনের সদ্ব্যবহার	৷৷৹
উপহার (কাপড়ে বাঁধা)	৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১৷৷৹
উদ্গীথা	৷৹

	মূল্য।
ধর্ম্মমালা	৶১০
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১৲
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৶০
ডায়েরী	॥০
বেদান্ত দর্শন (টীকা ও কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদসহ) ৩৮ খণ্ড	১২৸/০
পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট	২৲
সাঙ্খ্য সূত্র (টীকা ও অনুবাদসহ)	১॥০
সাঙ্খ্য-দর্শন ১ম ভাগ	৸০
সাঙ্খ্য-দর্শন ২য় ভাগ	৸০
চরিত্রাত্মজ্ঞান বিদ্যা ১ম খণ্ড	॥০
অক্ষয়-চরিত (সচিত্র ও সমূলক)	।৶০
আদর্শ নারী	।০
বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাঁহার উপদেশ	/৫
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী	।০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৩৲
ঐ (পকেট এডিসন)	।০
ছায়াময়ী পরিণয়	॥০
পরমকল্যাণ গীতা	২৲
পরমকল্যাণ গীতা (হিন্দি)	২৲
শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত	॥০
পরাশর সংহিতা	॥০
শ্রীদারু ব্রহ্ম বা জগন্নাথ	॥০
হস্তামলক	৶০
সেন রাজগণ	॥০
জোয়ানের জীবন চরিত	॥০
Who is Christ ?	" " 6
Miracles, or the Weak Points of Revealed Religion.	" 8 "
সঙ্গীতমঞ্জরী	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা	॥৶০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	৶১০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	৶০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	১৲
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী (বাঁধান)	৩॥০
English Works of Raja Rammohun Roy Vol. I.	3 " "
Do. Vol. II	5 " "
হিন্দুধর্ম্ম নীতি	১৲
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র (তাৎপর্য্য সহিত)	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান জনসমাজের সম্বন্ধ	/০
উপদেশ	৴১০
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার	৴১০
বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ক মনুর মত	।০

	মূল্য।
নীতি-কবিতাবলী	।০
নীতি পদ্য	/০
নীতি প্রভা	৶০
প্রকৃত ধর্ম্ম পথ	৴১০
ব্রহ্মজ্ঞান	৴১০
Hinduism	" 4 "
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি (হিন্দি)	/০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড (বাঙ্গালা)	৶০
গৃহকর্ম্ম	।০
ধর্ম্মদীক্ষা	/০
সঙ্গীত মুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে	।০
ঐ তৃতীয় ভাগ	।০
ঐ চতুর্থ ভাগ	।৶০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
প্রশ্নমঞ্জরী	॥০
প্রভাত-কুসুম	।/০
কুমারশিক্ষা	।০
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	।৶০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত	১৲
পুনর্জ্জন্ম আছে কি না ?	/০
পঞ্চোপনিষৎ	॥০
মহাত্মা রামমোহন রায় (পদ্য)	৴১০
একতাব্রত কাব্য	৶১০
Memoir of Raja Ram Mohan Roy	1 " "
Universal Religion	" 8 "
Band of Hope	" 1 "
ধর্ম্ম পরিচয় ১ম ভাগ	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	॥০
বক্তৃতা মঞ্জরি	৶০
সুত্ত-নিপাত (বৌদ্ধধর্ম্ম)	১॥০
উপচৈত্ত (ঐ)	।/০
চিন্তা বিন্দু	৶১০
বালক বন্ধু	/০
তত্ত্ব বিচার	।৶০
সুরাপান বা বিষপান	॥০
স্বর্গের চাবি	৶০ } একত্রে লইলে
পারের নৌকা	৶০ } ৶০
হরিলীলা ১—৪র্থ ভাগ	১৶০
বনফুল	।/০
দেবতত্ত্ব	॥০
মনোহর শায়ী ব্রহ্মসঙ্গীত	।০
Essay on happiness	1 " "
History of Warren Hastings	1 " "
দামিয়েনের জীবনচরিত	॥০
কমলাকান্ত পদাবলি	৸০
আহার বিজ্ঞান	/০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প (২য় সংস্করণ)	।৶০
আর্য্যাবর্ত্ত (জনৈক হিন্দু মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত)	॥০
পাগলের—পাগলামি	।০

ত্রয়োদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
শ্রাবণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১। ১৮১২ শক

৫৮৮ সংখ্যা

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

পৃষ্ঠা।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৭। কলিগতাব্দ ৪৯৯১। ১ শ্রাবণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।৵০। ডাক মাশুল।৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

অনেকের বিশ্বাস এই যে আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে বাহিরের কাজ লওয়া হয় না। পূর্ব্বে যদিও এইরূপ ছিল বটে কিন্তু আজ কাল আমরা আদরের সহিত বাহিরের কাজ গ্রহণ করিয়া থাকি, সুলভ মূল্যে ও অতি যত্নের সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করি। এই যন্ত্রালয়ের মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে "সাধনা" "তত্ত্ববোধিনী" ও শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত বোম্বাইচিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দিগের প্রণীত গ্রন্থাবলী বিশেষ পরিচয় স্থল। অপরাপর বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জ্ঞাতব্য।

কলিকাতা। শ্রীরুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়। কার্য্যাধ্যক্ষ।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদের গত চৈত্র পর্য্যন্ত মূল্য ও মাশুল নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা ও বর্ত্তমান শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিলে পরম উপকৃত হইব। আশাকরি এই বিষয়ের জন্য পুনরায় পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতে হইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

সাধনা।

প্রথম বর্ষ।

প্রথম ভাগ।

(অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ।)

কাপড়ের বিলাতী বাঁধাই।

মূল্য ১৸০ টাকা ডাঃ মাশুল।৵০।

১০২ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ও আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

চত্বারিংশত্তম ভবানীপুর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের উপদেশ।

বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার প্রভাবে প্রসুপ্ত বঙ্গভূমি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে; জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। কিন্তু তবুও বঙ্গের চক্ষে এখনো ঘুমের ঘোর লাগিয়া আছে; তাহার সে অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষু উদীয়মান সূর্য্যের ঔজ্জ্বল্য সহ্য করিতে না পারিয়া এখনো পর্য্যন্ত ইতস্তত করিতেছে—অন্য আলোকের চেষ্টায় অন্যদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। নবোত্থিত বঙ্গভূমি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রশান্ত সত্যজ্যোতি হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া কল্পনার ঝাপ্‌সা আলোকে মনো-নেত্রের ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিতেছে—ক্ষোভ কিছুতেই মিটিতেছে না; মিটিবে কেমন করিয়া—মরীচিকায় কখনো কি আতপ-ক্লান্ত পথিকের পিপাসা শান্তি আনিতে পারে? হায় বঙ্গভূমি! কবে তোমার মোহাচ্ছন্ন অন্তশ্চক্ষু ব্রাহ্মধর্ম্মের অমৃত বারিতে প্রক্ষালিত হইয়া বিশুদ্ধ সত্যের সুনির্ম্মল জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইবে!

সর্ব্বদর্শী সর্ব্বশুভদাতা পরমাত্মার আদেশে তাঁহার আজ্ঞাবহ পুত্রেরা এত যে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এত যে যত্নে ব্রাহ্মধর্ম্মকে লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিলেন—স্বর্গের মন্দাকিনী মর্ত্ত্য-ভূমিতে নাবাইয়া আনিলেন—বঙ্গের মৃত্তিকা কি এতই কঠিন যে, তাহাতেও তাহা আর্দ্র হইবে না? বঙ্গভূমি কি এতই অযোগ্য? কালের অযোগ্য—কেননা অধুনাতন কাল সত্যের এবং জ্ঞানের অনুশীলনে আপাদমস্তক সজীব; দেশের অযোগ্য—কেননা আমাদেরই এই পুণ্য ভারত-ভূমিতে ব্রহ্মজ্ঞান এবং ভগবদ্ভক্তি জন্মাবধি অতীব প্রযত্ন-সহকারে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে—আমাদেরই এই ভারত-ভূমিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছে—উদয়গিরিতেই অরুণজ্যোতি আবির্ভূত হইয়াছে! বঙ্গভূমি কি এতই অযোগ্য যে, কল্পনার কুহকজালই তাহার জীবনের একমাত্র পাথেয় সম্বল—সত্যের

মুক্ত সমীরণ তাহার পক্ষে মৃত্যু! তাহা যদি হয়--বঙ্গভূমির নামই যদি হয়—অযোগ্যতা, তবে তাহার যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; তাহাকে ভালো'র দিকে ফিরাইবার জন্য বৃথা ক্রন্দন—বৃথা ভাবনা-চিন্তা—বৃথা চেষ্টা! শুনিতেছ না—পরিস্ফীত বিজ্ঞান উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে "যোগ্যের জয় অযোগ্যের বিনাশ!" শুনিতেছ না—একই জপমন্ত্র তাহার মুখে অনবরত লাগিয়া রহিয়াছে—"যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন"—অর্থাৎ যাহাদের যোগ্যতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহারাই কেবল বর্ত্তিয়া থাকিবে—আর সকলেই বিনাশ পাইবে! প্রেমের আকর পরমাত্মা আমাদিগকে তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী প্রসাদ-বারি বিতরণ করিতেছেন—ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্ণ-পাত্রে করিয়া প্রেমামৃত এবং শান্তি-সুধা বিতরণ করিতেছেন—তাহারও যদি আমরা অযোগ্য হইলাম, কিছুতেই তবে আর আমাদের আশা ভরসা নাই!

কিন্তু বাস্তবিকই কি আমরা এতই দুর্ব্বলাধিকারী যে, কাষ্ঠলোষ্ট্র এবং আত্মার মধ্যে প্রভেদ কি—তাহা আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে হইবে—এবং অত করিয়া তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হইলেও আমরা তাহা দেখিতে পাইব না! বাস্তবিকই কি আমাদের অন্তশ্চক্ষু কেবল অজ্ঞানের ঠুলি বাঁধিবার জন্যই হইয়াছিল—জ্ঞানালোকে রঞ্জিত হইবার জন্য হয় নাই! তাহা যদি হইত, তবে সারস্বত প্রদেশে উপনিষদ্ উঠিত না, পাঞ্চনদ প্রদেশে গুরু নানক উঠিতেন না; বঙ্গভূমিতে রামমোহন রায়ও উঠিতেন না—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতাও উঠিতেন না, পশ্চিম প্রদেশে দয়ানন্দ স্বামীও উঠিতেন না। আমাদের দেশে পরে পরে এই যে সকল মহাত্মাদিগের অভ্যুত্থান—বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-সোপানের এক একটি পংক্তি সংস্থাপন করিবার জন্য যথাকালে এক এক জন মহাত্মার অভ্যুত্থান—ইহাই জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে, বিশুদ্ধ জ্ঞান-মূলক উন্নত ধর্ম্মের গ্রহণ ধারণ এবং পরিচালন করিবার যোগ্যতা আমাদের দেশের চিরকালের পৈতৃক সম্পত্তি; তাহা এক প্রকার আধ্যাত্মিকী সরস্বতী নদী, যাহা উপনিষদের কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া—কখনো বা অদৃশ্য গিরিগুহার মধ্যদিয়া—কখনো বা প্রকাশ্য লোকালয়ের মধ্য দিয়া—নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু বিজ্ঞানের এই যে একটি কঠোর সিদ্ধান্ত "যোগ্যের উদ্বর্ত্তন—অযোগ্যের বিনাশ" এ কথাটি যে আদ্যোপান্ত সবই সত্য, তাহা আমরা কোনো ক্রমেই স্বীকার করিতে পারি না;—যাঁহার চক্ষু আছে তিনি সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পা'ন যে, কাঁটালের যেমন বাহিরে কাঁটা—ভিতরে আটা, জীব-জগতে তেমনি বাহিরে বাহিরে বিদ্বেষের কণ্টক এবং ভিতরে ভিতরে অনুরাগের নির্যাস—দুইই পর্য্যায়ক্রমে স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হয়; জীবজগতে রাগ-দ্বেষ এ-পিট ও-পিট। আমরা জীবের অভ্যন্তর-প্রদেশে যেখানে দেখি এক পৃষ্ঠে দ্বেষহিংসার তীক্ষ্ণ কণ্টক সমুৎকীর্ণ রহিয়াছে, সেইখানেই দেখিতে পাই আর এক পৃষ্ঠে স্নেহমমতার মধুর নির্যাস গড়াইতেছে—দেখিতে পাই যে বিদ্বেষ এবং অনুরাগ উভয়ে উভয়ের পৃষ্ঠরক্ষক। একদিকে যেমন—গো-মহিষ দর্শনে বাঘিনীর মুখাগ্রে এবং করাগ্রে দ্বেষ-হিংসার কণ্টক বাহির হয়—দন্ত নখ বাহির হয়, আর একদিকে তেমনি—

ক্ষুধার্ত্ত শাবকের গাত্র-লেহন-কালে সেই বাঘিনীরই জিহ্বাগ্রে এবং স্তনাগ্রে স্নেহের নির্য্যাস বিগলিত হয়। একই জীবের দুই অবস্থায় দুইরূপ ভাব এ যেমন দেখিতে পাওয়া গেল—সমগ্র জীব-রাজ্যের তেমনি দুই সোপানে দুইরূপ মনো-বৃত্তির আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়; নিম্ন-সোপানে স্বার্থের আধিপত্য—উচ্চ সোপানে অনুরাগের আধিপত্য। যেখানে স্বার্থের আধিপত্য সেইখানেই বিজ্ঞানের এ কথা খাটে যে, "যোগ্যের উদ্বর্ত্তন অযোগ্যের বিনাশ"—যেখানে অনুরাগের আধিপত্য সেখানে খাটে না। সদ্যোজাত পশু-শাবকদিগের তো কোনোই যোগ্যতা নাই—তাহা বলিয়া তাহারা কি বিনাশ পায়? ঠিক্ তাহার বিপরীত—তাহারা তাহাদের মাতার প্রাণের অর্দ্ধেকটা আত্মসাৎ করিয়া দিন দিন যোগ্য হইতে যোগ্যতর হইয়া উঠিতে থাকে। একটা বায়স যখন আহত হইয়া ভূমিলুণ্ঠন করে—যখন তাহার ডানায় এতটুকুও যোগতা নাই যে, সে এখান হইতে ওখানে উড়িয়া বসে, তখন তাহার ভাই বন্ধুরা তাহার অযোগ্যতা ঘুচাইয়া তাহাকে যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য কত না ব্যস্ত সমস্ত হয়! বায়সেরা কি শুদ্ধ কেবল দল-পুষ্টির জন্য—স্বার্থের জন্য —স্বজাতির প্রতি এরূপ ভদ্র ব্যবহার করে? তাহা যদি বলো তবে একটি কুক্কুরের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর;—একটি শিক্ষিত কুক্কুরের গল-দেশে ঝুলি লট্‌কাইয়া দিয়া তাহার প্রভু তাহাকে প্রত্যহ রুটির দোকানে পাঠাইত; দোকানদার সেই ঝুলিতে প্রত্যহ দশ বারো খানা রুটি প্রক্ষেপ করিত; কুকুরটি তাহা নিয়মিত রূপে ঘরে লইয়া আসিত; মাঝে একবার কিছু দিন ধরিয়া একখানা রুটি কম হইতেছে দেখিয়া তাহার প্রভু অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে, কুকুরটি পথের পার্শ্বে একটি গতিশক্তি-রহিত স্বজাতীয় রুগ্ন জন্তুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে প্রতিদিনই এক-এক-খানা রুটি ফেলিয়া দিয়া আসে। কুকুরের এরূপ কার্য্যে দল-পুষ্টির কোনো সূচনাই থাকিতে পারে না, যেহেতু কুক্কুরেরা তাহাদের স্বজাতির কোনো ধার ধারে না—তাহাদের প্রভুরাই তাহাদের সর্ব্বস্ব। মনুষ্য যেমন আপনার সদসৎ সংকল্পের আপনি সাক্ষী—কুক্কুর কিছু আর সেরূপ নহে, মনুষ্যের যেমন আপনার অভ্যন্তর-প্রদেশে আপনার জ্ঞানের গতিবিধি আছে—কুক্কুরের সেরূপ কিছুই নাই; কুক্কুরের কোনো প্রকার অন্তর্মুখী জ্ঞান-বৃত্তি নাই—সত্যাসত্য-বিবেক নাই, ন্যায়ান্যায়-বিবেক নাই; কিন্তু তাহা হইলেও এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, অনুরাগের টান এবং ব্যথার ব্যথিত্ব তাহার অন্তঃকরণে সময়ে সময়ে খুবই প্রবল হইয়া উঠে; আর তা যখন হয় তখন স্বার্থ তাহার নিকটে ঘেঁসিতে পারে না (যদিচ কুক্কুরের সেরূপ অন্ধ অনুরাগের সঙ্গে বিবেকের কোনো কালেই দেখা সাক্ষাৎ নাই)। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে এই যে, যোগ্যতা'র সমর্থন-প্রণালী দুই রাজ্যে দুইরূপ; স্বার্থ-রাজ্যে একরূপ—অনুরাগ-রাজ্যে আর একরূপ;—স্বার্থ-রাজ্যের অধিবাসীরা অযোগ্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আপনাদের যোগ্যতা সমর্থন করে; অনুরাগ-রাজ্যের অধিবাসীরা আপন গুণে অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া তুলিয়া আপনাদের যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করে। স্বার্থ-রাজ্যের নিয়ম স্বার্থ-রাজ্যেই খাটে—প্রেমরাজ্যে

খাটে না; প্রেম-রাজ্যের নিয়ম—অযোগ্যের বিনাশ নহে;—প্রেম-রাজ্যের নিয়ম—অযোগ্যের যোগ্যতা সাধন; অর্থাৎ আপনার যোগ্যতা অন্যেতে সঞ্চারিত করিয়া অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া তোলা। সূর্য্য আপন আলোকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আলো করে; প্রদীপ প্রদীপকে জ্বালাইয়া তোলে; চুম্বক মণি লৌহকে চুম্বক করিয়া তোলে; অসীম চরাচরের মধ্যে একটিও এমন ক্ষুদ্র রেণুকণা নাই যাহা আপন-গুণ অন্যেতে সঞ্চারিত না করিয়া মুহূর্ত্ত কালের জন্যও স্থির থাকিতে পারে। অচেতন প্রকৃতি অন্ধভাবেই আপন গুণ অন্যেতে সঞ্চারিত করে; ভগবদ্ভক্ত সাধু ব্যক্তিরা মঙ্গল-সংকল্প পরমাত্মার মহতী ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা নিবদ্ধ করিয়া আপন আপন অসামান্য গুণাতিশয্যে মৃত-প্রায় জন-সমাজে নবজীবনের সঞ্চার করেন;—তাহার সাক্ষী ঈসা মহম্মদ গুরু নানক চৈতন্য—এই সকল ঈশ্বর-পরায়ণ মহাত্মারা।

মূল কথা এই যে, জগতের মূলপত্তন স্বার্থের উপরে নহে—প্রেমের উপরে। স্বার্থ যদি জগৎ সংসারের ভিত্তিমূল হইত, তবেই "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এবং অযোগ্যের বিনাশ" এই নিয়মটি জগতের মূল নিয়ম হইত। যোগ্যতম কে? আর কেহই নহে—কেবল একমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ম্ভূ পরমাত্মা! তাঁহার সর্ব্বলোক-প্রসবিনী—সর্ব্বলোক-পালনী—সর্ব্বলোক-তারিণী মহীয়সী শক্তির সন্নিধানে জগতের কোনো যোগ্যতাই কিছুই নহে। অতএব "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এবং অযোগ্যের বিনাশ" যদি বাস্তবিকই জগতের মূল নিয়ম হইত, তবে জগতের দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা থাকিত না! তবে হইত এই যে, কোনো হরিণ-শালার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে একটা প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র লৌহ-পিঞ্জরে রক্ষিত হইলে সেই হরিণ-শালার হরিণেরা যেমন আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান-প্রভাবে সমস্ত জগৎ সেইরূপ ভয়ে জড়সড় হইয়া পাতালে প্রবেশ করিত; তাহা হইলে জগতের এতদিকে এত যে উৎসাহ উদ্যম জ্ঞান ধর্ম্ম মঙ্গল এবং আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে—সমস্তই নিরানন্দের বিশাল গহ্বরে নিপতিত হইয়া এতদিনে রসাতলে যাইত! কিন্তু এই বিচিত্র শোভাময় জগতের ভাবই তাহা নহে; মঙ্গলময় প্রেমময় পরমাত্মার অধিষ্ঠানের প্রভাব জগতের স্ফূর্ত্তি-বিনাশক নহে, প্রত্যুত তাহাই জগতের সমস্ত মঙ্গলের গোড়া'র প্রবর্ত্তক—বর্ত্তমানের বন্ধন-সেতু—এবং ভবিষ্যতের আশা ভরসা। প্রথমতঃ প্রেমই জগতের মূল উৎস। দ্বিতীয়তঃ জগতের যেখানে যত কিছু অবনতি সমস্তই আত্ম-ঘাতী অর্থাৎ জ্ঞাতসারেই হউক্ আর অজ্ঞাতসারেই হউক্ তাহা আপনিই আপনার প্রতিবিধান করে; প্রচণ্ড গ্রীষ্ম আপনিই বর্ষা আহ্বান করিয়া আনিয়া আপনাকে ডুবাইয়া মারে। তৃতীয়তঃ যেখানে যত কিছু উন্নতি তাহা বৃদ্ধিশীল। ব্যয় বাদে জগতের আয় উত্তরোত্তর ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে। পৃথিবী এত যে যত্নে রোমীয় সভ্যতা উপার্জ্জন করিল, কালে তাহার কিছুই রহিল না—সমস্তই ব্যয় হইয়া গেল; কিন্তু সেরূপ শত শত ব্যয় পৃথিবী-মাতার আদবেই গায়ে লাগে না, কেননা তাঁহার ব্যয় যেমন প্রচুর—আয় তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক। তাঁহার রোমীয় সভ্যতা যেমন ব্যয় হইয়া গেল—তাহা অপেক্ষা শত সহস্র গুণ প্রতাপশালী নব্যতম সভ্যতা আসিয়া অমনি তাঁহার আ-

য়ের কোটা অধিকার করিয়া বসিল। অতএব এটা স্থির যে, জগতে উন্নতি বৃদ্ধি-শীল —অবনতি আত্মঘাতী। চতুর্থতঃ জগতে জ্ঞান প্রেম এবং ধর্ম্মের যত কিছু বিকাশ সমস্তই ঈশ্বরের কার্য্য। অন্ধ লোকে বলে তাহা অন্ধ প্রকৃতির কার্য্য। একজন সুবিজ্ঞ চিকিৎসককে যদি তাঁহার চিকিৎসা-প্রণালীর নিগূঢ় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করা যায় তবে তিনি তাহার এইরূপ উত্তর দে'ন যে, প্রকৃতির নিজের কার্য্য নিজেই করে—আমরা কেবল তাহার উত্তর-সাধক; কিন্তু প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃতি বলে "আমি আমার নিজের কার্য্য করি না—আমি আমার প্রভুর আজ্ঞায় তাঁহারই কার্য্য সাধন করি।" প্রকৃত সত্য এই যে, এক অদ্বিতীয় অন্তর্যামী পরমাত্মা সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান করিতেছেন; প্রকৃতি তাঁহারই কার্য্যে দিবানিশি নিযুক্ত রহিয়াছে—কিন্তু অজ্ঞাতসারে; মনুষ্যই কেবল জ্ঞান-পূর্ব্বক প্রীতি-পূর্ব্বক ইচ্ছা-পূর্ব্বক তাঁহার কার্য্য জগতে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে, করিতেছেও তাই, আর, তাহাতেই তাহার মনুষ্যত্ব; মনুষ্যই কেবল আপনার অন্তরতম পরমাত্মার সহবাসে তাঁহার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাবের ভাবুক হয়, এবং সেই স্বর্গীয় ভাবের আদর্শে আপনার মনকে এবং চতুর্দিকের সমাজকে গঠন করিয়া তুলিতে উদ্যোগী হয়; আর, সেইরূপ কার্য্যে মনুষ্যের অধিকার আছে এবং যোগ্যতা আছে—ইহাই তাহার সৌভাগ্যের এবং মহত্ত্বের চরম সীমা; ইহাই মনুষ্য-সমাজে দেব-প্রসাদ এবং আত্মপ্রভাব দুয়ের যুগল কার্য্যকারিতার প্রতক্ষ নিদর্শন।

জগতের অভিব্যক্তি-সোপানে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব সকলের শেষে কিন্তু ঈশ্বরের সংকল্প-রাজ্যে তাহা সকলের আদিতে। তিনি মনুষ্যকে সকলের উপরে দাঁড় করাইবেন বলিয়া তাহারই উপযোগী করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; যেহেতু মনুষ্যের আত্মা তাঁহারই প্রেমের প্রতিচ্ছবি—প্রাণের প্রতিমা। প্রেমের আকর পরমাত্মা আপনার সত্য সংকল্পের অমোঘ প্রভাবে জগৎ-সংসারে রক্ত মাংসের আবরণের মধ্যে আপনার প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত করিলেন—মনুষ্যের আত্মা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহা কেবল নহে—স্পর্শমণি যেমন লৌহকে সুবর্ণ করিয়া তোলে, তেমনি তিনি মনুষ্যের আত্মাকে প্রীতিভক্তি জ্ঞান ধর্ম্মের স্বর্গীয় শ্রীতে সমুজ্জ্বল করিয়া তাহাকে উত্তরোত্তর আপনার সহবাসের যোগ্য করিয়া তুলিতেছেন। প্রেম-রাজ্যের নিয়ম কিয়ৎপূর্ব্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি—"অযোগ্যের যোগ্যতা সাধন"—তিনিই তাহার পথ-প্রদর্শক। যেদিকে আমরা নেত্র উন্মীলন করি সেইদিকেই দেখিতে পাই যে, অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য পরমেশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শক্তি নিরন্তর কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। তাহার প্রমাণ হাতে হাতে;—নিতান্ত অযোগ্য অপদার্থ এই যে বঙ্গবাসী আমরা—রোগে আতুর, শোকে কাতর, বিষাদে মলিন—গতিহীন এই যে আমরা, আমাদের রোগ তাপ শান্তি করিবার জন্যই—শোকাশ্রু মার্জ্জন করিবার জন্যই —বিষাদ-অন্ধকার ঘুচাইবার জন্যই—আমাদের জন্যই তিনি আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার এই গভীর মঙ্গল-সংকল্প—কাতর সন্তানদিগের প্রতি তাঁহার এই প্রাণের ভালবাসা—ইহা কি আমাদের দেশে সমূলে ব্যর্থ হইবে? তাহা হইতেই পারে না। শিখজাতি

বঙ্গবাসীদিগের অপেক্ষা জ্ঞানে বড় যে উন্নত তাহা বলিতে পারা যায় না, অথচ গুরু নানকের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অবধি কেমন দেখ তাহারা এক-হৃদয় এক-প্রাণ একাত্মা হইয়া একমেবাদ্বিতীয়ং পরমাত্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে! ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বঙ্গবাসীরা সেইরূপ একান্তঃকরণে একমেবাদ্বিতীয়ং পরমাত্মার উপাসক হইতে না পারিবে কেন? যে মৃতসঞ্জীবনী ব্রহ্মরস-পানে বলী হইয়া শিখজাতি শত সহস্র প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে পাঞ্চনদ প্রদেশে সত্যধর্ম্মের জয়ধ্বজা প্রতিষ্ঠিত করিল, বঙ্গবাসীরা কি এতই দুর্ব্বলাধিকারী যে, সে সুধা তাহারা আপনাদের হস্তের নিকটে পাইয়াও তাহার স্বাদ গ্রহে বঞ্চিত হইবে? ইহা আমরা চক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস করিতে পারি না।

আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা যে, এখনো পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন না, তাহার কারণ এ নহে যে, শিখদের অপেক্ষা তাঁহারা জ্ঞানে দুর্ব্বলাধিকারী; জ্ঞানের অভাব নহে—হৃদয়ের অসাড়তাই তাহার একমাত্র কারণ; শ্রদ্ধাভক্তি কৃতজ্ঞতা ন্যায়পরতা সত্যনিষ্ঠা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এই সকলের অপ্রতুলতাই তাহার একমাত্র কারণ। পাণ্ডিত্যের জন্য আমাদের এই বঙ্গভূমি চিরপ্রসিদ্ধ; কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডিত্যকে পদচ্যুত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে কুতর্ক-পাণ্ডিত্য অধ্যাপকের উচ্চ মঞ্চ অধিকার করিয়াছে; আমাদের দেশে এক্ষণে বাক্‌চাতুরী এবং কুতর্ক-নৈপুণ্যের এমনি প্রবল পরাক্রম যে, দেখিলে মনে হয় যেন মনুষ্যের বিদ্যাবুদ্ধি কেবল কুতর্ক-জাল বিস্তার করিবার জন্যই বিধাতা-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। জটিল কুতর্ক-জালে আমাদের দেশ ছাইয়া গিয়াছে—তাহার মধ্যে একটি কুতর্ক এই;—

(১) দুর্ব্বলাধিকারীদিগের দেবারাধনার সুবিধার জন্য শাস্ত্রে কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির বিধান আছে, যথা;—"কাষ্ঠ-লোষ্ট্রেষু মূর্খানাং"

(২) আমরা দুর্ব্বলাধিকারী।

(৩) অতএব আমরা কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি পূজা করিলে তাহাতে আমাদের গাত্রে দোষ পোঁছিতে পারে না।

ন্যায়-শাস্ত্রে যাঁহাদের এইরূপ প্রখর পারদর্শিতা, তাঁহারা যদি বলেন "আমরা জ্ঞানে দুর্ব্বলাধিকারী—তবে সে কথা কে বিশ্বাস করিবে? কে বিশ্বাস করিবে যে, কাষ্ঠলোষ্ট্রের সহিত আত্মার কত যে প্রভেদ তাহা তাঁহারা জানেন না! যখন দেখা যাইতেছে যে, গুরু নানকের অসংখ্য শিষ্যানুশিষ্য—কি মূর্খ কি বিদ্বান্ সকলেই—শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ মঙ্গল স্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ করুণাময় পরমাত্মাকে অন্তরে ধ্যান করিয়া শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তাঁহার উপাসনা করিতে সক্ষম হইতেছে—তাহাতে তাহারা কিছুমাত্র বাধা অনুভব করিতেছে না, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কে এ কথা বিশ্বাস করিবে যে, বঙ্গের বাছা-বাছা বিদ্বান্ লোকেরাও সচ্চিদানন্দ পরমাত্মাকে অন্তঃকরণে ধ্যান করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে অসমর্থ! কথা আর কিছু না—আমাদের অলস প্রকৃতি এবং হৃদয়ের অসাড়তা আমাদের জ্ঞানের চক্ষে ধূলা দিয়া আমাদের আশা ভরসা উৎসাহ উদ্যমকে এরূপ পদতলে দাবিয়া রাখিয়াছে—এরূপ আমাদিগকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া বাঁধিয়া কারে ফেলিয়া কাবু করিয়া রাখিয়াছে যে, বিশুদ্ধ সত্যধর্ম্মের জ্যোতির্ম্ময় নিকেতন আমাদের চক্ষের সম্মুখে

সোপান প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে দেখিয়াও আমরা উত্থান-শক্তি রহিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের দেবসেব্য অমৃত নিকেতন আমরা জ্ঞান-নেত্রে দিব্য দেখিতেছি জ্যোতির্ম্ময় রমণীয় অথচ তাহার দ্বার-দেশে উপসংক্রমণ করিতে আমাদের মন উঠিতেছে না।—হস্তপদ অগ্রসর হইতেছে না!

আমাদের আপনাদের এইরূপ অযোগ্যতা এবং হীনতা দেখিয়া—হৃদয়ের অসাড়তা এবং তাহার আনুষঙ্গিক কুবুদ্ধির কুতর্কপটুতা দেখিয়া—আমরা এতদিনে নিরাশ হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতাম—নিরাশ হইতেছি না কেবল এই ভরসায় যে, পতিতপাবন পরমাত্মা আমাদের আত্মার স্পর্শমণি! তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই—আমরা যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি। যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার অজেয় প্রভাবে পৃথিবীস্থ মনুষ্য-জাতির অন্তঃকরণে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রীতি ভক্তি বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দিকে কল্যাণ বিস্তার করিতেছে, তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছায় বঙ্গের নিস্তেজ এবং নির্ব্বীর্য্য হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করিয়াছে; যথাকালে তাহা যখন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, তখন এই-বঙ্গের এই-শরীরে আর-এক শোণিত বহমান হইবে—ভগবদ্ভক্তি রসামৃত; এই হৃদয়ে আর-এক তেজ আবির্ভূত হইবে—ব্রহ্মতেজ! আর-এক প্রাণ তাহাতে জাগ্রত হইয়া উঠিবে—যখন সেখানে প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন করুণাময় পরমাত্মা দর্শন দিয়া দীনজনের সকল সন্তাপ হরণ করিবেন।

হে পরমাত্মন্! তুমিই আমাদের পিতা মাতা—তুমিই আমাদের পরমারাধ্য দেবতা—তুমিই আমাদের প্রাণের প্রিয়তম সুহৃৎ। আমরা প্রীতিভক্তি কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমার চরণে প্রণত হইয়া তোমারই উপাসনা করিতেছি—যেন আমাদিগকে আর কাহারো উপাসনা করিতে না হয়। তোমার প্রেমমুখের অমৃতবাণী আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া আমাদিগের প্রাণ মন অন্তঃকরণ হরণ করিয়া লউক্—যেন আমাদিগকে নানা মতাবলম্বী লোকের নানা কথা শুনিতে না হয়। আমরা বিশ্বস্তচিত্তে তোমার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করিয়া আমাদের আত্মাকে তোমার চরণে বিনিয়োগ করিতেছি—তোমার প্রেমের অমৃত ভাণ্ডার হইতে কেহই যেন তাহাকে টানিয়া রাখিতে সমর্থ না হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

একাদশ উপদেশ—ঈশ্বর-স্পৃহা।

১১ই জ্যৈষ্ঠ,৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এই যে জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হউক। শরীর ও প্রাণ পোষণের নিমিত্ত যে সকল অভাব আমাদের আছে, সেই সকল অভাব-পূরণের জন্য বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের যে উন্নতি হইয়াছে তাহাই আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রকৃতিরাজ্যে যে পশুপক্ষী আছে, তাহাদের ক্ষুধা মোচনের অভাব আছে, তাহাদেরও তাহা পূরণ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু তাহারা ইচ্ছার বলে না করিয়া মনের প্রবৃত্তি অনুসারে অন্নপান আহরণ করে। মনুষ্য মনের বলে নহে, আপনার ইচ্ছার বলে স্বাধীনভাবে সমুদয় অভাব মোচন করিবে ইহাই মনুষ্যের বিশেষ অধিকার;

তাহাতে যে মনুষ্য-সমাজে বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলিয়াছি। তাহাও বড় অল্প হয় নাই; শরীর ও প্রাণকে পোষণ করিবার জন্য যে সকল অভাব আসিয়াছিল, সেই সকল অভাব মোচন করিতে করিতে বিজ্ঞানের ও ধর্ম্মভাবের কত না প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল—তাহাতেই আর্য্যদের এত উন্নতি! কেবল সেই এক অভাব মোচন করিতে করিতে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, সভ্যতাতে, ভদ্রতাতে আর্য্যদিগের কত উন্নতি হইয়াছে। যখন এত বিজ্ঞান আরম্ভ হইল, যখন ধর্ম্মের আবশ্যক হইল, তখনই সমাজ-ব্যবস্থার আবশ্যক হইল; তখন ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মের অনুকূল ব্যবস্থা করিল। কেবল যে আপনি আপনার ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিবে, তাহা নহে, সমাজব্যবস্থার সঙ্গে রাজব্যবস্থাও আসিয়া পড়িল। যদি আপনারাও স্বাধীনভাবে ধর্ম্মরক্ষা করিতে না পারিত, তথাপি রাজভয়ে ধর্ম্মরক্ষা করিতেই হইত। যখন সভ্যতা অনেক বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন প্রতিজনের ইচ্ছার উপর নির্ভর করা যায় না—কখনও তাহা কুপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়, কখনও বা সুপ্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এই যে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক, তাহার উপায় এই করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি আপনি ধর্ম্মপথে না থাকিবে, তাহাকে ভয়ে থাকিতে হইবে; ধর্ম্মের উন্নতি হইবেই।

সেই সময়ে সমাজের ব্যবস্থার জন্য কত উন্নত রাজনিয়ম হইয়াছিল, তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে মনু পড়। সেই সকল রাজনিয়মের শাসনেই সকল রাজারাই চলিতেন; সেই মানব ধর্ম্ম সকল রাজাদিগেরই মাননীয় ছিল, কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারিত না। ক্রমে ক্রমে আর্য্যদিগের সভ্যতার ভদ্রতার উন্নতি হইল। রাজনীতি যিনি রচনা করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে সেই রচয়িতার কতদূর জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি হইয়াছিল। আর্য্যেরা প্রথমে পশু-পালক ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা হইতেই বিক্রমশালী রাজা হইল। আবার শাস্ত্র-কারদিগের প্রভাবেও রাজ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। বলবীর্য্যের প্রভাবে, জ্ঞানধর্ম্মের প্রভাবে আর্য্যদের উন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সমস্তই ঈশ্বরের প্রসাদে; ঈশ্বরের প্রসাদ সকলের উপরে; তাঁহার প্রসাদ না পাইলে কোনও কার্য্যই সিদ্ধ হয় না।

ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা যে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক; ইহা যে কেবল পৃথিবী-তেই হইবে, তাহা নহে—ইহা নিত্যকাল চলিবে। সেই জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি অনন্ত-কাল রহিল, এ কেমন ঈশ্বরের করুণা! মনুষ্যদিগকে কেবল পৃথিবীর জীব করিয়া সৃষ্টি করেন নাই—সে স্বর্গলোক হইতে স্বর্গলোকে যাইবে; এই কারণে ঈশ্বর মনুষ্যকে জ্ঞানধর্ম্মমূলক বিজ্ঞান দিয়াছেন।

আবার দেখ, যেমন শরীরপোষণের নিমিত্ত ঈশ্বর কতকগুলি অভাব দিয়াছেন, সেইরূপ আত্মার উন্নতির জন্যও একটী অভাব দিয়াছেন; সে কি, না, ঈশ্বর-স্পৃহা। ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিবার জন্য মনুষ্য তত লালায়িত নয়; কিন্তু ঈশ্বর—সত্য ঈশ্বরকে পাইবার জন্য হৃদয়ে একটী বলবতী স্পৃহা আছে। এই স্পৃহা দেবস্পৃহনীয় স্পৃহা; এই যে আত্মার স্পৃহা হৃদয়ে মুদ্রিত আছে, এই স্পৃহা দেবতাদিগের লোভনীয়। এই স্পৃহা চরিতার্থ করিতে গিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের যেমন উন্নতি, তেমন

উন্নতি শরীরের অভাব দূর করিতে গিয়া হয় নাই। এই স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য মনুষ্য গৃহ সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে ঘুরিতেছে; সকলপ্রকার ভোগ হইতে বিরত হইতেছে; তরুমূলেই বাস করিল; ভূতলেই শয়ন করিয়া রহিল; ভিক্ষান্ন যত পাইল, তাহাতেই ক্ষুধানিবৃত্তি করিল। এই ঈশ্বরস্পৃহা এত বলবতী যে, শরীরের অভাবপূরণ যে নিতান্ত আবশ্যক, ঈশ্বরকে পাইবার জন্য তাহাও ছাড়িয়া দিল, সমুদয় আরাম পরিত্যাগ করিল। যে সাধকের হৃদয়ে এই ঈশ্বরস্পৃহা অত্যন্ত বলবতী, তাঁহার ঈশ্বর ভিন্ন আরামই নাই। ঈশ্বরকে না পাইয়া মানুষ সুখশান্তি লাভ করিতে পারে না। এই স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য জ্ঞানধর্ম্মের কেমন উন্নতি হইল। কেবল এই এক স্পৃহা আত্মায় মুদ্রিত করিয়া দেওয়াতে জ্ঞানধর্ম্মের অনন্ত কালের জন্য উন্নতি হইল। ঈশ্বর সত্যকাম সত্যসংকল্প; তাঁহার যে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতির ইচ্ছা, কেবল একটী স্পৃহা দিয়া সেই উন্নতি সাধন করিতেছেন।

যেমন সকল বিষয়ে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয়, ঈশ্বরলাভ বিষয়েও তেমনি। প্রথমে দেখ আর্য্যদের মধ্যে কেমন ঈশ্বর-স্পৃহা আসিল, তাহার পরে সেই স্পৃহা কেমন স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল, কেমন কার্য্য করিতে লাগিল।

প্রথম ঈশ্বর-স্পৃহার উদ্রেক হইল কি প্রকারে? আর্য্যেরা আপনার ইচ্ছাতে কৃষিবাণিজ্য করিয়া শরীরপোষণ করিতেন, কত সময়ে ইচ্ছামত ফল না পাইয়া আপনার দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইলেন;—বীজরোপণ করিলেন, কিন্তু বৃষ্টি না হওয়াতে শস্য হইল না। তাঁহারা দেখিলেন যে আপনার ইচ্ছামত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; ক্রমে আপনার দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাঁহারা নানা প্রকার উৎপাত ঘটিতে দেখিয়াও মনুষ্যের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহারা বুঝিলেন যে এই সকলের উপরে আর কাহারও কার্য্য আছে, আর কাহারও প্রসন্নতা আবশ্যক আছে, যাহাতে আমরা ইচ্ছা সফল করিতে পারি। তখন ঈশ্বরের আবশ্যকতা অনুভব করিলেন, তখন মনে হইল যে ঈশ্বর আছেন। সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, তাই শস্য হইতেছে; অতিরিক্ত উত্তাপ হইলেই সমস্ত শস্য শুকাইয়া যায়। এই সকল দেখিয়া তাঁহারা সূর্য্যকে এক দেবতা মনে করিলেন; তাঁহারা ভাবিলেন যে সূর্য্যের ভিতরে এক চৈতন্য আছে—মনুষ্য অপেক্ষা সূর্য্যের অধিক ক্ষমতা আছে। ধর্ম্মের প্রথম উদ্রেকে এই হইল যে, আর্য্যেরা খুঁজিয়া যখন ঈশ্বরকে পাইলেন না, তখন সূর্য্যকেই দেবতা মনে করিলেন; মনে করিলেন সূর্য্যই উপকার করিতেছেন, তাঁহারই প্রসন্নতা চাই, তবে আমাদের সংসার চলিবে। তেমনি তাঁহারা মেঘের মধ্যে ইন্দ্রদেবকে দেখিলেন; বায়ুর মধ্যে প্রত্যক্ষ দেবতা দেখিলেন। ঈশ্বরকে চাই এই তাঁহাদের মনে হইয়াছিল, কিন্তু তখন তাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন না। তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সকল জড় বস্তু, তাহাদিগকেই তাঁহারা দেবতা বলিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। যে জ্ঞান অনন্তকালের উন্নতিতে লইয়া যাইবে, তাহার প্রথম উদ্রেকের সময় আর্য্যদিগের মধ্যে কি হইল দেখ। ঈশ্বর চাই, এই তাঁহাদের স্পৃহা; সেই স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহারা জ্ঞান-অভাবে চন্দ্র সূর্য্যকে আরাধনা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের সময়ে

ভাবিলেন যে ইন্দ্রই দস্যুদিগকে পরাজয় দিতেছেন, আর্য্যদিগকে জয়যুক্ত করিতেছেন। এই সকল দেবতাদিগের আরাধনার জন্য যত যাগযজ্ঞের কল্পনা।

সেই সূর্য্যদেবতাকে সেই নবীন চক্ষে আর্য্যেরা কি যে আনন্দরূপে দেখিয়াছিলেন, তাহা ঋগ্বেদের মন্ত্রেই প্রকাশ পাইতেছে। ঋগ্বেদে আছে—

"কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে পেশোমর্য্যা অপেষসে।
সমুষদ্ভিরজায়ত॥"

নিদ্রাতে অভিভূত অচেতন জীবকে চেতন দিয়া এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন রূপহীন পদার্থকে নানাবর্ণ দিয়া উষার সহিত প্রতিদিন সূর্য্য উদয় হয়েন। যখন সকলে অচেতনের নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে, তখন সূর্য্য মৃতপ্রায়কে চেতনা দিলেন; বর্ণহীনকে সূর্য্য আপনার বর্ণের দ্বারা রঞ্জিত করিয়া দিলেন। এই সূর্য্য-দেবতাকে ঋষিরা কি উৎসাহেরই সহিত দেখিতেন—আপনার সখা বন্ধু প্রভৃতি কত ভাবেই দেখিতেন। আর্য্যেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইন্দ্রেরও জয়ধ্বনি করিতেন—বজ্রী ইন্দ্রের মহত্ত্ব হউক, ইন্দ্রের জয় হউক, "মহিত্বমস্তু বজ্রিণে"।

সূর্য্য দ্যুলোকের দেবতা, অগ্নি হইলেন পৃথিবীর দেবতা; এই অগ্নি একেবারে গৃহদেবতা হইয়া পড়িলেন।—সেই গৃহদেবতাকে প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া সমিধ দিতে হইত। সেই অগ্নিদেবতা আবার দেবতাদিগের দূত হইলেন; যাহা কিছু দেবতার উদ্দেশে দিবার আবশ্যক হইত, তাহা অগ্নিতে দিতে হইত। অগ্নিতে দিলেই সকলই ভস্ম হইয়া যায়, তাহাতেই আর্য্যেরা মনে করিতেন যে অগ্নি সেই সকল দ্রব্য দেবতাদের নিকটে লইয়া যাইবেন। যখন কাহারও জন্ম হইল, তখন অগ্নিতে হোম করিয়া জাতকর্ম্ম হইল; যখন মৃত্যু হইল, তখন সেই মৃত ব্যক্তিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইল। তাঁহারা ভাবিতেন যে সেই অগ্নিই তাহার আত্মাকে উপযুক্ত লোকে লইয়া যাইতে পারিবে। পূর্ব্বে প্রত্যেক আর্য্যের গৃহে এক একটি অগ্নিশালা থাকিত।

প্রথম যে ঈশ্বরস্পৃহা হইল, তাহার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া কত বিষয় জানা গেল। সেই আর্য্যেরা যাগযজ্ঞ লইয়াই আনন্দে থাকিতেন। অগ্নিতে আহুতি দিয়া, দেবতাদিগের প্রতি যে ভক্তি আছে, তাহাই চরিতার্থ করিতেন; দেবতারা যে উপকার করিতেন, তাহারই জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। আর্য্যেরা সেই প্রথম ঈশ্বরস্পৃহা চরিতার্থ করিতে গিয়া দ্যুলোকে, ভূলোকে, অন্তরীক্ষে দেবতা সকল কল্পনা করিলেন। তাঁহারা আপনারা যে সকল দ্রব্য ভাল বাসিতেন তাহাই দেবতাদিগের আহারের নিমিত্ত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন। মাংস, পুরোডাশ (চালের রুটি), চরু, ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি অগ্নিতে আহুতি দিতেন। আর্য্যেরা অনেক দিন পর্য্যন্ত এই প্রকার যাগযজ্ঞে মত্ত ছিলেন। এখনও সেই যাগযজ্ঞের ছায়া ভারতবর্ষে বিস্তৃত আছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

বৈষ্ণবদিগের সাধনতত্ত্ব।

বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ পরমেশ্বরের প্রতি মানবের প্রেম-ভক্তিকে প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। শান্ত রসের দুই গুণ, পরমেশ্বরে একান্ত নিষ্ঠা-

বুদ্ধি ও বিষয়াসক্তি-পরিত্যাগ। আকাশের গুণ শব্দ যেমন অন্যান্য সমুদায় ভৌতিক পদার্থেই বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ শান্তরসের গুণদ্বয় সকল ভক্তের জীবনে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। শান্তরসে ঈশ্বরের সত্তামাত্রের জ্ঞান হয়, সুতরাং ইহা ভক্তির পত্তনভূমি। সনক সনাতনাদি সাধকগণ এই রসের ভক্ত। দাস্য রসে শান্তরসের দুই গুণ এবং ভগবদৈশ্বর্য্য-জ্ঞান-হেতু সম্ভ্রম ও গৌরব-জনিত সেবা। সখ্যরসে শান্তের অনাসক্তি ও ভগবানে একাগ্রতা, দাস্যের সেবা, এবং তদতিরিক্ত হৃদয়বন্ধুর প্রতি বিশ্রব্ধভাব ও সঙ্কোচহীন মমতাযুক্ত বিশ্বাস। ভীমার্জ্জুন ও শ্রীদামাদি ব্রজের রাখালগণ এই সখ্য রসের সাধক ছিলেন। অতঃপর বাৎসল্য। শান্ত দাস্য সখ্য রসের সমুদায় ভাব ইহাতে বর্ত্তমান, তদ্ব্যতীত আপনাকে প্রতিপালক ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপাল্যভাবে স্নেহ এই রসের মূলভাব। দাস্যরসের সেবাই বাৎসল্যের লালন পালন, এবং সখ্যরসের অসঙ্কোচ সারল্য বাৎসল্যের মমতাধিক্য বশতঃ তাড়ন ভর্ৎসনাদিতে পর্য্যবসিত। নন্দ যশোদার ভাবই বাৎসল্য-রস। অবশেষে মধুর রসে আত্ম সমর্পণ ও প্রথমোক্ত চারি রসের সমুদায় গুণ মিলিত হইয়াছে। এই সকল ভাব ক্রমান্বয়ে পর পর রসে অনুভূত হয়। ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চভূতের গুণ যেমন পরস্পর মিলনের দ্বারা মৃত্তিকাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রা মৃত্তিকাতে একাধারে মিলিত হইয়াছে, সেই প্রকার শান্তের গুণ দাস্যে, দাস্যের গুণ সখ্যে সখ্যরসের গুণ বাৎসল্যে ও বাৎসল্যের গুণ কান্তভাবে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহা মাধুর্য্য রস নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মাধুর্য্য রসে সকল ভাবের সমাহার হওয়ায় ইহা অমৃতাস্বাদ যুক্ত। পতিপ্রাণা সতী যেমন প্রাণপতির প্রতি একান্ত অনুরাগিণী, তদ্রূপ একনিষ্ঠ হইয়া ভগবানের যে ভজনা, বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে তাহাই কান্তভাব বা মাধুর্য্যরস। ভক্তিশাস্ত্রানুসারে পঞ্চবিধ রসের মধ্যে এই মধুর রস অর্থাৎ নায়ক নায়িকার ভাবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধের অভ্যন্তরে সকল প্রেমের সম্বন্ধই অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া আছে। সাধ্বী স্ত্রী প্রেমপুলকে পূর্ণ হইয়া অসঙ্কোচে স্বামীকে আত্মসমর্পণ করেন, সখীর ন্যায় উপদেশ দেন, দাসীর ন্যায় সেবা করেন, পিতামাতার ন্যায় স্নেহ করিয়া থাকেন এবং শিষ্যের ন্যায় অনুগতা হয়েন। বৈষ্ণব মতে মধুর রসের সাধনে পরমেশ্বরে চিত্তের উন্নয়ন ও অব্যভিচারী স্থিতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ব্রজধামের গোপাঙ্গনাগণ এই মাধুর্য্য রসে বা নায়ক নায়িকার ভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন।

ভগবৎসম্বন্ধীয় স্বাভাবিক স্বতঃসিদ্ধ ভাবগুলিকে হৃদয়ে উদ্দীপন করার নাম সাধন *। সাধন-ভক্তি দ্বিবিধ, বৈধী ও রাগানুগা। স্বাভাবিক অনুরাগ নাই, অথচ শাস্ত্রবিধির অধীন হইয়া ভজনা করাই বৈধী অর্থাৎ বিধিসিদ্ধ। ভক্তিশাস্ত্রে এই সাধন-ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ লিখিত হইয়াছে। রাগানুগা ভক্তি বিধিনিষেধ-নিরপেক্ষ, কেবল রাগময়ী, এই জন্য বৈধী অপেক্ষা তাহা অতি প্রবলা। বৈধী ভক্তির উদ্দেশ্য এই যে, সাধন বিষয়ে স্বাভাবিক অনুরাগ ও রুচি না থাকি-

* "নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥"
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।
নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক ভাব গুলিকে হৃদয়ে উদ্দীপন করার নামই সাধন।

লেও সাধন-নিষ্ঠা বশতঃ ক্রমে প্রকৃত প্রেমরসের উদ্দীপন হইবে। স্বাভাবিক রুচিতে প্রবল অনুরাগের পথে আত্ম-বিসর্জ্জনই রাগাত্মিকা প্রগল্‌ভা ভক্তি। মাধুর্য্য রসের রসিক ব্রজবাসী জনের ই-হাতে মুখ্য অধিকার *। ইষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ অভিলষিত বিষয়ে স্বাভাবিক প্রেম-ময় গাঢ় তৃষ্ণাই ইহার স্বরূপ-লক্ষণ। বর্ষার প্রবল প্লাবনে সাগরাভিগামিনী স্রোতস্বিনী যেমন তটরেখা অতিক্রম করিয়া ছুটিতে থাকে, সেইরূপ বিশুদ্ধ প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ জন্মিলে সাধক বেদ-বিধি লৌকিকাচার প্রভৃতির বন্ধন ছেদন করিয়া প্রেমময়ের উদ্দেশে প্রধাবিত হয়। বৈষ্ণবশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ ফলস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-প্রেমরস আস্বাদন করাই জীবের চরম উদ্দেশ্য। বৃন্দাবনের গোপ গোপিকারা এই নিঃস্বার্থ প্রেমেই পর-মেশ্বরের আরাধনা করিতেন, ইহাই বৈষ্ণব-শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

ঈশ্বরকে হৃদয়স্বামীরূপে উপাসনা স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ। প্রেমের তীব্রতা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই বৈষ্ণব-শাস্ত্রে পরকীয়া রসের অবতারণা। ব্রজা-ঙ্গনাগণ অন্যের বিবাহিত পত্নী হইয়াও কৃষ্ণানুরাগিণী। অর্থাৎ প্রেমাস্পদের জন্য তাহারা তাড়না ভর্ৎসনা লোকনিন্দা সহ্য করিয়া ইহ পরলোক, শাস্ত্রধর্ম্ম, স্বজন পরি-জন সকলি পরিত্যাগ করিয়াছিল।

প্রেমরসোল্লাসের সুতীব্র মাধুর্য্যই পরকীয়া প্রেমের লক্ষ্য; এই জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপে রূপকচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবিহার বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ যখন আমরা বিষয়মোহে হতচেতন হইয়া সংসারকে হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করি, তখনি আমরা সংসারকে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকি। এই সংসারাসক্তিরূপ পতির ক্রোড় পরি-ত্যাগ করিয়া ভগবৎপ্রেমের আস্বাদন করাই গোপীভাব। গোপীদিগের প্রেম ইন্দ্রিয়-বিকার-জনিত কাম নহে, তাহা বিশুদ্ধ প্রেম, ভাবসাম্য বশতঃ প্রাকৃত প্রেমের লক্ষণ সকল ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র।

> "প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং।
> ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"
>
> (হরিভক্তি রসামৃতসিন্ধুধৃত গৌতমী-তন্ত্র বচন।)

গোপরামাদিগের প্রেম "কাম" এই নামেতে আখ্যাত হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা বিশুদ্ধ প্রেম। উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্তগণ তাহা পাইবার জন্য সর্ব্বদা বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। যথাযোগ্য বিষয়ে প্রযুক্ত প্রীতি-বাঞ্ছাই প্রেম, আর অযোগ্য বিষয়ে প্রযুক্ত হইলেই তাহাকে কাম বলা যায়। আনন্দস্বরূপ পর-মাত্মাই জীবাত্মার যথাযোগ্য প্রীতির বি-ষয়; ভগবৎসম্বন্ধশূন্য পার্থিব বিষয়ই প্রীতির অযোগ্য বিষয়। লৌহ ও স্বর্ণ উভয়ে ধাতু হইলেও যেমন স্বরূপতঃ বৈলক্ষণ্য আছে, কাম ও প্রেমেও তদ্রূপ। কাম অন্ধতমঃ স্বরূপ, প্রেম নির্ম্মল প্রদীপ্ত সূর্য্য। যাহা আত্মপ্রীতির উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা কাম, আর যাহা সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয়-বিলাস বিস্মৃত করাইয়া তনুমন ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের সেবা ও প্রীতি সাধনে নিযুক্ত করে তাহাই প্রেম।

কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন,

> "গোপীগণের প্রেমের রূঢ়ভাব নাম।
> বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম।
> কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
> লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥

* মথুরা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানধাম, দ্বারকা ঐশ্বর্য্যধাম, আর প্রেমধামের নাম বৃন্দাবন। উপাসনার মূলই প্রেম। যাঁহারা ভক্তিপ্রেমোপচারে ভগবানের আ-রাধনা করেন তাঁহাদিগকে এখানে ব্রজবাসী বলা হই-য়াছে।

কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
... ...
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কাম গন্ধ।"

চৈতন্য চরিতামৃত আদি খণ্ড ৪ র্থ পরিচ্ছেদ।

নিরুপাধি নির্ম্মল প্রেমের রীতি ও অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব এই যে, যদিও গোপীর সুখসম্ভোগে বাসনা নাই, কিন্তু প্রাণনাথের চরণে হৃদয় মন অর্পণ করিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন হইলে আপনা হইতেই হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্ভব হয়। এই জন্যই গোপীর প্রেম কামগন্ধশূন্য, যেহেতু ইহা গোপীর স্বার্থপর সুখ নহে—কৃষ্ণপর সুখ।

"প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখ বাঞ্ছার সম্বন্ধ॥
নিরুপাধি প্রেম যাহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥"

চৈঃ চঃ আদিখণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণই প্রীতির বিষয়, গোপীগণ প্রীতির আশ্রয়। প্রীতির ধর্ম্ম এই যে প্রেমাস্পদের সুখেই প্রেমিকের সুখ। গোপী-প্রেমের স্বার্থশূন্য বিশুদ্ধতা প্রতিপাদনের নিমিত্ত পুনশ্চ কথিত হইতেছে, এই প্রেমানন্দে অতিমাত্র বিহ্বল হইলে যদি ভগবানের সেবার ব্যাঘাত হয়, অর্থাৎ আনন্দ সম্ভোগেচ্ছার প্রাচুর্য্য বশতঃ কর্ত্তব্য সাধনে অন্তরায় ঘটে, তাহা হইলে সেই প্রেমানন্দকেও গোপীগণ (অর্থাৎ ভক্তগণ) দূরে পরিত্যাগ করেন। *

"নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহা ক্রোধে॥
আর শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণপ্রেম সেবাবিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে॥
কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম।
নির্ম্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥"

চৈঃ চঃ আদিখণ্ড ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

সুতরাং গোপীপ্রেমে অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি সাধনাতে কামনার গন্ধ মাত্রও নাই। এই কারণে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে এই নির্ম্মল অনুরাগমার্গ অবলম্বন ব্যতীত বিশুদ্ধ অকিঞ্চনা ভক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই। প্রধানা গোপিকা শ্রীরাধিকাতে এই মাধুর্য্য গুণোপেত মহাভাবময়ী ভক্তির চরম অভিব্যক্তি। ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থই শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবিহার বর্ণনার আদি গ্রন্থ। কিন্তু ভাগবতে রাধিকার নাম নাই। ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া জনৈক গোপীসহ একাকী রজনীযোগে বনান্তরালে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন এইজন্য রাসমণ্ডলীতে কোন গোপিকা অন্য গোপবধূকে বলিতেছেন,

"অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোযামনয়দ্রহঃ॥"

অর্থাৎ, হে সহচরি! ভগবান হরি এই গোপীর আরাধনায় নিশ্চয় বশীভূত হইয়াছেন; তাহা না হইলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে লইয়া প্রীতমনে নিভৃত স্থানে যাইতেন না। এই শ্লোকের "রাধিত" শব্দ হইতেই উত্তর কালে "রাধা" নামকরণ হইয়াছে। রাধ ধাতুর অর্থ সাধনপ্রাপ্তি পূজা। যে আরাধনা করে, সেই রাধা। "রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধেতি নামকরণম্" (বৈষ্ণব তোষিণী)। চক্রবর্ত্তী বলেন, "রাধয়তি কৃষ্ণবাঞ্ছাপূরণং আরাধয়তীতি রাধা।"

---

* অঙ্গস্তম্ভারম্ভ মুত্তুঙ্গয়ন্তং
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতের্বীজনে যেন সাক্ষাদক্ষো
দীয়ানন্তরানব্যধায়ি॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

রাধিকা যে প্রাকৃত গোপবধূ নহেন, বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। পরমেশ্বরের পরা প্রকৃতি অর্থাৎ স্বরূপশক্তির নামই রাধা। রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ শক্তিমান; মৃগমদ ও তদ্গন্ধ এবং অগ্নি ও জ্বালা যেমন যুগপৎ ভেদ ও অভেদতত্ত্ব প্রকাশ করে, রাধাকৃষ্ণ তদ্রূপ। রূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন, "রাধাকৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতিঃ হ্লাদিনী নাম শক্তিঃ" শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় বিকৃতিরূপ হ্লাদিনী শক্তির নাম রাধা। সৎ চিৎ আনন্দ ঈশ্বরের শক্তি। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহা হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ নামে কথিত হইয়াছে। * ভগবানে হ্লাদিনী বা আনন্দবিধায়িনী শক্তির বিকাশে প্রেম বা আনন্দচিন্ময় রসের অভ্যুদয় হয়। প্রেমের সার ভাব, ভাবের ঘনীভূত বা পরাকাষ্ঠা অবস্থা মহাভাব, এই মহাভাব সমুদায় চিন্তার সার চিন্তা, এই জন্য ইহাকে চিন্তামণি বলা যায়, ইহাই শ্রীরাধিকার স্বরূপ বিগ্রহ। রাধিকার প্রাকৃতিক দেহ নাই, ললিতাদি সখী নিচয় তাঁহার কায়ব্যূহরূপিণী। রাধিকার আধ্যাত্মিক রূপ কবিরাজ গোস্বামী বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাধাকৃষ্ণ একটী আধ্যাত্মিক রূপক। রাধা সাধক, কৃষ্ণ উপাস্য, এইটীই রাধাকৃষ্ণের মূল ভাব। চিত্তরূপ বৃন্দাবনে হৃদয়রাধিকা দয়া শ্রদ্ধা বুদ্ধি প্রেম অনুরাগাদি মনোবৃত্তিরূপ সখীনিচয়-পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবানের প্রেমানন্দ সম্ভোগ করেন, ইহাই এই আধ্যাত্মিক রূপকের মর্ম্ম। কবিত্বের ভাবে রসপুষ্টির জন্য ভাগবৎকার ও অন্যান্য কবিগণ তাহা প্রাকৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র।

মূল কথা এই যে, উজ্জ্বল প্রেমাবলম্বনে ভগবানের আরাধনাতে লোক সকলকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য কৃষ্ণের ব্রজলীলার অবতারণা। শ্রীমদ্ভাগবতে শুকমুখে সর্ব্বপ্রথমে গোপীদিগের মাধুর্য্যরসাশ্রিত ব্রজবিহারের ভাব অভিব্যক্ত হয়। পরে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রভৃতিতে ইহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়। তৎপরে ক্রমে জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের দ্বারা ইহা পরিপুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যের জীবনে কাষ্ঠাভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। চৈতন্য যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভাগবদুক্ত মাধুর্য্য রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়-সংযম সম্বন্ধে তাঁহার অতি কঠিন শাসন ছিল। তিনি পরমজ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন। ভাগবতের লীলা সকল তিনি যে প্রাকৃত ভাবে গ্রহণ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। বিশেষতঃ রামানন্দের সহিত তাঁহার সাধ্য-সাধন-প্রসঙ্গ পাঠ করিলে স্পষ্টাক্ষরে জানা যায় যে তিনি ব্রজলীলা আধ্যাত্মিক তত্ত্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগবৎ-প্রোক্ত প্রেমের অত্যারূঢ় ভাব সকল চৈতন্যের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল বলিয়া তদীয় শিষ্যগণ তাঁহাকে একদেহে যুগপৎ রাধাকৃষ্ণের দৃশ্যমান অবতার বলিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ আত্মাবরুদ্ধ মাধুর্য্যই যে মাধুর্য্য রসের শেষ পরিপাক চৈতন্যের বিশুদ্ধ জীবনেই তাহা দেখিতে পাওয়া

---

* "সচ্চিৎ আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ চিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ॥"

চৈ চঃ মধ্য খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদ।

যায়। গোস্বামী ও বৈষ্ণবনেতাদিগের দোষে সাধারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা অতি বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছে। এই প্রণয়-রহস্য সাধারণ লোকে পাছে ভুল বুঝে এই আশঙ্কায় জ্ঞানী বৈষ্ণবগণ, উজ্জ্বল নীলমণি, ললিতমাধব, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি উজ্জ্বল রসের গ্রন্থ সকল সাধারণের মধ্যে আলোচনা ও প্রচার করা অন্যায় বিবেচনা করেন। বঙ্গদেশের অধিকাংশ বৈষ্ণবই মাধুর্য্য রসের সাধক। নেড়া, সহজিয়া, আউলে প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ে তাহারা এখন বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই বৈষ্ণবগণের মধ্যে এখন নানাপ্রকার ভ্রষ্টাচার ও কুসংস্কার রাজত্ব করিতেছে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ব্যাপার ও বৈষ্ণবদিগের সাধনতত্ত্ব আলোচনা করিয়া কি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিষ্কর্ষ করা যায়, আমরা তাহা দেখিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আধুনিক বৈষ্ণব সমাজে তত্ত্বপক্ষীয় এই সকল আধ্যাত্মিক ভাব কিছুমাত্র আদৃত হয় না। অধিকাংশ বৈষ্ণব ইহার মর্ম্ম গ্রহণেও সমর্থ নহে। প্রপঞ্চময় বৃন্দাবন লীলাই এখন তাহাদের আদর্শস্থানীয়। প্রত্যুত সাধারণের মধ্যে এই উজ্জ্বল রস প্রচার করাতে এদেশে বিশেষ কুফলই প্রসব করিয়াছে।

এটা কোন্ যুগ ? (ক)

এটা কোন্ যুগ ? প্রশ্ন শুনিয়াই হয়ত অনেকে হাসিয়া ফেলিবেন। কিন্তু পাঠকগণ যদি ধীরতার সহিত সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, "এটা কোন্ যুগ ?" এই প্রশ্নটি নিতান্ত নিরর্থক নহে।

স্মৃতি আদি শাস্ত্র সকলের মধ্যে মনুসংহিতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক, প্রাচীন ও মাননীয়। এক্ষণে দেখা যাউক, যুগ কাল নির্ণয় সম্বন্ধে মহর্ষি মনু কি বলিয়াছেন। তিনি স্বকৃত সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেনঃ—

"ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য যৎ প্রমাণং সমাসতঃ।
একৈকশোযুগানান্তু ক্রমশস্তন্নিবোধত ॥ ৬৮ ॥
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ৬৯ ॥
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥ ৭০ ॥
যদেতৎ পরিসঙ্খ্যাতমাদাবেব চতুর্যুগং।
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং দেবানাং যুগমুচ্যতে ॥ ৭১ ॥
দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসঙ্খ্যয়া।
ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ ॥ ৭২ ॥
যৎ প্রাক্ দ্বাদশসাহস্রমুদিতং দৈবিকং যুগং।
তদেকসপ্ততিগুণং মন্বন্তরমিহোচ্যতে ॥ ৭৯ ॥
অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ ॥ ৮৩ ॥

অর্থ—ব্রহ্মার দিবারাত্রির এবং সত্য ত্রেতাদি এক এক যুগের যে পরিমাণ, তাহা ক্রমশঃ সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। চারি সহস্র বৎসরে সত্যযুগ হয়। সেই যুগের পূর্ব্ব চারি শত বৎসর সন্ধ্যা, এবং উত্তর চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ হয়। অন্যান্য তিন যুগ এবং তাহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ যথাক্রমে ক্রমশঃ এক সহস্র ও এক শত বৎসর কমিয়া যায়। অর্থাৎ তিন সহস্র বৎসরে ত্রেতাযুগ, তিন শত বৎসর তাহার সন্ধ্যা ও তিন শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। দুই সহস্র বৎসরে দ্বাপর যুগ; দুইশত বৎসর উহার সন্ধ্যা ও তৎপরিমিত বৎসর উহার সন্ধ্যাংশ হয়।

(ক) এই প্রবন্ধের এই প্রথম প্রস্তাবটি গত বৎসরের কার্ত্তিক মাসের "সাহিত্য ও বিজ্ঞানে" প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রস্তাবটি সংশোধিত এবং স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুনঃ প্রকাশিত হইল। লেখক।

সহস্র বৎসর কলিযুগের পরিমাণ; এবং তাহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে এক শত বৎসর। মনুষ্যগণের এই দ্বাদশ সহস্রবর্ষাত্মক চতুর্যুগে দেবতাগণের এক যুগ হয়। এইরূপ দৈব পরিমাণে সহস্র যুগে (অর্থাৎ আমাদের সহস্র চতুর্যুগে *) ব্রহ্মার এক দিন হয় এবং ঐ পরিমিত কালে তাঁহার এক রাত্রি হয়। পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশসহস্রবর্ষাত্মক দৈবযুগের এক সপ্ততিগুণ কালে অর্থাৎ আটলক্ষ বাওয়ান্ন সহস্র বৎসরে এক এক মন্বন্তর (মনুর অধিকার কাল) শেষ হয়। সত্য যুগের মনুষ্যগণ রোগহীন, সিদ্ধকাম ও চারি শতবর্ষ পরমায়ু সম্পন্ন কিন্তু ত্রেতাদি যুগত্রয়ে মানবায়ুর পরিমাণ ক্রমশঃ এক শত বর্ষ করিয়া হ্রাস হইতে থাকে। (১)

প্রচলিত পঞ্জিকানুসারে কলিযুগের পর ৪৯৯২(২) বৎসর অতীত হইয়াছে। এতদনুসারে কলিযুগ ৩১০০ পূঃ খৃঃ আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু মনুসংহিতানুসারে কলিযুগে (সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সহ) এক সহস্র দুই শত বৎসর মাত্র। সুতরাং ভগবান্ মনুর মতে (৩১০০—১২০০) ১৯০০ পূঃ খৃষ্টাব্দেই কলিযুগ শেষ হইয়াছে, এবং কলিযুগের পর প্রায় ৩৮ শত বৎসর গত হইয়াছে। এই ৩৮ শত বৎসর কোন্ যুগের?

এই প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? টীকাকার মেধাতিথি ও কুল্লূকভট্ট ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মীমাংসা সন্তোষকর নহে। মেধাতিথি বলেন

"প্রকৃতত্বাদ্দৈবিকানি বর্ষাণি পরিগৃহ্যন্তে।"

কুল্লূকভট্ট বলেন—

"বর্ষসংখ্যা চেয়ং দিব্যমানেন।"

অর্থাৎ যুগ কালনির্ণয় সম্বন্ধে যে বর্ষ সংখ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাকে দৈব বৎসর বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। * জিজ্ঞাসা করি, কেন? মূলে ত দৈব বৎসরের কোনও উল্লেখ নাই। যুগসংখ্যা-নির্দ্দেশক বর্ষগুলিকে দৈব বৎসর বলিয়া ধরিলে, আয়ুঃসংখ্যা নির্দ্দেশক (৮৩ শ্লোকোক্ত) বৎসরগুলিকে দৈববৎসর বলিয়া ধরা হইবে না কেন? কিন্তু টীকাকারগণ আয়ুঃনির্দ্দেশক বর্ষসংখ্যাগুলিকে মানববর্ষ বলিয়া ধরিয়াছেন। আয়ুঃনির্দ্দেশক বর্ষগুলি যদি দৈব বর্ষ না হইল, তবে যুগসংখ্যা-নির্দ্দেশক বৎসরগুলি দৈব বৎসর হইল কোন্ যুক্তি বলে? এক পুস্তকের এক অধ্যায়ের, একই অংশের দুইটী শ্লোকের মধ্যে, একটির বর্ষসংখ্যাকে 'দৈব' ও অপরটির বর্ষসংখ্যাকে 'মানব' বৎসর বলিয়া ধরিয়া লওয়া কতদূর যুক্তিসঙ্গত, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। ৬৯ শ্লোকোক্ত বর্ষের সহিত ৮৩ শ্লোকোক্ত বর্ষের যদি কোনও পার্থক্য থাকিত, তাহা হইলে ভগবান্ মনু নিশ্চয়ই তাহাদের পার্থক্য নির্দ্দেশ করণার্থ দুইটি স্বতন্ত্র (দৈব ও মানুষ) শব্দ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু তিনি যখন তাহা করেন নাই, তখন, একই 'বর্ষ' শব্দ দুইটি শ্লোকে দুই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কারণ না থাকা সত্ত্বেও,

---

* এক সহস্র চতুর্যুগে বা ১২০০০০০০ বৎসরে একবার প্রলয় হয়।

(১) বৈদ্যকের মতও এইরূপ। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের ২৩১ অধ্যায়েও এই মতই সমর্থিত হইয়াছে।

(২) এই প্রবন্ধটী গত বৎসরে লিখিত হইয়াছে। তং সং।

* "টীকাকার রামচন্দ্র তৎকৃত মনুভাবার্থচন্দ্রিকা নামক টীকায় যুগ সংখ্যা নির্দ্দেশক বর্ষসংখ্যাকে "দৈব" বলিয়া স্বীকার করেন নাই।"

এরূপ অনুমান করা সুযুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যদি বলেন, দুইটিকেই দৈব বৎসর বলিয়া ধরিয়া লইলে ক্ষতি কি? ক্ষতি বিলক্ষণ আছে। (১ম) দৈব শব্দটি মূলে কোথাও নাই। সুতরাং যাহা মূলে নাই কল্পনা-বলে তাহা সৃষ্টি করা যুক্তিবিরুদ্ধ। (২য়) দুইটিকেই দৈব বৎসর ধরিলে স্বীকার করিতে হয় যে, কলিযুগে মানবের পরমায়ু ১০০ × ৩৬০ = ৩৬০০০ বৎসর!!

আর এক কথা; মানুষের যুগ মানুষের বৎসরেরই ধরা হইবে; এইত সোজা কথা। তাহা না হইয়া মানুষের যুগ দেবতার বৎসরে গণনা করা যাইবে, এ কি রকম উল্টা কথা? সোজা পথে না গিয়া অত বিড়ম্বনার দরকার কি? মানবের বর্ষ যদি (দৈব দিবসানুসারে গণিত না হইয়া), মানব দিবসানুসারেই গণিত হয়, তবে মানবের যুগ মানবের বর্ষানুসারে গণিত হইবে না কেন? এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মনুসংহিতা মানবগণের জন্যই প্রণীত হইয়াছিল, দেবতাগণের জন্য উহা রচিত হয় নাই।

এখন দেখা যাউক, মনুর পরবর্ত্তী প্রাচীন ঋষিগণ এবিষয়ে কি বলিয়াছেন। মনুর পরবর্ত্তী স্মৃতিকারগণ (বিষ্ণু * ব্যতীত) এবিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। রামায়ণেও এ বিষয়ের কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তার পর মহাভারত। মনুসংহিতা ব্যতীত মহাভারতাপেক্ষা আর এমন কোনও প্রাচীন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে এ সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ আছে। ভগবান মার্কণ্ডেয় পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছিঃ—

"যংহ্যেব পুরুষোবেদ দেবা অপি ন তং বিদুঃ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বমাশ্চর্য্যমেবৈতন্নির্বৃর্ত্তং রাজসত্তম।
আদিতো মনুজব্যাঘ্র! কৃৎস্নস্য জগতঃ ক্ষয়ে ॥ ২০ ॥
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎ কৃতং যুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্ ॥ ২১ ॥
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতাযুগমিহোচ্যতে।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্ ॥ ২২ ॥
তথা বর্ষসহস্রে দ্বে দ্বাপরং পরিমাণতঃ।
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্ ॥ ২৩ ॥
সহস্রমেকং বর্ষাণাং তথা কলিযুগং স্মৃতং।
তস্য বর্ষশতং সন্ধিঃ সন্ধ্যাংশশ্চ ততঃ পরম্ ॥ ২৪ ॥
সন্ধিসন্ধ্যাংশয়োস্তুল্যং প্রমাণমুপধারয়।
ক্ষীণে কলিযুগে চৈব প্রবর্ত্ততি কৃতং যুগং ॥ ২৫ ॥
এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগাখ্যা পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২৬ ॥

বনপর্ব্ব ১৮৮ অঃ।

"হে মনুজসত্তম (যুধিষ্ঠির)! প্রলয়-কালে সমুদায় বিনষ্ট হইলে, অবাঙ্মনস-গোচর পরমেশ্বর হইতেই এই আশ্চর্য্য পরিপূর্ণ সমস্ত জগৎ পুনরায় সৃষ্ট হয়। তাহার প্রথম সত্যযুগ। সেই সত্যযুগের পরিমাণ চতুঃসহস্র বৎসর। ঐ যুগের সন্ধ্যা চতুঃশত বৎসর, এবং সন্ধ্যাংশও সেইরূপ (১)। ত্রেতাযুগ ত্রিসহস্র বর্ষ পরিমিত; উহার সন্ধ্যা ত্রিশত বৎসর,

* বিষ্ণু স্মৃতির বিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, দ্বাদশ শত 'দৈব' বৎসর কলিযুগের পরিমাণ। কিন্তু বিষ্ণু স্মৃতির প্রাচীনত্ব স্বীকারে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম। এই স্মৃতির বিংশ অধ্যায়ে "বাসাংসি জীর্ণানি" ও "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি" প্রভৃতি মহাভারতান্তর্গত গীতোক্ত কয়েকটী শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত থাকায় এবং ইহার অষ্টনবতিতম অধ্যায়ে ভগবানের অষ্টমাবতার শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ থাকায়, ইহা যে মহাভারতের পরবর্ত্তী কালের, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। আমরা দেখাইব, মহাভারতোক্ত যুগসংখ্যায় 'দৈব' বৎসরের কোনও উল্লেখ নাই, বরং তাহাতে যুগসংখ্যোক্ত বর্ষগুলিকে স্পষ্টাক্ষরেই 'মানব' বর্ষ বলা হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে, মহাভারতের পরবর্ত্তী কালে যুগসংখ্যানির্দ্দেশক বর্ষগুলি 'দৈব' বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল।

(১) এই শ্লোকের টীকায় নীলকণ্ঠ দৈব বৎসরের কোনও উল্লেখ করেন নাই। বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদকগণ এস্থলে 'দৈব' শব্দটী বসাইয়া দিয়াছেন।

এবং সন্ধ্যাংশও তাদৃশ। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দ্বিসহস্র বৎসর; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে দ্বিশত বৎসর। কলিযুগ এক সহস্র বর্ষ-মাত্রাত্মক; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে এক শত বৎসর। হে মহারাজ! কলিযুগ ক্ষয় হইলে পুনরায় সত্যযুগ সমুপস্থিত হয়। এই দ্বাদশ সহস্র বার্ষিকী যুগসংখ্যা পরিকীর্ত্তিত হইল।"

এই মার্কণ্ডেয়োক্তির সহিত মনূক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। এখানে, এমন কি, সমগ্র মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়ের কোন স্থানেই দৈব বৎসরের কোন নাম গন্ধ নাই। সুতরাং মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের মতেও ১২ শত "মানব বর্ষই" কলিযুগের অবস্থিতি কাল।

এখন দেখা যাউক, এ বিষয়ে ভগবান্ বেদব্যাসের মত কি? ভগবান্ বেদব্যাস্ স্বীয় পুত্র শুকদেবকে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"মাসঃ স্মৃতো রাত্র্যহনী চ ত্রিংশৎ
সম্বৎসরো দ্বাদশ মাস উক্তঃ।
সম্বৎসরং দ্বে অয়নে বদন্তি
সংখ্যাবিদো দক্ষিণমুত্তরঞ্চ॥
পিত্র্যে রাত্র্যহনী মাসঃ প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
কৃষ্ণোঽহঃ কর্ম্মচেষ্টায়াং শুক্লঃ স্বপ্নায় শর্ব্বরী॥
দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষঃ প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নম্ রাত্রিঃস্যাদ্দক্ষিণায়নম্॥
যে তে রাত্র্যহনী পূর্ব্বে কীর্ত্তিতে "জীবলৌকিকে"।
তয়োঃ সংখ্যায় বর্ষাগ্রং ব্রাহ্মে বক্ষ্যাম্যহক্ষপে॥
পৃথক্ সম্বৎসরাগ্রাণি প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ।
কৃতে ত্রেতাযুগে চৈব দ্বাপরে চ কলৌ তথা॥
চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাং তৎকৃতং যুগং।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সংন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সন্ধ্যাংশেষু ততস্ত্রিষু।
একপাদেন হীয়ন্তে সহস্রাণি শতানি চ॥
... ...
এতাং দ্বাদশসাহস্রীং যুগাখ্যং কবয়ো বিদুঃ।
সহস্র পরিবর্ত্তন্তদ্ ব্রাহ্মং দিবসমুচ্যতে॥

ত্রিশ অহোরাত্রে এক মাস এবং দ্বাদশ মাসে এক বৎসর কথিত হইয়া থাকে। সংখ্যাবিদ্ ব্যক্তিগণ বলেন, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন এই অয়ন দ্বয়ে এক বৎসর হয়। মনুষ্যলোকের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্রি হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের কর্ম্ম করিবার ও শুক্লপক্ষ নিদ্রা যাইবার সময়; অর্থাৎ কৃষ্ণ পক্ষ তাঁহাদের দিবস ও শুক্লপক্ষ তাঁহাদের রাত্রিরূপে কথিত হইয়া থাকে। মানবগণের এক বৎসরে দেবতাদিগের অহোরাত্র হয়। তন্মধ্যে উত্তরায়নে তাঁহাদের দিবস ও দক্ষিণায়নে তাঁহাদের রাত্রি হয়। "ইতিপূর্ব্বে যে জীবলোকের দিনযামিনীর বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি তদনুসারে" অর্থাৎ মানব পরিমাণানুসারে ব্রহ্মার দিবা রাত্রি ও সম্বৎসরের এবং সত্যাদি যুগ চতুষ্টয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে পৃথক্ পৃথক্ বলিতেছি।* চারি সহস্র বর্ষ সত্যযুগের পরিমাণ, পূর্ব্বচারিশত বৎসর উহার সন্ধ্যা, ও উত্তর চারিশত বৎসরে উহার সন্ধ্যাংশ হয়। অন্যান্য তিন যুগ এবং তাহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ যথাক্রমে ক্রমশঃ এক সহস্র ও এক শত

* এই দুই শ্লোকের বর্দ্ধমান রাজবাটীর পণ্ডিতগণকৃত অনুবাদ এই—জীবলোকের দিন যামিনীর বিষয় যাহা কীর্ত্তন করিয়াছি, তদনুসারে ক্রমশঃ যাহা দেবলোকের দিবারাত্রি কথিত হইল, সেই দৈব পরিমাণে দ্বিসহস্র বৎসরে ব্রহ্মার এক অহোরাত্রি হয় ইত্যাদি।" এই অনুবাদ যে মূলানুযায়ী হয় নাই ও স্বকপোলকল্পিত তাহা, যাঁহারা কিঞ্চিৎমাত্রও সংস্কৃত জানেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। পাঠকগণ দেখিবেন, মূলে এমন কোনও কথাই নাই যাহাদ্বারা "তদনুসারে ক্রমশঃ যাহা দেবলোকের দিবারাত্রি কথিত হইল, সেই দৈব পরিমাণে দ্বিসহস্রবৎসর" এইরূপ কোনও ভাব প্রকাশ পাইতে পারে। এই ভাবটুকু সম্পূর্ণ কপোল কল্পিত। পরলোকগত মহাত্মা কালীপ্রসন্নসিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এই—"পূর্ব্বে এই মানুষলৌকিক যে যে দিবারাত্রি কথিত হইয়াছে, আমি সেই দিবারাত্রি গণনা করিয়া ব্রহ্মার দিবারাত্রি ও সম্বৎসর আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।" এই অনুবাদ শুদ্ধ হইলেও অতি সংক্ষিপ্ত!

বৎসর কমিয়া যায়। কবিগণ এই দ্বাদশ সহস্র বর্ষকে (দৈব) যুগ বলিয়া থাকেন, ইহারই সহস্র পরিমিত বর্ষে ব্রহ্মার এক দিবস হয়। (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ২৩১ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।)

উপরি উদ্ধৃত পংক্তিগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, ভগবান বেদব্যাস প্রথমতঃ মানব, পৈত্র্য ও দৈব, এই ত্রিবিধ বর্ষের পৃথক্ পৃথক্ পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া, পরে প্রথমোক্ত মানববর্ষানুসারেই যুগাদির পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন। "যেতে রাত্র্যহনী পূর্ব্বে" এই শ্লোকের দ্বারা ভগবান বেদব্যাস ইহাই বলিতেছেন যে, যুগসংখ্যা নির্দ্দেশক বর্ষগুলি 'দৈববর্ষ' নহে, পৈত্র্য বর্ষও নহে,প্রকৃত পক্ষে সেগুলি 'মানববর্ষ'। মানবের দিবসানুসারে মানববর্ষ ও মানববর্ষানুসারে মানবগণের যুগগণনা করাই যুক্তিসঙ্গত ও বিধেয় বলিয়া, ভগবান্ বেদব্যাস মানুষের যুগ মানব-বর্ষানুসারেই গণনা করিয়াছেন।

ভগবান্ বেদব্যাসের শিষ্য ও প্রতিনিধি বৈশম্পায়নও হরিবংশে এই কথাই বলিয়াছেন। আবশ্যক বোধে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"চত্বার্য্যেব সহস্রাণি বর্ষাণান্তু কৃতং যুগং।
তাবৎ শতী ভবেৎ সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথা নৃপ॥
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি ত্রেতা স্যাৎ পরিমাণতঃ।
তস্যাশ্চ ত্রিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥
তথা বর্ষসহস্রে দ্বে দ্বাপরং পরিকীর্ত্তিতং।
তস্যাপি দ্বিশতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চৈব তদ্বিধঃ॥
কলির্বর্ষসহস্রঞ্চ সংখ্যাতোঽত্র মনীষিভিঃ।
তস্যাপি শতিকা সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ॥
এষা দ্বাদশসাহস্রী যুগসংখ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
দিব্যেনানেন মানেন যুগসংখ্যাং নিবোধ মে॥
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগং।
যুগং তদেকসপ্তত্যা গুণিতং নৃপসত্তম॥
মন্বন্তরমিতি প্রোক্তং সংখ্যানার্থবিশারদৈঃ॥ ইত্যাদি
হরিবংশে ৮ম অধ্যায়ঃ।

"চারি সহস্র সম্বৎসর কৃত অর্থাৎ সত্য যুগের পরিমাণ, ইহাতে চতুঃশতী সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ বিশেষ হয়। তিন সহস্র বৎসর ত্রেতাযুগের পরিমাণ, ত্রেতার ত্রিশতী ও অপর এক সন্ধ্যাংশ। দুই সহস্র বৎসর দ্বাপর যুগের পরিমাণ, দ্বাপরযুগে দ্বিশতী সন্ধ্যা ও তথাবিধ সন্ধ্যাংশ। এক সহস্র বৎসর কলিযুগের পরিমাণ, ইহার সন্ধ্যা শতবর্ষ ও সন্ধ্যাংশ তথাবিধ। মহারাজ! মানুষ পরিমাণানুসারে দ্বাদশ সহস্র সম্বৎসরে যে চারি যুগ হয় তাহার সংখ্যা কীর্ত্তন করিলাম। সম্প্রতি দেবতাগণের পরিমাণানুসারে যুগসংখ্যা কিরূপ তাহা শ্রবণ করুন। সংখ্যাতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, মানুষ পরিমাণে যে সময়ে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি পূর্ণ যুগ হয়, এক সপ্ততিগুণ সেইরূপ সময়ে অর্থাৎ এক সপ্ততি সংখ্যক মানুষ চতুর্যুগে মনুর এক যুগ হয়; মনুর এই যুগকেই মন্বন্তর বলা হয় ইত্যাদি।" (প্রতাপচন্দ্র রায়ের প্রকাশিত (১২৮৭ সাল) হরিবংশ বঙ্গানুবাদ ১২ পৃঃ।)

হরিবংশের আরও এক স্থলে (১৯০ অধ্যায়ে) যুগকালের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সেখানেও 'দৈব' বর্ষের কোনও উল্লেখ নাই।

যখন দেখিতেছি, মহর্ষি মনু, মহামুনি মার্কণ্ডেয় ও মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস—সকলেই যুগকাল নির্ণয় সম্বন্ধে একমত, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই উক্ত যুগকালনির্দ্দেশক বর্ষসংখ্যাকে ইঙ্গিতেও "দৈব বৎসর" বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, বরং ভগবান্ বেদব্যাস ও তৎশিষ্য বৈশম্পায়ন উক্ত বর্ষ সংখ্যাকে স্পষ্টাক্ষরেই "মানব বর্ষ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া সে গুলিকে কল্পনাবলে "দৈব" বলিয়া ধ-

রিয়া লইতে পারি। সুতরাং মন্বাদি প্রাচীন ঋষিগণের মতে কলিযুগের অবস্থিতি-কাল মানব পরিমাণের ১২ শত বৎসর মাত্র। কিন্তু এদিকে পঞ্জিকাকার-গণের মতে কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রায় ৫ সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। এই পাঁচ সহস্র হইতে কলিযুগের ১২ শত বৎসর বাদ দিলে ৩৮ শত বৎসর বাকী থাকে। এই ৩৮ শত বৎসর কোন্ যুগের? ইহাই প্রশ্নের কারণ যে এটা কোন্ যুগ?

THE RELIGION OF LOVE. INTENDED FOR ALL SECTS AND CHURCHES.

BY A HINDU.

(Continued from the last number)

CHAPTER VI.

Of Nobleness.

1. Man hath got a sense of nobleness in him.

2. This sense of nobleness in man maketh him perceive that the soul is nobler than the whole material universe. It maketh him perceive that the world is ignoble and God and the soul are noble. The soul is not satisfied with only the noble which is worthy of its own intrinsic nobility. There is no happiness in the little. There is only happiness in the infinite. The infinite is to be sought after.

3. It is this sense of nobleness which maketh man perceive that the inferior passions, such as lust and anger, and the inferior emotions such as fear and hatred, are essentially very ignoble things, though necessary for the preservation of the universe in a form regulated by the dictates of moality. Lust is such a dirty passion that men would not have indulged in it even in its lawful form, if nature had not provided a temporary intoxication without the aid of intoxicants at the time. Unregulated lust is the leprosy of the soul. Lust is very different from love. Lust is of hell hellish; love not alloyed by lust in the slightest degree is always divine.

4. The object of our being placed here is the attainment of nobleness, and by means of that, the Absolutely Noble. All men acknowledge the truth of the assertion that we should be noble by our passionate admiration for nobleness. Even in the exercise of common politeness, a man is required to make self-sacrifice or, in other words, to show nobleness, though the man, who behaveth politely, may not be actually noble in heart. Mark again how a noble act is talked of in society and praised in the public prints. Men surely have a passionate admiration for nobleness.

5. For the attainment of nobleness constant communion with God in this world is the only thing necessary. Man cannot be noble without the constant company of the Absolutely Noble, and be thus prepared for the ineffable enjoyment of that company through all eternity. Although I said before that we cannot commune with God unless we undergo a previous process of selfdiscipline, moderating the fierceness of the passions and tranquilizing the mind, absolute sinlessness is not an imperative condition of communion. If that had been so, very few men in the world could have communed with Him. On the contrary, it is constant communion with God only that can make a man absolutely sinless as much as such absolute sinlessness can be attained on this earth. No other thing can.

6. Constant communion with God can not only give us the negative virtue of sinlessness, but also positive virtues. By constant companionship with the Absolutely Noble a man attaineth noble virtues and becometh truly noble. His very countenance reflecteth his nobility. Him do all beings desire.

7. As a bird hatcheth its egg, so God doth the human soul, developing it into a god.

8. The soul of the man, immersed in sensual pleasure, though of an innocent character, is weak and not strong enough to enjoy the highest communion with God in this world, and attain God-Being and God-Felicity or in other words, divine life and divine

bliss. The man who acquireth nobleness by suffering afflictions with fortitude and dependence upon God, is thereby made fit for the highest communion mentioned above wherefore afflictions through mercy are sent to all.. Would that man avail himself of the same! Afflictions are useful for their bringing out the nobility in man's character.

9. Great nobleness hath been already attained when we are able to say with our whole heart with the writer in the Bible: "Although He slay me yet will I trust in Him;" with Lady Fanshawe "Lord'! plant a thorn in every gourd of mine so that I may not forget thee, and with Vidura in the Mahabharata, "Plunge me always in misery so that I may constantly remember thee." Love of God maketh the world a snake deprived of its poisonous fangs.

10. Afflictions make the mind tender and soft and thereby make it fit for exercising true kindness towards others. This kindness should not be exercised towards man only but towards all beings, for as happiness and misery are with regard to us so it is with regard to all beings.

11. When thou art placed in this world thou must suffer affliction. When that is inevitable it is stupid to fret and kick against the pricks, and wise to sweeten it by love of God and thereby make it a means of attaining true happiness. Even common worldy prudence and shrewdness would lead a man to do so.

12. We should neither be elated by joy nor depressed by sorrow. If we allow the mind to be elated by joy, it would be fostering its sensitiveness. If the mind remain sensitive, it would be as much depressed by sorrow as elated by joy. The wise man is neither subject to elation nor to depression of spirits. In proportion to his insensibility to worldly pleasure or pain, doth his sensibility to spiritual joy increase.

13. In spite of every precaution we must be ill at times. By exercise of will-force, patience and communion with God, we get on such occasions a very good opportunity of ennobling our nature. Such unpreventible diseases are therefore to be welcomed as agreeable guests. They are medicines for the soul. If we are however conscious that the disease could have been prevented if we had taken ordinary precautions, it giveth almost as much pain to the mind as the violation of a moral law. In such cases we should meekly suffer them as punishments sent by God.

14. The process of religion is a reversing process. We are accustomed from infancy to see visible things. We should reverse the process and accustom ourselves to see invisible things as if they were visible. We are accustomed to love worldly things. We should reverse the process and love things beyond the world as we do worldy things. The world by habit hath become bright and congenial to us as day and God dark and uncongenial as night. We should reverse the process and make the world dark and uncongenial to us as night considering its transitoriness and hollowness, and God bright and congenial as day though performing worldly work as duty with cheerfullness and attention to the minutest details in obedience to the Lord. We should renounce sin-fostering worldly habits and contract contra-habits. The contraction of these contra-habits is the principal thing required by religion. We should crucify nature and cast off the old man. We should be dead to the world and be alive to things spiritual. We should be born again with new senses, new desires, new feelings and new appetites all of a spiritual character. In short, we should attain the Divine Life. The attainment of the new life constituteth the highest nobility of man.

15. He who hath been made a noble by the King of kings, entereth His joy. He that knoweth the joy of the Lord, doth not fear any. He that knoweth the joy of the Lord, doth not fear at all.

প্রাপ্তিস্বীকার।

১। আত্মতত্ত্ব (শ্রীবেণীমাধব চন্দ্র প্রণীত।)

২। জীবন ছায়া—(শ্রীশ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত)—ইহাতে ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধীয় অনেকগুলি ভাল কথা আছে। ইহা পাঠ করিলে অনেকের উপকার হইতে পারে।

স্বরলিপি।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

কর্ণাটি তিলক কামোদ—তেওরা।

বিঘ্ন হরণ, প্রভু, শান্তিদাতা, পাতা, করুণাসিন্ধু, প্রেমাধার, হৃদয়-সখা
জগজন-গুরু মহান।
অখিল ধারণ, পরম কারণ, পতিত পাবন, সনাতন, বিভু,
সফল কর মম প্রাণ হৃদি মন, কর হে আনন্দ সুধা দান।
সকল শুভদাতা, অনন্ত মঙ্গল আকর, যাচি তব দ্বারে,
দাও হে চিত্ত-প্রসাদ, প্রেম বিমল, শুভকরী বিদ্যা,
দাও চরণপ্রান্তে স্থান।

৩—২—২।১

।৩´।১।২।

॥ সা ^মগা মা। পা ধা। না র্সা। র্রা -া ঞা। ধা -া। পা -া। র্সা -ঞা ধা। পা মা।
॥ বি ঘ্ন, হ। র ণ। প্র ভু। শা — ন্তি। দা —। তা —। পা — তা। ক রু।

। গা -া। মা -া ঞা। ধা -পা। মা -া। গা -া -া। সা সা। গা রা। গা -া -া। সা সা।
। ণা —। সি — ন্ধু। প্রে —। মা —। ধা — র্। হৃ দ। য়, স। খা — —। জ গ।

। গা মা। পা ঞা ধা। পা -মা। গা -া ॥ রা রা গা। মা মা। পা পা। ধা -া মা। গা -া।
। জ ন। গু রু, ম। হা —। — ন্ ॥ বি ঘ্ন হ। র ণ। প্র ভু। শা — ন্তি। দা —।

। রা -া। মা -া গা। রা সা। ন্া -া। সা -া মা। গা -া। ন্সা -রা। সা -া -া। ন্া ন্া।
। তা —। পা — তা। ক রু। ণা —। সি — ন্ধু। প্রে —। মা —। ধা — র। হৃ দ।

। ধ্া -ন্া। ধ্া প্া -া। সা সা। রা রা। গা রা মা। গা -রা। -ন্সরসন্া -সা॥ মা মা পা।
। য় —। স খা —। জ গ। জ ন। গু রু, ম। হা —। —— ন্॥ অ খি ল।

। না -া। র্সা র্সা। র্সা র্সা র্গর্রা। র্গর্মা -র্গা। র্রা র্সা। র্সা র্সঞা ধা। পা -মা। মা গা।
। ধা —। র ণ। প র ম। কা —। র ণ। প তি ত। পা —। ব ন।

। গা গা -গা। গা রা। রা সা। সা মা গা। মা পা। না না। র্সা -া র্সা। র্সর্গা র্রা। র্গা র্মা।
। স না —। ত ন। বি ভু। স ফ ল। ক র। ম ম। প্রা — ণ। হৃ দি। ম ন।

। র্গা র্রা র্সা। র্সা -া। -ঞা -া। ধা -া পা। ধা পমা। গা -া॥ পা পা না। র্সা র্রা।
। ক র হে। আ —। — —। ন — ন্দ। সু ধা। দা ন্॥ স ক ল। শু ভ।

। ^র্সনা -া। র্সা -া -া। র্সা র্সা। র্গর্রা র্গা। র্গা র্মা -া। র্গা র্গা। র্রা -র্গা। র্সা র্সা -া। পা -া।
। দা —। তা — —। অ ন। — ন্ত। ম — —। ঙ্গ ল। আ —। ক র —। যা —।

। পা পা। ধা মা -গা। রা -া। -া -া। রা -া পা। পা -া। ধা ধা। মা -া পা। পা -া।
। চি, ত। ব, দ্বা —। রে —। — —। দা ও হে। চি —। ত্ত, প্র। সা — দ। প্রে —।

। না র্সা। র্রা র্রা -া। র্সা র্সা। র্রা র্গা। র্রা -র্গা -র্রা। -র্সা -া। র্মা -া। র্গা -া -া।
। ম, বি। ম ল —। শু ভ। ক রী। বি — —। — —। দ্যা —। দা ও —।

। র্রা র্গা। ^রর্সা -া। র্সা -া পা। ধা -া। -মগা -রা॥॥
। চ র। ণ —। প্রা — ন্তে। স্থা —। — ন্॥॥

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা

	মূল্য।
প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১ম ভাগ	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	৷৷০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৶০
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	৻১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তবাহ্য	৻১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৻৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৶০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴০
প্রবচন সংগ্রহ	৴০
ব্রহ্মোপাসনা	৴০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৶০
দশোপদেশ	৷৷০
মাঘোৎসব	৷০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶৴০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	৷০
ধর্ম্মশিক্ষা	৶০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴০
দুর্গোৎসব	৴০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুর কৃত	৴০
ব্রহ্মসঙ্গীত (সম্পূর্ণ ৮ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত ৮ম ভাগ	৷০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷০

	R. A. P.
A Discourse against Hero-making in Religion	" 12 "
Hindoo Theism	" 1 "
Theist's Prayer Book	" 1 "
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "

	মূল্য
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	৷৷০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸০
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২৲
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ (২য় সংস্করণ)	৷৷৶০
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	৷০
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	৴০
সার ধর্ম্ম	৴১০
সার ধর্ম্ম (অনুক্রম)	৴০
সেকাল আর একাল	৷৷০
তাম্বূলোপহার ১ম ভাগ	৴০
ঐ ২য় ভাগ	৴০
ব্রহ্ম সাধন	৶০

	R. A. P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	" 4 "
Brahmic Questions of the Day	" 6 "
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "
Adi Brahmo Samaj as a Church	" 3 "
A Reply to the Query, "What is Brahmoism?	" 4 "
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "
Science of Religion	" 4 "
Hindu Theists' Brotherly Gift to English Theists	" 4 "
Old Hindu's Hope	" 4

	মূল্য
তত্ত্ববিদ্যা	১৷৷০
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৶০
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৶০
Ontology	1 " "
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৶০
বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড	১৷৷০
বেদান্ত প্রবেশ	১৲
সৃষ্টি	১৲
প্রলয় তত্ত্ব	৷৷০
পরলোকতত্ত্ব	১৷৷০
(উপরের পাঁচখানি) একত্রে লইলে	
হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ	১৲
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	১৲
অধিকারতত্ত্ব	
বিজ্ঞানামৃত	১৲
জীবনের সদ্ব্যবহার	
উপহার (কাপড়ে বাঁধা)	৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১৷০
উদ্গীথা	৷০

	মূল্য।
গ্রন্থমালা	৶১০
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১৲
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵০
ডায়েরী	॥০
বেদান্ত দর্শন (টীকা ও কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদসহ) ৩৮ খণ্ড	১২৸/০
পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট	২৲
সাঙ্খ্য সূত্র (টীকা ও অনুবাদসহ)	১॥০
সাঙ্খ্য-দর্শন ১ম ভাগ	৸০
সাঙ্খ্য-দর্শন ২য় ভাগ	৸০
চরিত্রানুমান বিদ্যা ১ম খণ্ড	॥০
অক্ষর-চরিত (সচিত্র ও সমূলক)	।৵০
আদর্শ নারী	।০
বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাঁহার উপদেশ	/৫
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী	।০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৩৲
ঐ (পকেট এডিসন)	।০
ছায়াময়ী পরিণয়	॥০
পরমকল্যাণ গীতা	১৲
পরমকল্যাণ গীতা (হিন্দি)	১৲
শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত	॥০
পরাশর সংহিতা	॥০
শ্রীলাক্ষ ব্রহ্ম বা জগন্নাথ	॥০
হস্তামলক	৵০
সেন রাজগণ	॥০
জোয়ানের জীবন চরিত	॥০
Who is Christ ?	" " 6
Miracles, or the Weak Points of Revealed Religion.	" 8 "
সঙ্গীতমঞ্জরী	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা	॥৵০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	৶১০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	৶০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	১৲
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী (বাঁধান)	৩॥০
English Works of Raja Rammohun Roy Vol. 1	3 " "
Do. Vol. 11	5 " "
হিন্দুধর্ম্ম নীতি	১৲
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র (তাৎপর্য্য সহিত)	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান জনসমাজের সম্বন্ধ	/০
উপদেশ	৴১০
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার	৴১০
বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ক মনুর মত	।০

	মূল্য।
নীতি-কবিতাবলী	।০
নীতি পদ্য	০
নীতি প্রভা	৵০
প্রকৃত ধর্ম্ম পথ	৴১০
ব্রহ্মজ্ঞান	৴১০
Hinduism	4 "
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি (হিন্দি)	/০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড (বাঙ্গালা)	৵০
গৃহকর্ম্ম	।০
ধর্ম্মদীক্ষা	/০
সঙ্গীত মুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে	।০
ঐ তৃতীয় ভাগ	।০
ঐ চতুর্থ ভাগ	।৵০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
প্রশ্নমঞ্জরী	॥০
প্রভাত-কুসুম	।/০
কুমারশিক্ষা	।০
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	।৵০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত	১৲
পুনর্জ্জন্ম আছে কি না ?	/০
পঞ্চোপনিষৎ	॥০
মহাত্মা রামমোহন রায় (পদ্য)	৴১০
একতাব্রত কাব্য	৶১০
Memoir of Raja Ram Mohan Roy	1 " "
Universal Religion	" 8 "
Band of Hope	" 1 "
ধর্ম্ম পরিচয় ১ম ভাগ	৵০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	॥০
বক্তৃতা মঞ্জরি	৶০
সুত্ত-নিপাত (বৌদ্ধধর্ম্ম)	১॥০
উপষ্টম্ভ (ঐ)	।/০
চিন্তা বিন্দু	৴১০
বালক বন্ধু	/০
তত্ত্ব বিচার	।৵০
সুরাপান বা বিষপান	॥০
স্বর্গের চাবি	৵০ } একত্রে লইলে
পারের নৌকা	৵০ } ৶০
হরিলীলা ১—৪র্থ ভাগ	১৵০
বনফুল	।/০
দেবতত্ত্ব	॥০
মনোহর শায়ী ব্রহ্মসঙ্গীত	।০
Essay on happiness	1 " "
History of Warren Hastings	1 " "
দামিয়েনের জীবনচরিত	॥০
কমলাকান্ত পদাবলি	৸০
আহার বিজ্ঞান	/০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়-সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প (২য় সংস্করণ)	।৵০
আর্য্যাবর্ত্ত (জনৈক হিন্দু মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত)	॥০
পাগলের—পাগলামি	।০

ত্রয়োদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

ভাদ্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

৪৮৯ সংখ্যা ১৮১৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৯। কলিগতাব্দ ৪৯৯৩। ১ ভাদ্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।৶৹। ডাক মাশুল।৶৹ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চাশৎ বৎসর।

আজ একটী সুখের সংবাদ তত্ত্ববোধিনীর পাঠকদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি। প্রকাশের দিন হইতে এই পত্রিকা আজ পঞ্চাশৎ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয় ১৭৬১ শকে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ১৭৬৫ শকে এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই দারিদ্র্য-নিপীড়িত বঙ্গদেশে যে এত দীর্ঘকাল ইহা জীবিত রহিয়াছে ইহার মূল কেবল করুণাময়ের কৃপা। যখন বাঙ্গালাভাষার নিতান্ত শৈশব অবস্থা, যখন দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের উচ্চ অঙ্গ সকল বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করে নাই, যখন জ্ঞানে ধর্ম্মে চিরাগত কুসংস্কার এদেশকে অধিকার করিয়াছিল, সেই দুর্দ্দিনে এই তত্ত্ববোধিনীর জন্ম। জন্মাবধি ইহা এতাবৎ কাল প্রতিজ্ঞাত দেশহিতকর পবিত্র ব্রত অকাতরে বহন করিয়া আসিতেছে। বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া সত্য-ধর্ম্মের জ্যোতি দেশ বিদেশে বিস্তার করিয়াছে, সদাচার ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিয়াছে, স্বদেশ ও বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছে এবং লোকের ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত ভ্রান্ত সংস্কার অনেক পরিমাণে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে। যদি রামমোহন রায় হইতে বর্ত্তমান বঙ্গের একটী নূতন যুগ গণনা করা যায় তবে সেই যুগের এই তত্ত্ববোধিনীই মুখপত্র ছিল। ইহাতে কি আধ্যাত্মিক কি সামাজিক কি নৈতিক যে কোনরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ হউক লোকে বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিত এবং সেই সমস্ত উপদেশ অনুসারে অনেকেই কার্য্য করিত। আমিষাহার, বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, কৌলীন্য ও মদ্যপান প্রভৃতির বিরুদ্ধে এই পত্রিকায় নানারূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত, তদ্দ্বারা জনসমাজের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইয়াছিল। এমন কি এই বঙ্গদেশে আজও অনেক লোক আছেন যাঁহারা এই তত্ত্ববোধিনী দ্বারা বিশেষরূপ প্রবুদ্ধ হইয়া শরীর মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেছেন। তত্ত্ববোধিনী প্রথমাবস্থায় যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিশদ

ব্যাখ্যা করিয়াছেন এই বঙ্গদেশে আজও এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা তত্ত্বালোচনার প্রসঙ্গ হইলে সেই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন করিয়া স্বমত সমর্থন করিয়া থাকেন। ফলত ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে এক এই তত্ত্ববোধিনী নব্য বঙ্গের গঠন কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। বলিতে কি ইহা বঙ্গ দেশকে চিরনিদ্রা হইতে জাগাইয়া তুলিয়া ইহার মনে নূতন বল ও নূতন স্ফূর্ত্তির সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। আজ ইহার পঞ্চাশত বর্ষ বয়ঃক্রম। এতাবৎ কাল ধর্ম্ম, সমাজ, ভাষা প্রভৃতি অনেক বিষয়ের সংস্কার করিয়া আজ ইহা পঞ্চাশত বর্ষে উপনীত হইয়াছে। এই অর্দ্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে এইদেশে কত সুলেখকের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইল এই তত্ত্ববোধিনীতে তাঁহাদের অনেকেরই অবশেষ দৃষ্ট হইবে। ইহা বঙ্গ সাহিত্যের একটী বৃহৎ ভাণ্ডার। প্রাচীন কালের বিখ্যাত লোকদিগের মধ্যে অনেকেরই জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট দৃষ্ট হইবে। এখন যে চিরাগত উর্দু মিশ্রিত যৎকুৎসিত আদালতি বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে সুমার্জিত ভাষা প্রচলিত হইয়াছে এই তত্ত্ববোধিনীই তাহার অন্যতর প্রধান কারণ। ফলত যিনি এই পত্রিকা আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন নানা বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব যে তাঁহার সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইবে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন বর্ত্তমানে লোকের রুচি বড় বিকৃত হইতেছে। এজন্য যে সমস্ত পত্রে হিংসা দ্বেষ নিন্দা গ্লানি পরিপূর্ণ তাহারই প্রতিপত্তি অধিক এই কথাটী কতদূর ঠিক তাহা বিচার না করিলেও ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে কোনও রূপ কুরুচির পরিচায়ক না হইয়া তত্ত্ববোধিনী সৌভাগ্য ক্রমে এতাবৎ কাল পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। এই পত্রিকা আজ পঞ্চাশৎ বর্ষে উপনীত। যাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় এবং বিশেষ তত্ত্বাবধানে এতাবৎ কাল ইহার সুমার্জিত রুচি ও গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণ রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে তিনি অদ্যাপি জীর্ণ দেহে জীবিত থাকিয়া ইহার যে এইরূপ দীর্ঘ জীবন দেখিতে পাইলেন ইহা আমাদেরই সৌভাগ্য। পরিশেষে মঙ্গলালয় পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ—যাঁহার করুণাস্রোত ভূতলশায়ী মুমূর্ষু বঙ্গভূমিকে একাল পর্য্যন্ত জ্ঞানধর্ম্মে অমৃতবারিতে সজীব রাখিয়াছে।

আন্দুল আত্মোন্নতি সভা।

গৃহবিবাদ পরিত্যাগ কর সত্যকে অবলম্বন কর। *

"ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥"

হে কেশব, আমি আর অবস্থান করিতে সক্ষম হইতেছি না; আমার মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছে এবং আমি অমঙ্গলসূচক চিহ্ন সকল দর্শন করিতেছি।

অর্জ্জুন কৃষ্ণকে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। একবার মহাভারতের সেই দুরন্ত সময় ভাবিয়া দেখ। চারিদিকে মহাকোলাহল, মহাত্রাস লাগিয়া গিয়াছে। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইবে; অধর্ম্মের সহিত ধর্ম্ম সংগ্রাম করিবে। দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ নানা অসৎ উপায়ে নিরপরাধী যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অবশেষে যখন পাণ্ডবগণ তাহাদিগের কূট কৌশল হইতে রক্ষা পাইয়া আপনাদিগের ন্যায্য অধিকার

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

সকল পরিত্যাগ করিয়াও বাসোপযোগী পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিলেন, তখন দুর্য্যোধন প্রত্যুত্তরে বলিল যে, যুদ্ধ করিয়া লইতে না পারিলে সূচ্যগ্র পরিমিতও ভূমিখণ্ড দেওয়া হইবে না, পঞ্চগ্রাম তো দূরের কথা। তখন উভয় পক্ষ হইতে যুদ্ধ ঘোষণা হইল। একদল অধর্ম্মের উপর, পাশব বলের উপর রাজ্যের ভিত্তি দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতেছে; অপর দল ধর্ম্মের জয়ঘোষণা করিয়া ঈশ্বরের ন্যায়রাজ্য সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট।

যুদ্ধ ঘোষণা হইয়াছে—এখনও যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, এই অবসরে কৌরবগণ অনেক গন্যমান্য ব্যক্তিকে অর্থ প্রভৃতি দ্বারা বশীভূত করিয়া স্বদলে আনয়ন করিয়াছেন; পাণ্ডুপুত্রগণও আপনাদিগের প্রকৃত বন্ধুদিগকে স্বদলে সংগ্রহ করিয়াছেন—তন্মধ্যে কৃষ্ণই সর্ব্বপ্রধান। কৃষ্ণ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সারথ্য করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। ক্রমে মহাযুদ্ধের দিন উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন গাণ্ডীবধনু হস্তে করিয়া রথে আরোহণ করিলেন—কৃষ্ণ তাঁহার সারথি হইলেন। কিছু দূরে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত হইয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতেছে। কৌরব সেনাগণ ভীষ্মের আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে এবং পাণ্ডব-সেনাগণ ভীমের আজ্ঞা অপেক্ষা করিতেছে। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন "আমাকে ঐ সেনাদলের মধ্যে লইয়া যাও—আমি দেখিতে ইচ্ছা করি যে কাহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে।"

কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। অর্জ্জুন সেখানে উপস্থিত হইয়াই অবাক্—দেখিলেন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবেরাই যুদ্ধার্থে উপস্থিত। তখন তাঁহার মনে নির্ব্বেদ আসিয়া উপস্থিত হইল; ভাবিতে লাগিলেন যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন? আত্মীয় স্বজনের সহিত সংগ্রাম করিয়া, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া কি সুখী হইতে পারিবেন? কখনই না। তখন তিনি কৃষ্ণকে কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন—

"দৃষ্টেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥
নচ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥
ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈ র্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাংক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ॥

অর্থাৎ এই সকল স্বজনকে যুদ্ধার্থে অবস্থিত দেখিয়া আমি অবসন্ন হইতেছি, আমি অবস্থান করিতেই পারিতেছি না; আর আত্মীয় স্বজনকে বধ করিয়া কোনও মঙ্গল দেখিতেছি না; যাঁহাদিগের সুখের জন্য আমরা রাজ্য প্রভৃতি প্রার্থনা করি, সেই আচার্য্যগণ, পিতৃপিতামহ প্রভৃতি স্বজনেরাই এই যুদ্ধে যখন প্রাণদিতে উপস্থিত, তখন আর আমাদিগের রাজ্য প্রাপ্ত হইলেই বা কি হইবে? তিনি অতি কাতর ভাবে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" স্বজনকে বধ করিয়া, হে কৃষ্ণ, আমরা কেমন করিয়া সুখী হইব?

তিনি আরও বলিলেন যে, যদি কৌরবগণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কুলক্ষয়-জনিত সংগ্রাম-দোষ জানিতে পারিতেছে না, কিন্তু আমরা কুলক্ষয়-জনিত দোষ সকল জানিয়াও কেন এই মহাপাপ সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত না হইব?

"যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহেচ পাতকং॥

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥"

কুলক্ষয় জনিত দোষ কি ?

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥

কুলক্ষয় হইতে ধর্ম্মনাশ হয়, ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম সমস্ত কুলকে আচ্ছন্ন করিয়া

উপসংহারে তিনি তাঁহার প্রাণের কথা খুলিয়া বলিলেন—

"অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ং।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥"

আমরা রাজ্যসুখের লোভে স্বজনবধে উদ্যত হইয়া কি মহাপাপেরই অনুষ্ঠান করিতেছি; যদি অশস্ত্র আমাকে এই কৌরবগণ শস্ত্রের দ্বারা বধও করে, তাহাও আমি মঙ্গলজনক বিবেচনা করি। এইরূপ কাতর বাক্য সকল বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

প্রাতঃস্মরণীয় গীতাকার গৃহবিবাদের ফল কেমন সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতে শত শত হিন্দু আছেন, যাঁহারা গীতাপাঠকে একটী নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে পরিগণিত করেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ভারতবর্ষের অধঃপতনের প্রধান কারণ হইল গৃহবিবাদ। আমরা গৃহবিবাদের ফল এমন প্রত্যক্ষ করিয়াও যে তাহা পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইতেছি না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা জানিয়া শুনিয়াও যে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছি, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় পরিণাম আর কি হইতে পারে? কি কুক্ষণে যে কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম হইয়াছিল, সেই অবধি যেন গৃহবিবাদ ভারতভূমিকে ছাড়িতে চাহে না। ভারতের পুরাকালীন উন্নত অবস্থার সহিত বর্ত্তমানের দারুণ অধঃপতিত অবস্থা তুলনা করিলে কি অশ্রু সম্বরণ করা যায়?

মহাভারতের বর্ণিত জ্ঞাতিবিবাদের ন্যায় আজকাল যদিও জ্ঞাতিবিবাদকে ভারতের ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতে দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু বিরোধ, বিদ্বেষ, বিবাদের ভাব সমস্ত দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে—গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে। আমাদিগের পরস্পরের প্রতি কিছুমাত্র মমতা নাই; আমরা সকলেই নিজেদের শত শত দোষ থাকিলেও অপরের একটী মাত্র দোষ দেখিলেই একেবারে অসহিষ্ণু হইয়া উঠি। এমন কি, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম্ম প্রভৃতি যে কোন বিষয়ে হউক, পরস্পরের মতভেদ হইলেই বিদ্বেষের বিষবৎ পঙ্কিল ভাব আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে। এইরূপ বিদ্বেষভাব থাকাতেই আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে একতা ঘুচিয়া গিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে এই বিদ্বেষভাব এই গৃহবিবাদ থাকাতেই আমরা এত মলিন, এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি।

এখন যে আমরা কথায় কথায় রাজনৈতিক, সামাজিক উন্নতি করিতে

যাই—সে উন্নতির আশা কোথায়? তাহা সুদূর-পরাহত। রাজনৈতিক বিষয়ে আমি বলিতে চাহি না; কারণ রাজনৈতিক উন্নতি জাতীয় সংহতির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে ইহা একেবারে জানা কথা। সামাজিক বিষয়ে দুএকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি। সামাজিক উন্নতি অর্থে এই বুঝি যে সমাজের অন্তর্গত জনসমষ্টির উন্নতি। ব্যক্তি লইয়াই সমাজ। কিন্তু

যখন কেহ অপর কাহারও বিষয়ে কোন রূপ সুখ দুঃখ অনুভব করিতেই শিখে নাই, তখন কে কাহার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইবে? আমাদিগের পরস্পরের প্রতি প্রীতি করিতে শিক্ষা করিতে হইবে, তবে যদি সমাজকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারি। আমাদিগের অন্তর গৃহ-বিবাদের গুপ্ত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে; আমরা সমাজ সমাজ করিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইতেছি কেন? বাহিরের মলিন হাসি কিছুতেই দগ্ধ হৃদয়কে লুক্কায়িত করিতে পারিতেছে না। আমরা বর্ত্তমান ভারতীয় সমাজের যে দিকেই চাহিয়া দেখি, সেরূপ বিশেষ কোন উন্নতিরই চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না; উন্নতির মূল যে একতা, তাহাই যে নাই।

তবে কি এই অবনতি-স্রোতের প্রতিরোধক কিছুই নাই? অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের রাজ্যে কি এমন কিছুই নাই, যাহাকে অবলম্বন করিলে আমরা জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারি; উন্নতির পথে পুনরায় আরোহণ করিতে পারি? আছে—তিনি আমাদিগকে নিঃসহায় ছাড়িয়া দেন নাই। যাহাতে আমরা অনন্ত কাল ধরিয়া উন্নত হইতে পারি, এমন উপায় তিনি আমাদিগের অধিকারে দিয়াছেন। আমরা যদি তাহা গ্রহণ করি, তবে আনন্দ হইতে আনন্দ প্রাপ্ত হইব; আর যদি তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করি, তবে “দুর্ভিক্ষাৎ যান্তি দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ভয়ং” দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ হইতেও ক্লেশ এবং ভয় হইতেও ভয় প্রাপ্ত হইব। সেই উপায় একমাত্র সত্য। এই সত্য জানিবার ক্ষমতা ঈশ্বর আমাদের আত্মাতে দিয়াছেন। এই সত্যকে জানিয়া আমাদিগের সত্যকে অবলম্বন করিতে হইবে। সত্যকে অবলম্বন করিলে, সত্যের পথে চলিলে আমাদিগের অন্য কাহা হইতেও ভয় হইবে না।

হে ভ্রাতৃগণ! এখনও কি আমরা গৃহবিবাদে উন্মত্ত থাকিব? আইস, আমরা গৃহবিবাদরূপ বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সত্যের অমৃতবৃক্ষ রোপণ করি। সেই অমৃতবৃক্ষের অমৃতরসে আমাদের দগ্ধ হৃদয় নববল প্রাপ্ত হইবে এবং আমাদের সমাজ পুনর্জ্জীবিত হইয়া, বসন্তকালে প্রকৃতি যেমন সুন্দর শোভা ধারণ করে,সেইরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে। সত্যই ধর্ম্ম; সত্যকে অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মকে লাভ করিলে সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ আমাদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া যাইবে।

সত্যই ধর্ম্ম; সত্যই শান্তির হেতু; অসত্যই বিবাদের কারণ। সত্য যাহা, তাহা চিরকালই সত্য, তাহা সর্ব্বস্থানেই সত্য—এই জন্য তাহা সকলেই, একবার বুঝিতে পারিলেই গ্রহণ করিবে। কিন্তু অসত্য যাহা, তাহা একস্থানে একরূপ প্রতিভাত হয়,অপর স্থানে অপররূপ প্রতিভাত হয়; সুতরাং তাহা লইয়াই মহাবিবাদ চলিতে থাকে। মাধ্যাকর্ষণ একটী সত্য—ইহা ক্রমে সকলেই বুঝিয়াছে। এখন জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ এই মাধ্যাকর্ষণকে তাঁহাদের জ্যোতিষশাস্ত্রের ভিত্তিভূমি করিবেন, না জ্যোতিষ্কমণ্ডলের পরস্পরের মধ্যে কোনই আকর্ষণ নাই—এইরূপ মতকে ভিত্তিভূমি করিবেন? যে মত সত্যের উপর যতটুকু দণ্ডায়মান থাকিবে, সেইমত ততটুকু চিরস্থায়ী হইবে।

সেইরূপ মানব সমাজকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিতে গেলে পারমার্থিক

সত্যের উপরে, ধর্ম্মের উপরে স্থাপন করা আবশ্যক। অসত্যের উপরে যতটুকু করা হইবে, ততটুকু পদ্মপত্রগত জলের ন্যায় অস্থির হইবে। তাই বলি, সত্যের অনুসন্ধানে বাহির হও। আমাদিগকে সত্যের অন্বেষণে যাইতে হইবে; সত্যকে অসত্যের মায়া-জাল হইতে বাছিয়া লইতে হইবে।

পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে যে সত্য চিরস্থায়ী ও সর্ব্বত্রব্যাপী। এই সকল সত্যের মধ্যে আমি আছি, আমার সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, এইরূপ কতকগুলি সত্য ঈশ্বর আমাদিগের সকলেরই হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধরূপে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। এই কারণে সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের অন্তরেই এই সকল সত্য বিরাজ করে। প্রথমতঃ সকল ধর্ম্মের মধ্যে যাহা সাধারণ এবং যাহা আমাদিগের আত্মাতে বিশেষ সায় পায়, এইরূপ মূলসত্যগুলি আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে এবং সেই সত্যগুলিকে ভিত্তি করিয়া অপক্ষপাতে অন্যান্য সত্যের অন্বেষণে যাইতে হইবে। এই প্রথা অবলম্বন করিলেই আমরা সত্যের সন্ধান পাইব। এবং যতটুকু সত্যলাভ করিব, যে কোন বিষয় হউক, সেই সত্যের উপর দাঁড় করাইলেই তাহা অটলভাবে দাঁড়াইতে পারিবে।

দুঃখের বিষয় যে আজকাল অনেকেই এমনকি হিন্দুদিগের মধ্যেই অনেকে নিরপেক্ষ ভাবে সত্যানুসন্ধান না করিয়া বলেন যে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ভারতকে উদ্ধার করিতে পারিবে। আমি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নিন্দা করিতে চাহি না। তবে সম্প্রতি ইংলণ্ডে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি বাইবেল গ্রন্থের অভ্রান্ততা লইয়া যে গোলযোগ চলিতেছে, তাহাই উল্লেখ করিব। এই জ্ঞানোজ্জ্বল ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সেখানে এমন অনেক উচ্চপদস্থ ধর্ম্মযাজক আছেন, যাঁহারা বাইবেলের উল্লিখিত প্রতি কথা, প্রতি ঘটনা অভ্রান্ত, অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। আবার সেখানে এমনও মহামনা লোক সকল আছেন যাঁহারা বাইবেলের অমূল্য সত্য উপদেশগুলি সাদরে গ্রহণ করেন কিন্তু তাহার অভ্রান্ততা অস্বীকার করেন। তাঁহারা এই অভ্রান্ততা অস্বীকার করিবার হেতুস্বরূপ কয়েকটী ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন তন্মধ্যে একটী এই—বাইবেলের দশ আজ্ঞা (Ten Commandments) সকল সম্প্রদায়ের খৃষ্টিয়ানদিগের পালনীয়। বাইবেলের এক অধ্যায়ে (Exodus) চতুর্থ আজ্ঞা (রবিবারে কাজকর্ম্ম না করা) সম্বন্ধে লেখা আছে যে ঈশ্বর ছয় দিনে বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়াছিলেন বলিয়া রবিবারকে পবিত্র দিবস করিয়াছেন; আবার আর এক অধ্যায়ে (Deuteronomy) লেখা আছে যে ঈশ্বর ইস্রেলবাসীদিগকে মিসরদেশের কারাবাস হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি রবিবারে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে আদেশ দিয়াছেন এবং শেষোক্ত অধ্যায়স্থ দশ আজ্ঞার নিম্নে লেখা আছে যে ঈশ্বর ইহার অতিরিক্ত কোন কথাই বলেন নাই (He added no more)। এখন কোন্ অধ্যায়ের কথা বিশ্বাসযোগ্য? একটা সত্য হইলে অপরটী মিথ্যা হইবেই।

এই যেমন বর্ত্তমান আন্দোলন আলোচনার একটা দিক্ দেখিলাম, এইবারে আর একটা দিক্ দেখা যাউক। সম্প্রতি বৌদ্ধধর্ম্মের পুনরান্দোলন দেখা দিতেছে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা এক দিকে প্রমাণ করিতে চাহেন

যে বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিকধর্ম্ম নহে—জড়বাদ নহে। তাঁহারা অপরদিকে বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্মের মতে আমরা ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকেও মুক্তিলাভ করিতে পারি। যাহাই হউক, ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীতও যে কি প্রকারে মুক্তি লাভ করা যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা অপূর্ণ জীব; আমাদের পদে পদে ভ্রম; তখন আমরা সত্য-স্বরূপ,জ্ঞানস্বরূপ এবং পরিপূর্ণ পরব্রহ্ম ব্যতীত কোথায় মুক্তি লাভ করিব? কৃষকেরা প্রভূত পরিশ্রম করিলেও আকাশ হইতে জলবর্ষণ না হইলে তাহাদিগের সকল পরিশ্রমই নিস্ফল হইয়া যায়, সেই-রূপ আমরা সহস্র আত্মচেষ্টা করিলেও আমাদের মুক্তির নিমিত্ত ঈশ্বরের সুবিমল প্রসাদ আবশ্যক। তাঁহারা বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের মতে বাসনা-নিবৃত্তিই মুক্তি; আমাদিগের মতে তাহা সঙ্গত নহে বাসনা নিবৃত্তি করিয়া আত্মাকে নিষ্কলঙ্ক রাখা মুক্তির শ্রেষ্ঠ সোপান হইতে পারে কিন্তু যখন সেই শূন্য আত্মা সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের সত্তাতে পূর্ণ হইবে, তখনই আমাদের মুক্তি। আমরা যাহা জানিতেছি, তাহার অতিরিক্ত জানিবার পিপাসা আছে; আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহার অতিরিক্ত দেখিবার পিপাসা আছে। এই পিপাসা কোনও সীমাবদ্ধ বস্তুতে পরিতৃপ্ত হয় না। তবে এই পিপাসার তৃপ্তিস্থল সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তাই ঋষিরা সুন্দর বলিয়াছেন যে

"যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ॥"

যিনি ভূমা মহান্ পুরুষ, তিনিই সুখ-স্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই।

"ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥"

ভূমা ঈশ্বরই সুখস্বরূপ; অতএব তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিবেক। তাঁহার সহবাসই আমাদের মুক্তি। আমরা ক্রমিকই উন্নতি লাভ করিব; ক্রমিকই তাঁহার অধিকতর সহবাস লাভ করিব। এখানে বিদ্যুতের ন্যায় সেই বিদ্যুৎ পুরুষ দেখা দেন—এই আইসেন, এই অদৃশ্য হ'ন; কিন্তু আমরা উন্নত লোক হইতে উন্নত লোকে গিয়া অবশেষে এমন লোকে যাইব যেখানে গিয়া সর্ব্বদাই ব্রহ্মদর্শন লাভ করিব! সেই অবস্থাই আমাদের মুক্তি এবং সেই লোক আমাদের ব্রহ্মলোক। আমরা ব্রহ্মলোকে থাকিয়া অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিব—ইহা অপেক্ষা আর কি অধিকতর মুক্তি হইতে পারে? বৌদ্ধেরা বলেন যে হিন্দুদের মতে ব্রহ্মলোকে যাইলেও কোটি কোটি কল্পের পর আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবার সম্ভাবনা আছে। একথা কতদূর সত্য, তাহা আমি জানি না এবং আমি বিশ্বাস করি কেহই তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবেন না। কিন্তু আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে আমাদিগের ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন "সকৃদ্বিভাতোহ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ" ব্রহ্মলোক একেবারেই প্রকাশ হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যিনি গিয়াছেন, তিনি চিরকালই ব্রহ্ম-লোকে থাকিয়া ব্রহ্মানন্দ পান করিবেন—সে আনন্দের আর বিরাম নাই। ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের মুক্তি নাই। সেই ভূমা ঈশ্বরই আমাদের তৃপ্তির স্থল, আমারদের পবিত্র শান্তিনিকেতন।

এই মুক্তিলাভের পথ সত্যের পথ, ধর্ম্মের পথ। সত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর; ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ কর—মুক্তির প্রকৃষ্ট পথ দেখিতে পাইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতে যেন কেহ একটা অপূর্ব্ব নূতন ধর্ম্ম না বুঝেন; হিন্দুধর্ম্মের যাহা

সার, যাহা উৎকৃষ্ট অংশ, তাহাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। অগাধ শাস্ত্র-সমুদ্র যিনিই মন্থন করিবেন, তাঁহাকেই একেশ্বরবাদে আসিতেই হইবে। অসাম্প্রদায়িক সত্য গ্রহণ কর—সত্যকে সাম্প্রদায়িক ভাবে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া ফেলিও না। ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যেরই আশ্রয় লইতে উপদেশ দেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের দেবতা সেই সত্যং—জ্ঞানং—অনন্তং ব্রহ্ম।

হে বন্ধুগণ, এখন যেরূপ সময় আসিয়াছে, তাহাতে আর আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। আমাদের নিশ্চিন্ত-ভাবের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে প্রায় শুনিতে পাই—দু একটী করিয়া কৃতবিদ্য হিন্দু সন্তানও স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছেন—তাঁহারা দেখেন না যে স্বজাতীয় ধর্ম্মে মূর্ত্তিপূজা ব্যতীতও আরও উৎকৃষ্ট কথা আছে। তাঁহারা এক কুসংস্কারের হস্ত এড়াইতে গিয়া অপর প্রকার কুসংস্কারে গিয়া পড়িয়াছেন। তাই বলি যে, আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। আইস, সকলেই সত্যের অন্বেষণে প্রাণপণ যত্ন করি এবং সত্যকে হৃদয়ের সহিত ধারণ করিয়া রাখি। তাহা হইলেই দেখিব যে আর আমাদের মধ্যে গৃহবিবাদ থাকিবে না—শান্তির কমনীয় মূর্ত্তি প্রতিগৃহে বিরাজ করিবে। গৃহবিবাদ আর করিও না; গৃহবিবাদ পরিত্যাগ কর। কোমলভাবে, সদয়ভাবে পরস্পরের দোষ দেখাইয়া সংশোধন করিতে যত্নবান্ হও। গৃহবিবাদ বাধাইয়া আমরা কখনই সুখী হইতে পারিব না, উন্নতি লাভ করিতে পারিব না। গৃহবিবাদে ধর্ম্মের ক্ষতিই হয় এবং "ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত" ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম সমস্ত কুলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

হে পরমাত্মন্, তুমি আমাদিগের মধ্যে এমন বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ কর, যাহাতে প্রকৃত সত্যকে দেখিতে পাই এবং আত্মাতে এমন বল দাও যে, শত সহস্র বিপদের মধ্যেও সত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি এবং জীবনে পরিণত করিতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মং প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

দ্বাদশ উপদেশ—ঈশ্বর লাভ।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ।

মনুষ্যেরা ঈশ্বরের অভাব সর্ব্বদাই বোধ করে; ঈশ্বর বিনা মনুষ্যেরা এক পদও চলিতে পারে না। অতিবুদ্ধি ব্যক্তিরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিতে চাহে। ঈশ্বর অন্তরে আঘাত করেন, তাহারা কবাট বন্ধ রাখে; তাহাদিগের অন্তরে লৌহকবাট—ঈশ্বর সজোরে আঘাত করেন, তাহারা সেই কবাট ততই বন্ধ করিতে চাহে। কিন্তু যখন সেই কঠোর-হৃদয়দিগের মধ্যে কেহ কোন কার্য্যক্রমে নৌকাতে চড়িয়া আসিতেছে, আর এমন সময়ে যদি সেই নৌকা ঝড়ে তুফানে মগ্নপ্রায় হয়, তখন সে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া "হা ঈশ্বর রক্ষা কর, হা ঈশ্বর রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। মনুষ্যেরা বিপদে আকুল হইয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করে। বিপদের সময় "হা ঈশ্বর রক্ষা কর" বলিয়া প্রার্থনা করিলে; আবার সম্পদের সময় ভক্তি কাহাকে দিবে? ঈশ্বরকে অর্পণ না করিলে ভক্তি সার্থকতা লাভ করিতে পারে না; তাঁহাকে প্রীতিপূজা না দিলে, প্রেমের

সহিত পূজা না করিলে প্রেম চরিতার্থ হয় না।

আর্য্যেরাই ঈশ্বরের অভাব অধিক প্রতীতি করিয়াছিলেন; জ্ঞানের অপেক্ষা তাঁহাদের ধর্ম্মভাব অধিক প্রজ্বলিত ছিল। তাঁহারা অন্বেষণ করিতেছিলেন, কে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, কে-ই বা শস্য সম্পত্তি বিতরণ করিতেছেন, কে-ই বা ক্ষুধার অন্ন দিতেছেন। তখন উপরে চাহিয়া সূর্য্যকে দেখিয়া ভাবিলেন যে সূর্য্যই দেবতা। তখন বলিলেন "জানিয়াছি, এই সূর্য্যই আমাদের দেবতা; ইনি-ই আমাদিগের শস্য দিতেছেন, সকল প্রয়োজনীয় বস্তু দিতেছেন। তাঁহারা জ্ঞানের যে পরম বস্তু, সত্যবস্তু,তাহা জানিতে পারিলেন না; জ্ঞানের অভাবে এই কল্পনা করিলেন যে সূর্য্য চেতন বস্তু—তিনিই আমাদের মঙ্গলের জন্য আলোক দিতেছেন। সূর্য্যের জ্বলন্ত জ্যোতি দেখিয়া, সূর্য্য ভিন্ন মনুষ্যের জীবন থাকিতে পারে না বুঝিয়া, তাঁহারা সূর্য্যকেই রক্ষাকর্ত্তা দেবতারূপে বরণ করিলেন।

এখানে বৃষ্টি না হইলেও শস্য হয় না; তাই ক্রমে ইন্দ্রও আর এক দেবতা হইলেন। তাঁহারা ইন্দ্রদেবকে সকল সময়ের, বিশেষতঃ যুদ্ধ সময়ের সহায় ভাবিতে লাগিলেন। আর্য্যেরা এই প্রকার সমস্তই নবীন নেত্রে দেখিতে লাগিলেন; চর্ম্মচক্ষুতে যাহা প্রকাশ পাইল, তাহাদের মধ্যে যাহার অধিক ক্ষমতা দেখিলেন, যাহাকে মনুষ্যের উপকারী বোধ করিলেন, তাহাকেই সহায়, সখা, দেবতারূপে অর্চ্চনা করিলেন। ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের পূজার নিমিত্ত যাগযজ্ঞের একটা একটা বিধান হইল। আর্য্যদের অন্তর হইতে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ-সূচক স্তুতি ও গান বাহির হইতে লাগিল—কবিতা উঠিল। ইহাই ঋগ্বেদ ও সামবেদে প্রকাশিত হইয়াছে।

আবার এই সকল দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নিদেবতাকে দূতপদে স্থাপিত করা হইল। অগ্নিই গৃহদেবতা হইলেন, অগ্নিই পুরোহিত হইলেন। অগ্নিই গৃহের রক্ষাকর্ত্তারূপে রহিলেন। আর্য্যেরা জাতকর্ম্ম হইতে মৃত্যু অবধি সকল কর্ম্মে অগ্নির আরাধনা করিতেন। তাঁহারা ভাবিতেন যে মৃত্যুর পরে অগ্নি পুণ্যাত্মাকে তাঁহার উপযুক্ত পুণ্যলোকে লইয়া যাইবেন। ঋগ্বেদের প্রথমেই দেখা যায় অগ্নির স্তব। আর্য্যেরা যে দ্রব্য নিজে ভাল বাসিতেন, তাহাই অগ্নিতে আহুতি দিতেন; শেষ প্রসাদ আপনারা খাইতেন। অশ্ব গো ছাগ মেষ প্রভৃতি পশুদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ বিশেষ বিশেষ দেবতাকে আহুতি দিতেন। অগ্নি যেমন গৃহদেবতা ছিলেন, তিনি হোতাও ছিলেন--তিনি অন্যান্য দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন, নিমন্ত্রণ করিতেন।

আর্য্যেরা আরও দেখিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মভাব আমাদের অন্তরেই আছে; পুণ্য পাপ, আত্মগ্লানি, আত্মপ্রসাদ আমাদের আত্মাতেই রহিয়াছে। নৈতিক নিয়ম, নৈতিক আদর্শ (moral type) সকলেরই অন্তরে আছে। সেই নৈতিক নিয়মই সকল কর্ম্মে স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবন্ধকতা করে। প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর—ধর্ম্মের বিরোধে করিতে পারিবে না, ধর্ম্মের অনুমোদনে করিতে পারিবে। এইরূপ প্রবৃত্তির বিপক্ষে চলা সহজ নহে। আর্য্যেরা যখন ধর্ম্মাচরণ করিতে গিয়া সকল সময়ে ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারিলেন না; একান্ত চেষ্টাতেও মধ্যে মধ্যে পদস্খলিত হইয়া আত্মগ্লানিতে

অস্থির হইলেন, তখন তাঁহাদের আপনাদের দুর্ব্বলতা পরিহারের জন্য দেবতার সাহায্য আবশ্যক বোধ করিলেন। তাঁহাদের মনে হইল "কে আমাকে উদ্ধার করিবে?" তাঁহারা কাঁদিতে লাগিলেন "পাপে মলিন হয়ে কত আর সহিব, কার কাছে কাঁদিব হে অনাথশরণ।" তখন তাঁহারা কল্পনা করিলেন "যিনি সমুদ্রের অধিপতি—বরুণ দেবতা, তিনিই আমাদের পাপ মোচন করিবারও দেবতা।" বেদের মধ্যে এই প্রার্থনার ভাব বেশ্ রহিয়াছে। বশিষ্ঠ ঋষিও একবার পাপে পড়িয়া এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন

"কিমাগ আস বরুণ জ্যেষ্ঠং যৎস্তোতারং জিঘাংসসি সখায়ং প্রতন্মেহবোচো দুড়ভস্বধাবোহবত্বনেনা নমসা তুর ইয়াং।"

হে বরুণদেব, আমি কি গুরুতর পাপ করিয়াছি যে তোমার স্তোতা, তোমার সখা যে আমি, আমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? হে দুর্দ্ধর্ষ, হে তেজস্বিন্, সেই পাপ আমাকে বলিয়া দাও, তাহা হইলে আমি নিষ্পাপ হইয়া তোমাকে নমস্কার করিয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইতে পারি। আর্য্যেরা ঐ সকল দেবতাদিগের উদ্দেশে ঋগ্বেদে স্তুতি করিলেন, সামবেদে গান করিলেন এবং যজুর্ব্বেদে যজ্ঞের বিধান করিলেন; উহাই তাঁহাদের ভজনসাধন সকলই। আর্য্যেরা প্রতি কর্ম্মেতে আপনার পরিবারের ন্যায় দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন।

আর্য্যদিগের মধ্যে তখনও লেখাপড়ার চলন হয় নাই, তাই তাঁহারা দেবগণের স্তুতিসূচক ঋক্ সকল মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন, শিষ্যেরা শ্রবণ করিতেন; এই জন্য তাহার নাম হইল শ্রুতি। এই শ্রুতি নিজেদের মধ্যে প্রচলিত করিবার কেমন উপায় করিলেন। উপনয়নের জন্য পিতা পুত্রকে গুরুকুলে পাঠাইতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই উপনয়ন আছে। ব্রাহ্মণের পবিত্রতাসূচক কার্পাসের উপবীত, ক্ষত্রিয়ের ধনুর্জ্যাসূত্রের উপবীত এবং বৈশ্যের পশুলোমের উপবীত। কিন্তু পূর্ব্বে আর্য্যেরা মৃগদের মধ্যে বাস করিতেন, এই কারণে প্রথমে চর্ম্মের উপবীত দিয়া পরে বিভিন্ন প্রকার উপবীত দেওয়া হইত এবং এখনও সেই প্রথার ছায়ামাত্র আছে। উপনয়নের পর হইতেই শিষ্য বেদ শিক্ষা করিতেন; কেহ তিন বৎসর, কেহ দ্বাদশ বৎসর, কেহ বা ছত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুগৃহে থাকিয়া বেদমন্ত্রসকল শিক্ষা করিতেন। এইরূপে শিক্ষার এক সুন্দর প্রণালী স্থাপিত হইল। এই প্রণালীর বলেই যাগযজ্ঞ প্রভৃতি সকলই প্রায় ঠিক চলিয়া আসিতে লাগিল—কিছুরই পরিবর্ত্তন হইল না। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিল। ব্রাহ্মণদিগের এই শিক্ষাপ্রণালীর বলে, যদিও কেহই পুরাকালের কিছুই বুঝে না, কিছুই করে না, তথাপি সেই পুরাতনের ছায়া ছাড়াইতে পারিতেছে না। তখন যাহা জীবন্ত ছিল, এখন তাহা মৃত ছায়ারূপ ধারণ করিয়াছে; এখনও সেই ছায়ার উপাসনা আর কতদিন থাকিবে?

আর্য্যদের মধ্যে ঈশ্বরজ্ঞানের অঙ্কুরের বিষয়, ঈশ্বরস্পৃহার বিষয় বলিয়াছি। ক্রমে ক্রমে সেই ঈশ্বরস্পৃহা তাঁহাদের মধ্যে কেমন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল, কেমন কার্য্য করিতে লাগিল। যখন যাগযজ্ঞ খুব বিস্তারিত হইয়াছিল, তখন কোন কোন সত্যসন্ধায়ী ঋষিরা বলিলেন যে

"এই সকল দেবতা পরিমিত-শক্তি দেখিতেছি—কেহ জল দিতেছেন, কেহ বা তেজ দিতেছেন; কিন্তু ইহাঁরা আসিলেন কোথা হইতে—ইহাঁদের নিয়ন্তা কে?" দেবতারা কোথা হইতে আইলেন, কি প্রকারে আইলেন, এবং ইহাদের নিয়ন্তা কে এই লইয়া ঋষিদের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। অবশেষে স্থির হইল যে, যাঁহা হইতে দেবতারা আসিয়াছেন, তাঁহা হইতেই ভূলোক, তাঁহা হইতেই দ্যুলোক হইয়াছে। "দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ।" আর্য্যেরা এতদিন সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেন; এখন বুঝিতে পারিলেন যে সেই সকল দেবতাদিগের উপরে আর এক মহেশ্বর আছেন। তাঁহারা বলিলেন—

> "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
> তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।
> পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
> বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥"

দেখ, জ্ঞান কেমন প্রকাশ হইল। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এই যে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক। এই জ্ঞানধর্ম্মেরও উন্নতি ক্রমে হয়, একদিনে হয় না। ঈশ্বর জ্ঞানধর্ম্ম আমাদের অন্তরে এরূপ ভাবে দিয়াছেন, যে নিজের যত্ন বিনা তাহা সিদ্ধ হয় না; ঈশ্বর স্বাধীনতা দিয়া আমাদের নিজের যত্নের উপর নির্ভর করিতে দিয়াছেন। এমন যে কঠিন ব্রত—জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি, ইহাতে মনুষ্য আপনার ইচ্ছায় অগ্রসর হইবে; আপনার ইচ্ছা যদি না থাকে, কখনই অগ্রসর হইতে পারিবে না। যে চেষ্টা করিবে, তাহাকেই ঈশ্বর সাহায্য করিবেন। যে ব্যক্তি যেমন চেষ্টা করিতে পারে, সেই অনুসারেই তাহার জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, তাহার ধর্ম্মের বল হয়। আপনি সাধনা না করিয়া কোন ক্রমেই পরমস্থানে যাইতে পারিবে না। তুমি নিজে চেষ্টা না করিলে জ্ঞানও নিজে তোমার কাছে উপস্থিত হইবে না; আপনি চেষ্টা কর, ঈশ্বরের প্রসাদ হইবে। ঋষিরা প্রথমে যত আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন; সেই প্রয়োজন বুঝিয়া পরিমিত দেবতাদিগের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্রমে আপনার চেষ্টা দ্বারা, যত্নের দ্বারা, আপনার সাধনা দ্বারা বুঝিলেন যে সেই চন্দ্র সূর্য্যদিগের উপরেও এক দেবতা আছেন—ইহাদিগের উপরেও পরম ঈশ্বর আছেন; সেই সর্ব্বশক্তি সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষ পরমেশ্বর হইতেই ইহাঁরা শক্তি পাইয়াছেন।

কেনোপনিষদের দ্বিতীয় ভাগে এক আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে, ঋষিরা যে এই দেবতাদিগকে পরিমিত বলিয়া বুঝিয়ছিলেন তাহা সুন্দররূপে প্রকাশ হইয়াছে। দেবতারা অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদেরই মহিমায় জয়লাভ হইয়াছে। তখন ব্রহ্ম ভাবিলেন যে দেবতারা এত শ্রেষ্ঠ হইয়াও এত অভিমানী—আবার বা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বিচ্যুত হ'ন। তাঁহাদের জ্ঞান উদ্রেক করিবার জন্য জ্যোতির্ম্ময়রূপে ব্রহ্ম তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন "তেভ্যোহ প্রাদুর্ব্বভূব"। দেবতারা তাঁহার তীব্র জ্যোতি দেখিয়া জানিতে পারিলেন না যে তিনি কে। সকলে পরামর্শ করিয়া তখন অগ্নিকে এই জ্যোতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে বলিলেন। অগ্নি নিকটে উপস্থিত হইলেই সেই প্রাদুর্ভূত জ্যোতি তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিলেন "কোঽসি, তুমি কে?" অগ্নি বলিলেন "জাননা আমি কে? আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা।" সেই জ্যোতি বলিলেন "কি তোমার শক্তি?" অগ্নি বলিলেন "আমার শক্তি কি? সমুদয় জগত দহন করিতে পারি।" সেই জ্যোতি একটী তৃণ অগ্নির সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন "ইহাকে দগ্ধ কর।" কিন্তু অগ্নি তাঁহার সমুদয় চেষ্টাতে সেই ক্ষুদ্র তৃণকেও দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অগ্নি ভয় পাইয়া পলায়ন করিলেন। অগ্নি দেবতাদিগের নিকট আসিয়া বলিলেন যে "ইহাঁকে জানিতে পারিলাম না—ইনি কে?" তখন দেবতারা বায়ুকে পাঠাইলেন। বায়ু সেখানে উপস্থিত হইলেই সেই জ্যোতি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" বায়ু বলিলেন "আমি বায়ু, আমার নাম মাতরিশ্বা।" সেই জ্যোতি বলিলেন "তোমার শক্তি কি?" বায়ু বলিলেন "আমি ইচ্ছা করিলেই জগতের তাবৎ পদার্থ চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে পারি, সকলই উড়াইয়া দিতে পারি।" সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ পূর্ব্বের ন্যায় একটী তৃণ বায়ুর সম্মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দিতে বলিলেন; কিন্তু বায়ু তাঁহার সমুদয় শক্তি একত্রিত করিয়াও সেই তৃণটীকে উড়াইতে সমর্থ হইলেন না। তখন আবার বায়ু ফিরিয়া গিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন "আমি ইহাঁকে জানিতে পারিলাম না—ইনি কে?" তাঁহারা এবারে ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্র রাজ-অভিমানে অভিমানী হইয়া চলিলেন। ব্রহ্ম এই দেবরাজ ইন্দ্রের এত অভিমান দেখিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। গর্ব্বিত ব্যক্তি ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পায় না; দীন হীন ব্যক্তিকেই তিনি দেখা দেন। ইন্দ্র সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পরিবর্ত্তে এক শোভনা অলঙ্কারবতী স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁহার নাম উমা—তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা। ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এইখানে যে জ্যোতি ছিলেন, তিনি কে?" ব্রহ্মবিদ্যা বলিলেন "তাঁহাকে তুমি জান না? তিনি যে ব্রহ্ম; তোমরা ব্রহ্মের জয়ে আপনার মহিমা ঘোষণা করিতেছিলে?" ইন্দ্র প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান পাইলেন, তাই ইন্দ্র বড়। পরে তাঁহার কাছে দেবতারা ব্রহ্মজ্ঞান পাইলেন, তাই দেবতারা বড়। তাঁকে যাঁহারা জানিবেন তাঁহারাই বড়, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। ধনসম্পত্তি বিষয় বিভব থাকিলেই ভাগ্যবান্ হয় না; তাঁকে যে পায়, সেই ভাগ্যবান্।

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকন্ততঃ।
তস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"

যাঁহাকে লাভ করিলে অন্য লাভ অধিক বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহাতে সংস্থিত হইলে গুরু বিপদও আমাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। এখন দেখ ক্রমে ক্রমে আর্য্যদের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম্মের কেমন উন্নতি হইয়াছিল।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

সৃষ্টিকার্য্যে সৃষ্টিকর্ত্তার কৌশল।

(ঋতু বিশেষে ইতর জন্তুদিগের সুচির-নিদ্রা।)

জগদীশ্বর কি আশ্চর্য্য উপায় ও কৌশলে জীব জন্তুদিগকে রক্ষণ ও পালন করিতেছেন তাহা অনুসন্ধান করিলে তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ও দয়ার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষুদ্র মানব সে অপার গম্ভীর জ্ঞান ও করুণার কি

ইয়ত্তা করিতে পারে? তবে তাহার কণামাত্র উপলব্ধি করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে। শীতপ্রধান দেশের অনেকানেক পক্ষী শীত ঋতুতে তথায় আপনাদের আহারীয় দ্রব্যের অসংস্থান হইবে বুঝিতে পারিয়া, শীতাগমের পূর্ব্বেই সুদূরস্থিত গ্রীষ্ম বা বসন্তানিল-সেবিত অনুকূল-বৃক্ষাদি-সমন্বিত প্রদেশে পলায়ন করে। যখন তাহারা শেষোক্ত প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিয়া দলে দলে উড্ডীন হয় তখন অসীম আকাশে বহুযোজন পথ অতিক্রম করিতে কে তাহাদিগের পথপ্রদর্শক হয়েন, কে তাহাদিগকে বল ও সামর্থ্য প্রদান করেন, কাহার প্রসাদে তাহারা মনোমত স্থানে উত্তীর্ণ হইয়া যথোচিত আহার্য্য প্রাপ্ত হইয়া মনের সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে ও শীতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়? বনচারী হিংস্র জন্তুদিগের শরীর এরূপ নির্ম্মিত যে গ্রীষ্মকালে তাহাদিগের গাত্রের লোমরাজী স্খলিত হয় ও শীতে ঐ লোম এরূপ পরিমাণে ঘনীভূত ও বর্দ্ধিত হয় যে তদ্দ্বারা তাহারা দুর্দ্দান্ত হিমবায়ু অনায়াসে সহ্য করিতে পারে। কতকগুলি জন্তু পিপীলিকাদির ন্যায় ভাবী শীতকালের আহার সামগ্রী গ্রীষ্মকালে সঞ্চিত করিয়া, স্ব স্ব বিবরাদিতে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে শীতাতিপাত করে। নিদারুণ শীতপ্রভাবে নদী প্রভৃতি জলাশয়ের উপরিভাগ তুষারভূত হইলে তন্নিম্নস্থ জল শীতল হয় না সুতরাং মৎস্যাদি জন্তু শেষোক্ত জলে সুখে বিচরণ করে। কিন্তু যদি কোন ক্রমে ঐ সকল জন্তু তুষারে নিমগ্ন হইয়া তদ্দ্বারা সমাবৃত হয়, তাহা হইলে তাহারা ঐ তুষার মধ্যে শীত কয়েক মাস নির্জ্জীব প্রায় হইয়া থাকে; পরে শীতাবসানে তুষার গলিয়া গেলে পুনরুজ্জীবিত হয়। পরন্তু যে সকল জন্তু শীতপ্রধান দেশে শীত ঋতুতে অবস্থান করে, তথা হইতে পলাইতে পারে না, যাহাদিগের রোমরাজিও শীতাগমে বর্দ্ধিত হয় না, অথচ যাহাদিগের শরীরধারণোপযোগী দ্রব্যের শীত কালে অভাব হইয়া পড়ে তাহাদিগের নিদারুণ শীতে রক্ষার উপায় কি? তাহারা শীত ঋতুর আগমন হইবে পূর্ব্ব হইতে অনুভব করিয়া বৃক্ষকোটরে, ভূমিতে, খনিত গর্ত্তে, বা গিরিদরীতে স্ব স্ব আবাস নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। ঐ সকল আবাস এরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করে যে তাহার বহির্ভাগে কোন ছিদ্রাদি থাকে না। পরে শীতের দুঃসহ বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলেই তাহারা আপনাদিগের দেহকে এক একটী গোলাকার পিণ্ডরূপে পরিণত করে ও পূর্ব্বোক্ত কোটরাদিতে প্রবেশ করিয়া সমস্ত শীতকাল গভীর নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া অবস্থিতি করে। আশ্চর্য্য! যখন তাহারা নিজ নিজ সংস্কার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া শীত-গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয় তখন তাহাতে কিছুমাত্র আহার সংগ্রহ করিয়া রাখে না যেহেতু তাহারা জানে যে ঐ গৃহে অবস্থানকালে তাহারা নিষ্পন্দ ও জড়প্রায় হইয়া থাকিবে। যখন তাহারা উক্ত মৃত্যু-সদৃশ নিদ্রাতে নিমগ্ন হয় তখন তাহাদিগের শ্বাস প্রশ্বাস অধিক ক্ষণ ব্যবধানে এক একবার অনুভূত হয়। কথা হইতেছে সেই তিন চারি বা পাঁচ ছয় মাস যাবৎ নিদ্রাতে গর্ত্তাদিতে থাকিয়া তাহারা কিরূপে জীবিত থাকে? শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াই জন্তু মাত্রেরই জীবন ধারণের প্রধান উপকরণ। তন্মধ্যে শ্বাসদ্বারা আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহাই জীবন রক্ষার অনন্য উপায়।

এই বায়ু অম্লরসকে রক্ত রূপে পরিণত করে, তাপ উৎপাদন ও অন্যান্য কার্য্য করিয়া শরীরকে জীবিত রাখে। কোন জন্তুর যদি শ্বাস প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া সুচারুরূপে চলিতে থাকে অথচ সে অনাবৃত স্থানে শীত ও ক্ষুধার উদ্বেগে প্রপীড়িত হয়, তাহা হইলে কিছু দিনের মধ্যে তাহার জীবন নিঃশেষিত হইতে পারে। কিন্তু সে যদি বিবরাদিতে স্পন্দহীন হইয়া নিদ্রা যায় তাহা হইলে তাহার প্রাণধারণোপযোগী বায়ুর অভাব হইতে পারে না যেহেতু যে বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে ঊর্দ্ধতন কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত আছে তাহা পৃথিবীর গর্ভেও কিয়ৎ পরিমাণে প্রস্থত আছে। ঐ প্রসারতা জন্য বীজাদির অঙ্কুরণ হইয়া থাকে। ঐ বায়ু সাগরাদি জলাশয়েও অন্তর্নিহিত আছে এই নিমিত্ত জলজন্তুরা তদ্দ্বারা প্রাণধারণ করে; ফলতঃ ভূপৃষ্ঠের সন্নিহিত কোন স্থানেই বায়ুর আত্যন্তিক অভাব না হওয়াতে প্রাগুক্ত জন্তুদিগের প্রাণনক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে না। পরন্তু তাহারা যখন স্ব স্ব শরীরকে পূর্ব্বোক্ত পিণ্ডাকারে পরিণত করে তখন নাসিকাকে এরূপ ভাবে উদর মধ্যে প্রবেশ করায় যে শীতবায়ু ও বাষ্প অধিক পরিমাণে তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না। অম্লজান বায়ু তাহাদিগকে অত্যল্প সংস্পর্শ করিয়াও তাহাদিগের শরীরের তাপ সংরক্ষণ করে কিন্তু তাহাদিগের মেদ মাংসাদির সহিত মিলিত হইয়া সেগুলিকে বিশুষ্ক করিতে থাকে; এনিমিত্ত ঐ সকল জন্তুরা শীতান্তে শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া যায়। কি আশ্চর্য্য! গর্ত্তে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে দেহটী পরিপুষ্ট না করিলে অম্লজান তাহাদিগের অস্থি পর্য্যন্ত পাছে আক্রমণ করে ইহা জানিতে পারিয়াই যেন ঐ জন্তুরা শীতের প্রারম্ভে বা পূর্ব্বে অত্যধিক পরিমাণ আহার করিয়া দেহ পুষ্ট করিতে থাকে ও বিবরাদি প্রবেশের পূর্ব্বে অসম্ভব মাত্রায় জলপান করে। পরে মল মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয়। তাহারা কি প্রকারে জানিতে পারে যে, শীতাগমের নিদ্রাকালীন তাহাদিগের পাকযন্ত্রাদিতে মল সঞ্চিত থাকিলে উহা শটিত হইয়া উহাদের প্রাণ বিনাশ করিতে পারে। যে নিয়মে ইতর জন্তুরা পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল জীবিত থাকিতে পারে এতদ্দেশীয় যোগীগণের তাহা অজ্ঞাত ছিল না, যেহেতু তাঁহারা যথেচ্ছকাল মৃত্তিকা মধ্যে বাস করিতে পারিতেন। আবার জন্তুরা যে যে প্রক্রিয়া করিয়া স্ব স্ব শীতগৃহে প্রবেশ করে যোগীরা মৃত্তিকায় নিহিত হইবার পূর্ব্বে প্রায় তাহারই অনুকরণ করিতেন। হরিদাস যোগী * যখন রণজিৎসিংহের আদেশে কয়েক মাসের জন্য মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত হয়েন, তখন তিনি তাহার পূর্ব্বে কিছু পুষ্টি-কর দ্রব্য আহার করিয়া নিজ অন্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়াছিলেন।

উষ্ণকটিবন্ধে গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; ঐ অবস্থায় খাল বিল নদী শুষ্ক হইয়া গেলে তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের আর উপায় থাকে না। তখন তাহারা নৈদাঘ নিদ্রার সাহায্যে জীবিত থাকে। ভেক প্রভৃতি জন্তুরা কর্দ্দমাদিতে গাত্রাবৃত করিয়া নিদ্রা যায় ও বৃষ্টিধারা নিপতিত হইলে জাগিয়া উঠে।

ক্ষণিক মৃত্যুর নিয়ম জীবরাজ্যে বহুল

* ইঁহার প্রতিমূর্ত্তি ও বিবরণাদি ১৭৬৮শকের চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকটিত আছে।

প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। জলের কীটাণুগুলি কিছুকালের জন্য মরিয়া যায় ও তাহাদিগের দেহ ধূলির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া পড়িয়া থাকে কিন্তু বৃষ্টির জল পতিত হইবা মাত্র তাহারা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে। শীত অতিশয় প্রবল হইলে অধিকাংশ কীটের মৃত্যু হয় কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কতকগুলির স্ত্রীজাতি শৈবালাদিতে লুক্কায়িত থাকিয়া রক্ষা পায়।

শীতভয়ে স্বীয় আবাস হইতে সুদূরপ্রস্থিত বিহগেরা যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে, ও যখন শীত বা গ্রীষ্মে নিদ্রাগ্রস্ত প্রাণিদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয় তখন বসন্তোদ্গমে বা বারিধারা পতনে তাহাদিগের জন্য সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, বৃক্ষাদিতে বা নদীগর্ভে খাদ্য প্রস্তুত থাকে। তাহারা মহানন্দে ঈশ্বরের সদাব্রত ভোগ করে।

সৎসঙ্গ বা সাধুসঙ্গ।

আর্য্য শাস্ত্রে “সৎ” শব্দ ব্রহ্মপ্রতিপাদক এবং ব্রহ্ম ব্যতীত বাস্তবিক অন্য কাহাকেও সৎ শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। সাধু সমদর্শী ও ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের প্রতি গৌণ অর্থে সৎ শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। “সৎ” যে ব্রহ্মপ্রতিপাদক তাহা “ওঁ তৎসৎ” পদেই সিদ্ধ আছে। অতএব এ বিষয়ে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। কেবল দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি—

“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” এই শ্রুতি দ্বারা সৎ শব্দ ব্রহ্মপ্রতিপাদক তাহা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাওয়া যায়। যথা—

“ওঁতৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ইত্যাদি।
গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৩।

ব্রহ্ম ওঁ, তৎ, এবং সৎ এই তিন প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হয়েন।

পুনরায়

“সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥”
গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোক ২৬।

হে পার্থ! সদ্ভাব, সাধুভাব ও মঙ্গল কার্য্যে সৎ শব্দ প্রয়োগ করা যায়।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে সৎশব্দ মুখ্য অর্থে ব্রহ্ম বুঝায়। আমরা এই প্রবন্ধে সৎ শব্দের গৌণার্থের বিষয় বিচার করিব ও শাস্ত্রানুসারে সাধু যোগী জ্ঞানী সন্ন্যাসী পণ্ডিতাদি কাহাকে বলে তাহা ও সাধু সঙ্গের পরিণাম ফলের বিষয় কহিব।

প্রথমতঃ সাধুর অর্থ ও লক্ষণ লিখিত হইতেছে। যথা—

“সাধ্নোতি পরাণি ধর্ম্মকার্য্যাণি স সাধুঃ।”

অর্থাৎ যিনি উত্তম ধর্ম্মকার্য্য করেন, সদা পরোপকারে প্রবৃত্ত এবং যিনি সত্যোপদেশ ইত্যাদি দ্বারা সকলের উপকার সাধন করেন সেই মহাত্মাকেই সাধু কহে।

সাধুর লক্ষণ বিষয়ে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি প্রাপ্ত হই। যথা—

“যথালব্ধেঽপি সন্তুষ্টঃ সমচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
হরিপাদাশ্রয়োলোকে বিপ্রঃ সাধুরনিন্দকঃ॥
নির্ব্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তো দম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ।
নিরপেক্ষো মুনির্ব্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে॥
লোভমোহমদক্রোধকামাদিরহিতঃ সুখী।”
পদ্ম পুরাণম্ অধ্যায় ৯৯ উত্তর খণ্ড।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি যথালব্ধ বিষয়েই সন্তুষ্টচিত্ত, যিনি সকলের প্রতি সমচিত্ত যিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়াছেন যিনি ভগবচ্চরণের শরণাপন্ন, যিনি সাধু ব্রহ্মজ্ঞ ও অনিন্দক, যে ব্যক্তির কাহা-

রও সহিত বৈরীভাব নাই, যিনি সকলেরই প্রতি সদয়,যিনি শান্তস্বভাব, যাঁহার হৃদয়ে দম্ভ বা অহঙ্কার নাই, যিনি নিস্পৃহ বিষয়-বিরাগী, যিনি লোভ মোহ মদ ক্রোধ ও কামাদি রহিত,ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে সাধু সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

"ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদেতৎ সাধোস্তু লক্ষণম্॥"

গরুড় পুরাণম্।

আরও যিনি সম্মান প্রাপ্ত হইলে সন্তুষ্ট হন না বা অপমান প্রাপ্ত হইলেও যাহার মনে ক্রোধ উপস্থিত হয় না, যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কাহাকেও কর্কশ বচন প্রয়োগ করেন না এরূপ ব্যক্তিকে সাধু বলা যায়।

পুনশ্চ সাধুর স্বভাব বিষয়ে আমরা বহ্নিপুরাণে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি প্রাপ্ত হই। যথা—

"ত্যক্তাত্মসুখভোগেচ্ছাঃ সর্ব্বসত্ত্বসুখৈষিণঃ
ভবন্তি পরদুঃখেন সাধবো নিত্য দুঃখিতাঃ॥
পরদুঃখাতুরা নিত্যং স্বসুখানি মহান্ত্যপি।
নাপেক্ষন্তে মহাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
পরার্থমুদ্যতাঃ সন্তঃ সন্তঃ কিং কিং ন কুর্ব্বতে।
আত্মানং পীড়য়িত্বাপি সাধুঃ সুখয়তে পরং॥"

বহ্নি পুরাণ।

অর্থাৎ সাধু লোকেরা আপনাদিগের সুখ এবং ভোগইচ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলকে সুখী করিবার চেষ্টা করেন, সাধুগণ সর্ব্বদাই পরদুঃখে দুঃখিত হন এবং নিজের মহৎ সুখেরও অপেক্ষা করেন না, প্রাণী মাত্রেরই হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। সাধুগণ সর্ব্বদাই পর-প্রয়োজন-সাধনে উদ্যত, এমন কি নিজে ক্লেশ ও দুঃখ সহ্য করিয়াও অপরকে সুখী করিয়া থাকেন।

সাধু সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি প্রাপ্ত হই। যথা—

বিশেষেণ মহাবাহো সংসারোত্তরণে নৃণাং।
সর্ব্বত্রোপকরোতীহ সাধুঃ সাধুসমাগমঃ॥
শূন্যং সংকীর্ণতামেতি মৃত্যুরপ্যুৎসবায়তে।
আপৎ সম্পদিবাভাতি বিদ্বজ্জনসমাগমে॥
যঃ স্নাতঃ শীতসিতয়া সাধুসঙ্গতিগঙ্গয়া।
কিং তস্য দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

হে মহাবাহো! সাধুসমাগম সকল সময়ে লোকদিগের সংসার উত্তরণ পক্ষে সম্যক প্রকারে সহায়তা করিয়া থাকে। বিদ্বানদিগের সমাগম হইলে শূন্যতা পূর্ণতাতে পর্য্যবসিত, মৃত্যুও উৎসবে পরিণত এবং আপদ সম্পদের ন্যায় প্রতীত হয়। যে ব্যক্তি সাধু-সঙ্গরূপ নির্ম্মল গঙ্গাজলে স্নান করিয়া থাকেন তাঁহার দান, তীর্থবাস, তপস্যা ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি?

পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮৪ অধ্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি প্রাপ্ত হই। যথা—

"অহোবয়ং জন্মভৃতো লব্ধং কার্ৎস্নেন তৎফলম্।
দেবানামপি দুষ্প্রাপ্যং যদ্‌যোগেশ্বরদর্শনম্॥
কিং স্বল্পতপসাং নৃণামর্চ্চায়াং দেবচক্ষুষাম্।
দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নপ্রহ্ব পাদার্চ্চনাদিকম্॥
নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি নদেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥"

"নাগ্নির্নসূর্য্যো নচ চন্দ্রতারকা
ন ভূর্জ্জলং খংশ্বসনোঽথবাঙ্মনঃ।
উপাসিতা ভেদকৃতোহরন্ত্যঘং
বিপশ্চিতা ঘ্নন্তি মুহূর্ত্তসেবয়া॥
যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃকলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ॥
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জ-
নেষভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন অহো! অদ্য আমাদিগের জন্ম সফল হইল ও তৎফল প্রাপ্ত হইলাম যেহেতু অদ্য দেবতাদিগেরও দুষ্প্রাপ্য যোগেশ্বরদিগকে দর্শন করিলাম।

তীর্থ স্নানাদি মাত্রে যাহাদিগের তপোবুদ্ধি, মূর্ত্তিতে যাহাদের দেবদৃষ্টি, তাহাদের যোগেশ্বরগণের দর্শন, স্পর্শন, প্রশ্ন, প্রণাম ও পাদার্চ্চনাদি কি সম্ভাবিত হয়? জলময় তীর্থ ও মৃৎশিলাময়ী দেবমূর্ত্তির কথা বহু দূরে, কারণ উহারা অনেক সাধ্যসাধনায় যদি পবিত্র করিতে পারে তাহাও অনেক-কাল বিলম্বে কিন্তু সাধুগণ দর্শন মাত্রই পবিত্র করেন। অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র তারা পৃথিবী জল আকাশ বায়ু বাক্য ও মন ইহাঁরা ভেদ বুদ্ধিতে উপাসিত হইলে অজ্ঞান নাশ করিতে পারেন না কিন্তু মুহূর্ত্ত মাত্র সাধুসেবায় সমুদায় অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। বাত পিত্ত শ্লেষ্মময় শরীরে যাহার আত্ম-জ্ঞান, পুত্রকলত্রাদিতে যাহার আত্মীয় জ্ঞান, মৃত্তিকা-বিকারে যাহার দেবতা জ্ঞান ও জলেতে যাহার তীর্থজ্ঞান এবং তত্ত্ববিৎ সাধুতে যাহার সেই সকল জ্ঞান নাই সে ব্যক্তি গোতৃণবাহী গর্দ্দভ স্বরূপ।

আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে সাধু, সজ্জন পণ্ডিত যোগী সন্ন্যাসী ব্রহ্মবিৎ ইত্যাদি একার্থবাচক শব্দ। প্রমাণ স্বরূপ নিম্ন-লিখিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি যথা—

"নিজাচারগ্রাহিণো যে কুর্ব্বন্তো বেদসম্মতং।
পাপাভিলাষরহিতা সজ্জনাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

পদ্মপুরাণ অধ্যায় ১৬।

অর্থাৎ যে জন উত্তম আচারযুক্ত ও বেদানুকুল সমস্ত কর্ম্ম করেন, যিনি পাপা-ভিলাষরহিত এরূপ মহাত্মা ব্যক্তিকে সজ্জন কহা যায়।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি প্রাপ্ত হই যথা—

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিত লক্ষণম্॥

নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্
আপৎসুচ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥
শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞাচৈব শ্রুতানুগা।
অসংভিন্নার্য্যমর্য্যাদঃ পাণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ॥"

মহাভারতম্।

যিনি সদা ধর্ম্মযুক্ত কর্ম্ম সেবন ও অধর্ম্ম-যুক্ত কর্ম্ম সমস্তকে ত্যাগ করেন যিনি অনা-স্তিক ও যাহার সত্য শাস্ত্রে ও পরব্রহ্মে বিশেষ শ্রদ্ধা আছে এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত লোককে পণ্ডিত বলা যায়।

যিনি প্রাপ্তির অযোগ্য বিষয়কে কদাচ বাঞ্ছা করেন না, দ্রব্য নষ্ট হইলে যাহার শোক উপস্থিত হয় না, আপৎকালে যিনি মোহকে প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ যাহার বুদ্ধিনাশ হয় না সেই বুদ্ধিমানকে পণ্ডিত বলা যায়। যাহার শাস্ত্রজ্ঞান বুদ্ধির অনুগামী এবং বুদ্ধি শাস্ত্র জ্ঞানের অনুগামী যিনি আর্য্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক পুরুষের মর্য্যাদা ছেদন করেন না তাহাকেই পণ্ডিত সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

THE RELIGION OF LOVE.
INTENDED FOR ALL SECTS AND CHURCHES.

BY A HINDU.

(Continued from the last number)

CHAPTER VI.

OF THE STILL BUT THUNDERING VOICE LISTENING TO WHICH IS THE CAUSE OF THE NEW BIRTH.

1. In spite of the confusion and disorder apparently prevailing in the moral world of man, *in spite of the apparent injustice* and cruelty, which is to be witnessed in Nature, "red with tooth and claw," the injustice and cruelty, which led a certain philosopher to consider Jesus Christ to be a more virtuous being than God, (God should have appointed this wise man as

his prime minister to advise Him at the time of creation), there is a still voice which thundereth forth from our hearts "This thou *shalt* do" and "This thou *shalt* not do," and princes and potentates bow their crowned heads in submission to it.

2. Instances are recorded of very young persons hearing the words of this Voice as if spoken by a person outside. They looked for the person but in vain. It is the voice of the Monitor within the human breast, the Witnesser of virtue and vice, from whom no action could be concealed. Woe unto him who doth not hear this Voice for he is the truly forlorn and outcast man in the universe! He is an orphan, though having a father.

3. Men, devoted to God, overcome all difficulties and dangers through His grace by listening to this Voice. They perish who do not obey it through pride.

4. This voice resideth in the breasts of all men and speaketh in the same. No nation, no man, is totally bereft of ideas of morality. Even the most savage nations have got ideas of "mine" and "thine" or ideas of justice. Even the most savage nations are of opinion that neither "thine" should enroach on "mine" nor "mine" encroach on "thine." Even a robber-band cannot exist without the dictates of justice being observed by them in the participation of spoils. Kindness is appreciated by all nations. If there had been no morality, the world would have been rent into pieces. It is righteousness that upholdeth the universe. Immutable morality is the barrier against the disruption of these worlds.

5, At times, men stifle the still but thundering voice spoken of above and the earth is filled with iniquity and violence. Men appear at these times who are seized with travail of spirit at the sins of men and lament bitterly for them and admonish them not to do what they are doing and point out to them which way they should go. They labour earnestly for their own, but their own heed them not, on the contrary, persecute them and cover them with shame and ridicule; but these beloved sons of God do not mind the same but go on persisting in their sacred course even to martyrdom.

6. Most certainly is such a prophet required in these materialistic times when self and pelf have become our gods; when atheism, especially practical atheism, hath become rampant in the world; when concealment of one's thoughts, character and worldly circumstances have rendered hypocrisy another name for civilization; when men are of opinion that language has been given to conceal our thoughts; when conventional morality and the mere semblance of virtue, being the passport to genteel society, are preferred to real morality and real virtue, i. e. disinterested morality and disinterested virtue; when benevolence is not of the heart; when charity is merely the charity of subscription-books and advertisements intended only for display; when the utmost freedom and promiscuousness of social intercourse between the sexes prevail tending to great laxity of manners and of moral and social discipline; when men countenance the polka, the waltz and the ballet-dance; when the practice of sea-bathing shews an amount of indecency of which even savages would be ashamed; when what is called the "social evil" is rapidly assuming gigantic dimensions when an enormous sum of money, which could buy up a kingdom, is spent every year upon that most injurious of things in the world except when taken under *bonafide* medical advice of drink-shunning doctors, i. e, alcoholic liquor; when close to a princely mansion stored with costly statues and pictures, some bought at the price of ten thousand pounds each (too much aesthetics is the bane of this civilization) and all the luxuries and delicacies of life, men in hovels perish, unnoticed and unregarded; when kingdoms and principalities keep armies armed to the tooth ready to fly at each other's throats; when men exercise their best ingenuity upon improving the engines of destruction; when earth-hunger is never satisfied by any extent of territorial acquisition; when exploration of undiscovered countries means nothing more than the introduction into them of rum and gunpowder and of wants necessitating suicide according to the admission of the explorers themselves (see chapII); when diffusion of civilization means something more than the introduction of the railway and the telegraph and diffusion of

knowledge and refined manners and customs, that is, robbery and murder, open or secret—the extermination of poor helpless savages and aborigines by means of firearms, bloodhounds and fire-water, or the gradual impoverishment of a country by the conquerors draining off its money and its food, the latter under the ostensible pretext of free-trade to their home beyond the sea.

7. In the preceding paragraph we have spoken of costly pictures and statues. A civilization, which gratifieth more the sense of beauty than the feeling of benevolence, is not true civilization. Sense of beauty having been given by God, should be, of course, gratified but should be totally subordinated to the feeling of benevolence and extreme sympathy for the poor. That civilization is the best civilization which cheapeneth beautiful things and bringeth them to the homes of the poor, their preparation affording employment to more hands than that of costly things of beauty for noble men.

8. This prophet shall convince men that the present life is a state of warfare with physical moral and spiritual evils and not one of pleasure and enjoyment; that our terrestrial state is a state of education; that we are now in the lowest form of the school and shall gradually rise to higher and higher; that the present life has not been given to us for enjoyment but for ennobling our nature and thereby attaining the Being Absolutely Noble and that the present civilization is not true civilization, that if it be true civilization then tailors and carpenters are the makers of civilization, divines and religious teachers being an unnecessary element in the universe. He shall convince men that God is the only truly beautiful object and gratifieth our thirst for beauty more than any earthly thing can. He is the First Perfect, the First Good and the First Fair. He is the Sea of beauty.

9. The said prophet would recast society on a new basis on the principle that religious and moral civilization, including material civilization but controlling the same, is real civilization, convincing people that a purely material civilization, leadeth to gross vices which can not be named without a blush and that materialistically civilized nations bring on their own ruination by means of the worship of self and pelf and indulgence in luxury and vice.

10. Woe be unto them who are dazzled by the glare of material civilization! There are in the world no greater boobies than they.

11. There is at least one example in history of a nation, an essentially religious nation, which ate religiously, drank religiously, walked religiously and slept religiously; whose physical, intellectual, social, political and military concerns were all impenetrated by the hallowed influence of religion; in whose country, according to the testimony of alien historians, robbers and thieves were almost unknown. All nations, materialistically civilized, should follow its example, yea, try to be better than its members were. What man has done man can do.

12. Plain living and high thinking, accompaied by good works, is true civilization or, in other words, that civilization is the best civilization which is based on the Religion of Love or the Religion of Sacrifice.

13. Sacrifice your base inclinations for the love of your True-Self i. e. God, He being the Soul of your soul and therefore the True-Self. Be sinless and holy and hold permanent communion with Him and thereby partake of His nature. The attainment of God—Being or Divine Life is the end of human existence. That is the best civilization which promoteth the accomplishment of this end.

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

সদর ও মফঃস্বল—(১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা)—এই পাক্ষিক সংবাদ পত্রখানি তাহিরপুর হইতে শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার প্রথম কয়েক সংখ্যা পড়িয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। এরূপ সংবাদ পত্রের দ্বারা দেশের প্রকৃত উপকার হইতে পারিবে।

Suburnabaincks of Bengal, By a Vaisya—কলেজ অঞ্চলে "হিন্দু হোষ্টেল" নামক একটী ছাত্রনিবাস হিন্দু সাধারণের অর্থ হইতে হিন্দুদিগের জন্য নির্ম্মিত হ যাছে। মধ্যে এইস্থানে সুবর্ণ বণিকের প্রবেশ লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই পুস্তিকা খানি বলিতে গেলে, তাহারই প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ যুক্তিসঙ্গত। যখন অনেক অর্থবান্ সুবর্ণ বণিকের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছিল,

তখন কি তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে সুবর্ণ বণিক-দিগকে, হিন্দু হইলেও ছাত্রনিবাসে লওয়া হইবে না এবং তাহা হইলে কি তাঁহারা অর্থ সাহায্য করিতেন ? হায়, আমাদের দেশ হইতে এইরূপ বৃথা বিবাদ কবে উঠিয়া যাইবে ?

বেদব্যাস—বৈশাখ ১২৯৯। নব্য ভারত, শ্রাবণ ১২৯৯।

বীরমালা—১ম সংখ্যা—শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। ইনি ভারতীয় বীরদিগের বিবরণ শাস্ত্রাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। ইনি বীরদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—রাজনৈতিক বীর, সাহিত্য বীর ও ধর্ম্ম বীর। মুমূর্ষু ভারতবাসীগণ বীর পূর্ব্বপুরুষদিগের জীবনী পড়িয়াও সৎকার্য্যে উৎসাহিত হইতে পারে, আশা করা যায়।

৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত—শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। তর্কবাগীশ মহাশয় একজন সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন। তিনি নৈষধ প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত কএক খানি গ্রন্থ আছে। আমরা ইহাঁর বিশেষ পরিচয় কি দিব, এই টুকু বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে ইহাঁর লোকান্তর প্রাপ্তির পর ইহাঁর ন্যায় সুকবি বঙ্গদেশে আর অদ্যাপি দেখিতে পাইলাম না।

দাসী—আষাঢ় ১২৯৯। ইহার লভ্যাংশ রোগীর পরিচর্য্যাদিতে ব্যয়িত হইবে। এই পত্রিকার সত্বাধিকারীগণ একটী দাসাশ্রম এবং একটী সেবালয় করিয়াছেন। দাসাশ্রমের সভ্যদিগের দরিদ্রদিগের সাধ্যমত পরিচর্য্যাই ব্রত। সেবালয়ে দরিদ্র রোগীদিগকে আশ্রয় দেওয়া হয়।

সংবাদ।

বিগত আষাঢ় মাস হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতন আশ্রমের পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্বরলিপি।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

কাফি সিন্ধু—ঢিমা কাওয়ালি।

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর,
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু,
প্রেম-বিন্দু কাতরে কর দান।
কোরো না সখা কোরো না
চির নিষ্ফল এই জীবন,
প্রভু জনমে মরণে তুমি গতি,
চরণে দাও স্থান।

১ ২
।

।১´।৩।০।১।

॥ পা -মপা -মপা -ধঞা। পা মঙ্গা -া রা। মা রা -ঙ্গমঙ্গমঙ্গা রসরা। সরা ঞ্সা -ঞ্সা ঞ্মা।
॥ শূ — — —। ন্য, প্রা — ণ। কাঁ দে —— সদা। প্রা — — —।
। নমঙ্গা -া রা সা। ঞা ঞা ঞা ধা। ধা -া ঞা -া। ধা -া পা -া। মপধা -ঞর্সঞা ধা ধা।
। ণে — শ্ব র। দী ন ব ন্ধু। দ — য়া —। সি — ন্ধু —। দী —ন, ব ন্ধু।
। ধা -া ধর্সঞা -া। ধা -া পা -া। মমা -মপা -ধঞা -র্সঞা। ধা -া পা -া। পধা -পা মগা মা।
। দ — য়া —। সি — ন্ধু —। প্রে — — ম। বি — ন্দু —। কা — ত রে।
। মমা -া -ঙ্গমপমা -া। রমঙ্গা -া -রসা -রা॥ মা পা না -র্সা। র্সা -া র্সা -া। না না র্সা -া।
। কর — —— —। দা — — ন্॥ ক রো না —। স — খা — -। কো রো না —।
। র্সা র্সা র্সা -রা। ম্ঙ্গা -া র্রা র্সা। ঞর্সা -া ঞর্সা -া,। -ধঞা -া -া -া। -পা -ধা মা পা।
। চি র নি —। — — ষ্ফ ল। এই — জী —। — — — —। — — ব ন।
। মমা পা র্সা না। র্সা -া ঞা ধা। ধা ধঞা -পা -ধা। মা পা -া -া। ঙ্গা -মপধঞা -ধর্সঞা -া।
। প্রভু, জ ন মে। ম — র ণে। তু মি — —। গ তি — —। চ —— — —।
। ধা পা মা মা। ঙ্গমা -পমা -া -া। -রমঙ্গা -া -রসা -রা॥ ॥
। র ণে, দা ও। স্থা — — —। — — — ন্॥ ॥

স্বরাক্ষরের উপরে বিন্দু দিলে কম্পন কিম্বা গমক বুঝায়।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা

	মূল্য।
প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১ম ভাগ	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২৷৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	।
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	৵৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	৵৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৵৹
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	৴১৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তবাহ্য	৴১৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজে ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৴৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	৴
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৹
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৴
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	৴
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৴
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴৹
প্রবচন সংগ্রহ	৴৹
ব্রহ্মোপাসনা	৴৹
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৵৹
দশোপদেশ	৷৹
মাঘোৎসব	।৹
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	
ধর্ম্মশিক্ষা	
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	
দুর্গোৎসব	৴৹
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৴৹
ব্রহ্মসঙ্গীত (সম্পূর্ণ ৮ম ভাগ পর্য্যন্ত)	
ব্রহ্মসঙ্গীত ৮ম ভাগ	।৹
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।৹

	R.	A.	P.
A Discourse against Hero-making in Religion	"	12	"
Hindoo Theism	"	1	"
Theist's Prayer Book	"	1	"
Tuhfatal Muwahhiddin	"	4	"
Doctrine of Christian Resurrection	"	2	"
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	"	1	"

	মূল্য।
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	৷৹
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸৹
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	১
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২৲
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ (২য় সংস্করণ)	৷৵৹
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	৴৹
সার ধর্ম্ম	৴১৹
সার ধর্ম্ম (অনুক্রম)	৴৹
সেকাল আর একাল	৷৹
তাম্বূলোপহার ১ম ভাগ	৴৹
ঐ ২য় ভাগ	৴৹
ব্রহ্ম সাধন	৵৹

	R.	A.	P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	"	4	"
Brahmic Questions of the Day	"	6	"
Brahmic Advice, Caution and Help	"	3	
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	"	2	
Adi Brahmo Samaj as a Church	"	3	
A Reply to the Query, "What is Brahmoism?	"	4	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	"	1	
Science of Religion	"	4	
Hindu Theists' Brotherly Gift to English Theists	"	4	
Old Hindu's Hope	"	4	

	মূল্য।
তত্ত্ববিদ্যা	১৷
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৵
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৵
Ontology	1 "
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৶৹
বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড	১৷৹
বেদান্ত প্রবেশ	১৲
সৃষ্টি	১৲
প্রলয় তত্ত্ব	৷৹
পরলোকতত্ত্ব	১৷৹
(উপরের পাঁচখানি) একত্রে লইলে	২৲
হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ	১৲
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	১৲
অধিকারতত্ত্ব	।৹
বিজ্ঞানামৃত	১৲
জীবনের সদ্ব্যবহার	৷৹
উপহার (কাপড়ে বাঁধা)	।৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১৷৹
উদ্গীথ	।৹

	মূল্য।
ধর্ম্মমালা	৶১০
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১৲
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵০
ডায়েরী	৷০
বেদান্ত দর্শন (টীকা ও কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদসহ) ৩৮ খণ্ড	১২৸৶০
পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট	২৲
সাঙ্খ্য সূত্র (টীকা ও অনুবাদসহ)	১৷০
সাঙ্খ্য-দর্শন ১ম ভাগ	৸০
সাঙ্খ্য-দর্শন ২য় ভাগ	৸০
চরিত্রানুমান বিদ্যা ১ম খণ্ড	৷০
অক্ষয়-চরিত (সচিত্র ও সমূলক)	৷৶০
আদর্শ নারী	।০
বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাঁহার উপদেশ	/৫
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী	।০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৩৲
ঐ (পকেট এডিসন)	।০
ছায়াময়ী পরিণয়	।০
পরমকল্যাণ গীতা	১৲
পরমকল্যাণ গীতা (হিন্দি)	১৲
শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত	৷০
পরাশর সংহিতা	৷০
শ্রীদারু ব্রহ্ম বা জগন্নাথ	।০
হস্তামলক	৵০
সেন রাজগণ	৷০
জোয়ানের জীবন চরিত	৷০
Who is Christ ?	" " 6
Miracles, or the Weak Points of Revealed Religion	8 "
সঙ্গীতমঞ্জরী	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা	৷৶০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	৶১০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	৶০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	১৲
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী (বাধান)	৩৷০
English Works of Raja Rammohun Roy Vol. I	3 " "
Do. Vol. II	5 " "
হিন্দুধর্ম্ম নীতি	১৲
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র (তাৎপর্য্য সহিত)	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা	৶১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান জনসমাজের সম্বন্ধ	/০
উপদেশ	৶১০
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার	৶১০
বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ক মনুর মত	।০

	মূল্য।
নীতি-কবিতাবলী	।০
নীতি পদ্য	/০
নীতি প্রভা	৵০
প্রকৃত ধর্ম্ম পথ	৶১০
ব্রহ্মজ্ঞান	৶১০
Hinduism	" 4 "
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি (হিন্দি)	/০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড (বাঙ্গালা)	৵০
গৃহকর্ম্ম	।০
ধর্ম্মদীক্ষা	/০
সঙ্গীত মুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে	।০
ঐ তৃতীয় ভাগ	।০
ঐ চতুর্থ ভাগ	।৶০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
প্রশ্নমঞ্জরী	৷০
প্রভাত-কুসুম	৷/০
কুমারশিক্ষা	।০
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	।৶০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত	১৲
পুনর্জ্জন্ম আছে কি না ?	/০
পঞ্চোপনিষৎ	৷০
মহাত্মা রামমোহন রায় (পদ্য)	৶১০
একতাব্রত কাব্য	৶১০
Memoir of Raja Ram Mohan Roy	1 " "
Universal Religion	" 8 "
Band of Hope	" 1 "
ধর্ম্ম পরিচয় ১ম ভাগ	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	৷০
বক্তৃতা মঞ্জরি	৶০
সূত্র-নিপাত (বৌদ্ধধর্ম্ম)	১৷০
উপষ্টস্ত (ঐ)	৷/০
চিন্তা বিন্দু	৶১০
বালক বন্ধু	/০
তত্ত্ব বিচার	।৶০
সুরাপান বা বিষপান	৷০
স্বর্গের চাবি	৶০ } একত্রে লইলে
পারের নৌকা	৶০ } ৶০
হরিলীলা ১—৪র্থ ভাগ	১৶০
বনফুল	৷/০
দেবতত্ত্ব	৷০
মনোহর শায়ী ব্রহ্মসঙ্গীত	।০
Essay on happiness	1 " "
History of Warren Hastings	1 " "
দামিয়েনের জীবনচরিত	৷০
কমলাকান্ত পদাবলি	৸০
আহার বিজ্ঞান	/০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প (২য় সংস্করণ)	।৶০
আর্য্যাবর্ত্ত (জনৈক হিন্দু মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত)	৷০
পাগলের—পাগলামি	।০

ত্রয়োদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

৫৯০ সংখ্যা

১

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৯। কলিগতাব্দ ৪ । ১ আশ্বিন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ।৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

CLEMENTS' TONIC.

১। নিম্নলিখিত রোগ সকলের জন্য দ্রুতফলদায়ক বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তার ফেণিমণ্ড সাহেবের ঔষধি ও ব্যবস্থা সকল বিশেষ উপকারি—অগ্নিমান্দ্য, শরীর শীর্ণ, নানাবিধ দুর্ব্বলতা ও ধাতু দৌর্বল্য।

২। ডাক্তার ফেণিমণ্ডের ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে শরীরকে স্বচ্ছন্দ রাখে এবং নাড়ীর বল বেশী করে ও ধাতুর বল বৃদ্ধি করে।

৩। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের ধাতুদৌর্বল্য নিঃশেষ ও প্রত্যঙ্গের বল বেশী করে। বার্দ্ধক্য ও শীর্ণাবস্থা ও সর্ব্বদা নানা রোগাক্রান্ত এই সকল রোগের ডাক্তার ফেণিমণ্ডের ব্যবস্থা ঈশ্বরের দয়ার চিহ্ন স্বরূপ, বেশী পরিশ্রম ও গরম কি কোন কোন অজ্ঞাত উপদ্রবে কি লোভ কি অসাধ্য কার্য্য ও বিক্রম প্রকাশ করিতে আহত ও রুগ্ন হয় ডাক্তার ফেণিমণ্ডের ব্যবস্থায় নিশ্চয় মুক্ত হইবে।

৪। এই ব্যবস্থা হঠাৎ উত্থিত দৌর্বল্য ও শীর্ণতা অতি শীঘ্র প্রতিকার করে।

৫। নাড়ী দৌর্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, শরীর শীর্ণতা, মানসিক দুর্বল, ভয় এবং দুশ্চিন্তা, সকল বিষয় অবিশ্বাস ও চির চিরে স্বভাব ও মনোমালিন্য শিরোরোগ (বেদনা) কোমর বেদনা দন্তশূল যাহা সর্ব্বদা কষ্টদায়ক ও অনিদ্রা ও সর্ব্বদা দুশ্চিন্তা, ঐ সকল রোগের ডাক্তার ফেণিমণ্ডের ঔষধি, ব্যবস্থা এক অপূর্ব্ব মহদুপকারি মহৌষধি।

যে যুবা যৌবনাবস্থায় নানা উপদ্রব করিয়া ঘটনা বশত দুর্ব্বল শরীর ও শীর্ণ ও নিষ্ক্রিয় ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহাদের সম্বন্ধে ডাক্তার ফেণিমণ্ডের ঔষধি ব্যবস্থা মহদুপকারি—ঐ ব্যবস্থা ও ঔষধি ব্যবহার করিলে ঐ সকল উপদ্রব তিরোহিত হইয়া ক্রমে শরীর সবল, ক্রিয়াযোগ্য ও স্থির হয়।

যে সকল রোগ কেবল স্ত্রীলোকের হয় তাহাদের সম্বন্ধে এই ঔষধি বিশেষ ফলদায়ক। বালিকাদের আন্তরিক স্ত্রীরোগ হইয়া যৌবন প্রকাশ না হইয়া ক্ষীণাবস্থা হইতে থাকে ঐ সকল রোগ সম্বন্ধে ডাক্তার ফেণিমণ্ডের ঔষধি, ব্যবস্থা বলবৎ।

গতি, বিধি, আহার বিহার, যৌবন গর্ব্বে অমিত পরিশ্রম দ্বারা নাড়ী দুর্ব্বল ও শরীর নানা রকম রোগে অর্থাৎ অঙ্গক্ষত, পক্ষাঘাত মস্তিষ্ক মলিন হইয়া যে সকল শিরোরোগ হয় ও অগ্নিমন্দ হইয়া উদরে পাক ক্রিয়ার বাধা থাকে বিবিধ উপদ্রব হয় ঐ সকল রোগ ডাক্তার ফেণিমণ্ডের ব্যবস্থা ও ঔষধিতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ঐ ঔষধি ক্রয় করিতে অতি সাবধান হওয়া উচিত। ঐ ঔষধি বহু লোকে নকল করিয়া বিষাক্ত করিয়াছে—এফ্, মূর, ক্লেমেণ্টেস্ স্বাক্ষর যুক্ত বোতল ভালরূপে দেখিয়া ক্রয় করা উচিত।

Special Agents for India :—BOMBAY—J. A. Kirkbride, Treacher & Co.; CALCUTTA—Smith, Stanistreet & Co.; MADRAS—W. E. Smith. & Co.; CEYLON—N. S. Fernando, and all Chemists, Store & Medidicine Vendors.

———

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

প্রবৃত্তি দমন।*

প্রবৃত্তি দমনই মনুষ্যের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বঙ্গবাসীর ধর্ম্ম, ভারতবাসীর ধর্ম্ম—জগৎবাসীর ধর্ম্ম। পশু পক্ষী প্রবৃত্তির অধীন। মনুষ্য প্রবৃত্তি দমনে অধিকারী। যিনি যে পরিমাণে প্রবৃত্তি দমন করেন তিনি সেই পরিমাণে সুখী। যিনি যে পরিমাণে না পারেন, তিনি সেই পরিমাণে অসুখী।

এই প্রবৃত্তি দমন বহু শ্রবণে—বহু অধ্যয়নে বা বহু আলোচনায় হয় না। ইহা হৃদ্গত যত্ন-সাপেক্ষ—সাধনা-সাপেক্ষ।

বিদ্যা যেমন সাধনা-সাপেক্ষ—ধর্ম্ম আবার তাহা অপেক্ষা সাধনা-সাপেক্ষ। শরীর শোষণরূপ তপস্যা ইহা অপেক্ষা সহজ। বিদ্যার্থীই জানেন বিদ্যার্জ্জনের কত ক্লেশ। আর ধর্ম্মার্থীই জানেন কত ক্লেশে ধর্ম্ম-রত্ন হস্তগত হয়। কহিনুর আর অল্প মূল্যে পাওয়া যায় না। যেমন জিনিষ তেমনি তার মূল্য। এই ধর্ম্মরত্ন লাভ করিতে হইলে, অনুক্ষণ আত্মার উপর চক্ষু রাখা চাই। ইহাকেই জীবনের ব্রত করিতে হয়। কোথায় কোন্ প্রবৃত্তি—কোন্ রিপু—কি অবস্থায় আছে সদা জাগিয়া জাগিয়া ধরিতে হয়। একটুখানি অসাবধান থাকিলেও প্রমাদ ঘটিতে পারে। চেষ্টার উপর চেষ্টা, যত্নের উপরে যত্ন ভিন্ন কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হয় না। সকল রিপুর মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্রোধকেই ধরিলাম। এই একটা প্রবৃত্তি দমন করা কত কঠিন; বীজগণিতের একটা কঠিন সমস্যা পূরণ করিতে যত মানসিক শক্তির প্রয়োজন হয়—ক্রোধ প্রবৃত্তি দমন করিতে তাহা অপেক্ষা শতগুণ মনের বল প্রয়োগ করিতে হয়। কত চেষ্টা করিলে বিদ্বান হওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা না করিলে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। পৃথিবীতে যত বিদ্বান দেখা যায়, ধার্ম্মিকের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

মনের উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করাই ধার্ম্মিকের কার্য্য। এই কর্ত্তৃত্ব স্থাপন—ভারতের উপর, পৃথিবীর উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন

---

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি কর্ত্তৃক বিবৃত।

অপেক্ষা কঠিনতর ব্যাপার, কিন্তু কঠিন বলিয়া অসাধ্য নহে।

পরমেশ্বর প্রবৃত্তি-দমনই মনুষ্যের ধর্ম্ম করিয়াছেন, অসাধ্য হইলে কখনই করিতেন না। এক দিনে না হয়, দুই দিনে—দুই দিনে না হয়, দুই মাসে—দুই মাসে না হয়, দুই বৎসরে—চেষ্টা থাকিলে, আন্তরিক চেষ্টা থাকিলে, এক সময়ে না হয়, আর এক সময়ে সিদ্ধি লাভ হইবেই হইবে। একখানি প্রস্তরে যদি ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে—তবে সে প্রস্তরও যেমন কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্রতপরায়ণ হইয়া ধৈর্য্য সহকারে প্রবৃত্তি দমনের চেষ্টা করিলেও কেন মনুষ্য কৃতকার্য্য না হইবে? ঈশ্বরের চক্ষুর উপরে সাধু চেষ্টা কখন নিষ্ফল হয় না। সাধু চেষ্টা থাকিলেই ঈশ্বর কৃপা করেন। অবশেষে সেই কৃপাই আমাদিগকে জয়যুক্ত করে।

প্রবৃত্তি দমন প্রতিস্রোতে যাওয়ার ন্যায়। তৃণ স্রোতে ভাসিয়া যায়, মনও কি প্রবৃত্তিস্রোতে ভাসিয়া যাইবে? ইহা কি তৃণ অপেক্ষাও লঘু? প্রতিস্রোতে যাইতে হইলে বল প্রকাশ আবশ্যক হয়। এই বল প্রকাশ করিতে করিতেই ক্রমে আত্মা বলিষ্ঠ হইয়া উঠে।

প্রবৃত্তি দমন ব্যায়াম তুল্য। শরীরে যে পরিমাণ বল থাকে, ব্যায়াম দ্বারা তাহার বৃদ্ধি হয়। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক ব্যায়াম দ্বারা আত্মার বল কেন না বৃদ্ধি পাইবে? যতই ইহা বল লাভ করিবে—ততই ইহা দেবশ্রী প্রাপ্ত হইবে—বিবেক ও বৈরাগ্যরূপ শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত হইয়া দিব্য জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইবে! ইহার অভাবে মনুষ্য ইহলোকে অশান্তি ও পরলোকে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।

আবার সকল প্রবৃত্তির উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রবৃত্তি বিশেষের উপর আংশিক দৃষ্টি থাকিলে হইবে না। রাজা যুধিষ্ঠির ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ধর্ম্মরাজ্যে ইহাঁর তুল্য লোক অতি অল্পই দেখা যায়। ইহাঁকে ক্রোধ-ভুজঙ্গের মহামন্ত্র ও ধৈর্য্যের প্রতিমা বলিলেও হয়। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও একটিমাত্র প্রবৃত্তি দোষে তাঁহার মহা বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। এক মাত্র ছিদ্র দ্বারা যেমন বৃহৎ নৌকাও জলমগ্ন হয়, তাঁহার পক্ষেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। পাশক্রীড়ায় তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। তিনি এই প্রবৃত্তিকে অনুচিত প্রশ্রয় দিতেন। এই প্রবৃত্তি দোষে কি অপমান-ই না তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল?

তিনি পাশক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব নাশ করিয়া পরিশেষে প্রাণসমা দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণে হারিলেন।

পরিশেষে তাঁহাকে অজিনাম্বর পরিধান ও জটাভার বহন পূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস আশ্রয় করিতে হইয়াছিল। এই পাপেই পরিশেষে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।

রাজা দুর্য্যোধনও এই প্রবৃত্তিদোষে ধনে প্রাণে নষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি হিংসা প্রভৃতি বহুবিধ কুপ্রবৃত্তির অধীন ছিলেন। ক্রোধ ও অভিমানই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। একদা তিনি ভীম-শরে ক্ষত বিক্ষত ও পরিশ্রান্ত হইয়া জলস্তম্ভন বিদ্যাপ্রভাবে দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছিলেন। এক মৃগজীবী এই সন্ধান জানিতে পারিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট তাহা প্রকাশ করে। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, দুর্য্যোধন দারুণ অভিমানী, সে

কাহার দুরক্ষর পরুষ বাক্য সহ্য করিতে পারিবে না। তুমি এই হ্রদের নিকটে যাইয়া তাহাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ কর। তাহা হইলেই বড়িশ দ্বারা যেমন মৎস্য ধৃত হয়, সেই রূপেই সে ধৃত হইবে। যুধিষ্ঠির তাঁহার আদেশ মত কার্য্য করিলেন। দুর্য্যোধন অসহিষ্ণু হইয়া হ্রদের বাহিরে আইলেন। সেই বহির্গমনই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। সংযত পুরুষ হইলে তাঁহার এমন দুর্দ্দশা কখনই হইত না। প্রবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে না পারিলে মনুষ্যের এমনিই হইয়া থাকে।

অসংযত পুরুষের দুর্দ্দশা সকল কালেই আছে; বর্ত্তমান কালেও ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষুর সম্মুখে রহিয়াছে। প্রথম নেপোলিয়নের ন্যায় বীর ও সৌভাগ্যবান পুরুষ পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু এক দারুণ লোভই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল। তিনি পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিতে লালায়িত ছিলেন, ওদিকে প্রবল পরশ্রীকাতরতা—প্রবল লোভ তাঁহার হৃদয়ে অতি নিষ্ঠুর রাজার ন্যায় রাজত্ব করিত। লোভেই পাপ—পাপেই মৃত্যু, তাঁহার জীবন-চরিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এত রাজ্য এত ঐশ্বর্য্য থাকিতেও কেন তিনি রুষিয়ার দিকে বল নিয়োজিত করিলেন? স্বহস্তরোপিত বিষবৃক্ষের গরলময় ফল তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে হইল। সৌভাগ্য-রবি জন্মের মত অস্তমিত হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পরমেশ্বর মনুষ্যের জন্য আত্মসংযমরূপ ধর্ম্ম দিয়াছেন। ঈশ্বর যে এ ধর্ম্মের স্রষ্টা ও প্রেরয়িতা, ইহা না জানিয়াও যিনি এ ধর্ম্ম পালন করেন, তিনিও শান্তি লাভ করেন। কিন্তু যিনি তদ্গত-প্রাণ, ঈশ্বর লাভের উদ্দেশেই যিনি সংযম ব্রত ধারণ করেন তিনি পরম শান্তি লাভ করেন। এ প্রকার ভক্তের হৃদয় ঈশ্বরের পবিত্র ও স্নিগ্ধ জ্যোতি দ্বারা অনুক্ষণ জ্যোতিষ্মান্ থাকে, সে জ্যোতির তুলনা কোথায়।

হে পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগকে প্রবৃত্তি দমনের বল দাও। তুমি গুরুর গুরু মহাগুরু হইয়া কেমন করিয়া সংযম ব্রত পালন করিতে হয় তাহা শিক্ষা দাও। আমরা তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, তোমারি নিকটে এই সাহায্য চাহিতেছি, তুমি আমাদিগের মনোরথ সিদ্ধ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

একাদশ উপদেশ—আর্য্যদের ব্রহ্মোপাসনা।

(২১শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ।)

আর্য্যেরা পূর্ব্বে গো, অশ্ব, ছাগ, মেষ, স্ত্রী পুত্র লইয়া ভ্রমণ করিয়াই বেড়াইতেন। যখন এদেশে আসিয়া তাঁহাদের ইহা মনোনীত হইল; এখানকার শ্রী-সৌন্দর্য্য সকল প্রতীতি করিলেন; এখানকার সুখদ ঋতু সকল ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন, তখন তাঁহারা বহু ভ্রমণের শ্রান্তি দূর করিয়া এখানে বসতি করিলেন। যখন আর্য্যেরা এখানে আসিয়া বসতি করিলেন, তাঁহারা প্রতিজনেই গৃহস্থ হইলেন—প্রত্যেকেই এক একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্ত্রী পুত্রগণের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে যখন অনেক গৃহস্থ একত্র বাস করিতে লাগিলেন,

তখন একটী পল্লী হইল। যখন অনেক পল্লী একত্র হইল, তখন একটী সমাজ হইল। তাঁহারা সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল। গৃহস্থেরাই ধর্ম্মের উন্নতি করিতে লাগিলেন। পিতা মাতাকে ভক্তি করা, পুত্রের এই ধর্ম্ম হইল; আবার স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা করা, স্নেহের সহিত যত্নের সহিত তাহাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া— ইহা পিতার ধর্ম্ম হইল। ভ্রাতাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ্য আসিল। প্রতিবাসীদের প্রতি যেরূপ ঔদার্য্যের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাও এক ধর্ম্ম হইল। যখন সকল গৃহস্থই স্বাধীনভাবে আপনার পরিশ্রমে ধন ধান্য উৎপন্ন করিয়া আপনার আপনার গৃহ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, তখন ধর্ম্মবৃত্তি দ্বারা তাঁহারা বুঝিলেন যে, অপরের ধন অপহরণ করা উচিত নহে; ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্তের দ্বারা গৃহ প্রতিপালন করিতে হইবে। এইরূপে অপরের ধন অপহরণ করা অন্যায়, এই এক ধর্ম্ম আসিল। আবার যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, সকলেই আপনার আপনার উপযুক্ত ধন ধান্য আহরণ করিতে পারিল না, তখন তাহাদের অভাব পূরণ করিবার নিমিত্ত দয়াবৃত্তি আসিল। দেখ, এই হৃদয়ের ন্যায়, দয়া, ধর্ম্মভাব সকলই গৃহজাত ফল। আবার তাঁহারা গৃহের আপদ বিপদ দূর করিবার জন্য দেবারাধনা আবশ্যক বোধ করিলেন; দেবতাকে প্রীতি ভক্তি করিয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করা তাঁহাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ হইল। এই যে ধর্ম্মের একটী বন্ধন দাঁড়াইল আর্য্যেরা আপনাদের দুর্ব্বলতাবশতঃ সকল সময়ে তদনুসারে আচরণ করিতে পারিতেন না; মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে পদ স্খলিত হইত এবং আত্মগ্লানির কঠোর আঘাতে তাঁহারা অস্থির হইতেন। তখন তাঁহারা আপনার আপনার আরাধ্য দেবতার নিকটে গিয়া পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিয়া শান্তিলাভ করিতেন।

আর্য্যেরা ইন্দ্রিয়গোচর সূর্য্য চন্দ্র ইন্দ্র বায়ু প্রভৃতিকে আপনাদের দেবতা বলিয়া জানিতেন এবং যাগ যজ্ঞাদি দ্বারা তাঁহাদের আরাধনা করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে ঐ সকল দেবতার আরাধনাতে এলোকে দুঃখ ক্লেশ হইতে, পাপ তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সুখভোগ এবং পুণ্যলাভ করিবেন; মৃত্যুর পরে স্বর্গলাভ করিবেন এবং স্বর্গে পুণ্যের ফলভোগ করিবেন।

তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি উন্নতমনা ঋষি এপ্রকার অকিঞ্চিৎকর ধর্ম্মে সন্তুষ্ট হইলেন না এবং জ্ঞানের তৃপ্তিলাভ করিলেন না। তাঁহারা গৃহকর্ম্ম, সামাজিক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রী-ঐষণা বিত্তৈষণাতে বিরক্ত হইয়া, অরণ্যে যাইয়া ঈশ্বরের স্বরূপভাব লাভ করিবার জন্য, আত্মজ্ঞানের জন্য কায়মনোবাক্যে ধ্যানধারণায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা সকল প্রকার বিষয়-স্পৃহা পরিত্যাগ করিলেন এবং ভৈক্ষচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই অরণ্যে ঋষিরা অনেককাল একাগ্রচিত্ত হইয়া পরস্পর, জ্ঞান-ধর্ম্মের আলোচনা ও চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হৃদয় যখন প্রশস্ত ও পবিত্র হইল, জ্ঞান যখন স্ফূর্ত্তি পাইল, তখন স্থিরবুদ্ধি হইয়া, শান্ত দান্ত সমাহিত হইয়া ব্রহ্মকে জানিয়া তাঁহারি প্রসাদে তাঁহারা পরমানন্দ লাভ করি-

লেন। তাঁহারা জ্ঞানচক্ষুতে দেখিলেন

"ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ। সদেবসোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। সবা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ। সতপোঽতপ্যত সতপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।"

এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না। এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল একই অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন। তিনি জন্মবিহীন, মহান্ আত্মা; তিনি অজর, অমর, নিত্য ও অভয়। তিনি বিশ্বসৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদয় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয় এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ, ও বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে। তখন ঋষিরা লোকদিগকে উপদেশ দিলেন যে "যদি তোমরা সুখশান্তি চাও, পাপ হইতে পরিত্রাণ চাও, যদি তোমরা অমৃতলাভ করিতে চাও, তবে পরব্রহ্মের উপাসনা কর।" বিশ্বামিত্র ঋষি ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতি গায়ত্রীমন্ত্রে রচনা করিয়া লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিলেন—

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।"

ভূলোক, দ্যুলোক এবং অন্তরীক্ষ, এই ত্রিলোক-প্রসবিতা পরমদেবতার বরণীয় জ্ঞানজ্যোতির তেজ, যাহা দ্বারা পাপের বীজ সকল দগ্ধ ও বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই তেজ ধ্যান করি; যিনি আমাদিগকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রয়োজক বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। তিনি বলিলেন যে "এই গায়ত্রী জপের দ্বারা, জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা পরব্রহ্মের উপাসনা কর।' মনুও এই বাক্য অনুসারে বলিয়াছেন

"প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী, এই তিনের দ্বারা পরব্রহ্মকে উপাসনা করিবে, আত্মা যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিশ্বামিত্র ঋষি আরও বলিলেন "সেই সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা পরব্রহ্মকে সূর্য্যের অন্তর্য্যামী ভাবিয়া গায়ত্রী জপের দ্বারা পাপ হইতে পরিত্রাণের জন্য তিন সন্ধ্যা উপাসনা কর।" আর্য্যেরা সেই অবধি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা বেদের বিধান অনুসারে সূর্য্য অগ্নি বায়ু প্রভৃতি পরিমিত দেবতাদিগেরও আরাধনা হইতে বিরত হইলেন না। তাঁহারা এই পরব্রহ্মের উপাসনা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া ভাবিতেন। পরিমিত দেবতাদিগের উদ্দেশে প্রয়োজনমত যাগযজ্ঞ হইত; কিন্তু গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মের উপাসনা আর্য্যদের প্রতিদিন করিতে হইত এবং প্রতিদিন তিনবার করিয়া করিতে হইত—তাঁহারা সূর্য্যের উদয়কালে পরমেশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া, মধ্যাহ্নে পালনকর্ত্তা বলিয়া এবং সূর্য্যের অস্তকালে প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া উপাসনা করিতেন। এই গায়ত্রীপাঠ তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম ছিল। এমন কি, যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময়েও মধ্যে মধ্যে গায়ত্রী দ্বারা পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে হইত।

আর্য্যেরা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্মকে সূর্য্যের অন্তর্য্যামী পরমদেবতা-

রূপেই উপাসনা করিতেন। তখন জ্ঞান-ধর্ম্মের এতটা উন্নতি হয় নাই বলিয়া তাঁহারা নিরাধার ঈশ্বরকে ধারণা করিতে পারিলেন না; তখন তাঁহারা নিরাধার ঈশ্বরের উপাসনার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। এখনও ভারতবর্ষে এই প্রকার গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু বেদের সময় অপেক্ষা উপনিষদের সময়ে জ্ঞানের অনেক উন্নতি হইল; তখন জ্ঞানের এত উন্নতি হইয়াছিল যে ঋষিরা প্রকাশ করিলেন

"স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ"

যিনি এই পুরুষে, যিনি এই আদিত্যে, তিনি এক।

"তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।"

তিনি এই সকলের অন্তরে আছেন, তিনি এই সকলের বাহিরেও আছেন।

"তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন—তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

"ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্ম্মহতী বিনষ্টিঃ। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপিয়ন্তি॥"

এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি; যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।

ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা যে জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হউক; তাহা এই আর্য্যদিগের দৃষ্টান্তে কেমন দেখিলাম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

গুরু ও শিষ্য।

"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" সেই বিদ্যাই পরা বিদ্যা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অবিনশ্বর পুরুষকে জানা যায়। ইহা ব্যতীত আর সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহা দ্বারা সেই সর্ব্বসুখদাতা মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে না জানা যায়, তাহা লইয়া আমাদের কি ফল? যেন জানিলাম যে তড়িৎকে পরিচালনা করিয়া আমরা আমাদের নানা প্রয়োজন সংসিদ্ধ করিতে পারি; যেন জানিলাম যে দুই বিভিন্ন বাষ্পের (অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন) এক প্রকার মিশ্রণে উজ্জ্বল আলোক হয়, অন্য প্রকার মিশ্রণে জল হয়; কিন্তু এই সকল জানিতে পারিলেই কি আমাদের হৃদয়ে পাপতাপের অশান্তি দূর হইয়া শান্তি আসিতে পারে? এই সকল ভৌতিক ঘটনার মধ্যে যদি সেই কারণের কারণকে খুঁজিয়া না পাই, তবে ভৌতিক বিদ্যা ইন্দ্রজালমাত্র হইয়া পড়ে এবং হৃদয়ে অশান্তি থাকিলে সহস্র ইন্দ্রজাল তাহা দূর করিতে পারে না। কিন্তু যদি এই সকল ভৌতিক ঘটনার মধ্যে সেই পরমপুরুষকে দেখিতে পাই, তখন তাঁহাকে মনেরও নিয়ন্তা জানিয়া তাঁহারই চরণে শান্তি ভিক্ষা করিয়া অশান্তিকে দূর করিতে পারি। তখন ভৌতিক বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করি বলিয়াই তাহার উপকারিত্ব উপলব্ধি করি। ব্রহ্মবিদ্যাই আমাদের চরম লক্ষ্য; সেই ব্রহ্মবিদ্যা যাহাতে লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাই আমাদের পক্ষে উপকারী। শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতির মধ্যে যতটুকু ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিব, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, অবশিষ্ট অংশ অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এই কা-

রণে তেজস্বী মুণ্ডক-ঋষি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে

"তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ * শিক্ষা কল্পোব্যাকরণন্নিরুক্তং ছন্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥"

এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ব্যক্তির আপনার আপনার প্রভূত যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক। একবার যদি আমরা নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিয়া দেখি যে, সেই নিরবদ্য পরব্রহ্ম কি মহান্, কি পবিত্র এবং আমরা কি ক্ষুদ্র ও কত-না পাপমলিন হৃদয় লইয়া বসিয়া আছি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব যে, সেই পবিত্র স্বরূপের নিকট যাইতে হইলে আমাদের কত প্রাণপণ পরিশ্রম আবশ্যক;—নিমেষে নিমেষে হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি নানা মলিন ভাব দূর করিয়া হৃদয়কে পবিত্র রাখিতে হইবে। ব্রহ্মপিপাসুমাত্রেই জানেন যে, আমাদের জীবিকাসংগ্রাম তত গুরুতর নহে, শারীরিক সংগ্রাম তত গুরুতর নহে, যত এই হৃদয়কে পবিত্র রাখিবার জন্য পাপের সহিত সংগ্রাম; ব্রহ্মপিপাসুগণ ইহাও জানেন যে, অনেক সময়ে সাধকগণ শেষোক্ত প্রকার সংগ্রামে অকৃতকার্য্য হয়েন।

পূর্ব্বকালে মহামনা ঋষিগণ স্বীয় অভিজ্ঞতা ফলে ইহা জানিয়া ব্রহ্মপিপাসুগণকে উপযুক্ত গুরুর নিকটে যাইয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়াছেন।

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।"

শিষ্য পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আচার্য্য সন্নিধানে গমন করিবেক।

* মুণ্ডক ঋষির এই কথাতে প্রমাণ হইতেছে যে তাঁহার মতে ঋগ্বেদ প্রভৃতি চতুর্ব্বেদেরই মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা ছাড়া অন্য এমন কথাও আছে, যাহাতে তাহাদিগকে অশ্রেষ্ঠ বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত করা যায়।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

উত্থান কর, অজ্ঞাননিদ্রা হইতে জাগ্রত হও এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্য সন্নিধানে যাইয়া জ্ঞানলাভ কর। কেবলমাত্র আচার্য্যের নিকট যাইলেই হইবে না; আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক নিদ্রিত থাকিলে সহস্র আচার্য্যেও কিছুই করিতে পারিবেন না। প্রথমে আপনার যত্ন চাই এবং তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যেরও সহায়তা আবশ্যক।

এইখানে এক প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, আত্মপ্রত্যয় যখন সহজেই ব্রহ্মজ্ঞান আনিয়া দেয়, তখন আর আচার্য্যের আবশ্যক কি? আমরা আমাদের আত্মাতে ব্রহ্মজ্ঞান নিহিত পাইয়াছি। আমরা যদি আত্মাকে পবিত্র রাখিয়া সেই আত্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বরের কথা, তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য সচেষ্ট থাকি; যদি সেই আত্মার দিকে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান দেখিবার জন্য উৎসুক থাকি, তাহা হইলে আমরা সেই সত্যের সত্য পরম গুরুর নীরব উপদেশ অতি সহজেই শুনিতে পাই।

"যস্যাত্মা বিরতঃ পাপাৎ কল্যাণে চ নিবেশিতঃ।
তেন সর্ব্বমিদং বুদ্ধং প্রকৃতির্ব্বিকৃতিশ্চ যা॥"

ব্রাহ্মধর্ম্ম, ২য় খণ্ড, ১১৩ শ্লোক।

যাঁহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে এবং শুভ কার্য্যে রত হইয়াছে; তিনি জানেন যে কি স্বভাবসিদ্ধ আর কি স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে বিষয়সুখে এরূপ ঘোর মত্ত হইয়া থাকি যে, তখন ঈশ্বরের উপদেশ বাক্যের প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য থাকে না; এমনও হয় যে, ঈশ্বরের জ্বলন্ত উপদেশ বাক্য শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু মোহবশতঃ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই সত্যকে বিকৃতার্থ করিয়া আপনাকে সান্ত্বনা দিতে থাকি যে, এই বিকৃত সত্যই শুনিয়াছি; আবার

এমনও হয় যে, পার্শ্ববর্ত্তী অনুচরগণ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুঝাইতে থাকে এবং অনেক সময়ে আমরা মুগ্ধ হইয়া বুঝিতে পারিলেও হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া মনে করি এবং তাহার উপরেই নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে থাকি। হয় তো আমার একটী মিথ্যা কথার উপর প্রচুর বিষয় বিভব ও মান মর্য্যাদা নির্ভর করিতেছে। তখন পরামর্শদাতা ক্রমাগত মন্ত্র দিতে থাকেন যে স্পষ্টতঃ বা অস্পষ্টতঃ যে কোন রূপেই হউক মিথ্যা কথাটী বলা কর্ত্তব্য; তিনি ক্রমাগত প্রলোভন প্রদর্শন করিতে থাকেন যে, ঐ মিথ্যা কথা না বলিলে বিস্তর ক্ষতি হয় কিন্তু উহা বলিলে কত লাভ হয় এবং ঐ মিথ্যা কথা একটীবার বলিলে ধর্ম্মেরই বা এমন বিশেষ কি ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু আমার যিনি প্রকৃত গুরু এবং আমি যাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, তিনি যদি বলেন "না, সত্যের পথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হইও না; সত্যই ঈশ্বরের পথ; তুমি মিথ্যার উপর চলিয়া বিপদে পড়িলে ঈশ্বরের কাছে কিরূপে প্রার্থনা করিবে? কিন্তু যদি সত্যের পথ অবলম্বন কর, তবে ঈশ্বর স্বয়ং তোমার সহায় হইবেন," তাহা হইলে আমার হৃদয় কি দ্বিগুণ বলে বলীয়ান্ হয় না? আমার হৃদয় হইতে তখন স্বতই এই কথা উঠে যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলেও সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিব না—তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে চলিব না। সঙ্গদোষে বা মোহবশতঃ যাহাতে বিপথে না যাই, সেইরূপ উপদেশাদি দেওয়াই প্রকৃত আচার্য্যের কর্ত্তব্য।

চক্ষুকে যেমন দর্শন করিবার শিক্ষা দেওয়া যায় না, কর্ণকে যেমন শ্রবণ করিবার শিক্ষা দেওয়া যায় না, সেইরূপ আত্মপ্রত্যয়কেও স্বতঃসিদ্ধ সত্য সকল গ্রহণ করিবার শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না। আচার্য্য কেবল নৈতিক শিক্ষা দিয়া ধর্ম্মপথ—ব্রহ্মধামের পথ সুগম করিয়া দিতে পারেন; আত্মপ্রত্যয়কে সত্য উপলব্ধি করিবার শিক্ষা দিতে পারেন না। আচার্য্যের উপদেশের এই লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, যাহাতে আমরা স্বতঃপ্রাপ্ত সত্যকে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ব্যবহার করি এবং আমাদের সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে সত্যের অধীন করিয়া রাখি; সত্যের সহিত যেখানে বিরোধ হইবে, সেখানে যাহাতে লোকভয়, সমাজভয় করিয়া না চলি। সত্যকে এইরূপে জীবনে পরিণত করা সম্বন্ধে "সহস্র গ্রন্থপাঠে যাহা না হইবে, তাহা উত্তম আচার্য্যের বাক্যেতে হইবে।" ইহার কারণ এই যে শিষ্যের অপেক্ষা আচার্য্য কেবল জ্ঞানত নহে, কিন্তু কার্য্যতঃও জানেন যে কি প্রকারে সত্যকে ধারণ করিয়া রাখা যায়, কি প্রকারে পাপের সহিত সংগ্রাম করিলে জয়লাভ করা যায়। এই সকল বিষয়ে তাঁহারা বহুবার ভুগিয়াছেন, এই কারণে তাঁহারাই এ বিষয়ে ঠিক উপদেশটী দিতে পারিবেন। সঙ্গীতের বিদ্যা জানা থাকিলেও যদি গায়কের নিকট কার্য্যত সঙ্গীত শিক্ষা না করা যায়, তাহা হইলে সঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তর অসম্পূর্ণতা থাকিবেই; এমন অনেক সঙ্গীতশাস্ত্রবেত্তা আছেন, যাঁহারা সঙ্গীত শিক্ষা না করাতে গান করিতে সম্পূর্ণ অপারগ।

প্রকৃত আচার্য্য হওয়াও সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রকৃত আচার্য্যের এইরূপ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন—

"আচার্য্য স্তূহাপোহগ্রহণধারণ শমদমদয়ানুগ্রহাদি-

সম্পন্নো লব্ধাগমো দৃষ্টাদৃষ্টভোগেষ্বনাসক্তস্ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মসাধনো ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতোঽভিন্নবৃত্তো দম্ভকুহকশাঠ্যমায়ামাৎসর্য্যানৃতাহংকারমমত্বাদিদোষবিবর্জ্জিতঃ কেবলপরানুগ্রহপ্রয়োজনোবিদোপযোগার্থী।" (১)

আচার্য্য তর্কবিতর্ক করিয়া শিষ্যের ভ্রম দূর করিতে সমর্থ হইবেন; তিনি শান্ত,দান্ত হইবেন এবং রুক্ষস্বভাব না হইয়া দয়াদি গুণবিশিষ্ট হইবেন; তিনি বেদাদি বিদ্যা স্বায়ত্ত করিয়া লইবেন; ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার ভোগে অনাসক্ত হইবেন; বিধিবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করিবেন না; ব্রহ্মবিৎ হইবেন এবং সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে অবস্থান করিবেন; সদাচার-বিশিষ্ট হইবেন; দম্ভ কুহক শঠতা মায়া মাৎসর্য্য অহঙ্কার অনৃত মমত্ব প্রভৃতি দোষ হইতে দূরে থাকিবেন; কেবল পরের হিতৈষণা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বিদ্যাদান করিবেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে সকল গুণ আচার্য্যের থাকা কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে সেই সকল গুণ কোন এক ব্যক্তিতে দেখিতে পাওয়া দুর্লভ। হয়তো যাঁহার বিদ্যা আছে, তাঁহার অহঙ্কার আছে; যাঁহার তর্ক করিবার ক্ষমতা আছে, তিনি অপরের হৃদয়ের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বীয় তর্কশক্তি প্রকাশ করিতে থাকেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কেবল উপযুক্ত আচার্য্য লাভ করিতে পারিলেই ব্রহ্মবিদ্যা স্বায়ত্ত করা যায় না—উপযুক্ত শিষ্যেরও আবশ্যক আছে। শঙ্করাচার্য্য যেমন আচার্য্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ব্রহ্মপিপাসু শিষ্যেরও লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন—

"সাধনসাধ্যাদনিত্যাৎ সর্ব্বস্মাৎ বিরক্তায়, ত্যক্তপুত্রবিত্তলোকৈষণায় ... ... শমদমদয়াদিযুক্তায় শাস্ত্রপ্রসিদ্ধশিষ্যগুণসম্পন্নায় শুচয়ে ব্রাহ্মণায়(২) বিধিবদুপসন্নায় শিষ্যায় জাতিকর্ম্মবৃত্তবিদ্যাভিজনৈঃ পরীক্ষিতায়।"

ইহার ভাব এই যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্য সকল প্রকার ভোগসুখে অনাসক্ত হইয়া, সর্ব্বথা শুদ্ধ ও পবিত্র থাকিয়া উপযুক্ত ভক্তি সহকারে আচার্য্যের সন্নিধানে আগমন করিবেন। গুরুর প্রতি শিষ্যের যদি ভক্তি না থাকে, তবে গুরুর বাক্যে শিষ্যের শ্রদ্ধাই বা থাকিবেক কি প্রকারে? এই কারণে শাস্ত্রকারগণ শিষ্যের গুরুভক্তির প্রতি বিশেষ ঝোঁক দিয়াছেন। পূর্ব্বকালে শিষ্যগণ তাঁহাদিগের গুরুভক্তি শুশ্রূষাদি দ্বারা প্রকাশ করিতেন। এমন কি মনু বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে॥ মনু,২,১১২।

যে শিষ্যের অধ্যাপনাতে ধর্ম্ম বা অর্থ না থাকে, অথবা যাহার নিকট অধ্যাপনার অনুরূপ শুশ্রূষা না পাওয়া যায়, উষর ক্ষেত্রে উত্তম বীজের ন্যায় তাদৃশ ছাত্রে বিদ্যাবীজ বপন করিবেক না। এই গুরুভক্তি ও গুরু-শুশ্রূষা সম্বন্ধে নানাগ্রন্থে নানা আখ্যায়িকা দেখা যায়। এই গুরুভক্তি অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত এবং অযথাপাত্রে ন্যস্ত হওয়ায় ভারতে নানা অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছে। প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে এক গুরুবংশ জ্ঞানালোচনা, ধর্ম্মালোচনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলেও, এক শিষ্যবংশের বংশপরম্পরায় গুরুগিরি করিয়া আসিতেছে। কোথাও বা দেখা যায় যে শিষ্য গুরুকে ঈশ্বর অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করিয়া পূজা করিতেছে। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে আছে—

১ সাহস্রী গদ্য প্রবন্ধ।

২ "ব্রাহ্মণায়" এই কথাটী কেবল উপলক্ষ্য মাত্র, ইহা দ্বারা যে কেবল ব্রাহ্মণ শিষ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা নহে; কিম্বা কেবল যে ব্রাহ্মণ শিষ্য হইবে, তাহাও নহে। তখন ব্রাহ্মণেরাই অধিকাংশ ব্রহ্মবিদ্যার শিষ্য হইত, তাই "ব্রাহ্মণায়" এই কথা বলা হইয়াছে।

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।"
(ভক্তনামৃত।)

হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণকর্ত্তা আছেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই নাই। মানব যখন মানব-গুরুকে স্বীয় আরাধ্য দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিল, তখন তাহা হইতে অমঙ্গল ভিন্ন আর কি আশা করা যাইতে পারে? অমঙ্গল না হওয়াই আশ্চর্য্য। বাউল, সহজী, গুরুদাসী প্রভৃতি শাখাসম্প্রদায়ই তাহার প্রমাণস্থল। আরো আশ্চার্য্য এই যে, চক্ষের সম্মুখে শিষ্য দেখিতেছে যে তাহার গুরু যতই কেন উন্নত হউন না, তাহারই মত একজন মনুষ্য বটে, তথাচ সে কি প্রকারে উপরোক্ত ভাব হৃদয়ে ধারণ করে ও প্রচার করে।

আমাদিগের কর্ত্তব্য এই যে আমরা প্রথমে উপযুক্ত গুরু অন্বেষণ করিয়া লই। এমন গুরু লইতে হইবে, যিনি আত্ম-প্রত্যয়ের বিরোধে উপদেশ না দেন। ইহা ব্যতীতও তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত নানা গুণ থাকিতে হইবে। এই প্রকার গুরু লাভ করিলে তবে আমরা তাঁহার সহায়তা গ্রহণ করিব, তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিব; কিন্তু কিছুতেই আত্মার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন করিতে পারিব না। আত্মার স্বাধীন ভাবের মূল আত্মপ্রত্যয়কে যদি সযত্নে পোষণ করি, তবে সেই আত্মপ্রত্যয়ই দেখাইয়া দিতে পারিবে যে, কে প্রকৃত গুরু আর কে-ই বা অপ্রকৃত।

করমেতি বাই।*

করমেতি বাই একটী ঈশ্বরপরায়ণা সুচরিত্রা নারী ছিলেন। তাঁহার জীবন ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কোন রাজপুরোহিতের কন্যা ছিলেন। বালিকাবয়সে তাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভক্তি উথলিয়া উঠিয়াছিল। নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, প্রেমাবেশে পাগলিনীর ন্যায় হাসিতেন, কাঁদিতেন, আপনার মনে বিভোর হইয়া থাকিতেন। তাঁহার মন মধুমত্ত মধুকরের ন্যায় ভগবচ্চরণে নিমগ্ন হইয়াছিল। এইরূপে প্রেমামৃত সাগরে ডুবিয়া আছেন, ইতিমধ্যে স্বামীগৃহে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিল। অবৈষ্ণব বিষয়াসক্ত স্বামীর সঙ্গে কালযাপন করিতে হইবে, এই চিন্তা তাঁহার বিষতুল্য বোধ হইতে লাগিল। পাছে কুসঙ্গে, বিষয়-কোলাহলে, ভক্তিরত্ন হারাইয়া যায়, এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হৃদয়ে ভূমে লুঠাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। চক্ষে দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল। গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া অবশিষ্ট জীবন কেবল ধর্ম্মসাধনে যাপন করিবেন মনস্থ করিলেন কিন্তু বাটীর সমুদায় দ্বার বদ্ধ, পরিবারস্থ সকলে সতর্ক; করমেতি গভীর নিশীথে গৃহের ছাদ হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া বৃন্দাবনের উদ্দেশে ছুটিয়া চলিলেন। প্রাতে কন্যাকে বাটীতে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার পিতা লোকধর্ম্ম-ভয়ে বিষণ্ণ বদনে রাজার নিকটে সবিশেষ অবগত করিলেন। রাজা চারিদিকে অনুসন্ধানের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। দূতেরা উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া দ্রুতগতিতে যাইতে লাগিল। করমেতি বাই দুর হইতে রাজদূতগণকে দেখিতে পাইয়া লুকাইতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু প্রান্তরের মধ্যে কোথায় লুকাইবেন? দেখিতে পাইলেন নিকটে একটা মৃত উট রহিয়াছে। তাহার ভিতরের মাংস পচিয়া

* ভক্তমাল অবলম্বনে লিখিত।

গিয়াছে, কেবল অস্থি ও শুষ্ক চর্ম্ম পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহা হইতে পচা দুর্গন্ধ উঠিতেছে। করমেতি উষ্ট্রের সেই ক্লেদ-কীটাকুলিত দুর্গন্ধময় চর্ম্মাবৃত অস্থিপূর্ণ শরীর কোটরে প্রবেশ করিয়া তিনদিন পর্য্যন্ত অনাহারে পড়িয়া রহিলেন। প্রেমের স্বভাবই এই, প্রেমস্পদের জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতেও আনন্দ হয়। করমেতির হৃদয় ভগবৎপ্রেমে পরিপূর্ণ, ভগবানের জন্য তিনি দেহ গেহ সকলই তুচ্ছ করিয়াছেন, তাঁহার প্রাণে নির্ম্মল আনন্দ বিরাজ করিতেছে। রাজঅনুচরেরা তাঁহার সন্ধান করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেল। করমেতি গঙ্গাতীরে গিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আবার বৃন্দাবন অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডতীরে নিবিড় বনের ভিতরে নির্জ্জনে বসিয়া হরিনাম সুধাপানে মত্ত হইলেন।

এদিকে তাঁহার পিতা পরশুরাম কন্যার অনুসন্ধান করিতে লোকজন সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অনেক খুঁজিলেন, দেখিতে না পাইয়া অবশেষে এক বৃক্ষের উপরে উঠিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিতে পাইলেন করমেতি কোন বৃক্ষমূলে ধ্যানমগ্না হইয়া বসিয়া আছেন। বাহ্যজ্ঞান নাই, চক্ষে জলধারা প্রবাহিতা হইতেছে, অপূর্ব্ব শ্রীতে কাননভূমি আলোকিত হইয়াছে। পরশুরাম নীচে নামিয়া আসিয়া করমেতির এই দিব্য মুখশ্রী ও অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভা অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন, অবাক হইয়া কন্যাকে সসম্ভ্রমে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। ভগবৎপ্রেমের কি অপূর্ব্ব শক্তি! পরশুরামের হৃদয়ে এই প্রেম সঞ্চারিত হইল। ঈশ্বরপ্রেমে যে উন্মত্ত হয়, তাহার নিকটে উচ্চ নীচ ছোট বড় এ বিচার আর থাকে না, যে ঈশ্বরভক্ত, সেই তাহার পূজ্যতম। বহুক্ষণ পরে করমেতি বাহ্যজ্ঞান লাভ করিলেন। চক্ষু উন্মীলিত করিবামাত্র সম্মুখে পিতাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া অধোবদনে রহিলেন। পিতা বলিলেন, মা, গৃহে চল, তুমি গৃহে থাকিয়াই শ্রীহরির আরাধনা করিবে, বনেতে থাকিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার কুলের প্রদীপ গৃহলক্ষ্মী, মা তোমাকে দর্শন করিয়া আজ আমি কৃতার্থ হইলাম। এইরূপ কাতর বচনে অনেক বুঝাইলেন। তখন করমেতি বলিলেন, পিতা কেন এত স্তুতি করিতেছ, আমার নিমিত্ত এত আগ্রহই বা কেন? হরিপ্রেমসিন্ধুতরঙ্গে আমার মন ডুবিয়া গিয়াছে, আর উঠিবার শক্তি নাই, আমার আশা ত্যাগ কর। যে জন হরিপ্রেমসিন্ধুতে ডুবিয়াছে, সে সংসারের কার্য্যের অযোগ্য। আমি প্রেমসমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছি, মৃত ব্যক্তির প্রতি আর কেন আশা করিতেছ? পিতা গো! গৃহে যাও, গৃহে গিয়া মধুমাখা হরিপ্রেমের আস্বাদ গ্রহণ কর, বিষয়বিষে আর আপনাকে বিচরণ করিতে দিও না, ভগবানের নামরসে চিত্ত নিমগ্ন কর, সকল দুঃখ দূর হইবে, প্রাণ সুধাসাগরে ভাসিতে থাকিবে, দিনে দিনে প্রেমানন্দ বর্দ্ধিত হইবে। বলিতে বলিতে করমেতি নয়নের জলে ভাসিতে লাগিলেন, এবং মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরশুরাম কন্যার অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে গৃহে গমন করিয়া রাজাকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন। রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া করমেতির দর্শন লাভের আশায়

বৃন্দাবনে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, করমেতি যমুনাতীরে একাকিনী বসিয়া নামসুধাপান করিতেছেন, দুটী চক্ষু বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। রাজা বহুক্ষণ স্তুতি করিলেন, করমেতি দৃক্‌পাত না করিয়া প্রেমসাগরে মগ্না হইয়া রহিলেন। অবশেষে রাজা তাঁহার জন্য ব্রহ্মাকুণ্ডতীরে কুটীর নির্ম্মাণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন করমেতি বলিলেন, মৃত্তিকাখনন করিতে বহু জীবহিংসা হইবে, কুটীরে কোন প্রয়োজন নাই। রাজা কিছুতেই ছাড়িলেন না। অগত্যা রাজপ্রদত্ত কুটীরে অবস্থান করিয়া করমেতি ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। ফলমূল শাক ও কখন কখন চনকমুষ্টি চর্ব্বণ করিয়া প্রাণধারণ করিতেন। এইরূপে ঐ ভক্তিমতী ঈশ্বরপরায়ণা নারী কালযাপন করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি বৃন্দাবনে করমেতি বাইএর কুটীর বর্ত্তমান রহিয়াছে। কখন কখন বৈষ্ণব সাধুরা সেই কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সৎসঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এখন ব্রহ্মবিৎ তত্ত্বজ্ঞানী, যোগী, সন্ন্যাসী মুক্ত ইত্যাদি ব্যক্তিগণ যে এক লক্ষণাক্রান্ত ও একপদবাচ্য তাহাই কথিত হইতেছে, যথা—

"ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥

গীতা।

অর্থাৎ—জ্ঞানী ব্যক্তি প্রিয়বস্তু লাভে সন্তুষ্ট বা অপ্রিয় বস্তু সমাগমে উদ্বিগ্ন হন না। তিনি স্থিরবুদ্ধি, মোহবর্জ্জিত ব্রহ্মবেত্তা ও ব্রহ্মেতেই অবস্থিত।

এই শ্লোক দ্বারা ব্রহ্মবিদ্‌গণের লক্ষণ লিখিত হইল। সম্প্রতি শান্ত কাহাকে বলে তাহা কহিতেছি। যথা

শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা শুভাশুভং।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি যঃ স শান্ত ইতি কথ্যতে॥

যে ব্যক্তি ভাল মন্দ শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, ভোজন, ও আঘ্রাণ করিয়া হৃষ্ট বা গ্লানিযুক্ত হ'ন না তাঁহাকে শান্ত বলা যায়।

তুষারকরবিম্বাভং মনো যস্য নিরাকুলং॥
মরণোৎসবযুদ্ধেষু স শান্ত ইতি কথ্যতে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

উৎসব সংগ্রাম অথবা মরণে যাহার অন্তঃকরণ চন্দ্রকিরণের ন্যায় নির্ম্মল এবং ব্যাকুলতাশূন্য থাকে তাহাকেই শান্ত কহে।

অপ্রাপ্তবাঞ্ছামুৎসৃজ্য সংপ্রাপ্তে সমতাং গতঃ।
অদৃষ্টদুঃখদোষো যঃ সন্তুষ্টঃ স ইহোচ্যতে॥

যে ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং প্রাপ্ত হইলে যাঁর লাভালাভ তুল্য বোধ হয় সেই ব্যক্তিকেই সন্তুষ্ট বলা যায়।

নাভিবাঞ্ছত্যসংপ্রাপ্তং প্রাপ্তং ভুঙ্‌ক্তে যথাক্রমং।
যঃ স সৌম্যসমাচারঃ সন্তুষ্ট ইতি কথ্যতে॥

যোগবাশিষ্ঠ।

যে ব্যক্তি অলব্ধ বস্তুর লাভ প্রার্থনা করেন না এবং লব্ধ বিষয় যথা নিয়মে ভোগ করিয়া থাকেন এইরূপ সদাচার সৌম্য পুরুষকে সন্তুষ্ট বলা যায়।

উক্ত দুই শ্লোকে সন্তুষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ লিখিত হইল। সম্প্রতি জিতেন্দ্রিয়ের লক্ষণ কহা যাইতেছে, যথা।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে

যে ব্যক্তির চিত্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও উদ্বিগ্ন হয় না ও যিনি সুখস্পৃহা-শূন্য এবং যাহার অনুরাগ ভয় ক্রোধ নিবৃত্ত হইয়াছে

সেই মননশীল পুরুষকে স্থিতধী বলা যায়।

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

গীতা।

যাঁহার সুখ দুঃখে সমান ভাব, ভয় ক্রোধাদি যাঁহার চিত্ত বিচলিত করিতে পারে না সেই ধীর ব্যক্তি মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়েন।

উপরোক্ত শ্লোকদ্বয় দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণিত হইল। এখন শাস্ত্রানুসারে যোগ ও যোগী কাহাকে বলে তাহাই কথিত হইতেছে, যথা—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—যোগস্থ হইয়া ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম্মের ফল কামনা বর্জ্জন পূর্ব্বক অর্থাৎ নিষ্কামচিত্ত হইয়া কার্য্যসিদ্ধি বা অসিদ্ধির দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। চিত্তের এইরূপ সমতার নামই যোগ জানিবে।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং।

গীতা।

বুদ্ধিযোগনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ইহ জন্মেই সুকৃতরূপ যে স্বর্গাদি প্রাপ্তির সাধন ও দুষ্কৃতরূপ যে নরক প্রাপ্তির সাধন উভয়কেই পরিত্যাগ করেন। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি সমত্ববুদ্ধি রূপ যোগের নিমিত্ত নিষ্ঠাবান হও। যে হেতু কর্ম্মে যে কৌশল অর্থাৎ কর্ম্ম সকল বন্ধনের কারণ হইলেও নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনা দ্বারা মুক্তি সম্পাদনরূপ কর্ম্মে যে চাতুর্য্য তাহাই প্রকৃত যোগ জানিবে।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলং॥

সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে বালক অর্থাৎ অজ্ঞানী লোকেরাই পৃথক পদার্থ বলিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা কদাচ এরূপ বলেন না। যেহেতু তদুভয়ের একপক্ষাশ্রয়কারী ব্যক্তি উভয় পক্ষেরই নিঃশ্রেয়স্বরূপ ফলভোগ করিয়া থাকেন।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

গীতা।

সাঙ্খ্য অর্থাৎ জ্ঞানী ও সন্ন্যাসীগণ যে স্থান (মুক্তি) লাভ করেন কর্ম্মযোগীগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হন। যিনি সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই একরূপ দেখেন তিনিই যথার্থদর্শী।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ।

কর্ম্মফলের আশা না করিয়া কর্ম্ম সকল অবশ্য কর্ত্তব্য বিবেচনায় যে ব্যক্তি বিহিত অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও যোগী। নচেৎ যিনি নিরগ্নি বা নিষ্ক্রিয় তিনি প্রকৃত যোগী বা সন্ন্যাসী নহেন।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥

গীতা।

হে পাণ্ডুপুত্র! শ্রুতি যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তুমি তাহাকেই প্রকৃত যোগ বলিয়া জানিবে, কেন না সংকল্প ত্যাগ করিতে না পারিলে কেহ কখনই যোগী হইতে পারে না।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ।

শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ তথা মান এবং অপমান যাহার সমান জ্ঞান হইয়াছে, যিনি এইরূপে জিতাত্মা ও প্রশান্ত হইয়াছেন সেই আত্মাতেই পরমাত্মা সমা-

হিত অর্থাৎ বিক্ষেপাদি রহিত ও নিশ্চল রূপে প্রকট হন অন্যের হৃদয়ে প্রকাশ হন না।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।

যে ব্যক্তির চিত্ত জ্ঞান এবং বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্ত হইয়া নিরাকাঙ্ক্ষ ও নির্ব্বিকার হইয়াছে, যিনি ইন্দ্রিয়গণকে জয় অর্থাৎ বশীভূত করিয়াছেন এবং যে ব্যক্তির মৃৎশিলা ও স্বর্বর্ণে সমান জ্ঞান হইয়াছে সেই ব্যক্তি যুক্ত অর্থাৎ যোগারূঢ়পদবাচ্য হয়েন।

উক্ত শ্লোকগুলি দ্বারা যোগ ও যোগীর বিষয় কথিত হইল। এখন নিম্নলিখিত তুইটী শ্লোক দ্বারা জীবন্মুক্ত কাহাকে বলে তাহা কথিত হইতেছে, যথা—

যস্য নাহংকৃতোভাবো যস্য বুদ্ধি র্ন লিপ্যতে
কুর্ব্বতোঽকুর্ব্বতোবাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ
হর্ষামর্ষভয়োন্মুক্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ অধ্যায় ৫ শ্লোক ৯০ ও ৯১।

যাহার অহংবুদ্ধি নাই এবং যাহার বুদ্ধি কৃত বা অকৃত কার্য্যে লিপ্ত হয় না এরূপ লোক জীবন্মুক্ত। যাহার দ্বারা লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং যিনি নিজে লোকের দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ এবং ক্রোধ হইতে মুক্ত হইয়াছেন তিনিই জীবন্মুক্ত।

এখন সন্ন্যাসী দণ্ডী ইত্যাদি কাহাকে বলে তাহাই কথিত হইতেছে, যথা—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥
গীতা।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কাম্য কর্ম্ম সমস্তের ত্যাগকেই সূক্ষ্মদর্শীগণ "সন্ন্যাস" কহিয়া থাকেন এবং সমস্ত কর্ম্মের ফলত্যাগ করাকেই বিচক্ষণগণ যথার্থ "ত্যাগ" বলিয়া থাকেন।

দেহন্ন্যাসোহি সন্ন্যাসো নৈব কাষায়বাসসা
নাহং দেহোহমাত্মেতি নিশ্চয়োন্যাসলক্ষণম্॥
শঙ্করাচার্য্যকৃত সদাচার শ্লোক ১৬।

দেহকে ন্যাস কি না ত্যাগ অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করার নামই সন্ন্যাস। কাষায় বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক গৃহত্যাগ সন্ন্যাস নহে। যাহার হৃদয়ে আমি দেহ নহি আমি আত্মা এবিষয়টী নিশ্চয় ধারণা হইয়াছে তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী।

বাগ্দণ্ডো মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥
মনুসংহিতা অধ্যায় ১২ শ্লোক ১০।

যাহার বাগ্দণ্ড মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড বুদ্ধিতে নিহিত আছে অর্থাৎ যিনি জ্ঞানবলে কায়মনোবাক্যকে দমন করিয়াছেন তাঁহাকেই যথার্থ ত্রিদণ্ডী বলা যায় নতুবা ত্রিদণ্ড ধারণ করিলেই ত্রিদণ্ডী হয় না।

এখন আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে বাস্তবিক পণ্ডিত জ্ঞানী, সন্ন্যাসী, যোগী সাধু ব্রহ্মবিৎ ইত্যাদি একপদবাচ্য কি না। ফলত উল্লিখিত প্রমাণগুলি দ্বারা ইহারা যে একপদবাচ্য তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। অতএব এ বিষয়ে অধিক বলা আর কোন আবশ্যক বিবেচনা করি না।

এখন সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে তাহা বলা আবশ্যক।

শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামী একস্থলে লিখিয়াছেন, যে

"মুমুক্ষুণা কিং ত্বরিতং বিধেয়ং, সৎসঙ্গতির্নির্ম্মমতেশভক্তিঃ।"

অর্থাৎ মুক্তিইচ্ছুক ব্যক্তিদিগের পক্ষে সৎসংসর্গ, নির্ম্মমতা ও ঈশ্বরে নিয়ত ভক্তি থাকা আবশ্যক।

সাধুর সহিত সঙ্গ অর্থাৎ আলাপ ও মিলনের নাম সাধুসঙ্গ। উক্তলক্ষণাক্রান্ত মহাত্মাদিগের সংসর্গ করিয়া তাঁহাদিগের সদাচার ও সদ্ব্যবহার দর্শন করিয়া

আমাদিগের নিজ নিজ মন্দ আচরণ সংশোধন করা উচিত। সজ্জনের নিকট গিয়া উত্তম উত্তম বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া বিচার পূর্ব্বক নিজ মনের ভ্রম দূর করা মনুষ্য মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন আমরা বুঝিতে পারি যে কোন দুষ্ট প্রবৃত্তির বশে কর্ম্ম করা আমাদিগের শ্রেয় নহে অথচ আমাদিগের মনের এরূপ বল নাই যে আমরা সেই সমস্ত কর্ম্ম হইতে বিরত হই তখন উহা হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত আমাদিগের সাধুসঙ্গ ব্যতীত উপয়ান্তর নাই। কারণ সাধুরা নিজের মনকে সংযত করিয়াছেন এবং কিপ্রকারেই বা মনকে সংযত করিতে হয় তাহার উপায় বিলক্ষণ রূপ অবগত আছেন। অতএব তাঁহাদের নিকট গিয়া মনকে বশীভূত করিবার উপায় শিক্ষা করা উচিত। সাধু সজ্জন পণ্ডিত বিবেকী আদি মহাপুরুষগণ সর্ব্বদাই পরোপকারে রত থাকেন এবং তাঁহারা সদা সত্যোপদেশ দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধন করেন। অনিচ্ছাপূর্ব্বকও কেহ তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে সৎ উপদেশ দিয়া থাকেন। সাধুদিগের হৃদয়ে কাহারও প্রতি বৈরী ভাব নাই। সাধুরা নিজ সুখভোগ জন্য ব্যস্ত নহেন, জগতের সুখেই তাঁহারা সুখী ও জগতের দুঃখেই তাঁহারা দুঃখী। সাধুরাই ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ। সাধুদিগের এমনই একটী বিচিত্র ক্ষমতা আছে যে মন্দ লোক যদি তাঁহাদের সঙ্গ করে তবে তাহাদিগের মনের দুষ্ট ভাব শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। সাধু ব্যক্তিরাই সত্য অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দিবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।

বেদ উপনিষৎ আদি সৎগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা করাও সাধুসঙ্গ জানিবে, কারণ যদিচ উক্ত যোগীশ্বর গ্রন্থকর্ত্তারা এ সময় জীবিত নাই সত্য তথাপি তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ জ্ঞান অদ্যাপি গ্রন্থাকারে পূর্ণভাবে জীবিত ও প্রকাশিত রহিয়াছে, অতএব তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাদি পঠন পাঠন বা অনুশীলন করিলে যে সাধুসঙ্গ করা হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিরালম্বোপনিষদে "সৎসঙ্গঃ স্বর্গঃ" এবং "অসৎসংসারবিষয়ীসংসর্গএব নরকঃ" এরূপ লেখা আছে। অর্থাৎ সৎসঙ্গের নামই স্বর্গ এবং অত্যন্ত সংসারাবৃত ব্যক্তির সহিত সংসর্গের নাম নরক জানা উচিত। পুনরায় মহানির্ব্বাণতন্ত্রে "সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তিরসৎসঙ্গেষু বন্ধনম্" ইত্যাদি লেখা আছে। অর্থাৎ সৎসঙ্গ দ্বারা লোক মুক্তিকে প্রাপ্ত হয় ও অসৎ সংসর্গ দ্বারা জীব বন্ধন দশাকে প্রাপ্ত হয়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে সাধুসঙ্গ মুক্তিধামের দ্বারপাল স্বরূপ বলিয়া উল্লিখিত আছে, যথা—

> "মোক্ষদ্বারে দ্বারপালাশ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
> শমো বিচারঃ সন্তোষশ্চতুর্থঃ সাধুসঙ্গমঃ॥"
>
> যোগবাশিষ্ঠ।

মোক্ষদ্বারে শম, ব্রহ্মবিচার, সন্তোষ, এবং সাধুসঙ্গ এই চারিটী দ্বারপাল স্বরূপ অবস্থিত আছে অর্থাৎ যেমন দ্বারপালের উপাসনা না করিলে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করা যায় না তদ্রূপ শম বিচার সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ সাধন না করিলে মুক্তিধামে যাইতে পারা যায় না। ফলত শাস্ত্রকারেরা সাধুসঙ্গের পরিণাম যে মুক্তিলাভ ইহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন।

মহাত্মা ভর্ত্তৃহরি নীতিশতক গ্রন্থে বলিয়া গিয়াছেন যে—

> "জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যং
> মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি।

তেজঃ প্রসাধয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্ত্তিং
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাং ॥”

নীতিশতক শ্লোক ৪৮।

অর্থাৎ সাধুসঙ্গ দ্বারা বুদ্ধির জড়তা নষ্ট হয়, সত্য কথা অভ্যস্ত হয়, সম্মান বৃদ্ধি পায়, পাপরাশি তিরোহিত হয়, তেজ বর্দ্ধিত হয়, কীর্ত্তি বিস্তার পায়। অতএব সাধুসঙ্গ মনুষ্যের কি উপকার সাধন না করে অর্থাৎ সাধুসঙ্গ দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার মঙ্গলই লাভ হয়।

অতএব যদি আমরা নিজের আত্মার উন্নতি সাধন করিতে চাই, যদি আমাদিগের ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার ইচ্ছা থাকে, যদি আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার সুখ ও উন্নতিকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা থাকে তবে আমাদিগের সাধুসঙ্গ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

যেমন আমাদিগের পক্ষে সাধুসঙ্গ করা কর্ত্তব্য তেমনই আমাদিগের অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র অসাধুদিগকে পাষণ্ড পামর মূর্খ অসুর বকব্রতী মূঢ় প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করে। অতএব তৎ সম্বন্ধে এ স্থলে সামান্যরূপ কিছু বলা আবশ্যক। যে ব্যক্তিতে সাধুর লক্ষণের বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইবে তিনিই অসাধু।

“ধর্ম্মধ্বজী সদালুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়োহিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ
অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরোদ্বিজঃ॥”

মনু অধ্যায় ৪ শ্লোক ১৯৫ ও ১৯৬।

অর্থাৎ যে জন কিছুমাত্র ধর্ম্মাচরণ করে না অথচ ধর্ম্মের ধ্বজা বা ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ করিয়া জনসমাজে আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দেয়, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা লোভযুক্ত অর্থাৎ যাহার অন্তরে নিরন্তর ধনলোভ রহিয়াছে, যে জন সংসারি মনুষ্যগণের নিকট আপনার মিথ্যা অহঙ্কার প্রকাশ করে, যে ব্যক্তি ছদ্মবেশধারী এবং পরহিংসাপরায়ণ, যে ব্যক্তি পরশ্রীকাতর, যে ব্যক্তি বিড়ালব্রতী অর্থাৎ বিড়াল যেমন মূষিক হিংসা করিবার জন্য ধ্যাননিষ্ঠের ন্যায় থাকে তদ্রূপ যে স্বার্থসাধনের জন্য বাহ্যে ধর্ম্মাকার ধারণ করে, যে ব্যক্তি প্রতিহিংসাপর স্বার্থসাধন তৎপর, যে ব্যক্তি শঠ ও মিথ্যাবিনীত এবং যে বকব্রতধারী এরূপ লক্ষণাক্রান্ত পাষণ্ড অসাধুদিগকে কদাচ বিশ্বাস বা তাহাদের সঙ্গ করা উচিত নহে। ধর্ম্ম শাস্ত্রে পাষণ্ডদিগের প্রতি অসমাদর করিবার কথা আছে, যথা—

“পাষণ্ডিনো বিকর্ম্মস্থান্ বৈড়ালব্রতিকান্ শঠান্
হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্‌মাত্রেনাপি নার্চ্চয়েৎ॥”

মনু অধ্যায় ৪ শ্লোক ৪০।

অর্থাৎ বেদনিন্দক ও বেদবিরুদ্ধ আচরণকারী, মিথ্যা ভাষণাদি যুক্ত, বেদবিরুদ্ধকর্ম্মকর্ত্তা, বিড়ালব্রতী, দুরাগ্রহী, অভিমানী, কুতর্কী ও বকধার্ম্মিকদিগকে বাক্য দ্বারাও অর্চ্চনা করিবে না। এখন দেখুন মূর্খ দুষ্ট লোকদিগকে সমাদর করা নিষেধ। অতএব অসৎসংসর্গ যে মহান অনিষ্টকর এবং সৎসঙ্গ যে বিশেষ ইষ্টকর সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়া সকলেরই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

অহিফেন আন্দোলন।

বর্ত্তমানে অহিফেন লইয়া চারিদিকে ঘোর আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের স্রোত সুসভ্য ইংলণ্ডকেও মাতাইয়া তুলিবার উপক্রম করিতেছে। কয়েক জন খ্রীষ্টভক্ত ধর্ম্মযাজকই এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। তাঁহাদের সরল ও সহজ যুক্তির নিকট রাজনৈতিক সকল

অস্ত্রই ক্ষীণবীর্য্য হইয়া উঠিতেছে। তাঁহারা ধর্ম্মের নামে—ঈশ্বরের নামে—জাতিসাধারণগত মূলনীতির নামে সত্যের যে উজ্জ্বল চিত্র সভ্য জগতের সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে কূটনীতিজ্ঞ রাজপুরুষদিগের মস্তক অবনত হইয়া পড়িতেছে। তাঁহারা ইংরাজ জাতির বিরাট হৃদয়ের সম্মুখে অহিফেনের অত্যাচার কীর্ত্তন করিতেছেন, কেমন করিয়া চীন, বর্ম্মার সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, তাহার জীবন্ত চিত্র প্রদর্শন করিতেছেন, ভারতরাজস্ব রাজস্বের নামে অহিফেন ব্যবসা চালাইয়া কেমন করিয়া ভারতের অস্থিমজ্জা জীর্ণ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহাও দেখাইয়া দিতেছেন। আপনাদিগকে খ্রিষ্টিয়ান বলিয়া পরিচয় দিলেও, কেমন করিয়া রাজপুরুষগণ মনুষ্যজাতির সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, তাহা চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। ধর্ম্মপ্রাণ মিসনরিগণ দেখিতেছেন যে চীনদেশ ছারখার হইয়া গেল, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পথ অবরুদ্ধ হইল। বিধর্ম্মীদিগের নিকট হইতে অহিফেন ব্যবসা প্রবর্ত্তন জন্য স্বজাতি নিন্দা, শ্লেষোক্তি, এবং অহিফেনপায়ীর কাতরোক্তি তাঁহারদের আর সহ্য হয় না। তাঁহাদের সরল প্রাণে ইহাতে বড়ই আঘাত লাগে।

অহিফেনের প্রসঙ্গ উঠিলে প্রথমেই চীনদেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। চীনদেশে অহিফেনের একাধিপত্য—দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ। কিন্তু এই চীনদেশে প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে অহিফেন ঔষধ স্বরূপে সামান্য পরিমাণে ব্যবহৃত হইত—মাদক দ্রব্য বলিয়া ব্যবহৃত হইত না। ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে ২০০০ বাক্স পরিমিত অহিফেন চীনদেশে বিক্রীত হইবার জন্য ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক ক্যাণ্টন নগরে প্রেরিত হয়। চীন সম্রাট অধিকতর অহিফেন প্রচলনের সংবাদ পাইয়া তৎবিরুদ্ধে নানা কঠোর আইন বিধিবদ্ধ করিলেন। তখন ইংরাজ অহিফেনের বে-আইনী গুপ্ত ব্যবসা চালাইতে লাগিল। দেশের অভ্যন্তর ভাগে লোকদের মধ্যে অহিফেন প্রচলিত করাইবার জন্য চীনরাজকর্ম্মচারীদের ইংরাজেরা প্রায় মাঝে মাঝে ঘুষ দিতে লাগিল। ক্রিন্ট লিয়েব বলিতেছেন যে, এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট চীনবাসীদের নিজ দেশের আইন লঙ্ঘন করিতে ও উপরিস্থ ব্যক্তিদিগের অবাধ্য হইতে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন এমন আর কেহ দেয় নাই।

ক্রমে এই গুপ্ত ব্যবসা এতদূর বর্দ্ধিত হইল যে চীনের দেশহিতৈষীরা ইংরাজের সহিত সকল প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিলেন। এদিকে চীন সম্রাট ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিনিধি স্বরূপে লিন্‌কে ক্যাণ্টনে প্রেরণ করিলেন। ক্যাণ্টনে যাইবার পূর্ব্বে লিন্ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট এক মর্ম্মভেদী আবেদন করিলেন। অর্থগৃধ্নু ইংরাজের মন অবিচলিত রহিল। অগত্যা লিন্ ক্যাণ্টনে যাইয়া বন্দরস্থিত জাহাজের সমস্ত অহিফেন ধ্বংশ করিয়া দিলেন এবং ইংরাজদের সহিত বাণিজ্য রহিত করিলেন। এই নষ্ট অহিফেনের পরিমাণ প্রায় ২০০০০ হাজার বাক্স। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ২০০০ বাক্স প্রেরিত হইয়াছিল আর ৫৭ বৎসর পরে একেবারে ২০০০০ বাক্স প্রেরিত হইল।

যখন এই অহিফেন বিনষ্ট হইবার সংবাদ ঈষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ণে পৌঁছিল, অবিলম্বেই চীনের সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হইল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে প্রথম চীন-

যুদ্ধের সূচনা হইল। এই যুদ্ধে নরহত্যার অবধি রহিল না। আর্ণল্ড এই যুদ্ধকে “জাতীয় মহাপাপ” বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; গ্লাডষ্টোন বলিয়াছেন যে স্বজাতির কলঙ্ককর এরূপ অন্যায় যুদ্ধ আর কখন কোনো দেশে ঘটে নাই। লর্ড এলেনবরা, যাঁহার হস্তে এই যুদ্ধের ভার সমর্পিত হইয়াছিল, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে এরূপ লোকক্ষয়কর যুদ্ধের উপমা বর্ত্তমান ইতিহাসে অতি বিরল।

যুদ্ধের ফল সকলেই অবগত আছেন; পরাজিত চীন সন্ধি করিল। ক্যাণ্টন প্রভৃতি পাঁচটী বন্দরে ইংরাজেরা বাণিজ্যের অধিকার পাইলেন। হংকং দ্বীপটী ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। সন্ধিপত্রে এরূপ ভাবেও লেখা ছিল যে ইংরাজেরা হংকং দ্বীপে কেবল জাহাজ মেরামতাদি করিবেন কিন্তু অহিফেন রাখিতে পারিবেন না এবং তাঁহারা বে-আইনী অহিফেন ব্যবসায়ের পোষকতাও করিবেন না। কিন্তু ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আমদানী অহিফেন ৬৬৩০৫ বাক্স হইয়া উঠিল। সুসভ্য ইংরাজ ক্রমাগত ১৪ বৎসর ধরিয়া চীনে অহিফেন ব্যবসা আইন-সঙ্গত করিবার জন্য চীন সম্রাটকে অনুরোধ করিতেছিলেন কিন্তু অসভ্য (?) চীন বরাবর একই ভাবে উত্তর দিয়াছেন যে “সত্য বটে, এ বিষের সঞ্চরণ আমি কোন মতে রোধ করিতে পারিব না, কারণ অর্থলোলুপ নীতিভ্রষ্ট লোকেরা লোভ ও ইন্দ্রিয়াসক্তির বশ হইয়া আমার মনের ইচ্ছা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবে। তথাপি আমি বলিতেছি—আমার নিজের প্রজাদের পাপ ও যন্ত্রণা হইতে যে আমি রাজস্ব লাভ করিব এমন প্রবৃত্তি আমার কিছুতেই হইবে না।”

বিদেশীয়েরা উপর্য্যুপরি ও অবিরত তাহাদের দেশের আইন লঙ্ঘন করাতে চীন রাজকর্ম্মচারী ইয়েঃ “অ্যারো” নামক একটী ইংরাজ জাহাজ ধৃত করিল। এই সূত্রে দ্বিতীয় চীন সমর আরম্ভ হইল। এবারে ফ্রান্স ইংলণ্ডের সহিত যোগ দিলেন। এই যুদ্ধেও নরহত্যার অবধি ছিল না। লর্ড এলগিনের হস্তে এই যুদ্ধের ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, “এই নৃশংস যুদ্ধের স্মৃতি আমাকে বিচলিত করে এবং আমার অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়। এই যুদ্ধে আমি বাস্তবিক নিতান্ত লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছি।”

পরাজিত চীনকে ৭টী বন্দর বিদেশীদের নিকট উন্মুক্ত করিতে হইল। অহিফেন বে-আইনী পণ্যের মধ্যে আর পরিগণিত হইল না। যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ চীনের ৮০ লক্ষ মুদ্রা (টীল) ইংরাজকে দিতে হইল। এখন হইতে অফিনের উপর মাশুলমাত্র নির্দ্দিষ্ট হইল। এই বারের সন্ধির পর হইতে অহিফেনের বাণিজ্য এমন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিল যে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে চীনে ৯০০০০ বাক্স অহিফেন আমদানী হইয়াছে। সন্ধির পরে চীনে অহিফেনের আভ্যন্তরিক বাণিজ্যের ক্ষমতা চীনের হস্তেই আবদ্ধ ছিল। যাহাতে অহিফেন চীনের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া দেশকে ছারখার করিয়া না ফেলে, এই জন্য চীনরাজ বিশেষ সতর্ক ছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইবার উপক্রম হইল। ইংরাজেরা চীনের মধ্য পশ্চিম প্রদেশে অহিফেন প্রবেশ করাইবার জন্য বিলক্ষণ প্রয়াস পাইতেছিলেন। ১৮৭৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কয়েকজন ইংরাজ ইহারই জন্য বর্ম্মা হইতে পশ্চিম চীনে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহারা চীনরাজপুরুষ কর্তৃক বিতা-

ড়িত হইল। তাহারদের মধ্যে মারগেরি নামক একজন ব্যক্তি এই গোলযোগে হত হইল। এই তুচ্ছ ও অন্যায় কারণে ভারতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ক্রোধ অদম্য হইয়া উঠিল। কয়েকখানি রণতরী চীনের বিরুদ্ধে আবার প্রেরিত হইল। চীন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল না। উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। ইংরাজেরা চীনের আরও দশটি বন্দরে অহিফেনের বাণিজ্য চালাইবার অধিকার পাইলেন। কিন্তু তখনও চীনের বিরুদ্ধে ইংরাজের বিগর্হিত আচরণ পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ১৮৮৫ খৃঃ ইংরাজের মনস্কামনা পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধিলাভ করিল। ইংরাজেরা প্রতি বাক্সে ১১০ টিল duty বা মাশুল দিলে চীনের সর্ব্বত্র অহিফেন বিক্রয় করিতে পারিবেক এই অধিকার কলে বলে কৌশলে লাভ করিল। এখন চীনে কোটি কোটি লোক অহিফেন সেবন করিতেছে। এক নিংপো নগরে কেবল দরিদ্রদিগের জন্য ২৭০০ চণ্ডুর দোকান আছে। দেখা গিয়াছে যে যে স্থানে অহিফেন সেবনের বিশেষ প্রাদুর্ভাব,সেই সেইস্থানে দুর্ভিক্ষের প্রভাব অত্যন্ত অধিক হয়। অহিফেনের জন্য প্রতি বৎসর চীনদেশ হইতে এত টাকা বাহির হইয়া যায় যে, ক্রমশই লোক দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। অহিফেনসেবীদের নীতি এমনি বিগড়িয়া যায় যে, তাহারা এমন কি নিজের সন্তান বিক্রয় করে ও নিজের স্ত্রীকে ভাড়া দেয়। "এইরূপে এক বিদেশীয় জাতির হীন স্বার্থপরতা ও সীমাশূন্য অর্থলিপ্সার জন্য সমস্ত চীন তাহার কোটি কোটি অধিবাসী লইয়া শারীরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনের পথে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। যেন, ইংরাজদিগের নিকট ধর্ম্মের অনুরোধ নাই, কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধ নাই, সহৃদয়তার অনুরোধ নাই, কেবল একমাত্র পয়সার অনুরোধ বলবান। একজন চীনবাসী অহিফেন ধূমপায়ী বলিয়াছেন যে, 'দক্ষিণ পর্ব্বতের সমস্ত বাঁশে (বাঁশের কলম) অহিফেনের দোষ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না; উত্তর সমুদ্রের সমস্ত জলেও ইহার কলঙ্ক প্রক্ষালিত হয় না!"*

THE RELIGION OF LOVE.
INTENDED FOR ALL SECTS AND CHURCHES.
BY A HINDU.

(Continued from the last number)

CHAPTER VIII.

OF RELIGIOUS DISCIPLINE, THE ONLY MEANS OF OBTAINING THE NEW BIRTH.

---

1. A severe course of religious discipline, rigidly followed, is the only means of attaining sinlessness and desirelessness, the cause of the New Birth or Regeneration. Self-discipline and not transient religious emotion leadeth to such birth. *Discipline is the ladder by which we rise to God.*

2. As gymnastics is to the body, so is religious and moral discipline to the soul.

3. This religious and moral discipline dependeth wholly on will-force. Byron speaketh of "the power of thought being the magic of the mind." But we say, the power of will is the magic of the mind. People are not aware what extraordinary latent powers are lodged in the soul and what marvels could be enacted by will-force.

4. Religious and moral discipline can be divided into the following,

(a) The shaking-off discipline.
(b) The kicking-down discipline.
(c) The tortoisal discipline.

---

* ১৮০৩ শক জ্যৈষ্ঠের "ভারতী।

(d) The swimming discipline.

(e) The immersing discipline.

5. When any sinful desire or passion or disquieting feeling or worrying care seizeth the soul, we should shake it off as we do dust from the body. That it can be actually so shaken off is proved by experience, but we should gradually train the mind to such shaking-off process in order to accomplish it in an effective manner. It at first seemeth difficult but practice maketh it easy.

6. If it do not go away by mere shaking off, spiritual kicks should be resorted to.

7. As the tortoise draws itself within its shell so we should draw our mind from external objects within itself and then concentrate it upon God for deep communion with Him.

8. We should swim on the ocean of the world with great vigor, activity and joy i. e. perform worldly work with great vigor, activity and joy through love of God, who directeth us to perform worldly duties.

9. We should constantly keep ourselves immersed in God. Such immersion in the Divine Ocean should go along hand in hand with the process of swimming on the ocean of the world mentioned above. This is a mystery to ordinary men, but no mystery to those who practise it. Constant communion with God giveth zest to worldly work instead of being a bar to it.

10. Truth is strange, stranger than fiction. The above-mentioned practices seem very difficult at first, but habit maketh them easy.

11. What kind of lover is he that doth not take trouble for the beloved? Undergoing a process of severe discipline is the great test of love of God. Transient religious emotion is no test of such love. It is easy to indulge in such emotion but self discipline is difficult. It is disagreeable to man who is the slave of nature. Mastery over nature is the only means of attaining God.

স্বরলিপি।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

ইমন্ কল্যাণ—আড়াঠেকা।

এ মোহ আবরণ খুলে দাও দাও হে;
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভবি,
চাও হৃদয় মাঝে চাও হে।

৪।৩

।০।১।২´।৩

০ ১ ॥ ২´ ৩
॥ র্সা। না -া ধা -পা। -া ক্ষা গা -া। ক্ষা -া -পা -া। পা -া র্সা -া। না -া ধা -পা।
॥ এ। মো — হ —। — আ ব —। র — — —। ণ — এ —। মো — হ —।

। -া ক্ষা গা -া। ক্ষা -া -রা -গা। -ক্ষা -া পা -া। না -া। ধা -া। র্সা -া না -া। -পধা -নর্সা র্র্সা না।
। — আ ব —। র — — —। — — ণ —। খু — লে —। দা — — —। — — ও হে।

২´
। -র্সা -নধা -পা ॥ । । পা পা। -া র্সা -া র্সা। র্সা -া -না -া। র্রা -া র্সা -া। র্রা -া র্সা না।
। — — — ॥ সু ন্দ। — র, — মু। খ — — —। ত — ব —। দে — খি, ন।

। ধা পা ক্ষা গা। রা -া -গা পা। ধা র্সা র্গা র্রা। নর্সা -র্রা -র্সা না। -া -ধা -পা ॥
। য় ন, ভ রি। চা — ও, হৃ। দ য় মা ঝে। চা — ও হে। — — — ॥

অশুদ্ধি সংশোধন।

১। গত মাসে প্রকাশিত স্বরলিপিতে (।১´।৩০।১।) এই তালাঙ্কে ১´ এই অঙ্কের পরিবর্ত্তে ২´ হইবে।

২। তৃতীয় পংক্তির প্রথমে (নমঙ্গা) র পরিবর্ত্তে (নুমঙ্গা) হইবে।

৩। পঞ্চম পংক্তির প্রথমে যে (র্সা র্সা র্সা রা) আছে, তাহার পরিবর্ত্তে (র্সা র্সা র্সা র্রা) হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২১শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার কালনা ব্রাহ্ম-সমাজের পঞ্চবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৮ টার পর এবং সন্ধ্যাকালে ৭ টার পর ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব উক্ত সময়ে ভক্ত ব্রাহ্মগণ সমাজমন্দিরে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বর উপাসনা করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-সমিতি।

উক্ত নামে একটী সমিতি বৎসরাধিক হইল সংগঠিত হইয়াছে। এতাবৎকাল ইহার কার্য্য পার্কষ্ট্রীটের বাটীতে চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু আশ্বিন মাস হইতে প্রত্যেক রবিবার অপরাহ্ণ ৪ চার ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ইহা সম্পন্ন হইতে থাকিবে। এই সমিতিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ ও আত্মজ্ঞানের আলোচনা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় সমাগত ব্রহ্মবিদ্যার্থিদিগকে যত্নের সহিত উপদেশ দিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত ইহাতে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে আসিয় শিক্ষার্থীর শ্রেণীতে নাম লিখাইয়া যাইবেন।

আদিব্রাহ্মসমাজ }
ব্রাঃ সম্বৎ ৬১ }

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক

ত্রয়োদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

৭১২ সংখ্যা　　কার্ত্তিক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৩　　১৮২৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৫৯। কলিগতাব্দ ৫০০৩। ১ কার্ত্তিক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা } আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।/০। ডাক মাশুল।/০ আনা। } পাঠাইতে হইবে।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

চতুর্দ্দশ উপদেশ—আত্মোন্নতির উপায়।

(৮ আষাঢ়, রবিবার, ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ।)

অসীম আকাশস্থিত সৌর জগৎ প্রতিষ্ঠিত হইতে কত কাল চলিয়া গেল। এই অগ্নিকুণ্ড বাষ্পাবৃত পৃথিবী অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া জীবজন্তু জন্মিবার উপযুক্ত হইতে কত কাল গেল। ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বাদল হইতে বটবৃক্ষ প্রভৃতি বৃক্ষ সকল জন্মিতে, এবং তাহার সঙ্গে কীটপতঙ্গ হইতে হস্তীসিংহ পর্য্যন্ত জন্মিতে কত কাল চলিয়া গেল। কত কাল এই বনাকীর্ণ পৃথিবীতে ব্যাঘ্র ভল্লুকের সহিত পশুরাজ সিংহ রাজত্ব করিত। তাহার পরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনুষ্যের জন্ম। ঈশ্বর আপনার অনন্ত জ্ঞান হইতে এক বিন্দু জ্ঞান প্রসব করিয়া তাহাতে, বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি-মূলক বিজ্ঞান দিয়া, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শক্তি দিয়া, এবং মানসিক ভাবের উপরে মনুষ্যের অধিকার দিয়া, সেই জ্ঞান মনুষ্য-শরীরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই জ্ঞানই আত্মা। সেই যে মনুষ্য-শরীরে ঈশ্বর তাঁহার জ্ঞানের কণামাত্র দিয়াছেন, সেই জ্ঞান ক্রমে উন্নত হইয়া পিতা মাতা হইতে সন্তান পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। এইরূপে ঈশ্বর একরূপকে বহুপ্রকার করেন—"একং রূপং বহুধা যঃ করোতি"। পিতা মাতা যতটা জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি করিবেন, সন্তানও সেই উন্নত জ্ঞানধর্ম্মের অধিকারী হইবে। পিতা মাতার কত যত্নে আপনাদিগকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য—তাঁহাদের উন্নতির উপরে বংশেরও উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। পিতামাতার যখন ভাল অবস্থা থাকে, যখন তাঁহারা ধর্ম্মভাবে ও ভদ্রতাতে উন্নত থাকেন, সেই সময়ে যদি সন্তান হয়, তবে সে পিতা মাতার সেই উন্নত অবস্থা পাইবারই যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু পিতা মাতার আত্মা যদি ধর্ম্মভাব-বিবর্জ্জিত হইয়া কলুষিত থাকে, সেই সময়ে সন্তান হইলে, সে সেই দূষিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

আত্মার উন্নতি ও দুর্গতি যেমন জন্মের

উপরে নির্ভর করে, সেইরূপ তাহা সঙ্গ, শিক্ষা ও স্বীয় যত্নের উপরেও নির্ভর করে। আত্মার উন্নতির চারি নিয়ম আছে—(১) জন্ম, (২) সঙ্গ, (৩) শিক্ষা, (৪) সাধনা। কেহ উন্নত বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও, সে সঙ্গ-দোষে, শিক্ষা-দোষে, সাধনাভাবে মন্দ হইতে পারে; কেহ নিকৃষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও সঙ্গগুণে, শিক্ষাগুণে, সাধনাগুণে ভাল হইতে পারে। জন্ম যেমন কুলেই হউক না কেন, আপনার সাধনা থাকিলে সে কুলকে উজ্জ্বল করিয়া দিতে পারে; আবার চারি অঙ্গ সম্পূর্ণ থাকিলে আত্মার এত উন্নতি হয় যে বলা যায় না। পূর্ব্বকার আর্য্যেরা যে নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন—শূদ্র বৈশ্যের কর্ম্ম করিতে পারিবে না, বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম করিতে পারিবে না, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করিতে পারিবে না, তাহা সম্পূর্ণ টিঁকিতে পারে না। কেবলি যে জন্মে বড় হয়, তাহা নহে; সকলেই আপনার আপনার সাধনার বলে শ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিতে পারে। ভাল বংশে জন্মিলেও শিক্ষা না পাইলে, সাধনা না করিলে, সঙ্গদোষে অধোগতি হয়; যেমন ব্রাহ্মণ, উন্নত-বংশ হইলেও শিক্ষা না পাওয়াতে নীচ শ্রেণীর মধ্যে পড়িয়া যায়। যখন জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধনা, এই চারি উপায়ের দ্বারাই আত্মার উন্নতি হইতে পারে, তখন এ প্রকার নিয়মবদ্ধ করা ভাল নহে যে এক-জাতির কর্ম্ম অপর জাতিতে কিছুমাত্র করিতে পারিবে না।

এখানে যতটুকু উন্নতি হইল, পরলোকে সে আবার তাহা হইতে আরও উন্নতি লাভ করিবে। ঈশ্বর যে জ্ঞানধর্ম্মের বীজ দিয়াছেন, ক্রমাগতই তাহার উন্নতি হইবে। ঈশ্বর মুক্তহস্ত হইয়া আছেন, উপযুক্ত হইলেই উন্নতির পথে লইয়া যাইবেন কিন্তু সেই উপযুক্ত হইবার জন্য আপনার সাধনা আবশ্যক। দেখ যে মানুষ প্রথমে বাহ্য বস্তু সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পারে নাই, দূর নিকটের সম্বন্ধ ভাল উপলব্ধি করিতে পারে নাই, চলিতে পারে নাই, কথা কহিতে পারে নাই, তাহার আত্মা কত উন্নত হইয়াছে—ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতেছে। এখানে যতই উন্নতি হউক, তাহা পরাকাষ্ঠা নহে। মনুষ্য সেই উন্নত অবস্থা হইতে পরলোকে আপনাকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত আরও উন্নত করিবে। পিতা যেমন পুত্রকে সব দেন, সেইরূপ ঈশ্বর সব-ই দিবেন, কিন্তু তাহার জন্য আমাদের ইচ্ছা চাই, সাধনা চাই।

ঈশ্বর আমাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন—আমাদিগকে আপনার আপনার কর্ম্মের জন্য দায়ী করিয়া দিয়াছেন। এই স্বাধীনতা পাইয়া আমরা যে আপনার আপনার চেষ্টাতে এত উন্নত হইতেছি, ইহাতে ঈশ্বরের কেমন মঙ্গল ইচ্ছা প্রকাশ পাইতেছে। এখানে কত বিপদ, কত পাপতাপ, কত রোগশোক; তবু এই রোগশোক বিপদআপদ পাপতাপ অতিক্রম করিয়াও আত্মার কত উন্নতি হইতেছে। কত লোকে নিকৃষ্ট পিতা মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার সাধনার গুণে সেই নিকৃষ্ট জন্মের বাধা অতিক্রম করিয়া কত উন্নতি লাভ করিতেছে। দেখ, সক্রেটিস তাহার দৃষ্টান্ত। সক্রেটিসের মস্তকের গঠন ও আকৃতি দেখিয়া একজন তাঁহাকে বলিল—"আমার বোধ হইতেছে, তুমি অতি দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তি।" সক্রেটিস তাহা শুনিয়া বলিলেন "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা

ঠিক; আমার অন্তরে দুর্দ্দম্য প্রবৃত্তি সকল রাজত্ব করিত, কিন্তু আমি আপনার চেষ্টা দ্বারা, সাধনা দ্বারা সেই সকলকে দমন করিতে পারিয়াছি।"

জন্মের উপরে কতকটা নির্ভর আছে বটে, কিন্তু অধিক নির্ভর আপনার আপনার সাধনার উপরে। সকল উপায়ের মধ্যে সাধনাই শ্রেষ্ঠ উপায়; কিন্তু যাঁহার জন্ম ভাল, সঙ্গ ভাল, শিক্ষা ভাল এবং সাধনা থাকে, তিনি বড় ভাগ্যবান্; তিনি উন্নত অবস্থার প্রকৃষ্ট অধিকারী। তাহার দৃষ্টান্ত শঙ্করাচার্য্য। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের উৎকৃষ্ট কুলে জন্ম ছিল; তাঁহার সৎসঙ্গ ছিল; বেদ তিনি নিপুণরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ইহার উপরে তাঁহার আন্তরিক সাধনা ছিল—নিদিধ্যাসন ছিল। আত্মার উন্নতির যে চারি উপায় বলিয়াছি, সেই চারি উপায়ই শঙ্করাচার্য্যের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তাই তিনি যদিও বত্রিশ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহারি মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিকূলে সংগ্রাম করিয়া নিজের অদ্বৈত মত সমুদয় ভারতবর্ষে প্রচার করিয়া গেলেন। বুদ্ধদেব যদিও জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু তিনি আপনার সাধনার বলে মনের বাসনা পরিত্যাগ করিতে এবং ধর্ম্মভাবকে তেজস্বী করিতে সক্ষম হইলেন। জাতি, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধনা, এই কয়টীই আত্মার উন্নতির কারণ; সকলের উপরে ঈশ্বরের প্রসাদ আবশ্যক, তাহা না হইলে কিছুই হইবে না।

এখন বোধ হয় যে স্পষ্ট বুঝিলে—আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বরের নিত্য মঙ্গল ইচ্ছা এই যে জগতে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক। হে প্রিয় মনুষ্য সকল, তোমরা তাঁহার এই ইচ্ছায় যোগ দিয়া, এই ইচ্ছার অনুকূলে, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতির জন্য সাধনাতে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হও; অশেষ কল্যাণ লাভ করিবে। জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিতে রাজ্যের উন্নতি; জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিতে বংশের উন্নতি; জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিতে প্রতিজনের ইহলোকে, পরলোকে, অনন্তকালে উন্নতি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

রাজা রামমোহন রায়।*

এক্ষণকার এই দারুণ দুঃসময়ে রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন প্রকৃত মহাত্মা আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ না করিলে আমাদের দেশের যে আরো কি দুরবস্থা হইত তাহা আমরা কেহ ভাবি না, তাই তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা যতদূর স্ফূর্ত্তি পাওয়া উচিত তাহার শতাংশের একাংশও স্ফূর্ত্তি পায় না। অতএব, আমাদের দেশের পূর্ব্বতন অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা এই সময়ে একবার অপক্ষপাতে ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। তখনকার লোকের জ্ঞান-চক্ষু কালোচিত পরিস্ফুটতায় বঞ্চিত ছিল—একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তখনকার কালে বিষয়ী ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের উপর জ্ঞানচর্চ্চার সমস্ত ভার এবং দায়িত্ব নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের মতামত এবং কার্য্যের উপর আপনারা কোনো অংশে হস্তক্ষেপ করিতেন না। শাস্ত্রীয় ক্রিয়া কর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য যেটুকু বিদ্যাচর্চ্চা আবশ্যক—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা সেই

* আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় সভাপতির আসন হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এখানে দেওয়া হইল।

সংকীর্ণ পরিধিটুকুর মধ্যেই নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেন—বেশীর ভাগ কাব্যশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া সভারঞ্জন করিতেন। তখনকার লোকজন সেই অজ্ঞানের সুশীতল ছায়ায় বাস করিয়া দিব্য সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিত। কুটীরে বাস করিবার একটি সুবিধা এই যে, ঘরটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার জন্য মাহিয়ানা দিয়া লোক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক হয় না; গৃহের গৃহিণী একাকী সে কার্য্য অনায়াসে সুনির্ব্বাহ করিতে পারেন। অজ্ঞানের সংকীর্ণ কুটীরে আমরা দিব্যসুখে বাস করিতেছিলাম—ইতিমধ্যে হঠাৎ জ্ঞানের উন্নত অট্টালিকায় অধিকার প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু সে অট্টালিকাকে কেমন করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়, কেমন করিয়া তাহার সাজসজ্জা করিতে হয় তাহার কিছুই আমরা জানি না;—আর যদি বা আমরা কায়ক্লেশে এর ওর তার নিকট হইতে তাহার সন্ধান জানিয়া লইলাম—আমাদের এমন সঙ্গতি নাই যে আমাদের সেই শেখা বিদ্যাকে আমরা কার্য্যে পরিণত করি। তবে কি রামমোহন রায় জ্ঞানের বিশাল অট্টালিকার ভার আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া ভাল কাজ করেন নাই? এক ব্যক্তি যদি আমাকে একটি উৎকৃষ্ট ঘড়ি প্রদান করে, আর, আমি যদি অজ্ঞান-বশতঃ তাহার কাঁটা বিপরীত দিকে ফিরাইয়া তাহাকে একদিনেই নষ্ট করিয়া ফেলি, তবে কি আমার সে দোষের জন্য প্রদাতা কোনো অংশে অপরাধী? একথা সত্য যে, একজন আনাড়ি লোকের হস্তে একটা সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র ন্যস্ত হইলে সে কোন্ দিন কাহাকে বধ করিবে তাহার ঠিকানা নাই—কিন্তু সে কথাটি রামমোহন রায়ের দূরদর্শী নেত্র এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। কেবল যে তিনি আমাদিগকে জ্ঞানের একটা শূন্য অট্টালিকার অধিকার প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন—সেরূপ অপরাধ কেহই তাঁহার স্কন্ধে আরোপ করিতে পারিবেন না; যাহাতে আমরা সেই অট্টালিকাকে রীতিমত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারি এবং বিবিধ কল্যাণ-শ্রীতে সজ্জিত করিতে পারি, তাহারও তিনি একটা সুন্দর পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। উন্নত জ্ঞানের উপযোগী উন্নত ধর্ম্মের একটা খনি তিনি আমাদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশে তিনি কেবল ইংরাজি বিদ্যালয়ের মূলপত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই; তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশকালের উপযোগী অথচ দেশকালের উপরিস্থিত উন্নত ধর্ম্মের মূল পত্তন করিয়া গিয়াছেন—তাহার সাক্ষী ব্রাহ্মসমাজ। সকল দেশেরই ধর্ম্মের মর্ম্মনিহিত সারাংশ যে একই—রামমোহন রায় এইটি বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। আমাদের দেশের অশেষ শাস্ত্র ঘুঁটিয়া তাহার মধ্য হইতে সার্ব্বদৈশিক ধর্ম্ম উদ্ধার করা তাঁহারই মতো একজন সর্ব্বদিকৃদর্শী এবং গূঢ়দর্শী ব্যক্তিরই কার্য্য—সে কার্য্য তিনি প্রাণপণ শক্তিতে সমাধা করিয়াছেন। দলাদলি-প্রিয় একদিক্‌দর্শী লোকদিগের স্বদেশ-ভক্তিই বা কিরূপ আর বিদেশ-ভক্তিই বা কিরূপ তাহা আমাদের জানা আছে; তাঁহাদের স্বদেশভক্তির অর্থই হ'চ্চে বিদেশের প্রতি বিষ-দৃষ্টি এবং বিদেশ-ভক্তির অর্থই হ'চ্চে স্বদেশের প্রতি বিষ-দৃষ্টি। কিন্তু রামমোহন রায়ের বিশাল হৃদয়ে এবং দূরদর্শী চক্ষে স্বদেশপ্রেম সর্ব্বলোক-প্রেমেরই একটি অঙ্গ ছিল। যে স্বদেশ-ভক্তির অর্থ বিদেশের প্রতি বিষ-

দৃষ্টি তাঁহার স্বদেশভক্তি সে শ্রেণীর ছিল না; আবার, যে বিদেশ-ভক্তির অর্থ স্বদেশের প্রতি বিষদৃষ্টি তাঁহার বিদেশ-ভক্তিও সে শ্রেণীর ছিল না। তাঁহার স্বদেশ-প্রেম বিদেশ-প্রেমকে সাদরে আ-লিঙ্গন করিয়াছিল এবং তাঁহার বিদেশ-প্রেম স্বদেশ-প্রেমকে তেমনিই যত্নে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছিল—তাঁহার কাণ্ড সকলই উদার, সকলই মহৎ, সকলই জগ-দ্ব্যাপী। আমাদের দেশের শাস্ত্রসমূহের মধ্য হইতে তিনি যেরূপ সারধর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাহা সকল দেশীয় ধর্ম্মেরই সারাংশ সুতরাং তাহা লইয়া জাতিতে জাতিতে মনুষ্যে মনুষ্যে বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সে ধর্ম্ম একদিকে যেমন আমাদের দেশের ভূমিজাত বস্তু—আর একদিকে তেমনি তাহা সকল দেশেরই মর্ম্মনিহিত বস্তু—সুতরাং তাহা বর্ত্তমান কালের সবিশেষ উপযোগী; কেননা বর্ত্ত-মান কালে পৃথিবীস্থ সকল দেশের সঙ্গে সকল দেশের যোগ সংঘটিত হইতেছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশাল জ্ঞান-অট্টালিকা নিতান্তই বিপদ্‌গ্রস্ত হইত—যদি তেমনি একটা উন্নত ধর্ম্ম তাহার পৃষ্ঠরক্ষক না হইত। উন্নত ধর্ম্মের সহায়তায় বঞ্চিত হইলে জ্ঞানের বিশাল অট্টালিকা কুতর্কের মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে এবং স্বেচ্ছাচারের শিকড় তাহার গ্রন্থিতে গ্র-স্থিতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে অচিরে ভগ্নাবশিষ্ট করিয়া ফেলে। আমাদের দেশে এইরূপ শোচনীয় ফল কতকটা ফলিয়াওছে, আর, তাহার কারণ যে কি তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। রামমোহন রায় ইংরাজি বিদ্যালয়ের মূল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার নির্ব্বাহের ভার রাজপুরুষদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের হস্ত দোর্দণ্ড-প্রতাপ প্রবল হস্ত, তাহাতে বাধা দেয় কাহারও সাধ্য নাই; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে সেরূপ কোনো পার্থিব রাজ-হস্তে সমর্পণ করা তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির মনে ভ্রমেও স্থান পাইতে পারে না;—কেননা হৃদ-য়ের ধর্ম্ম কখনো পার্থিব বলের বশতাপন্ন হইতে পারে না, এ কথা যদি তিনি না জানিবেন তবে আর কে জানিবে। তাই তিনি সকল রাজার যিনি রাজা সেই সর্ব্বাধিপতির সর্ব্বশক্তিমান্ হস্তের উপর বিশ্বাস করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে স্বদেশের দুই একজন মান্যগণ্য ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সঁপিয়া দিয়া বীতভার হইলেন।

নানাবিধ পার্থিব কারণে এখনো প-র্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ রীতিমত মস্তক উত্তো-লন করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মসমাজের বীজ অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই—রাজ-পুরুষদিগের প্রবল পরাক্রমে জ্ঞানের অট্টালিকা হুহু করিয়া দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কাজেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভ্রষ্ট জ্ঞানের যতকিছু কুফল তাহা ফলিতে লাগিল। এখন তাই অজ্ঞ লোকে আর এক কথা বলিতেছে—বলিতেছে যে, জ্ঞানই সর্ব্বনাশের মূল। তাহাদের জানা উচিত যে, জ্ঞানের যে কিছু দোষ তাহা জ্ঞান-কর্ত্তৃকই সংশোধিত হইতে পারে—অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানের দোষ সংশোধিত হইতে পারে না। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে—স্বল্প-জ্ঞান অতি ভয়াবহ সামগ্রী। অল্প-জ্ঞান-সুলভ দোষ হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে তাহার একমাত্র উপায় গভীর জ্ঞানের অনুশীলন; অল্প-জ্ঞান যেমন ধর্ম্মভ্রষ্ট—গভীর জ্ঞান তেমনি ধর্ম্মগর্ভ। ধর্ম্মজ্ঞানের এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ বিদ্যালয়ে সুদুর্লভ, এই জন্য

বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের অবস্থিতি নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মসমাজ রাজপুরুষদিগের হস্তের বাহিরে রহিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতি বিষয়ী লোকদিগের তেমন মনোযোগ ও যত্ন হইতেছে না—অথচ ধর্ম্মশূন্য জ্ঞানালোচনার যে কিরূপ শোচনীয় ফল তাহার প্রতি সকলেরই চক্ষু ফুটিয়াছে। সকলেই দেখিতে পাইতেছেন—বৃহৎ জ্ঞানঅট্টালিকাকে সাম্লানো দায়—কোন্ দিন তাহা মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িবে;—জ্ঞানঅট্টালিকা ছাড়িয়া অজ্ঞান-কুটীরে বাস করাও এখন আর কাহারো কোনো মতেই পোষায় না, যেহেতু সকলেই এখন জ্ঞানের স্বাদ পাইয়াছে। আমাদের দেশের লোক যদি রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্বদেশীয় অথচ সার্ব্বদৈশিক মহান্ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হ'ন, তাহা হইলেই তাঁহারা পথে আসেন;—কিন্তু তাহা তাঁহারা করিবেন না; তাঁহারা আরেক পথে প্রধাবিত হইয়াছেন—তাঁহারা জ্ঞানের বিশাল অট্টালিকার অভাব পূরণার্থে আলাদিনের প্রদীপ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। অল্প জ্ঞানের অভাব পূরণার্থে তাঁহারা কোথায় গভীর জ্ঞানের অনুশীলন করিবেন—তাহা না করিয়া তাঁহারা বুজরুকির শরণাপন্ন হইতেছেন। এক জন বণিক অল্প টাকায় বাণিজ্যের গোড়াপত্তন করিয়া—তাহার যেমন টাকা বাড়িতে লাগিল তেমনি বাণিজ্য বিস্তার করিতে লাগিল; আর একজন বণিক অল্প টাকার মূল ধন সমস্ত খাটাইয়া একেবারেই ক্রোড়পতি হইতে গিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইল;—তখন সে মনে স্থির করিল যে, পুরুষের যত্ন কিছুই নহে, দৈবই সকলের মূল; এইরূপ ভাবিয়া সে একজন দৈবজ্ঞের কথা-ক্রমে গৃহের ভিত্তিমূল খনন করিয়া টাকার খনি বাহির করিতে গিয়া ঘরচাপা পড়িয়া পঞ্চত্ব পাইল। প্রথমোক্ত সুবুদ্ধি বণিকের ন্যায় আমরা আমাদের অল্প জ্ঞানকে ক্রমে ক্রমে যদি বাড়াইয়া তুলি, তাহা হইলে অল্পজ্ঞানের দোষ হইতে আমরা নিস্তার পাইতে পারি—কিন্তু তাহা না করিয়া আমরা জ্ঞানে হতাশ হইয়া বুজরুকির শরণাপন্ন হইতেছি—এটা বড় ভাল লক্ষণ নহে। অবশ্যই ইহার পরে এক না এক সময়ে আমাদের ভুল ভাঙিয়া যাইবে—তাহা যখন হইবে তখন আমরা অশ্রুপূর্ণ নয়নে রামমোহন রায়ের মূল্য বুঝিতে পারিব; তখন বুঝিতে পারিব যে, তিনি কি পথই আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, আর, কি বুদ্ধির দোষেই এতকাল আমরা অমৃতের প্রস্রবণ হেলায় পরিত্যাগ করিয়া মরীচিকা অন্বেষণ করিয়া সারা হইয়াছি।

রাজা রামমোহন রায়।*

ভারতবাসীদিগের নামে অনেকেই এই অপবাদ দিয়া থাকেন যে, তাঁহারা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে পরাঙ্মুখ। প্রথিতনামা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় রামমোহন রায়ের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের বিষয় উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন "এটী যদি একটী খ্যাতাপন্ন ইংরাজের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণের সংকল্প হইত, তাহা হইলে কত নানাপদস্থ ভূম্যধিকারীর বিস্তৃত ভূসম্পত্তির উপস্বত্ব, কত রাজ্যশূন্য রাজোপাধিকের রাজস্বভাগ, কত কর্ম্মচারিত্ব পদের বেতনমুদ্রা, কত বাণিজ্য ব্যবসায়ের

* রামমোহন রায়ের উনষষ্ঠিতম স্মরণার্থ সভায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত।

লাভাংশ ও কত কত অন্যমত স্বাধীন বৃত্তির আয়টঙ্ক মুহূর্ত্তমাত্রে দানপুস্তকে অঙ্কিত ও অবিলম্বে একত্র রাশীকৃত হইয়া কার্য্যসাধন করিয়া দিত। অথবা রামমোহন রায়েরই স্মরণচিহ্ন স্থাপনার্থে যদি একটী সম্ভ্রান্ত ইংরাজ উদ্‌যোগী হইতেন, তাহা হইলেও কোন্ কালে ইহা সম্পন্ন হইয়া যাইত। তদীয় অনুরাগ ও প্রসাদলাভ প্রার্থনাতেই অক্লেশে সমুদয় সুসিদ্ধ করিয়া তুলিত।” অক্ষয় বাবুর উল্লিখিত কথাগুলি যে নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, তাহা কে বলিবে? যখন একবার ভাবিয়া দেখি যে, যাঁহার চেষ্টাতে নব্যবঙ্গের কি ধর্ম্মবিষয়ক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, নানাপ্রকার উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চাহিতেছি না, তখন কি আমাদের আপনাদের প্রতি ধিক্কার আইসে না? কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষমতা নাই বলিয়া যদি বা তাহা না করিতাম, তবু কিছু কথা ছিল; কিন্তু তাহা যখন নহে, তখন ইহাকে কৃতঘ্নতা ব্যতীত আর কি বলিতে পারি?

হে স্বদেশীয়গণ, তোমরা মনশ্চক্ষে অনুধাবন পূর্ব্বক দেখ, তোমরা রামমোহন রায় হইতে কত না পাইয়াছ। তিনি যদি সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ না লইতেন, তবে তাহা বিধিবদ্ধ হইত কি না সন্দেহ; কিন্তু তাহা হইলে আজ কত সুকুমার বালক বালিকাকে পিতৃহীন ও মাতৃহীন দেখিতে হইত। এই সতীদাহের বিষয় ভাবিয়া আমরা এখন কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হই বটে—কিন্তু তখনকার লোকদিগের ইহাতে লেশমাত্র ক্লেশ হইত না। এক সময়ে রোমকেরাও মনুষ্যদিগকে সিংহমুখে ফেলিয়া দিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াও অভ্যাসবশতঃ কিছুমাত্র ক্লেশ বা দুঃখ অনুভব করিত না, প্রত্যুত আমোদ উপভোগ করিত। আজ পর্য্যন্ত আমি দুই একজন এমন লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'ন না যে, স্বামীর মৃত্যুর পর সতীদাহই স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার এক অমোঘ উপায়। আমরা তাঁহাদিগকে এইমাত্র বলি যে, তাঁহারা এপ্রকার তীক্ষ্ণবুদ্ধিব্যঞ্জক মত সকল প্রচার করিয়া না বেড়ান—তাঁহাদের মত তাঁহাদের মধ্যে থাকিলেই সংসারের কিছুমাত্র উপকার হইতে পারে।

রাজনৈতিক আন্দোলন বল, তাহাও রামমোহন রায় ভারতবর্ষে প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। রাজনীতির সহচর আইন বিষয়েও তিনি অতি উত্তম প্রস্তাব সকল লিখিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ কোন সভায় সভাপতি অনারেবল শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, রামমোহন রায় আইন সম্বন্ধে যেরূপ প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়াছেন, ঐরূপ লিখিতে পারিলে যে কোন ব্যবহারাজীবের পক্ষে উহা সম্মান ও প্রশংসাপ্রদ হইত। তাঁহার আইনের জ্ঞান যথেষ্ট থাকাতেই তিনি আমাদিগকে এক বিষয়ে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রীমকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারক সার চার্লস্ গ্রে কোন মকদ্দমায় প্রচলিত প্রথাবিরুদ্ধ নিষ্পত্তি করেন যে, “পুত্র অথবা পৌত্রের মত গ্রহণ না করিয়া, কোন ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি দান বিক্রয় করিতে পারিবেন না।” ইহাতে সমস্ত হিন্দুসমাজ বিচলিত হইয়া উঠিল। রামমোহন রায় এদেশে বিস্তর শাস্ত্রপ্রমাণাদি দর্শাইয়া আন্দোলন করিলেন, কিন্তু তাহার কোন

ফল হইল না; অবশেষে তিনি স্বজাতির মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া উক্ত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিলেন—প্রিবিকাউন্সিল হইতে সুপ্রীমকোর্টের নিষ্পত্তি রহিত হইল।

আজ কাল যে এত বেসরকারী বিদ্যালয় দেখিতে পাই, ইহারও প্রথম সূচনা দেখিতে পাই রামমোহন রায় করিয়াছিলেন। তিনি কেবল আপনি এক বিদ্যালয় খুলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, ডফ্ সাহেবের বিদ্যালয়ের পত্তন করাইয়া দেনও তিনি। ডফ্ সাহেব বেথুন সভাতে একবার বলিয়াছিলেন যে, তিনি এদেশে আসিয়া রামমোহন রায়ের নিকট যেরূপ সাহায্য পাইয়াছেন, দেশীয় কি ইউরোপীয় এরূপ আর কাহারো নিকট পান নাই।

বর্ত্তমান কালের সাহিত্য-সেবকগণও তাঁহার নিকটে বিশেষভাবে ঋণী। তাঁহার পূর্ব্বে গদ্যসাহিত্য ছিল না বলিলেই চলে। "প্রতাপাদিত্য চরিত" প্রভৃতি দুই একখানি গদ্য গ্রন্থমাত্র ইংরাজদিগের জন্য রচিত হইয়াছিল। তৎসমুদায়ের ভাষা বঙ্গভাষা নহে, অনুস্বার বিসর্গ রহিত সংস্কৃত মাত্র। সে ভাষার সহিত রামমোহন রায়ের গ্রন্থ সমূহের ভাষার প্রভেদ বিস্তর। রামমোহন রায়ের বিভিন্ন ভাষা জানা ছিল এবং তাঁহার হৃদয়ের গভীর ভাবসমূহ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন আসিল; সুতরাং তাঁহার পক্ষে বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পথপ্রদর্শন সহজ হইল। প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বিষয় না থাকিলেও যদি অনুকরণ করিতে যাই, তবে তাহা যে কুৎসিৎ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ভট্টাচার্য্যদিগের ভাবের প্রবলতা ছিল না, অগত্যা তাঁহাদের হাতে বঙ্গভাষা অনুস্বার বিসর্গ রহিত সংস্কৃত ভাষা হইয়া পড়িয়াছিল।

তাঁহার ধর্ম্মসংস্কার সর্ব্বজনবিদিত; এ সম্বন্ধে গুটিকয়েক বক্তব্য কিছু পরেই বলিতেছি। এক কথায় একাকী রাজা রামমোহন রায়ই কুসংস্কাররূপ হিংস্র জন্তুসঙ্কুল পুরাতন বঙ্গের দুর্ভেদ্য অরণ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নব্যবঙ্গের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আমি তাঁহার সংস্কার সমূহের বিষয় কিছু বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম—ইহাই দেখাইবার জন্য যে, আমরা তাঁহার নিকট হইতে কত গুরুতর উপকার লাভ করিয়াছি; তাঁহাকে অসম্মান করিলে বা ভুলিয়া গেলে আমরা কৃতঘ্ন ব্যতীত অন্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহি। সেই মোহাচ্ছন্ন সময়ে, যে সময়ে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত মাত্রও করিলে প্রাণ হাতে করিয়া চলিতে হইত সেই সময়ে, অসাধারণ ধৈর্য্যশীল, অসাধারণ বীর্য্যবান্ সেই মহাপুরুষ ব্যতীত আর কে এই কঠিন সংস্কারসংগ্রামের মধ্যে অবতরণ করিতে সাহস করিত? এই মহাত্মার প্রতি যে এতদিন উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শিত হয় নাই, তজ্জন্য আমাদিগের অনুতাপ করা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক্, এই সভার দ্বারা বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞ নাম কতক পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে, কিন্তু তাহাও সর্ব্বতোভাবে হয় নাই। পিতার পরলোকগমনের পর যদি পুত্রেরা সামর্থ্যসত্ত্বেও তাঁহার ইচ্ছানুসারে কার্য্য না করে, তবে পুত্রদিগের পিতৃভক্তি রহিল কোথায়? রামমোহন রায়ের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন দূরে থাক্, অন্ততঃ তাঁহার ইচ্ছানুসারে কার্য্য না করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা তেমন উপযুক্ত রূপে প্রদর্শিত হয় না।

রামমোহন রায় তাঁহার বিলাত গমনের পূর্ব্বেই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। অনেকেই বলিতে পারেন যে, আবার ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কথা আনিয়া ফেলা হইতেছে কেন? হৌক্ পুরাতন কথা, কিন্তু ইহা সত্য কথা এবং ইহার বিষয় আমাদিগকে বলিতেই হইবে। যদি তিনি কাহা হইতেও কৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত না হয়েন, তথাপি আদি ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রতি নীরব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইবে না। এইখানে একটী কথা বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। গত বৎসরের স্মরণার্থ সভায় বর্ত্তমান লেখক আদি ব্রাহ্মসমাজের কথা রামমোহন রায়ের সহিত বিশেষভাবে জড়িত করিয়া বলাতে কেহ কেহ এইভাবে বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে রামমোহন রায়কে লেখকের সাম্প্রদায়িক ভাবে দেখা হইয়াছে। আমি বিনীতভাবে স্বীকার করিতেছি যে, তাহার পরে রামমোহন রায়ের জীবন, আদি সমাজের অধিকার পত্র এবং আমার প্রবন্ধ, এই সকল বারম্বার আলোচনা করিয়া দেখিয়াও বুঝিতে পারিলাম না যে, কোন্ স্থানে আমি সাম্প্রদায়িক ভাবে তাঁহাকে ধরিয়াছি—তবে ইহা স্বীকার করিতেছি যে, আমি তাঁহার জাতীয় ভাবের উপর কিছু বেশী ঝোঁক দিয়াছিলাম। এবারেও যদি আদি ব্রাহ্মসমাজের কথা আনিয়া ফেলাতে কেহ আমাকে সাম্প্রদায়িক গোঁড়া বলিয়া উপহাস করেন, তাহাতে আমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইব না। আদি ব্রাহ্মসমাজের ভাব জাতীয় ভাব বটে কিন্তু তাহা সাম্প্রদায়িক ভাব নহে। এই তর্ক ছাড়িয়া দিলেও এবং উপহাস-দৈত্য সম্মুখে বিকটভাবে নৃত্য করিতে থাকিলেও আমি ইহা বলিতে কুণ্ঠিত হইব না যে, রামমোহন রায় সমস্ত জীবনের উপার্জ্জন যাহার উদ্দেশ্যে ব্যয় করিলেন; যাহার জন্য তিনি সমস্ত জীবন একই ভাবে পরিশ্রম করিলেন, সেই আদি সমাজের কথা আর তাঁহার কথা পৃথক্ থাকিতে পারে না। রামমোহন রায় ও আদি সমাজ এই দুই কথা একসঙ্গে না বলিলে প্রত্যেকটী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

যাহাই হউক্, এই আদি ব্রাহ্মসমাজের অধিকারপত্রে স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার ইচ্ছা লিখিত আছে। তিনি অধিকার পত্রে লিখিয়া দিলেন যে সমাজগৃহে এমন সকল বক্তৃতা সঙ্গীতাদি হইতে পারিবেক "As have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the universe ··· ···and strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds." তাঁহার প্রদত্ত অধিকার পত্রের মধ্যে এই দুইটীই প্রধান বিষয়—এক, সেই নিখিলপাতা পরব্রহ্মের উপাসনা; দ্বিতীয়, সার্ব্বজনীন একতা।

মহাপুরুষেরা কেবল উপর উপর দেখিয়া চলেন না; তাঁহারা সকল বিষয়েরই মূলে যাইতে ইচ্ছা করেন। রামমোহন রায়ও তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে কোন উন্নতিই চিরস্থায়ী হইবে না। তিনি বিজ্ঞানেরও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তথাপি কোন বৈজ্ঞানিক সভা স্থাপনা না করিয়া ব্রহ্মোপাসনার জন্যই সভা স্থাপন করিলেন।

ইতিহাসেও এই গুরুতর সত্য সমর্থিত হইতে দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে ফ্রান্স দেশের বিষয় দেখা যাউক্। ফ্রান্সে যখন ফরাসি-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, তখন ফরাসি জাতি ধর্ম্মেরও বিপক্ষে দণ্ডা-

য়মান হইয়াছিল। ফরাসি জাতি যদি ধর্ম্মকে সহায় করিয়া রাজাদিগের অত্যাচার নিবারণ করিতে যত্নবান্ হইত, তবে কখনই ফরাসিবিপ্লবে যেরূপ নরশোণিতের স্রোত চলিয়াছিল, সেরূপ হইত না। বর্ত্তমান কালে ফ্রান্সে সভ্যতার খরস্রোত চলিয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু গত লোকসংখ্যাগণনাতে দেখা গিয়াছে যে, বিগত দশ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সে লক্ষ লক্ষ লোক কমিয়া গিয়াছে—ইংলণ্ডে সেই দশ বৎসরের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল দেখিয়া ফরাসি গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ফ্রান্সে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অধর্ম্ম ও দুর্নীতি অত্যন্ত প্রশ্রয় পাইতেছে। ফ্রান্সে এই প্রকার অধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হওয়া কি কিছু আশ্চর্য্য? যে দেশের, শুনিতে পাই, মিউনিসিপাল আইনের মধ্যে এইরূপ একটী ধারা সন্নিবিষ্ট আছে যে, যে সকল পুস্তকে ঈশ্বরের কোন প্রকার উল্লেখ থাকিবে, সেই সকল পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে না, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? সে দেশ যতই কেন বাহ্য শোভা সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হউক্ না, তাহার অধোগতি সম্বন্ধে আমরা স্থিরনিশ্চয় হইয়া থাকিতে পারি।

আমাদের এই ভারতবর্ষের মধ্যেও এই সত্যের প্রতিপোষক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। এখানেও অনেকবার অধর্ম্ম ও দুর্নীতির বিষময় পঙ্কিলভাব সকল ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরের প্রসাদে অনেক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এই পুরাতন ভারতবর্ষকে অধর্ম্ম হইতে অনেকবার উদ্ধার করিয়াছেন। ভারতের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে, সেই সকল মহাত্মা ব্যক্তি কোন বিশেষ কুসংস্কারকে উন্মূলন করিতে না গিয়া একেবারে কুসংস্কারের মূল, উৎপত্তিস্থান অধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন—ইহাতে তাঁহাদের দূরদর্শিতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও প্রকৃত ধর্ম্মভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যখন উপধর্ম্ম ও তাহার নিত্য সহচর নানা কুসংস্কার সমুদয় ভারতবর্ষকে একবার আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব ভগবদ্ভক্তির স্রোত পুনঃপ্রবাহিত করিলেন; পশ্চিমাঞ্চলে নানক, কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সেই "অলখনিরঞ্জনের" নাম কীর্ত্তন করিয়া মৃতপ্রায় শরীরে চেতনা আনয়ন করিলেন; দাক্ষিণাত্যে তুকারাম গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া উজ্জ্বল আলোক আনয়ন করিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সকল মঙ্গলের যিনি কারণ, তাঁহার পথের পথিক হইলেই সকল অমঙ্গল দূর হইয়া যাইবে।

তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বের কথা আলোচনা করিয়া প্রয়োজন নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও ব্রহ্মজ্ঞানের আদি-আকরভূমি এই ভারতভূমিকে উপধর্ম্ম আর একবার গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। উপধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে দ্বেষবিদ্বেষ, দলাদলি প্রভৃতি নানা দুর্নীতি সমস্ত দেশকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেছিল। নাগাসন্ন্যাসী ও বৈরাগীদিগের সংগ্রাম, শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, এই সকল এত জানা কথা যে, তাহাদের বিস্তারিত উল্লেখ না করিলেও চলে। পবিত্র ভারতভূমি হইতে দুর্দ্দশার কারণ এই সকল ভয়াবহ দুর্নীতি দূর করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন

মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন—আর্য্যাবর্ত্তে রাজা রামমোহন রায় এবং দাক্ষিণাত্যে বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী। তাঁহারা, বিশেষতঃ রামমোহন রায়, হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার না হইলে কেবল বঙ্গদেশে নহে, কেবল ভারতবর্ষে নহে, সমুদয় জগতে মঙ্গলের সম্ভাবনা অতি অল্প। তাই তাঁহারা সমুদয় উন্নতির মূলকারণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলেন না, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার এক স্থায়ী উপায় করিয়া দিলেন এবং ভারতের মধ্যে, জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মোপাসনার সাধারণ স্থান এই বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহাকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিলেন।

তাঁহার প্রথম ইচ্ছা দেখা যাইতেছে যে, আমরা সকলে পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সকলের সম্ভজনীয় পরব্রহ্মের উপাসনা করি। কিন্তু তাঁহার এই ইচ্ছা যে বিশেষ সফল হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না। ইহাই যদি না হইল, তবে তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা কোথায়? আমাদিগকে লোকভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকিতে হইবে। রামমোহন রায়কেও ইহার জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার নির্ভরের ভাব দেখিলে দুর্ব্বল প্রাণও সবল হইয়া উঠে। তিনি বলিয়াছেনঃ—

"At any rate, whatever men may say I cannot be deprived of this consolation, my motives are acceptable to that Great Being who beholds in secret and compensates openly.

তাঁহার সঙ্গীতেও 'আছে—

"ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়,
যাঁহারে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।"

এইরূপ ব্রহ্মপরায়ণ হইলে, তবে তাঁহার প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে।

তাঁহার দ্বিতীয় ইচ্ছা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি সার্ব্বজনীন একতা। এই বিষয় চিন্তা করিলেই তো অবসন্ন হইয়া পড়ি, হতাশ হইয়া যাই। কোথায় রামমোহন রায় পৃথিবীর একতার বীজ আনয়ন করিলেন, আর কোথায় এই ভারতবাসীদের মধ্যে, বিশেষতঃ বঙ্গবাসীদের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ বর্দ্ধিত হইতেই দেখিতেছি। এই গৃহবিবাদের কারণের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিবার ইহাই উপযুক্ত অবসর। যাঁহারা প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিমাপূজাদি করেন, তাঁহারা প্রতিমাপূজাদিকেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া দাঁড় করাইতে চাহেন এবং অনেক সময়ে ব্রাহ্মদিগের উপর গালি দিয়া, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার উপর বিদ্রূপ করিয়া মনে করেন যে প্রতিমাপূজা রক্ষা করিবার এক সুদৃঢ় ভিত্তি প্রস্তুত হইল। জানি না, তাঁহারা প্রতিমাপূজা সত্য বলিয়া অন্তরে—তর্কের উদ্দেশ্যে নহে, বিশ্বাস করেন কি না। কোন গণ্যমান্য ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত এই বিষয়ে আমার কিছু আলোচনা হয়। যখন তিনি বুঝিলেন যে কি যুক্তিবলে, কি শাস্ত্রবলে, কোন রূপেই মূর্ত্তিপূজা দাঁড়াইতে পারে না, তখন তিনি বলিলেন যে, এ সকল ক্রিয়াকলাপ না করিলে তাঁহাদের উদরান্নের সংস্থান হইবে কি প্রকারে? ইহা হাঁসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে—সেই অবধি বিপক্ষবাদী অনেকের মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি সমর্থন করিবার কারণ বুঝিয়া লইলাম এবং বুঝিলাম যে ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কিছুমাত্র বিষয়

নাই, কারণ সাধারণতঃ সকল কষ্টের অ-পেক্ষা উদরান্নের কষ্টই নিতান্ত অসহ্য। তবে যাঁহারা বলেন যে তাঁহারা শাস্ত্রানু-সারে চলেন এবং মূর্ত্তিপূজার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা কি বাস্তবিকই শাস্ত্রানুসারে চলেন কিম্বা তর্কের খাতিরে বলেন যে শাস্ত্রানুসারে চলেন? তাঁহাদিগের মতে, বোধ হয় সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, বেদই সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র এবং যদিও অন্যান্য শাস্ত্র অমান্য করা যাইতে পারে কিন্তু বেদকে অমান্য করা যাইতে পারে না। বেদের মধ্যে যে ব্রহ্মকে জানিবার জন্য, তাঁহার উপাসনা করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ আছে, সে কথা এতবার বলা হইয়াছে এবং রামমোহন রায়ের গ্রন্থা-বলীতে এরূপ সপ্রমাণিত করা হইয়াছে যে, সে বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ ক-রিয়া বৃথা বিতণ্ডা আনয়নের প্রয়োজন নাই। তবে ইহা বলিতে পারি যে, বেদের মধ্যে প্রতিমাপূজার কোন কথাই নাই। প্রতিমাপূজাকে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম বলিলে কি হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতপক্ষে অপমান করা হয় না? যদি আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক মূর্ত্তিপূজাকে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম না বলিয়া, বেদবেদান্তের অনুসরণ করিয়া, যথার্থই আত্মার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হই, তখনই বুঝিতে পারিব যে রামমোহন রায় আমাদের কিরূপ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন এবং তখনই আমাদের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিদ্বেষভাব বিদূরিত হইয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে শান্তির বিমল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের বিষয় দেখা যাউক। এই বিষ-য়ের প্রস্তাবনায় হয়তো অনেকে ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ যে সভা হইবে, সেই সভাতে, যতদিন আমাদের এই বিরোধ থাকিবে, ততদিন এই বিষয়ের উল্লেখ না করা ক-র্ত্তব্য নহে। রামমোহন রায় বিশ্বপ্রেমে মত্ত হইয়া, আপনাকে ভুলিয়া গিয়া সমস্ত জগতকে ভ্রাতৃভাবে আহ্বান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর আমরা আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া আপনাদেরই মধ্যে গণ্ডগোল বাধাইয়া বসিয়া আছি। তিনি "বিগতবিবাদং" পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া জীবনের একটী মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন একতাশৃঙ্খলের দৃঢ়ীকরণ আর আমরা মূলমন্ত্র করিয়াছি তাহা ভগ্ন করা। আমি এই সকল শ্রুতি-কঠোর কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি, কারণ আমার হৃদ্গত ইচ্ছা যে আমাদের এই বিবাদ মিটিয়া যাউক্।

এই বিবাদের মূল অন্বেষণ করিয়া দেখিলে, আদি ব্রাহ্মসমাজের জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারই ইহার মুখ্য কারণ বলিয়া মনে হয়। আমি জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া ধর্ম্মপ্রচার ক-রিব, তুমি তাহা করিবে না; কিন্তু তাহা লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদের প্রয়ো-জন কি? আমি কতকগুলি জাতীয় সং-স্কার আচার প্রভৃতি রক্ষা করিলেই যে অব্রাহ্ম হইব, সেইগুলি ত্যাগ করিলেই যে মুক্তিলাভ করিব, এরূপ কোন কথাই নাই। বরঞ্চ আমার বোধ হয় যে, সেই সকল বিশুদ্ধ সংস্কার পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হওয়াতে সহজেই হৃদয়ের প্রীতি আকর্ষণ করে এবং অনেক সময়েই ধর্ম্ম-সাধনের প্রতিকূল না হইয়া অনুকূল হয়। এই সকল আলোচনা করিয়া আমরা ইহা বলিতে পারি যে, আদি ব্রাহ্মসমাজ

জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিলেও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিরোধ আসিবার কোন কথাই আসিতে পারে না। রামমোহন রায়ও জাতীয়তা রক্ষা করিয়াছিলেন, তবে কি তাঁহার সহিত আমাদের বিরোধ করিতে হইবে? তবে কি তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করা হইবে না, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমাজে উপাসনা করিতে যাইব না? এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া গণ্ডগোল উপস্থিত করিলে অনিষ্ট বই ইষ্টের অতি অল্পই সম্ভাবনা।

রামমোহন রায় এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক জাতীয়তা রক্ষিত হওয়াতে, তাঁহাদিগের উভয়েরই দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইতেছে। পরলোকগত শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় পরিণাম বিচার না করিয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিজাতীয় ভাব প্রবেশ করাইতে থাকাতে ব্রাহ্মদিগের এই বিরোধের সূত্রপাত হইল। কিন্তু পরে তাঁহাকে এই ভ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কেশব বাবুকে বলিতে হইয়াছে যে, "Brahmoism is the legitimate result of the higher teachings of the Vedas."(Lahore lecture) অর্থাৎ বেদের জ্ঞানকাণ্ডের স্বাভাবিক ফল ব্রাহ্মধর্ম্ম। তাঁহাকে আরও বলিতে হইয়াছে "It is extremely desirable to have a national church based upon the religious tastes the religious instincts, and if possible the religious traditions of a nation. Any attempt in this direction is welcome. It centralises truth, makes it successful and accessible to all, and adds to it the many-sidedness of human nature. Religion is either adulterated by foreign elements or dissipated and washed out in abstraction if it is not dammed up by the peculiar boundaries of national thought and predilection." (Indian Mirror.) ইহার ভাবার্থ এই যে দেশীয় ভাবের দ্বারাই ধর্ম্মপ্রচার করা কর্ত্তব্য এবং তাহাতে কোন মতেই বিজাতীয়ভাব প্রবেশ করানো কর্ত্তব্য নহে। আদি সমাজের মত অতি স্পষ্টরূপে তাঁহার দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে, যখন তিনি বলেন যে "We need go to other countries for dress, for civilization, but we need not necessarily do so for truth. If we can get the nectar of truth by churning the ocean of Hindoo shastra, then not only we ourselves will drink that nectar but bless our own sons and grandsons as well as all other families in the country with draughts of the same." (Lecture on Bhakti delivered at Santipore. ইহার ভাবার্থ এই যে, আমাদিগকে অন্য দেশের নিকটে অন্য যে কোন বিষয়ের জন্যই যাইতে হউক কিন্তু (পারমার্থিক) সত্যের জন্য আর বিদেশে যাইতে হইবে না—হিন্দুশাস্ত্র হইতেই সত্য বাছিয়া লইতে হইবে। স্বর্গীয় কেশব বাবুর এই সকল কথা ব্রাহ্মসাধারণকে মনে রাখিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, রামমোহন রায় যে ভাবে আদিসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং যে ভাবে আদি সমাজ এখনও চলিতেছে, কেশব বাবু তদতিরিক্ত কি বলিলেন। তিনি যদি ইহা একটু আগে বুঝিতেন, তাহা হইলে কি আজ ব্রাহ্মসমাজের এরূপ দুরবস্থা হইত? ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু তাঁহার কোন পুস্তকে আদি সমাজের প্রকৃত মত ব্যক্ত করিয়া ইংলণ্ডীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত চার্লস্ বয়সী সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহার উত্তরে বয়সী বলিতেছেন "It is magnificently true and wise. I cannot bear to think of there being any rivalry or difference between the author and Chunder Sen

What he says at the end about the mode of presenting Brahmoism seems as if written for me. It is one long justification of my own course and of my most recent efforts to gather in the people who have belonged to my old church." বিখ্যাত অধ্যাপক নিউম্যানেরও এইরূপ মত।

এখন এই সকল দেখিয়াও যদি আমরা মিলনের দিকে অগ্রসর না তবে আমাদের কৃতজ্ঞতা কোথায় রহিল? প্রকৃতই যদি আমাদের মিলিত হইবার ইচ্ছা না থাকে, তবে রামমোহন রায়ের নামে সভাই বা করা কেন, আর সেই সভায় কতকগুলি বক্তৃতা করিবারই বা ফল কি, তাহা তো বুঝিতে পারি না।

হে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ, যদি আমাদের হৃদয়ে হিন্দুদিগের চিরপ্রসিদ্ধ কৃতজ্ঞতা থাকে, তবে আজ একবার আইস, প্রতিমা-উপাসক হও, আর ব্রহ্মোপাসকই হও, নির্ব্বিশেষে একত্র মিলিত হইয়া সেই মহাপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করি, যিনি বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে পাশ্চাত্য সভ্যজাতিদিগের নিকটে এই দুর্ব্বল বাঙ্গালিজাতিকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। আজ একবার আইস, আমরা সকলে এক-প্রাণ হইয়া সেই ভক্তবৎসল, পুরাতন ভারতের চিরন্তন দেবতা পরমেশ্বরের নিকটে প্রাণ খুলিয়া মিলনের জন্য প্রার্থনা করিয়া হৃদয়কে শীতল করি—বিবাদ কলহ আর সহ্য হয় না। তাঁহার প্রসাদে আমরা মিলিত হইয়া তাঁহারই প্রিয়কার্য্য বলিয়া শুভকার্য্য সকল সম্পাদন করিতে থাকিলে আমাদের প্রতিজনের মঙ্গল হইবে, আমাদের জাতীয় মঙ্গল হইবে, আমাদের দেশের মঙ্গল হইবে। *

* এই প্রবন্ধে উল্লিখিত রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অধিকাংশ ঘটনাই শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত তাঁহার জীবন চরিত হইতে সংগৃহীত।

কলিযুগারম্ভ

("এটা কোন্ যুগ" এর অনুবৃত্তি।)

"এটা কোন্ যুগ?" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কোন কোন পাঠক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, (১ম) কলিগতাব্দ সম্বন্ধে পঞ্জিকার মত সম্পূর্ণ প্রামাণিক কি না? (২য়) মনুসংহিতার টীকাকারগণ কোন্ যুক্তিবলে যুগকাল-নির্দ্দেশক বর্ষসংখ্যাকে 'দৈব' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন? (৩) সত্যাদি যুগের পরিমাণ সম্বন্ধে বেদের সিদ্ধান্ত কি?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কলিগতাব্দ সম্বন্ধে পঞ্জিকাকারগণের মত সম্পূর্ণ প্রামাণিক কি না জানি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, পুরাণের সহিত এ বিষয়ে পঞ্জিকার সম্পূর্ণ ঐক্য নাই।

টীকাকারগণ যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ অবলম্বন করিয়া যুগসংখ্যার বর্ষগুলিকে "দৈব" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রস্তাবান্তরে আমরা তাহার যথাসাধ্য আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শেষ প্রশ্নের উত্তর—বেদসংহিতার কোনও স্থলেই যুগকালের পরিমাণ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ উল্লেখ বা সত্যাদি যুগ চতুষ্টয়ের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বেদে কাল-বোধক যুগ শব্দ বহুতর স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু সেই বৈদিক যুগের সহিত আমাদের আলোচ্য যুগের কোনও সম্পর্ক নাই। অথর্ব্ববেদের এক স্থলে যুগ কাল সম্বন্ধে একটি অস্পষ্ট উল্লেখ আছে; কিন্তু তদুক্ত যুগও আমাদের এই বর্ত্তমান যুগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এতদ্ব্যতীত অথর্ব্ববেদ তাদৃশ প্রাচীন ও প্রামাণিক নহে। যাহা হউক, স্ব-

তন্ত্র প্রস্তাবে আমাদের এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বলিয়াছি, কলিগতাব্দ সম্বন্ধে পঞ্জিকার মতের সহিত পৌরাণিক মতের কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। পঞ্জিকার মতে কলি প্রারম্ভের পর ৪৯৯৩ বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক মতে কলিগতাব্দ এখন প্রায় ৩৮ শত বৎসর।

মহাভারতীয় বনপর্ব্বের ১৪৯ অধ্যায়ে, যুধিষ্ঠিরানুজ মহাবীর ভীম পবননন্দন হনুমানকে যুগ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, মহামতি হনুমান্ তাঁহার নিকট প্রথমতঃ সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের লক্ষণ সমূহ কীর্ত্তন করিয়া, পরে কলিযুগের লক্ষণ নির্দ্দেশ করত কহিলেন,—

"এতৎ কলিযুগং নাম অচিরাৎ যৎ প্রবর্ত্ততে।"

অর্থ—এই কলিযুগ অচিরেই প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ হইবে।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—(৪।২৪।৩১)

"যদৈব ভগবদ্বিষ্ণোরংশো যাতো দিবং দ্বিজ।
বসুদেবকুলোদ্ভূতস্তদৈব "কলিরাগতঃ" ॥"

'যে সময়ে ভগবান্ বিষ্ণুর অংশ বাসুদেব স্বর্গে গমন করেন, সেই সময়ই কলি "আগমন" করিয়াছে।'

স্থলান্তরে—(৫।৩৮।৮)

"যস্মিন্ দিনে হরির্যাতো দিবং সংত্যজ্য মেদিনীং।
তস্মিন্নেবাবতীর্ণোঽয়ং কালকায়ো বলী কলিঃ ॥"

'যে দিন হরি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, সেই দিনই কৃষ্ণকায় বলবান্ কলি পৃথিবীতে "আবির্ভূত" (অবতীর্ণ) হইয়াছে।'

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—(১২।২।২৯)

"বিষ্ণোর্ভগবতো ভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোঽসৌ দিবং গতঃ।
"তদাবিশৎ" কলির্লোকং পাপে যদ্রমতে জনঃ ॥"

'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দিন স্বর্গে গমন করিয়াছেন সেই দিনই কলি "প্রবেশ" করিয়াছে।'

স্থলান্তরে—(১।১৮।৩৬)

"যদা মুকুন্দো ভগবানিমাং মহীং।
জহৌ স্বতন্বা শ্রবণীয়সৎকথঃ ॥
তদাহহরেবাপ্রতিবুদ্ধচেতসাং।
অভদ্রহেতুঃ কলিরন্ববর্ত্তত ॥"

'যেদিন ভগবান মুকুন্দ দেহত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিনই অজ্ঞানিদিগের অমঙ্গলহেতু কলি আগমন করিল অর্থাৎ আরব্ধ হইল।'

ইহাতে জানা গেল, যে দিন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই কলিযুগের প্রারম্ভ। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও মহাভারতের বর্ণনা পাঠে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের অনতিদীর্ঘকাল পরেই পরীক্ষিৎ রাজা হন (১)। সুতরাং পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ ও কলিযুগারম্ভ এক সময়েই হইয়াছিল বলিতে হইবে। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণেও ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভকাল লক্ষ্য করিয়া উক্ত পুরাণদ্বয়ে উক্ত হইয়াছে,—

"তদা প্রবৃত্তস্তু কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।"
বিঃ পুঃ ৪।২৪।৩৪; ভাঃ পুঃ ১২।২।৩১।

অর্থাৎ পরীক্ষিতের রাজ্যকালে দ্বাদশশতবর্ষাত্মক কলিযুগ প্রবৃত্ত (প্রারব্ধ) হইয়াছিল।

স্থলান্তরে (ভাগবত ১। ১৬। ১১)।

"যদা পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গলে বসন্
কলিং প্রবিষ্টং নিজচক্রবর্ত্তিতে।
নিশম্য বার্ত্তাং অনতিপ্রিয়াং ততঃ
শরাসনং সংযুগশৌণ্ড আদদে ॥"

'যুদ্ধকুশল রাজা পরীক্ষিৎ কুরুজাঙ্গলে

---

(১) বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।৩৭, ৩৮ ও মঃ ভাঃ মৌষল পর্ব্ব শেষ অধ্যায় ও মহাপ্রস্থানিক পর্ব্ব ১ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

অবস্থিতি কালে শুনিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে কলি প্রবেশ করিয়াছে। এই অপ্রীতিকর সংবাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত তিনি শরাশন গ্রহণ করিলেন।' এই উক্তি দ্বারা কলিযুগের ও পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভের সমকালবর্ত্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। তাঁহার আবির্ভাবকালের সহিত কলিযুগারম্ভের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা এতৎ সম্বন্ধে একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলির সহিত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিও বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে দৃষ্ট হয়। যথা—

(বিঃ পুঃ ৪। ২৪। ৩৬)।

"যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং পস্পর্শেমাং বসুন্ধরাং।
তাবৎ পৃথ্বী-"পরিষঙ্গে" সমর্থো নাভবৎ কলিঃ॥

অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত ভগবান পাদপদ্ম দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত কলি পৃথিবীকে "আলিঙ্গন" করিতে সমর্থ হয় নাই। ভাগবতে আছে ঃ—(১২। ২। ৩০)।

"যাবৎ স পাদপদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ।
তাবৎ কলির্বৈ পৃথিবীং "পরাক্রন্তুং" নচাশকৎ॥"

অর্থাৎ যতদিন ভগবান পাদপদ্ম দ্বারা পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছিলেন, ততদিন কলি "স্বীয় বিক্রম প্রকাশ" করিতে সক্ষম হয় নাই। স্থলান্তরে—

"যস্মিন্ কৃষ্ণোদিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
"প্রতিপন্নং" কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ।"
বিঃ পুঃ ৪। ২৪। ৪০; ভাঃ পুঃ ১২। ২। ৩২।

অর্থাৎ যে দিন শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গ গমন করিয়াছেন সেই দিন হইতেই কলিযুগ "প্রতিপন্ন" হইয়াছে।

এই শ্লোকত্রয়ে "আলিঙ্গন" "পরাক্রম প্রকাশ" ও "কলিযুগ প্রতিপন্ন" প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হওয়ায় অনুমিত হইতেছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইহলোকে অবস্থান কালেই কলি প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক সমূহে "আগতঃ", "আবিশৎ (প্রবেশ করিল)" ও "অবতীর্ণ (আবির্ভূত)" প্রভৃতি পদ থাকাতে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের পূর্ব্বে কলির প্রবেশ বা আগমন সম্ভবে না। এই দুইটি ভাবই পরস্পর বিরুদ্ধ। শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে ইহাদের একবাক্যতা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইহলোকে অবস্থান কালেই কলি সন্ধ্যারূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গগমনান্তে স্বয়ং প্রকৃত কলি পৃথিবীতে আসিল। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান কালে সন্ধ্যারূপে কলি প্রবিষ্টপ্রায় বা আগতপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু স্বয়ং আসিতে পারে নাই; পরে শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে কলি পৃথিবীতে প্রত্যক্ষভাবে আগমন ও স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিল। "প্রতিপন্নং কলিযুগং" বলাতে ইহাই বুঝাইতেছে যে, পূর্ব্বে কলি সন্ধ্যারূপে দেখা দিয়াছিল অথবা কলির আভাস দেখা গিয়াছিল, পরে (শ্রীকৃষ্ণের গমনের পর) প্রকৃত কলি আসিয়া প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিল ও তখন হইতে কলিযুগ বলিয়া লোকে জানিতে পারিল।

"তদা প্রবৃত্তস্ত কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।"

এই শ্লোকের টীকায় বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধরস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহা দ্বারাও আমাদেরই মীমাংসা সমর্থিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন ঃ—

"তদা সন্ধ্যা-সন্ধ্যাংশাভ্যাং সহ দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ কলিঃ পূর্ব্ব-সন্ধ্যা পূর্ব্বং সন্ধ্যারূপেণ প্রবৃত্তোঽপি সন্ধ্যা

রূপমতিক্রম্য স্বেন রূপেণ প্রবৃত্তঃ প্রকর্ষেণ বৃত্তঃ ইত্যর্থঃ।”

অর্থাৎ সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ সহ ১২ শত বর্ষাত্মক কলিযুগ পরীক্ষিতের রাজ্যকালে সন্ধ্যা অতিক্রম করিয়া প্রত্যক্ষভাবে ও প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ (বৃত্ত) হইল। এইরূপে কলি-সন্ধ্যার অবসান ও শ্রীকৃষ্ণের দেহ-ত্যাগ—এই উভয় ঘটনার সমকালবর্ত্তিত্ব স্বীকার না করিলে পূর্ব্বোদ্ধৃত পরস্পর বিরুদ্ধ বচনাবলীর এক-বাক্যতা হয় না।

ক্রমশঃ।

গৃহপ্রবেশ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহপ্রবেশোপলক্ষে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রার্থনা।

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব! হে মঙ্গল-ময় বিধাতা পুরুষ! মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব; মাতার ন্যায় এই গৃহের পুত্র কন্যাদিগকে রক্ষা কর; তোমার শীতল ক্রোড়ে ইহা-দিগকে রক্ষা কর; মাতেব পুত্রান্ রক্ষস্ব। শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাংশ্চ বিধেহি, শ্রী দাও, প্রজ্ঞা দাও। এই যে ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠিত হইল এখানে যেন ভদ্র ব্যবহার ও কল্যাণকর কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠিত হয়। ইহার উপরে তোমার দৃষ্টি নিপতিত রাখ; তোমার করুণাবারি বর্ষণ কর। আমাদিগের এই শুভ ইচ্ছা সম্পাদন কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

উক্ত গৃহপ্রবেশোপলক্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রা-র্থনা।

যিনি সকল মঙ্গলের আকর এবং সমস্ত শুভ কার্য্যের অধিনায়ক—এই গৃহ প্রতি-ষ্ঠার অনুষ্ঠানে তাঁহাকে আমরা ভক্তিভরে আহ্বান করিতেছি; তিনি এই নূতন গৃহের উপর তাঁহার প্রসাদবারি বিতরণ করুন। যিনি পৃথিবীর অধিদেবতা হইয়া তাহাকে ধনধান্যে পূর্ণ করিয়াছেন—মনুষ্য মণ্ডলীর অধিদেবতা হইয়া লোকালয় সমূহ শ্রী সমৃদ্ধিতে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন—আত্মার অধিদেবতা হইয়া তাহাতে আপ-নার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—তিনি এই গৃহের অধিদেবতা হইয়া তা-হাতে আপনার মঙ্গল নিকেতন প্রতিষ্ঠিত করুন।

হে পরমাত্মন্! তোমার আশীর্ব্বাদ প্রভাবে পৃথিবী ওষধি বনস্পতিতে সমা-চ্ছন্ন হইয়াছে—তোমার আশীর্ব্বাদ প্র-ভাবে কল্যাণবাহিনী স্রোতস্বতী সকল দেশ বিদেশে প্রবাহিত হইতেছে—তোমার আশীর্ব্বাদ প্রভাবে প্রাতঃ সূর্য্য অভিনব জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হইয়াছে—তোমাকে আমরা আহ্বান করিতেছি—তোমার সেই অমোঘ আশীর্ব্বাদের মঙ্গলচ্ছায়ায় তুমি এই গৃহের গৃহপতি গৃহপত্নী এবং বালক বালিকাদিগকে কুশলে রক্ষা কর! তাঁহারা যেন জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হইয়া প্রীতি ভ-ক্তিতে বিনম্র হইয়া—সুখে সন্তোষে সং-সার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং তোমার আজ্ঞাবহ সন্তান হইয়া সর্ব্বোপরি তোমার বিশ্ববিজয়ী নাম মহীয়ান্ করেন—তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের এই হৃদ্‌গত প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

পঞ্চামৃত। গ্রন্থখানি অতি উপাদেয়। ইহাতে গভীর জ্ঞানগর্ভ শ্লোক সকল সঙ্কলিত আছে। শ্লোকগুলির অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন। অধিকাংশ অনুবাদ অতি মনোরম হইয়াছে। ইহার আয় বৈদ্য-নাথস্থিত কুষ্ঠাশ্রমে ব্যয়িত হইবে। এরূপ পরোপ-

কারজনক কার্য্যে হৃদয়বান্ ব্যক্তি মাত্রেরই সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

মানিকদহ হিতসাধিনী সভার একাদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ। সভার কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।

হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আলবার্টহলে পঠিত। উপযুক্ত সময়ে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক অপক্ষপাতে সকল দিক বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। তিনি প্রথমে হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রার ইতিহাস সংক্ষেপে দিয়াছেন। তাহার পরে তিনি বিরুদ্ধপক্ষীয়দিগের এক একটী আপত্তি ধরিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। খণ্ডনগুলি যুক্তিসঙ্গত ও সুন্দর হইয়াছে। তিনি প্রথমেই ধরিয়াছেন বাণিজ্যাদির জন্য সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ নহে। তিনি উপযুক্ত প্রমাণাদির দ্বারা দর্শাইয়াছেন যে "ব্রাহ্মণবধজনিত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সমুদ্রজলে প্রাণবিসর্জ্জন করিবার জন্য যে সমুদ্রযাত্রা, তাহাই কলিযুগে নিষিদ্ধ।" এইরূপে একে একে তিনি বিরুদ্ধবাদীদিগের যুক্তি উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা সুন্দররূপে খণ্ডন করিয়াছেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের কেবল একটী মাত্র গুরুতর প্রশ্ন আছে। লেখক বলিয়াছেন যে জাতীয়তা রক্ষা পূর্ব্বক বিলাত গমন করা উচিত। আমরা স্বীকার করি যে, জাতীয়তা রক্ষা পূর্ব্বক, কেবল বিলাত গমন কেন, সকল কার্য্যই করা উচিত। লেখক দু একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা যেন আহার পরিচ্ছদাদির উপর এই জাতীয়তা নির্ভর করে বলিয়া আভাস দিয়াছেন। আমাদের প্রশ্ন এই যে প্রকৃত জাতীয়তা কি কেবল আহার পরিচ্ছদাদির উপরেই নির্ভর করে? ইংরাজেরা যে নানা দেশে নানা দেশীয় লোকের হস্তে আহারাদি করিতেছে, তাহাতে কি তাহাদের জাতীয়তা চলিয়া গিয়াছে, অথবা এখানে মুক্তিফৌজগণ যে এদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছে, তাহাতেই কি তাহাদের জাতীয়তা নষ্ট হইতেছে? ফরাসি, জর্ম্মাণ ইংরাজ প্রভৃতি অধিকাংশ ইউরোপবাসীগণ একই প্রকার পরিচ্ছদ ধারণ করে এবং একই প্রকার আহারাদি করে, কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদের জাতীয়তা নাই? আমাদিগের বোধ হয় যে, জাতীয়তা কেবল আহারাদিতেই পর্য্যবসিত হইতে পারে না। জাতীয়তার মূল আরও গভীর—তাহার মূল আমাদিগের হৃদয়ে। আমরা যদি পরস্পরকে একই দেশের সন্তান বলিয়া ভাবিতে পারি, তাহা হইলেই দেখিব যে, যেখানেই গমন করি না কেন, জাতীয়তা রক্ষা করিবার জন্য অন্যের উপদেশের অপেক্ষা করিতে হইবে না। তবে স্বীকার করি আহার ও পরিচ্ছদ জাতীয়তার পরিচায়ক চিহ্ন বটে, কিন্তু তাহাও সর্ব্বপ্রধান নহে। তাহাই যদি হইত, তবে এখানে কত লোকে বিলাতে না গিয়াও যখন আহার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত করে তখন তো তেমন গোলযোগ হয় না। আমরা যে আজ কাল চোগা চাপকান পরিয়া আফিসে গমন করি, তাই বলিয়া কি বলিতে হইবে যে আমাদের জাতীয়তা গিয়াছে? তাই বলিতেছিলাম যে ব্যক্তিগত আহার পরিচ্ছদের উপর জাতীয়তাকে দাঁড় না করাইয়া, জাতীয়তার উপর আহার পরিচ্ছদকে দাঁড় করাইতে হইবে; অর্থাৎ আমাদের জাতীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইলে আহার পরিচ্ছদ স্বভাবতই জাতীয় আকার ধারণ করিবে। এই পুস্তকখানি, নব্যবঙ্গের প্রত্যেক নব্য যুবকের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মূল্য এক আনা মাত্র।

২। দত্তাত্রেয় সংহিতা। শ্রীরামরাম সংযমী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই সংহিতা যদিও ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে বিস্তর উচ্চদরের আধ্যাত্মিক কথা আছে। সংযমী মহাশয় ইহা প্রকাশ করিয়া উপকারই করিয়াছেন। তবে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

ANNIVERSARY MEETING OF RAJAH RAM MOHUN ROY

(To the editor of the "Indian Mirror.")

Sir,—Referring to the anniversary ceremony of Rajah Ram Mohun Roy, noticed in the *Indian Mirror* of 28th September 1892 (Town Edition), I make the following observations upon what was said by the speakers who addressed the meeting in Bengali:—

The meeting, which was convened principally by the members of the Sadharan Brahmo Somaj had in view the object of representing the Rajah from a Brahmic point of view, and Babu Khitindra Nath Tagore B. A., truly said that the name of the Rajah could not be complete in its significance without having the name of the "Adi Brahmo Somaj" attached to it, as its organization by the Rajah was solely for the revival of Theism in India, which had once been extensively preached by the great Rishis, whose motto of the cosmopolitan religion was *Akamebadwitium, i.e.* "He is One without a second." The catholicity of Ram Mohun's faith may be gleaned from the clause, inserted by him in the Trust Deed of the Adi Brahmo Somaj, which runs as follows:—"Such songs and lectures will be delivered as have the tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the universe ... ... and strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds" and it may be safely said that the term "Hindu" which was applicable to the great Rishis and to Rajah Ram Mohun Roy (when asserting his right for his paternal estates, contested in a suit in the Supreme Court of

Calcutta, Ram Mohun professed himself to be a Hindu) is not indicative of sectarianism. The * * grandson of the worthy Chief Minister of the Brahmo Samaj (Maharshi Debendro Nath Tagore) Babu Khitindra Nath feelingly appealed to the members of the Sadharan and Nababidhan Somajes to unite into a common bond and brotherhood, forgetting their past differences. If the anniversary of the death of the great Rajah had any aim, it was the union of the three Somajes into one.

To commemorate the anniversary day of a father, the child must be faithful to him in all respects. Are the Sadharanists (the members of the Sadharan Brahmo Somaj) in a body faithful to the Rajah? I have mentioned above that the Rajah used to call himself a "Hindu," while the Sadharanists have expunged that term from their book. The forms and modes of the *Samajic Upashana i e*, the divine worship, indroduced by the Rajah, are not strictly followed by the Sadharanists. On such a solemn occasion as the celebration of the Rajah's anniversary, pundit Shiva Nath Shastri said that in the morning the Rajah used to confer with Moulvis (Mahomedans versed in Arab c &c,) on religions matters; in the noon with Hindu priests and in the night, he used to take food, cooked by *Baburchis i e*, Mahomedan cooks. I could not make out in what spirit this uncalled-for allusion was made by Shiva Nath Babu. Was it to illustrate the Rajah's unsectarian character? If so, Babu Shiva Nath was greatly mistaken in his idea of unsectarianism. To Rajah Ram Mohun Roy, Brahmoism was *Theism* whereas the same is styled by the Sadharanists as "Indian or Oriental Christianity." I fail to understand how, differing from the Rajah on these essential points of creed, the Sadharanists could be considered sincere in taking the lead in the anniversary meeting and loyal to him. When establishing the Adi Brahmo Somaj, Rajah Ram Mohun was asked by his countrymen to say if, by his action, he was going to preach a new religious dogma, he answered that by reviving the study of the Upanishads, Vedantas, &c, he was going to recover the then utterly neglected and extinct *Brahmagyan, i e* the knowledge of the Supreme Being, in India, claiming for himself no credit for it.

Lastly Pundit Shiva Nath said that Western education has shifted the central gravity of the social power. He added that Rajah Ram Mohun foresaw the prejudicial effect of English education, and therefore provided for its antidote in the preaching of the universal religion—Brahmoism—*rem acu tetigisti*. I am of opinion that English education con not alone be the factor of the present social derangement. English education is imparted in our colleges and schools in an innocent manner, *i e.* without interfering with our faith. It is our fault that we are so lukewarm in our spiritual concerns. Surely Englishmen have not prevented us from opening Vedic Schools and Colleges for the purpose of diffusing moral and spiritual knowledge. They have their codes of high morality for regulating lives which are in unison with our moral standards. Why, then, is English education condemned on this score? The social derangement is mainly due to national poverty.

The lamented Keshub Chunder Sen said, "Brahmoism is the legitimate result of the higher teachings of the Vedas." "It is extremely desirable to have a national church, based upon the religious tastes religious traditions of a nation. Any attempt in this direction is welcome. It centralises truth, makes it successful and accessible to all, and adds to it the many-sidedness of human nature. Religion is either adulterated by foreign elements or dissipated and washed out in abstraction, if it is not dammed up by the peculiar boundaries of national thought and predilection." "We need not necessarily go to other countries for truth. If we can get the nectar of truth by churning the ocean of Hindu Shastras, then not only we ourselves will drink that nectar, but will bless our own sons and grandsons as well as all other families in the country with draughts of the same." Now, why do not Babu Shiva Nath and his fellow-brethren of the Sadharan Brahmo Somaj unite themselves, on the broad and catholic principles of Keshub Chunder Sen with the members of the Adi and Navabidhan Somajes? Has English education shifted the central gravity of the Brahmo Somaj power, and interfered with the fruition of the object of unity, so devoutly wished for by the members of the Adi Brahmo Samaj?

* * *

It will be more beneficial to insist upon a careful reading of the works of the Rajah than to hold debating anniversary meetings in his name.

Yours, &c.

The 3rd October, 1892 RUSSICK LALL ROY.

(১৮৯২, ৭ই অক্টোবরের ইণ্ডিয়ান মিরর হইতে উদ্ধৃত)

বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান মাস হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারি সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের নামে মণিঅর্ডর প্রভৃতি পাঠাইতে হইবে। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্ম-সমাজের উনচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ ৩ ঘণ্টার সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টা সময়ে ঈশ্বরোপাসনা হইবে।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২ ভাদ্র হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩০৩৮।৶১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৯৪৭৸৵০
সমষ্টি	৬৯৮৬।৴১৫
ব্যয় ...	৩৯৮৩॥৴১৫
স্থিত	৩০০২৸০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩৫৫৸৶১৫

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য। ১৮১৩ শকের শ্রাবণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত	৪০৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) ১৮১৩ শকের বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত	১৲
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন ১৮১৩ শকের বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত	১৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০০৲
শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমণি দাসী	৫৲
৺ বাবু শিবচন্দ্র দেবের স্ত্রী	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন চৌধুরী	১০৲
,, ,, মণিলাল মল্লিক	৪৲
,, ,, মতিলাল পাল	৩॥৶১০
,, গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২৲
,, চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	২৲
,, ,, দীননাথ অধ্যেতা	২৲
,, ,, ক্ষেত্রমোহন ধর	১৲
,, ,, শ্রীনাথ মিত্র	১৲
,, ,, অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৲
,, ভবদেব নাথ	১৲
,, বনমালী চন্দ্র	১৲
,, ক্ষেত্রমোহন বিশ্বাস	১৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ভবদেব নাথ

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় সমাজ গৃহ সংস্কার জন্য সাহায্য	১০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী বড়াল	২৫৲
,, ,, নবকৃষ্ণ রায়	১০৲
পরলোক গত বাবু রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বণ্ডেড অয়ার হাউসের সেয়ারের ডিবিডেণ্ট	৩২৲
দানাধারে প্রাপ্ত	।০
বিবিধ	৬ ৫
	৩৫৫৸৶১৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫১২।৵০
পুস্তকালয় ...	১৪৮ ৫
যন্ত্রালয় ..	৭৮৮॥৴ ৫
গচ্ছিত ...	২৮৪ ৫১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩৭।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	৮৮৮৵০
দাতব্য ...	২৪৲
সমষ্টি	৩০৩৮।৶১৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১১৫১৸০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩৯০ ॥০
পুস্তকালয়	১৪৯ ৶০
যন্ত্রালয়	১০৭৩॥৶০
গচ্ছিত	৩১০ ৶৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৵১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	৮৮৮ ৵০
দাতব্য	২০৲
সমষ্টি	৩৯৮৩॥৴১৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্য ও মূল্যপ্রাপ্তি।

কৃতজ্ঞতার সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্য ও মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	১২
বাবু প্যারিমোহন রায়	ঐ	২৪
,, জয়গোপাল সেন	কলিকাতা	৪
বাবু কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী	কলিকাতা	১
,, আশুতোষ চৌধুরী	ঐ	৩
,, চন্দ্রশেখর বসু	দরভাঙ্গা	৩।৵০
,, জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	কাঁথি	৩।৵০
,, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়	ধারওয়ার	৩।৵০
,, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	২॥০
জি, এন গজপতিরাও	ভিজিনাগ্রাম	৩।৵০
বাবু তুলসীদাস দত্ত	কলিকাতা	৬
,, দ্বারকানাথ রায়	ঐ	৩
,, গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী	গড্ডা	৫
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	বরাহনগর	৯
বাবু কুঞ্জলাল মল্লিক	কলিকাতা	৩
,, বলাইচাঁদ সিংহ	ঐ	৩
,, চক্রধর সাহা	ঢাকা	৩।৵০
,, অধরচন্দ্র সাহা	ঢাকা	৩
,, ষোড়শীমোহন সেন	চট্টগ্রাম	৩।৵০
,, মহেন্দ্রনাথ রায় বর্ম্মণ	রাজারহাট	৩॥০
,, হরিমোহন নন্দী	কলিকাতা	৩।৵০
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	কাকিনিয়া	৩।৵০
বাবু উমাপ্রসাদ ও অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ কলিকাতা		৪॥০
পণ্ডিত চিন্তামণি বিদ্যাভূষণ	সম্বলপুর	৬৷০
বাবু যোগেশচন্দ্র সরকার	বর্দ্ধমান	৬৷০
,, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	কলিকাতা	৩
,, গোপালচন্দ্র দে	ঐ	১
,, নরসিংহ নিয়োগী	দক্ষিণেশ্বর	৩।৵০
,, গোবিন্দচন্দ্র দাস	কলিকাতা	৩
,, গোলোকচন্দ্র দত্ত	মুচিকান্দি	৩।৵০
,, কালীকুমার ঘোষ	কলিকাতা	২
নবাব আলি চৌধুরী	ধনবাড়ী	৬৷০
বাবু গোবিন্দনাথ ভুঞা	নাটশাল	৩।৵০
,, শ্রীশচন্দ্র মল্লিক	আঁচুল	৩।৵০
সম্পাদক ইয়ংমেন্স এসোসিয়েশন নিবোধই		।৵
বাবু বিপীনবিহারী ঘোষাল	হুড়া	৩।৵০
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	রামপুরহাট	১৬৵০
বাবু শ্যামলাল মিত্র	কলিকাতা	৩
,, গোপালচন্দ্র দে	ঐ	১
পি সি সেন	রেঙ্গুন	৬৷০

বাবু যদুনাথ মিত্র	কলিকাতা	৩
,, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	ঐ	৩
,, গোপালচন্দ্র সুর	ঐ	১
,, কালীনাথ চৌধুরী	বোয়ালিয়া	৫৷০
,, সুকুমার হালদার	বর্দ্ধমান	৩।৵০
৺ প্যারিচাঁদ মিত্র	কলিকাতা	৯
বাবু কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	কাশিমবাজার	৬৷০
,, নবদ্বীপচন্দ্র প্রামাণিক	সেকেন্দরাবাদ	৩
,, কালিকান্ত চন্দ	ঢাকা	৩।৵০
,, অযোধ্যানাথ চট্টোপাধ্যায়	গড়বেতা	৩।৵০
,, যোগেন্দ্রনাথ রায়	টাকি	৩।৵০
,, কালিকৃষ্ণ প্রামাণিক	কলিকাতা	৷০
,, নীলকমল মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩
,, ত্রৈলোক্যনাথ রায়	ঐ	৩
,, গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	হুগলী	৩।৵০
,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন	কলিকাতা	২
,, গগনচন্দ্র রায়	গাজীপুর	১০৵০
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ	বাঁকুড়া	১৬৵০
বাবু শ্রীরাম পালিত	ঘাটাল	৬৷০
,, হরিশ্চন্দ্র ঘোষ	বরিষা	১॥০
,, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মরিয়াণি	২
,, হরকুমার সরকার	বোয়ালিয়া	৩।৵০
কুমার গোপালদাস রায় চৌধুরী	কলিকাতা	৩
মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর	ঐ	৩
রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ঐ		৩
বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত	নাগপুর	৩।৵০
,, গোপালচন্দ্র দে	কলিকাতা	১
,, কুলদাকিঙ্কর রায়	ঐ	৩
,, রজনীকান্ত ঘোষ	সরশুনা	১॥০
,, বিপীনবিহারী সরকার	কলিকাতা	৩
,, বৈকুণ্ঠচন্দ্র বসু	ঐ	৩
পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন	ঐ	৩
,, প্রাণনাথ সরস্বতী	ঐ	৩
বাবু দুর্গামোহন দাস	ঐ	৩
,, গিরিজাশঙ্কর মজুমদার	ঐ	৩
,, কৃষ্ণদয়াল সিংহচৌধুরী	রাজগঞ্জ	৩।৵০
রায় কৈলাসচন্দ্র মহাশয়	দেহরদা	৩।৵০
বাবু ব্রজেন্দ্রলাল দাস	কলিকাতা	১॥০
ডাক্তার রাখালচন্দ্র সেন	ঐ	৩
পণ্ডিত রামরাম সংযমী	মেহেরপুর	৵১০
রায় অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোঃ বাহাদুর কলিকাতা		৩
বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ	৩
,, মণিলাল মুখোপাধ্যায়	কালিঘাট	১॥০

রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর	নাড়াজোল	৩৷৵০
বাবু গৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী	কলিকাতা	৩
,, ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী	বাহিলরায়গঞ্জ	৩।৵০
,, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	৩
,, লালবিহারী বড়াল	ঐ	৩
,, জানকীনাথ মজুমদার	ঐ	৩
,, প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী	চাঁদপুর	৩।৵০
,, দ্বারকানাথ রায়	কলিকাতা	১
,, ভবদেব নাথ	গোয়াড়ি	৩৷৵০
,, বিনায়কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা	৩
,, অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়	ঐ	৩
,, চণ্ডীচরণ দে	খিদিরপুর	১॥০
,, বিশ্বম্ভর শিকদার	কলিকাতা	৩
,, হেমলাল পাইন	ঐ	২
,, হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১
,, ক্ষেত্রমোহন ধর	ঐ	৩
,, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়	ঐ	২
,, ব্রজনাথ ঘোষ	কটক	১৷৵০
,, উদয়চাঁদ সামন্ত	সালিকা	১॥০
বাবু যদুনাথ মল্লিক	কলিকাতা	৩
,, উমেশচন্দ্র দেব	ঐ	৩
,, অমিয়নাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ	২
,, কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী	ঐ	২
,, কালীকৃষ্ণ বিশ্বাস	ঐ	৩
,, রামচন্দ্র সিংহ	ঐ	৩
,, শ্রীনাথ মিত্র	ঐ	১
,, দেবেন্দ্র দেব দাস	ঐ	৩
,, আশুতোষ ধর	ঐ	৩
,, ব্রজনাথ দত্ত	ঐ	৩
,, দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী	ঐ	২০
,, [illegible]গোপাল মল্লিক	ঐ	১
,, পতিতপাবন মিত্র	খিদিরপুর	২
,, বনমালী চন্দ্র	কলিকাতা	৩
,, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ	৩
,, কন্নুলাল বর্ম্মণ	ঐ	৩
,, চণ্ডীচরণ লাহিড়ী	ঐ	১
,, শ্যামলাল সেট	ঐ	৩
,, নরেন্দ্রনাথ সেন	ডিব্রুগড়	৩৷৵০

বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষা-সমিতি।

উক্ত নামে একটী সমিতি বৎসরাধিক হইল সংগঠিত হইয়াছে। এতাবৎকাল ইহার কার্য্য পার্কষ্ট্রীটের বাটীতে চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু আশ্বিন মাস হইতে প্রত্যেক রবিবার অপরাহ্ণ ৪ চার ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে ইহা সম্পন্ন হইতেছে। এই সমিতিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ ও আত্মজ্ঞানের আলোচনা হয়। শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় সমাগত ব্রহ্মবিদ্যার্থিদিগকে যত্নের সহিত উপদেশ দিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত ইহাতে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পূর্ব্বাহ্ণে আসিয়া শিক্ষার্থীর শ্রেণীতে নাম লিখাইয়া যাইবেন।

আদিব্রাহ্মসমাজ
ব্রাঃ সম্বৎ ৬১

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক

ত্রয়োদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

৫৯২ সংখ্যা। ১৮১৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৯। কলিগতাব্দ ৪৯৯৩। ১ অগ্রহায়ণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ।৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

ত্রয়োদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩

৫৯২ সংখ্যা — ১৮১৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজত। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজ।

যাগযজ্ঞ ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ নহে।

হায়! আমরা আর কতকাল বৃথা ক্রিয়াকলাপে মত্ত থাকিব? কতকাল আর আমরা বৃথা যাগযজ্ঞ, বৃথা শরীর-শোষণ প্রভৃতি সাধন করিয়া কালহরণ করিব? আমরাই না গর্ব্ব করিয়া থাকি যে, আমাদের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ জাতি পৃথিবীতে দেখা যায় না? এমন এক সময় ছিল, যখন একথা বলিয়া ভারতবাসী গর্ব্ব করিতে পারিত—কিন্তু আজ আর সে কাল নাই। প্রত্যুত এখন আমাদের হৃদয় সর্ব্বদাই এই ভয়ে কম্পিত হয় যে, আমরা বুঝি দিন দিন কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায়, ধর্ম্ম বল, নীতি বল, যে কোনো বিষয়ে বল না কেন, সকল বিষয়েই ক্ষয়-প্রাপ্ত হইতেছি। একবার সেই ঋষিদিগের বেদ গানের বিষয় ভাবিয়া দেখ। যখন সমস্ত জগতে অজ্ঞান-অন্ধকার একাধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিল, সেই সময়ে ঋষিরা ভারতে বেদগান করিয়া অজ্ঞানের মধ্যে ধর্ম্মের নূতন জ্যোতি আনয়ন করিলেন। তাঁহারা অগ্নির চতুঃপার্শ্বে বসিয়া বেদ-গান করিয়া, ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তির স্তুতিগান করিয়া, কি আর্য্য, কি অনার্য্য সকলেরই হৃদয়ে ধর্ম্মের এক নূতন ভাব আনয়ন করিয়া দিলেন। কিন্তু যাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব একবার প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহারা কি ধর্ম্মের অংশ, একটুকু ধর্ম্ম লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন? তাহাতে কি তাঁহাদের জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি পরিতৃপ্ত হয়? যাঁহারা একবার ধর্ম্মের আস্বাদ জানিয়াছেন, তাঁহারা যতক্ষণ না ধর্ম্মের মূল ব্রহ্মধামে গিয়া পোঁছেন, ততক্ষণ তাঁহারা বিশ্রাম চাহেন না, শান্তি পান না। ঋষিদিগের জ্ঞান, তাঁহাদের প্রীতিভক্তি কেবলমাত্র বৈদিক স্তুতিগানেই পরিসমাপ্ত হইতে পারিল না। তাঁহাদের আপনাদিগের হৃদয়ে যে ধর্ম্মভাবের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, তাহার মূল অন্বেষণ করিতে গিয়া তাঁহারা ক্রমে ভারতের অমূল্যরত্ন উপনিষদ্ সমূহের ব্রহ্মজ্ঞানে উপনীত হইলেন। ঋষিরা স্বীয় যত্ন ও চেষ্টায় শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, আর আমরা

আমাদিগের অযত্ন ও নিশ্চেষ্টাতে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা ধীরে ধীরে সেই ব্রহ্মজ্ঞান হারাইলাম, সেই স্তুতিগান সকলও হারাইলাম—রাখিলাম কেবল কতকগুলি বৃথা যাগযজ্ঞের আড়ম্বর।

এই বৃথা আড়ম্বরে মত্ত থাকিয়া আমরাও ক্রমে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছি, কোনো সৎবিষয়ে উৎসাহ পূর্ব্বক লাগিতে পারিতেছি না—আমাদিগকে বদ্ধপরিকর হইয়া যাহাতে বঙ্গদেশ হইতে, ভারতবর্ষ হইতে মূর্ত্তিপূজা, মনুষ্যপূজা প্রভৃতি বিদূরিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সেই জাগ্রত জীবন্ত দেবতা, অনন্তজ্ঞান, পূর্ণপুরুষের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয় তজ্জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে হইবে। আমাদের দেবতা যে জাগ্রত জীবন্ত দেবতা, তাহা কেবল মুখের কথা নহে, কিম্বা তাহা কেবল জনশ্রুতি নহে—তাহা প্রত্যক্ষ সত্য, তাহা জ্বলন্ত সত্য। চারিদিকে চাহিয়া দেখ, কি প্রাণের খেলা চলিতেছে, কি শক্তির খেলা চলিতেছে, কি জ্ঞানের খেলা চলিতেছে। এই সকলই আমাদিগের সেই মঙ্গলময় বিধাতা পুরুষকে দেখাইয়া দিতেছে।

সেই দেবতাকে অধিক দূরে যাইয়া দেখিবার আবশ্যক নাই। আমরা প্রত্যেকে যে শত শত অমঙ্গল অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া আছি, শত শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আত্মাকে জ্ঞানধর্ম্মে সুসজ্জিত করিতে পারিতেছি, ইহাতেই কি সেই মঙ্গল্যদেবের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতেছি না? এমন প্রেমময় জাগ্রত দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা কি প্রকারে মৃৎপাষাণ, অগ্নি জলকে পূজা করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারি? একবার অপক্ষপাতে বিচার করিয়া দেখ যে, ইহাতে আমাদের জ্ঞান, প্রীতি, ভক্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে কি না। কখনই নহে। মনুষ্য সচেতন এবং অপূর্ণ; সচেতন ও পূর্ণ পুরুষ হইতে জ্ঞানপ্রেম আদান প্রদান করিতে না পারিলে মনুষ্য কখনই তৃপ্ত হইতে পারে না। যখন মনুষ্য বুঝিতে পারে যে, জগতের সকল কার্য্যই এক মহান্ জ্ঞানের কার্য্য; তখন সে, সেই জ্ঞানময় পুরুষে প্রীতিস্থাপন করিতে পারে, নির্ভর করিতে পারে, এবং যখন সে এইরূপ নির্ভর করে, তখনই তাহার আত্মা, কি জ্ঞানে, কি প্রীতিতে, কি কর্ম্মেতে সকল বিষয়েই পরিতৃপ্ত হয়।

ঈশ্বরকে যতদিন না পাইব, আত্মাতে না অনুভব করিব, ততদিন আমরা মোহাচ্ছন্ন জীবমাত্র রূপে বর্ত্তমান থাকিব—ততদিন আমরা প্রকৃতই দারিদ্র্যসম্পন্ন থাকিব। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন যে,

"যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সকৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ॥"

হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়, সে অতি দীন, কৃপাপাত্র; হে গার্গি, যে ব্যক্তি এই অক্ষর পুরুষকে জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন, তিনিই ব্রাহ্মণ। প্রকৃতই আমরা যদি তাঁহাকে না জানিলাম, তবে আমাদের কি হইল? সকলেরই আত্মা সেই অবিনাশী পুরুষের প্রতি যাইতে ব্যস্ত। সকলেরই হৃদয়ে সহস্র সুখের মধ্যে সহস্র ভোগবিলাসের মধ্যে, সহস্র জ্ঞানভক্তির মধ্যে এমন এক অতৃপ্তি, অশান্তি জাগিতে থাকে যে, সকলেই অন্ততঃ একবার না একবার তৃপ্তিস্থল, শান্তির আলয় পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করিতে উন্মুখ হয়।

এ দেশের সংশয়বাদীগণ আমার এই সকল উক্তিকে অতিরিক্ত ভক্তির কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা, অন্ততঃ তাঁহাদের অনেকেই, যে সকল সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের কথার উপর নিজ মতের পোষকতার জন্য নির্ভর করেন, তাঁহাদেরই মধ্যে কোনো সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর বলিতেছেন "বৈজ্ঞানিক যদি কার্য্যকারণতত্ত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে এক অনন্ত অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; যদি তিনি শক্তির পুঞ্জীকরণ স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে এক অনন্তশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; যদি তিনি জ্ঞান স্বীকার করেন তবে তাঁহাকে এক অনন্তজ্ঞানের অস্তিত্ব অন্ততঃ সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।" * আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে জ্ঞান, শক্তি, অস্তিত্ব এই সকল কি শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে অথবা কাহাকেও আশ্রয় করিয়া থাকিবে? তাঁহাকে আরও জিজ্ঞাসা করি যে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, কি সেই অনন্ত পুরুষ ব্যতীত অন্যত্র সম্ভবিতে পারে?

এই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরের বিষয় অন্বেষণ করিতে গিয়া কতক দূর পৌঁছিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি বহির্জগৎ লইয়া এতদূর ব্যস্ত থাকেন যে, বোধ হয়, তিনি আত্মার গভীর প্রদেশে যথোচিত মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন না। অপর একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত (Herbert Spencer) বলিয়াছেন যে, এই জগতের মধ্যে এক সজ্ঞান শক্তি (intelligent force) কার্য্য করিতেছে। ইহাঁরা কতক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার পর আর যাইতে সাহস করেন নাই।

আমাদের ঋষিরা আরও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহারা কেবল বহির্জগতের মধ্য দিয়া সকল বিষয় না দেখিয়া আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন, তাহা স্বাধীনভাবে পুনরায় আবিষ্কার করিতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের যে কতকাল যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? ঋষিরা এই আত্মার মধ্যে আত্মার আত্মাকে দেখিতে পাইয়া নির্ব্বাক্ হইলেন—বলিলেন "রসোবৈ সঃ" তিনি রসস্বরূপ; বলিলেন

"কোহেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ।"

কেবা শরীরচেষ্টা করিত কে বা জীবিত থাকিত, যদি এই আকাশে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম না থাকিতেন। ঋষিরা সংশয়বাদকে অতিক্রম করিয়া দিব্যচক্ষে সকল জ্ঞানের সকল সত্যের মূলাধার পরব্রহ্মকে আত্মাতে অনুভব করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশের দুরদৃষ্ট, ভারতের দুরদৃষ্ট! যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য জগতের কতলোকে হতাশহৃদয়ে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে; কতলোক যাহার জন্য আপনার সমুদয় ভোগসুখ বিসর্জ্জন দিয়াও আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছে, সেই ব্রহ্মজ্ঞান ঋষিরা ব্রহ্মেরই আশীর্ব্বাদে লাভ করিয়া আমাদের হাতে তুলিয়া দিতেছেন, আর আমরা তাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করিতেছি—আমরা জাগ্রত দেবতার পূজা না করিয়া বৃথা আড়ম্বরে, বৃথা যাগযজ্ঞে মত্ত হইয়া আছি।

এই যাগযজ্ঞের ফলই বা কি? মনু বলিয়াছেন—

* "Essays upon some controverted questions" by T. H. Huxley F, R. S.—P. 220.

"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ ... ... ॥"
(৩য় ৭৬)

অগ্নিতে আহুতি দিলে তাহা আদিত্যকে প্রাপ্ত হয় এবং আদিত্য হইতে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। গীতাকারও বলিতেছেন—

"যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ।" (৩য়, ১৪)

যজ্ঞ হইতে মেঘ হয়। তিনি যজ্ঞ নানাবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যথা, দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায় যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ইত্যাদি। আমরা এখানে দ্রব্যযজ্ঞেরই কথা বলিতেছি। দ্রব্যযজ্ঞের ফল শাস্ত্রকারদিগের মতে প্রধানতঃ বৃষ্টি, শস্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি। দ্রব্যযজ্ঞের ফলে আমরা বৃষ্টি পাই বা না পাই, শস্য পাই বা না পাই, শাস্ত্রকারদিগের মতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথ নহে, জ্ঞানযজ্ঞ অথবা অধ্যাত্মযোগই ব্রহ্মপ্রাপ্তির একমাত্র সরল উপায়। তপোযজ্ঞ প্রভৃতি সেই জ্ঞানযজ্ঞ সাধনেরই উপায়স্বরূপ। প্রাতঃস্মরণীয় গীতাকার বলিতেছেন

"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥"
(৪র্থ, ৩৩)

হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; হে পার্থ! সকল প্রকার কর্ম্মই জ্ঞানেতে পরিসমাপ্ত হয়। আর এক স্থানে বলিতেছেন—

প্রিয়োহি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং সচ মম প্রিয়ঃ

অর্থাৎ জ্ঞানীরাই ঈশ্বরকে অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া জানে এবং ঈশ্বরও জ্ঞানীদিগকেই অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া জানেন। গীতাকারের ইহাই বলা উদ্দেশ্য যে জ্ঞানযোগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগ এবং তাহাই ঈশ্বরলাভের একমাত্র সরল পথ। এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ অবলম্বন না করিয়া বৃথা যাগযজ্ঞে মত্ত থাকিয়া আমরা কি মৃতপ্রায় হইয়া থাকিব? যে ভারতবর্ষ এক সময়ে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে দীপ্তসূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিয়াছিল, আজ কি না সেই ভারতবর্ষ ধর্ম্মের নামে অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে বাস করিতে থাকিবে? ধিক্ আমাদিগকে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে উপদেশদানচ্ছলে আমাদিগের সম্মুখেই যেন আজ বর্ত্তমান থাকিয়া উপদেশ দিতেছেন—

"যোবা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মিন্‌লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি।"

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া যদিও বহুসহস্র বৎসর এই লোকে হোম যাগ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না; "মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরকে না জানিয়া অন্যমনস্ক ও বিষয়াসক্ত হইয়া বাহ্য আড়ম্বরের সহিত দিবারাত্র তাঁহার উপাসনা করিলেও বা লোকরঞ্জন বৃথা যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপে শরীর ও মনকে নিপাত করিলেও, অথবা মানমর্য্যাদা যশঃকীর্ত্তিপ্রাপ্তির আশ্বাসে আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিলেও ঈশ্বরের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয় না, সুতরাং তাহার অনন্ত ফল লাভ হয় না।"

আমরা যখন ব্রাহ্ম হইয়াছি, যখন ইহা জানিয়াছি যে ব্রহ্মই আমাদিগের চিরন্তন দেবতা, হৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বর, তখন আমাদের আর তাঁহাকে ছাড়িয়া, কি বৃষ্টির জন্যই বল, কি শস্যের জন্যই বল, পাপতাপ নিবারণের জন্যই বল, কোনো কারণেই অন্য দেবতাকেও ভজনা করা কর্ত্তব্য নহে, মনুষ্যকেও ভজনা করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা নির্ভয় হইয়া তাঁহারই ক্রোড়ে বাস করিব এবং বিপদে সম্পদে তাঁহাকেই সর্ব্বদা ডাকিব। আমরা জানি

যে পরমদেবতা এক পরব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় নাই।

"ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

ইহাঁর ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে; ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে; ইহাঁর ভয়ে অগ্নি ও মেঘ ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে। সেই মঙ্গলাকর অক্ষর পুরুষের শাসনে বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, মেঘ, মৃত্যু প্রভৃতি সকলে মিলিয়া এই জগতের উপকার সাধনে নিয়ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে।

হে পরমাত্মন্! তুমিই আমাদিগের অন্তরে নিয়তই জ্ঞান প্রেরণ করিতেছ। তোমারই প্রসাদে তোমাকে জানিয়া কৃতার্থ হইতেছি। করুণানিধান প্রভো! যে ভারতভূমি তোমারি নামের প্রভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, সেই ভারত আজ তোমা হইতে দূরে গিয়া কি দুর্দ্দশাই না ভোগ করিতেছে। তুমি এখান হইতে মূর্ত্তিপূজার মোহপাশ যাগযজ্ঞের বৃথা আড়ম্বর প্রভৃতি উপধর্ম্মের ভাব সকল দূর করিয়া দাও এবং পুনরায় এখানে তোমাকে জানিবার সরল পথ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও। হে পরমাত্মন্! সেই শুভদিন শীঘ্র প্রেরণ কর। অন্য আর কি প্রার্থনা করিব?

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

কলিযুগারম্ভ

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

আমরা "এটা কোন্ যুগ?" শীর্ষক প্রস্তাবে দেখাইয়াছি, কলিযুগের সন্ধ্যা মানব পরিমাণের এক শত বৎসর মাত্র। তাহা হইলেই প্রতিপন্ন হইতেছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলির সন্ধ্যাতে অর্থাৎ ১ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় "তদা প্রবৃত্তস্তু কলিঃ" ইত্যাদি শ্লোকের "পরীক্ষিতের রাজ্যকালে কলির দ্বাদশ শতাব্দী চলিয়াছিল" এইরূপ অর্থ করিয়া, কলির একাদশ শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিয়াছেন *। তর্করত্ন মহাশয়ের মতে ভ্রান্ত হইয়া † আমরাও ইতি পূর্ব্বে "দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশের সময় নির্ণয়" শীর্ষক প্রবন্ধে পরীক্ষিতের রাজ্যকাল কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলাম §। কিন্তু বিশেষ আলোচনার পর উক্ত মত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। তর্করত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিলে, যে সকল আশঙ্কা উপস্থিত হয় তাহা এই:—

(১) কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে ভগবানের দেহোপরম ঘটিলে, "তদৈব কলিরাগতঃ," "তদাবিশৎ কলিঃ," "অবতীর্ণোবলী কলিঃ" প্রভৃতি বাক্যের সার্থকতা কোথায়? "আগতঃ," "আবিশৎ" ও "অবতীর্ণঃ" বলিলে কলির প্রথম ও প্রত্যক্ষ আগমনই বুঝায়। কলিসন্ধ্যার পরিমাণ (তর্কস্থলে) এক শত দৈব বৎসর (অর্থাৎ ৩৬ সহস্র মানব বর্ষ!) বলিয়া স্বীকার করিলেও, ১২ শত কল্যব্দে কলিসন্ধ্যার শেষ হইয়া

* জন্মভূমি ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† এই শ্লোকের অনুবাদ করিতে গিয়া, শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবু, ৺ ডাঃ রামদাস সেন, নবজীবন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও বঙ্গবাসী শাস্ত্রপ্রকাশের অনুবাদকগণ—সকলেই তর্করত্ন মহাশয়ের ন্যায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

§ সাধনা ১ম ভাগ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ৫৩১ পৃষ্ঠা দেখ। উক্ত প্রবন্ধে ৩১০০ পূঃ খৃঃ কলিযুগারম্ভ ধরিয়া ৫৫০১ পূঃ খৃঃ ভগবান্ রামচন্দ্রের দেহত্যাগের কাল নির্ণয় করা হইয়াছে। কলিযুগারম্ভ সম্বন্ধে বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের মত যদি সত্য হয়, তবে খৃঃ পূঃ ৪৩০১ অব্দে রঘুকুল চূড়ামণি রামচন্দ্রের তিরোভাব হয় স্বীকার করিতে হইবে।

তাহার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব কোনও ক্রমেই বুঝায় না। কলির সন্ধ্যা শেষ না হইলে তাহার "পরাক্রম প্রকাশ" বা প্রত্যক্ষ ও প্রথম আবির্ভাব সম্ভবে না।

(২) কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ স্বীকার করিলে, শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদি, ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের জীবনকাল অস্বাভাবিক রূপে দীর্ঘ হইয়া পড়ে; কারণ ইঁহারা সকলেই দ্বাপর যুগের শেষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদব্যাস যে দ্বাপরের শেষে জন্ম গ্রহণ ও বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্ব-পুরাণ-সম্মত §। ভীষ্মও এই সময়েরই লোক। বরং তিনি বেদব্যাসের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মের ভ্রাতুষ্পুত্র। সুতরাং তিনিও দ্বাপরের শেষে অথবা কলির ১ম শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তর্করত্ন মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, ধৃতরাষ্ট্রের অন্যূন সহস্র বৎসর বয়ঃক্রমের সময় যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম হয় বলিতে হইবে!

(৩) বিষ্ণুপুরাণে (৫।২৩।২৫) লিখিত আছে যে, দ্বাপর যুগের শেষে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়।* স্থানান্তরে (৫।৩৭।১৩) লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ শতাধিক বর্ষ জীবিত ছিলেন। টীকাকার শ্রীধর স্বামী ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, ভাগবতীয় শুকোক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন (১)। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যিনি দ্বাপরের শেষে জন্মগ্রহণ করেন ও ১২৫ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, তিনি কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কি রূপে সম্ভবে? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি কলির প্রথম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন স্বীকার করিলে, উল্লিখিত আশঙ্কা সমূহ নিরাকৃত হয় ও মহাভারতের সহিতও বিরোধ হয় না। মহাভারতীয় উক্তি অনুসারে কলি ও দ্বাপরের সন্ধি সময়ে কুরুপাণ্ডবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (২) (ম, ভা, আদি, ২ অঃ)।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের ত্রয়োবিংশ ও চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়-বর্ণিত বংশ-

§ বিঃ পুঃ ৩।৪।৬ ও ভাঃ পুঃ ১২।৬।৪৬—৪৮ শ্লোক ও শ্রীধর স্বামীকৃত তট্টীকা এবং মৎস্য পুরাণ ১২০ অঃ ও গরুড়পুরাণ ২২৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

* "পুরা গর্গেণ কথিতং অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
দ্বাপরান্তে হরের্জ্জন্ম যদোর্ব্বংশে ভবিষ্যতি॥"
তথা চ বরাহপুরাণে—
"ভবিষ্যামি বরারোহে! দ্বাপরে যুগসংস্থিতে।
যযাতি-ভূপ-বংশাক ক্ষত্রিয়ঃ কুলবর্দ্ধনঃ॥"
মথুরা মাহাত্ম্য।

(১) "ভারাবতারণার্থায় বর্ষাণামধিকং শতং।
ভগবানবতীর্ণোঽত্র ত্রিদশৈঃ সংপ্রসাদিতঃ॥"
অত্র শ্রীধরস্বামিকৃতা টীকা—"পঞ্চবিংশত্যধিকং শতং, 'শরৎশতং ব্যতীতায় পঞ্চবিংশাধিকং" ইতি শুকোক্তিঃ"

(২) বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের সময় লইয়া অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। রাজতরঙ্গিণী-মতে কলির সপ্তম শতাব্দীতে কুরুপাণ্ডবগণের আবির্ভাব হয় ও তৎকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিল। কিন্তু বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের মতে পরীক্ষিতের রাজ্যকালে অর্থাৎ কলির দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সপ্তর্ষিগণ মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। কিন্তু ইংরাজী সিদ্ধান্ত অনুসারে সপ্তর্ষিগণ অচল এবং মঘানক্ষত্রগণও গতিহীন। বৃহৎসংহিতা (খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী), গর্গ সংহিতা (৫০ পূঃ খৃঃ) ও রাজতরঙ্গিণী (খৃঃ ১১ শতাব্দী) মতে যুধিষ্ঠিরের অব্দ ২৫২৬ বৎসর প্রচলিত ছিল। আবার বৃহৎসংহিতার কোনও কোনও পুস্তকে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের অব্দ ৩১৭৯ বৎসর প্রচলিত ছিল। জ্যোতির্ব্বিদাভরণের (১০ম অধ্যায়) মতে কলিযুগে যুধিষ্ঠিরের অব্দ ৩০৪৪ বৎসর প্রচলিত ছিল। আবার কোনও কোনও প্রাচীন (১৩শত বৎসর পূর্ব্বে খোদিত) প্রস্তরলিপি অনুসারে যৌধিষ্ঠিরাব্দ ৩৭৩৫ বৎসর চলিয়াছিল। শ্রদ্ধেয় রমেশ বাবু বলেন, যুধিষ্ঠিরের অব্দ প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল, এরূপ দেখা যায় না। যাহা হউক, এই সকল অনৈক্যের সামঞ্জস্য বা মীমাংসা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। প্রসঙ্গক্রমে এ সকল কথা উল্লেখ করিলাম মাত্র। পৌরাণিক মত বিবৃত করাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

তালিকানুসারে মহারাজ পরীক্ষিতের সমসাময়িক জরাসন্ধ-পৌত্র সোমাপির ১৫ শত বৎসর পরে মহারাজ নন্দ মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভাগবতেও লিখিত আছে ঃ—

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনং।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চদশোত্তরং॥"
১২।২ অঃ।

অর্থাৎ তোমার (পরীক্ষিতের) জন্মকাল হইতে নন্দের রাজ্যারম্ভ কাল পর্য্যন্ত কালের পরিমাণ ১৫১০ বৎসর। নবম স্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায় ও দ্বাদশ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে বর্ণিত বংশ-তালিকানুসারেও পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে ১৫ শত বৎসরের অন্তর প্রমাণিত হয়। মৎস্য পুরাণানুসারেও পরীক্ষিৎ ও নন্দের মধ্যে ১৫ শত বৎসরের অন্তর ছিল। "এতদ্বর্ষ সহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরং।" (১) বিষ্ণুপুরাণে (৪।২৪)

"জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরং।"

স্থলে লিপিকর-প্রমাদবশতঃ

"জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরং।"

অর্থাৎ (১ সহস্র) পঞ্চদশ বৎসর লিখিত হইয়াছে।

প্রায় সকল পুরাণ মতে নন্দবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকাল ১ শত বৎসর। কূটনীতিবিশারদ মহামতি চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসন প্রদান করেন। গ্রীকবীর আলেক্জাণ্ডর খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৭ অব্দে (৪০৫ পূর্ব্ব শকাব্দে) ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। মৌর্য্যপ্রবর চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। সুতরাং নন্দের সময় ৩২৬+১০০=৪২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ নির্ণীত হইতেছে।

১Motsya Puran quoted in Wilson's Vishnu Puran.

ইতি পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, নন্দের ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। গর্গসিদ্ধান্তানুসারে দ্বাপরের শেষ ও কলির প্রারম্ভকালে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয় *। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ২৬ বৎসর পরে † শ্রীকৃষ্ণের দেহোপরম ও পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, পৌরাণিক মতে ৪২৬+১৫০০−২৬=১৯০০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ হয় ও তাহার এক শত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে কলিযুগের আরম্ভ হয়। এতদনুসারে এখন কলির ২০০০+১৮৯২=৩৮৯২ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই নিমিত্তই বলিয়াছিলাম, পৌরাণিক মতে এখন কল্যব্দের ৩৯ শতাব্দী চলিতেছে।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

বিষয়বিরাগী চৈতন্যদেব যখন হরিভক্তিতে প্রমত্ত হইয়া এদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই সময়ে বহুসংখ্যক ধনী মানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি সংসারের সর্ব্বপ্রকার মানমর্য্যাদা ইন্দ্রিয়সুখ ধনজন উপেক্ষা করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের স্বর্গীয় চরিত্রের মধুময় আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যে সকল অতুলঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি পৃথিবীর মান-

* In the historical portion of his work, Garga speaks of the four yugas, the third ending and the fourth beginning with the war of Mahabharat. R. C, Dutt's ancient India p. 601, Popular Edition.

† "ষড়বিংশেঽথ ততো বর্ষে বৃষ্ণীনামনয়ো মহান্।
অন্যোন্যং মুষলৈস্তেতু নিজঘ্নুঃকালচোদিতাঃ॥"
ম, ভা, মৌষল পর্ব্ব ১ম অধ্যায়।

সমগ্র বিষয় বিভব সুখ সৌভাগ্য তৃণবৎ তুচ্ছজ্ঞান করত কেবল পরমেশ্বরের নামানুকীর্ত্তন ধ্যান ধারণা ও সাধুপ্রসঙ্গে জীবন যাপন করিবার জন্য পথের ভিখারী হইয়াছিলেন, রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান।

চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে, আধুনিক ত্রিশবিঘা ষ্টেষণের অনতিদূরবর্ত্তী গঙ্গাতীরে সপ্তগ্রাম নামে মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন একনগর ছিল। এই সপ্তগ্রাম তৎকালে বঙ্গদেশের প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিল। অদ্যাপি এখানে প্রাচীন কালের অট্টালিকা ইত্যাদির চিহ্ন কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগরে প্রসিদ্ধ ধনী ও বদান্য গোবর্দ্ধন দত্ত ও হিরণ্য দত্ত নামে দুই সহোদর বাস করিতেন। ইঁহারা কায়স্থকুলসম্ভূত ও নবাবের করসংগ্রাহক ছিলেন। শুনা যায় ইঁহারা বার লক্ষ মুদ্রার অধিস্বামী ছিলেন, এবং যেমন ধনবান, তদনুরূপ সদাচারসম্পন্ন, দানশীল ও ধার্ম্মিক বলিয়া ইঁহাদের খ্যাতি ছিল। নবদ্বীপবাসী বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে ইঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ভূমি ও অর্থ দান করিয়াছিলেন। রঘুনাথদাস এই গোবর্দ্ধন দত্তের পুত্র। যৌবনের প্রারম্ভে অল্প বয়সেই রঘুনাথের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব ও সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। সংসারের আমোদপ্রমোদ হইতে দূরে থাকিয়া সর্ব্বদা নির্জ্জনে ভগবানের নাম করিতেন। প্রসিদ্ধভক্ত যবন হরিদাসের মুখে হরিনাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বালক রঘুনাথের বৈরাগ্যোদয় ও ধর্ম্মে মতি হয়। এই সময়ে হরিদাস গোবর্দ্ধন দত্তের কুলপুরোহিত বলরাম আচার্য্যের গৃহে বাস করিতেন। রঘুনাথ অধ্যয়ন উপলক্ষে তথায় আসিয়া হরিদাসকে দর্শন করিতেন। ইহার কিছুকাল পরে, চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শান্তিপুরে আগমন করিলে, সেখানে বহু লোকের সমাগম হয়, রঘুনাথও সেই সঙ্গে শান্তিপুরে আসিয়া চৈতন্যের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। চৈতন্যের মাতামহ ও পিতার সহিত গোবর্দ্ধন ও হিরণ্যদত্ত বিশেষ রূপ পরিচিত ছিলেন, এই জন্য চৈতন্য ইঁহাদিগকে ভালরূপ জানিতেন ধনীসন্তান অল্পবয়স্ক রঘুনাথের ধর্ম্মানুরাগ ব্যাকুলতা ও বিষয়ভোগের প্রতি উদাসীন ভাব দেখিয়া চৈতন্য আনন্দ লাভ করেন ও মিষ্টবাক্যে উপদেশ দিয়া বিদায় দেন। গৌরের পবিত্র সঙ্গলাভ করিয়া রঘুনাথের হৃদয়ে বৈরাগ্যের অগ্নি অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। নিরন্তর ভগবানের নামরসে মগ্ন থাকিতেন, ক্রমে প্রেম ব্যাকুলতাতে একবারে পাগলের ন্যায় হইলেন। বারংবার চৈতন্য চরণ দর্শনের উদ্দেশে নীলাচল অভিমুখে পলায়ন করেন, আর পিতা গোবর্দ্ধন ধরিয়া আনেন, অবশেষে রঘুনাথকে বান্ধিয়া রাখিলেন এবং পাঁচজন পাইক চারিজন ভৃত্য ও দুই জন ব্রাহ্মণকে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। পুত্রকে সংসারের ধনরত্ন ভোগে বিলাস দ্রব্যে প্রলুব্ধ করিবার জন্য গোবর্দ্ধন অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। এমন সময়ে চৈতনচন্দ্র পুরুষোত্তম হইতে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের ভবনে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। রঘুনাথ এই সংবাদ অবগত হইবামাত্র পিতাকে বলিলেন, আমি চৈতন্য প্রভুকে দর্শন করিতে যাইব, বিদায় দাও, নতুবা আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ধর্ম্মোন্মত্ত পুত্রের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া গোবর্দ্ধন অনেক লোকজন

দ্রব্য সম্ভার সঙ্গে দিয়া রঘুনাথকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন, এবং শীঘ্র করিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। রঘুনাথ এই যাত্রায় সাত দিন চৈতন্যের সহবাসে ছিলেন। রঘুনাথ কিরূপে প্রহরীগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে গিয়া বাস করিবেন, সর্ব্বদা কেবল এই চিন্তাতে মগ্ন থাকিতেন। গৌরাঙ্গ তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া একদিন বলিলেন, "এখন স্থির হইয়া গৃহে গমন কর, একবারে বাতুল হইও না, লোকে ক্রমে ক্রমে ভবসিন্ধু পার হয়। লোক দেখাইবার অভিপ্রায়ে মর্কট বৈরাগ্য অবলম্বন করিও না, অন্তরে অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয়ভোগ কর, বাহিরে লোকব্যবহার রক্ষা করিয়া অন্তরে নিষ্ঠাযুক্ত হও, ভগবান তোমাকে সংসারবন্ধন হইতে অচিরে উদ্ধার করিবেন। আমি বৃন্দাবন পরিভ্রমণ করিয়া নীলাদ্রিতে প্রত্যাগত হইলে তুমি কোন উপায়ে তথায় আসিয়া মিলিত হইও। কি ভাবে কি উপায়ে আসিবে, তাহা যথাসময়ে পরমেশ্বর তোমার হৃদয়ে প্রকাশ করিবেন। ভগবান যাহাকে কৃপা করেন, তাহাকে কে আর বান্ধিয়া রাখিবে?" রঘুনাথ গৃহে আসিয়া গৌরের উপদেশানুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। রঘুনাথ বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্ত চিত্তে বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া পিতা মাতা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সমুদয় বিষয় সম্পত্তি তাঁহার তত্ত্বাবধারণে অর্পণ করিলেন। পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহারে পিতা মনে করিলেন, রঘুনাথের ধর্ম্মানুরাগ হ্রাস হইয়াছে, আর তাহাকে প্রহরীবেষ্টিত করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। রঘুনাথ এখন রক্ষকদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু অন্তরে দারুণ দুঃখ যাতনা ভোগ করিতে লাগিলেন। কোথায় তিনি দিবারাত্রি ভক্তগণের সঙ্গে ভগবানের নামানুকীর্ত্তনে জীবন সার্থক করিবেন, না তাঁহাকে অসার সংসার-কোলাহলে কালযাপন করিতে হইতেছে। রঘুনাথের কিসের অভাব ছিল? জীবনতোষিণী পতিপ্রাণা সুন্দরী স্ত্রী, রাজার ন্যায় অতুল ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রিয়সুখের শতবিধ আয়োজন, কিছুতেই রঘুনাথের হৃদয় শান্তিলাভ করিল না। কৃপাময় পরমেশ্বরের প্রেমের বিন্দুমাত্রও যিনি আস্বাদন করিয়াছেন, অনিত্য সংসারের সেবাতে তিনি কিরূপে তৃপ্তিলাভ করিবেন? রঘুনাথ প্রতিমুহূর্ত্তে গৃহ পরিত্যাগের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্তর্যামী বিধাতা ভিন্ন তাঁহার এ সংকল্প আর কেহই জানিল না। অল্পদিন পরেই শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন হইতে নীলগিরিতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া রঘুনাথ তথায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে এক ম[illegible] উপস্থিত হইল। রঘুনাথের পিতৃব্য হিরণ্যদত্ত ইতিপূর্ব্বে নবাবের নিকটে সপ্তগ্রাম প্রদেশের জমিদারী মোকরা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বিশ লক্ষ টাকা কর সংগ্রহ করিয়া বার লক্ষ মাত্র নবাবকে দিতেন। একজন মুসলমান পূর্ব্বে এই জমিদারীর অধিকারী ছিল। নিজের স্বার্থহানি হইল দেখিয়া সে ব্যক্তি এবিষয় নবাবের গোচর করিয়া বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল। নবাব সরকার হইতে উজির তত্ত্বানুসন্ধান করিতে আসিল। উজিরের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র হিরণ্য ও অন্যান্য সকলে পলায়ন করিলেন, কেবল রঘুনাথ বন্দীভূত হই-

লেন। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে উপস্থিত করিবার জন্য উজির রঘুনাথকে নানারূপ শাসন ও ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। রঘুনাথ শান্তশিষ্টভাবে সমুদায় সহ্য করিলেন, এবং বিনয়নম্র মিষ্টবচনে সেই মুসলমানকে বশীভূত করিয়া তাঁহাকে কিছু অংশ দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহাতেই সমুদায় গোলযোগ মিটিয়া গেল। এই ঘটনার পর একবৎসর রঘুনাথ গৃহে ছিলেন। তৎপরে সংসারত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া একদিন রাত্রিকালে পলায়ন করিলেন, কিন্তু সংসারাসক্ত পুত্রবৎসল পিতা আবার সন্তানকে ধরিয়া আনিলেন। এইরূপে রঘুনাথ পুনঃ পুনঃ গোপনে প্রস্থান করেন, আর পিতা ফিরাইয়া আনেন। শেষে রঘুনাথের মাতা গোবর্দ্ধনকে বলিলেন, পুত্র উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছে, ইহাকে বান্ধিয়া রাখ। গোবর্দ্ধন বলিলেন, ইন্দ্রের ন্যায় ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাতুল্য রূপবতী পতিপরায়ণা রমণী যাহার হৃদয় বান্ধিতে পারিল না, সামান্য রজ্জুর বন্ধনে কি তাহাকে গৃহে রাখিতে পারিবে? ইহার প্রতি চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে। চৈতন্য প্রভুর পাগলকে কে বান্ধিয়া রাখিতে পারিবে?"

অনন্তর রঘুনাথ একদিন পানীহাটী গ্রামে নিত্যানন্দ সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিত্যানন্দ এই সময়ে বঙ্গদেশে চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এইখানে রঘুনাথ নিত্যানন্দের আদেশে চিড়া মহোৎসব করেন। শত শত ভক্ত বৈষ্ণব ও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পল্লী হইতে যে সকল লোক এই মহোৎসব দর্শন করিতে আসিয়াছিল, সকলেই বিবিধ মিষ্টান্ন দুগ্ধ দধি ক্ষীর সংযুক্ত চিড়া আহার করিলেন। এই চিড়া মহোৎসব তৎকালের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা। বোধ হয় ইহার পূর্ব্বে সকল জাতীয় লোক একত্র হইয়া এইরূপ মহোৎসবে আহারাদি করেন নাই। মহোৎসব শেষ হইলে রঘুনাথ নিত্যানন্দের চরণে দীনভাবে এই প্রার্থনা জানাইলেন, আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন অচিরাৎ চৈতন্য-সঙ্গ লাভ করিতে পারি। নিত্যানন্দ বলিলেন, তুমি নিশ্চিন্ত মনে গৃহে যাও, তোমার সমুদায় বন্ধন উন্মুক্ত হইয়াছে, তুমি সত্বরেই অভীষ্ট ফল লাভ করিবে। উপস্থিত ভক্তগণও রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রঘুনাথ সমুদায় বৈষ্ণব মোহন্তগণকে যথাযোগ্য পরিমাণে কিছু কিছু প্রণামী দিলেন এবং নিত্যানন্দের সেবার জন্য তাঁহার ভৃত্যের হস্তে একশত স্বর্ণমুদ্রা গোপনে প্রদান করিয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন। এইবার গৃহে প্রত্যাগমনের পরে রঘুনাথ আর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই, বহির্বাটীতে দুর্গামণ্ডপে প্রহরীবেষ্টিত হইয়া শয়ন করিতেন। একদিন সুযোগ পাইয়া রজনীযোগে পলায়ন করিলেন। গোবর্দ্ধন প্রাতঃকালে পুত্রকে গৃহে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে রথযাত্রা উপলক্ষে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ জগন্নাথক্ষেত্রে গমন করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন, রঘুনাথকে ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিবার জন্য নীলাচলযাত্রী শিবানন্দ সেনকে পত্র লিখিয়া দশজন লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু রঘুনাথ এপথে আসেন নাই। প্রেরিত ভৃত্যগণ কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথি মধ্যে শিবানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিল। পিতা মাতা হাহাকার করিতে

লাগিলেন। রঘুনাথ গ্রামের প্রকাশ্য পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে নির্জ্জন বনে চৈতন্য-চরণ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। এমনি অনুরাগের মত্ততা যে জল জঙ্গল নদী পর্ব্বত তৃণ কণ্টক কঙ্কর কিছুরই প্রতি ভ্রুক্ষেপ নাই, গৌরসুন্দরের প্রেমানুরাগে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতে লাগিলেন। পদতলক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। প্রথম দিনেই পনর ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আসিয়া সন্ধ্যাকালে কোন গোপের গোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎ দুগ্ধমাত্র পান করিয়া তথায় বিশ্রাম করিলেন। এই রূপে অনাহার অনিদ্রায় অবিশ্রান্ত পথ হাঁটিয়া দ্বাদশ দিবসে রঘুনাথ পুরুষোত্তমে চৈতন্য সমীপে উপস্থিত হইলেন। এই বার দিনের মধ্যে তিন দিন নামমাত্র আহার করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব ভক্তবৃন্দ সহ অঙ্গনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রঘুনাথ আসিয়া সকলের চরণে প্রণিপাত করিলেন। শ্রীচৈতন্য রঘুনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, তোমার পিতা ও পিতৃব্য বিষয়ের কীট, বিষয়ের স্বভাবই এই তাহা মানুষকে মহাঅন্ধ করে, তোমার প্রতি ভগবান পরম কৃপাবান, তিনি তোমাকে বিষয়-কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন। পরে চৈতন্য পথশ্রান্ত রঘুনাথের ক্ষীণ মলিন দেহ দেখিয়া স্বরূপ দামোদরকে বলিলেন, রঘুনাথকে তোমায় সমর্পণ করিলাম। পথে অনাহারে অনেক কষ্ট পাইয়াছেন তুমি পুত্রের ন্যায় ইহাঁকে পালন করিবে। স্বীয় ভৃত্য গোবিন্দকেও রঘুনাথের শুশ্রূষা করিতে বলিয়া দিলেন। রঘুনাথের প্রতি চৈতন্য প্রভুর এ প্রকার স্নেহবাৎসল্য দেখিয়া ভক্তগণ রঘুনাথের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথ শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া অত্যুৎকট বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। দশদণ্ড রাত্রির পরে জগন্নাথদেবের সিংহদ্বারে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণের সঙ্গে অন্নের জন্য অযাচক হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। কেহ কিছু দিলে আহার করিতেন, নতুবা উপবাস করিয়া থাকিতেন। গোবিন্দ এই সংবাদ চৈতন্যকে জানাইলেন, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, রঘুনাথ বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরণ করিয়া উত্তম কার্য্য করিতেছে। বৈরাগী সর্ব্বদা ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন করিবে এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন অথবা যৎসামান্য ফলমূল শাক ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিবে, ইহাই তাহার ধর্ম্ম। বৈরাগী হইয়া যাহারা ভোগলালসায় ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে ব্যস্ত হয়, তাহারা কখনই পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারে না, তাহাদের পরমার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়।

কিছু দিন পরে রঘুনাথ সিংহদ্বারে আর ভিক্ষা করিতেন না। তাঁহাকে ধনীলোকের পুত্র জানিয়া অনেকে ভিক্ষা দিত, বিশেষতঃ অযাচক হইয়া দণ্ডায়মান থাকা বাহ্য বৈরাগ্যের চিহ্ন বিবেচনা করিয়া রঘুনাথ আর সেখানে যাইতেন না। এখন হইতে ছত্রে গিয়া ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, ইহা শ্রবণ করিয়া চৈতন্য বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ইহার পরে রঘুনাথ ভিক্ষাবৃত্তি একবারে পরিত্যাগ করিলেন। জগন্নাথের প্রসাদ-বিক্রেতাগণ দুই তিন দিনের অবিক্রীত পর্য্যুষিত অন্ন গাভীগণের আহারার্থ নরদমায় ফেলিয়া দিত, পচা দুর্গন্ধে তাহা গাভীরাও খাইতে পারিত না। রঘুনাথ রাত্রিকালে গোপনে সেই সকল ভাত সংগ্রহ করিয়া আনিয়া উত্তম রূপে ধৌত করিতেন এবং লবণসংযুক্ত করিয়া আহার করিতেন। একদিন স্বরূপ তাহা দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিৎ চাহিয়া খাইয়া-

ছিলেন। চৈতন্য এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া একদিন বলিলেন, তোমরা লুকাইয়া কি খাও আমাকে কেন দাও না। রঘুনাথের আহার্য্য সেই গাভীমুখভ্রষ্ট পর্য্যুষিত অন্নের এক গ্রাস লইয়া চৈতন্য একদিন ভক্ষণ করিলেন, দ্বিতীয় গ্রাস গ্রহণ করিতেই "প্রভু ইহা তোমার যোগ্য নহে" বলিয়া স্বরূপ তাহা কাড়িয়া লইলেন। চৈতন্য বলিলেন, আমি নিত্য নিত্য নানাপ্রকার মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করি কিন্তু এমন সুস্বাদু বস্তু ত কোন দিন খাই নাই।

একদিন রঘুনাথ স্বরূপের দ্বারা চৈতন্যকে নিবেদন করিলেন, আমি গৃহসংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি, কি আমার কর্ত্তব্য কিছুই জানি না, আপনি শ্রীমুখে তাহার উপদেশ দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। গৌরাঙ্গ বলিলেন, "তুমি স্বরূপের নিকটে সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিক্ষা কর, ইনিই তোমার উপদেষ্টা, আমি যাহা না জানি তাহাও ইনি জানেন। তথাপি আমার বাক্যে যদি তোমার শ্রদ্ধা হয়, তবে এইমাত্র বলিতেছি, অসার গ্রাম্য কথাবার্ত্তা বলিবে না ও শুনিবে না, ভাল খাইবে না, ভাল পরিবে না, আপনি মানের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া অন্যকে মান দিবে, সর্ব্বদা হরিনাম লইবে এবং মানসে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিবে। ইহাই আমার সংক্ষিপ্ত উপদেশ, স্বরূপের মুখে সবিশেষ অবগত হইও।" এই বলিয়া চৈতন্য স্বরচিত এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন,

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥*

রথযাত্রাবসানে বঙ্গদেশের ভক্তগণ নীলাদ্রি হইতে দেশে প্রত্যাগত হইলে রঘুনাথের পিতা, শিবানন্দ সেনের নিকটে লোক পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি শিবানন্দের মুখে রঘুনাথের উৎকট বৈরাগ্য অনাহার ও ভিক্ষার বৃত্তান্ত যেমন শুনিয়াছিল, যথাযথ গোবর্দ্ধনকে জ্ঞাপন করিল। প্রাণাধিক পুত্রের ঈদৃশ দুঃখের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া পিতামাতা হৃদয়ে বিষম আঘাত পাইলেন এবং রঘুনাথের ক্লেশ মোচনের জন্য চারিশত মুদ্রা ও নানা দ্রব্য সামগ্রী সহ দুই জন ভৃত্য ও একজন পরিচারক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রঘুনাথ কিছুই গ্রহণ করিলেন না। পরে রঘুনাথ এই অর্থ হইতে যৎকিঞ্চিৎ লইয়া গৌরাঙ্গদেবকে মাসে দুই দিন নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতেন। কিছু দিনের পরে তাহাও পরিত্যাগ করিলেন। একদিন সচীনন্দন স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রঘুনাথ আমাকে আর নিমন্ত্রণ করে না কেন? স্বরূপ বলিলেন, রঘুনাথের মনের ভাব এই যে, বিষয়ীর অর্থে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করি, ইহাতে তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন হয় না, কেবল আমার অনুরোধে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন, আমারও ইহাতে প্রতিষ্ঠামাত্রই লাভ। এই বিবেচনা করিয়া রঘুনাথ আর নিমন্ত্রণ করেন না। শুনিয়া চৈতন্য সহাস্যবদনে বলিলেন, বিষয়ীর অন্নভোজনে

* কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন,

"উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেই আপন ধন।
ঘর্ম্মবৃষ্টি সহ আনে করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার মন উপজয় ॥"

চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড।

মন মলিন হয়, মন মলিন হইলে শ্রীহরি স্মরণের ব্যাঘাত ঘটে, ইহা রাজসিক নিমন্ত্রণ, ইহাতে দাতা ভোক্তা উভয়েরই চিত্ত-কলুষিত হয়, রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া ভালই করিয়াছে।

রঘুনাথ এইরূপ কঠোর বৈরাগ্যাচরণে সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া কেবল নামজপ হরিনামসংকীর্ত্তন ও ধর্ম্মালাপে শ্রীচৈতন্যের পবিত্র সহবাসে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিবারাত্রি ধর্ম্মচিন্তাতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, আহার নিদ্রায় চারিদণ্ড সময়মাত্র অতিবাহিত হইত। রসনায় উত্তম সামগ্রী স্পর্শও করিতেন না, ছিন্ন মলিন বসন, সামান্য কাঁথা মাত্র ব্যবহার করিতেন। এইভাবে রঘুনাথ ষোড়শ বৎসর নীলাচলে ছিলেন। চৈতন্যের প্রেমবিরহোন্মত্ত-মহাভাবের অবস্থায় স্বরূপের সঙ্গে রঘুনাথ তাঁহার দেহরক্ষা ও সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, এই কারণে রঘুনাথ গৌরাঙ্গের মনের নিগূঢ় ভাব সকল জ্ঞাত ছিলেন। স্বরূপও তাঁহাকে এবিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। রঘুনাথ এই বিষয়ে একখানি কড়চা (স্মৃতি পুস্তক) লিখিয়াছিলেন। এই কড়চা অবলম্বন করিয়া এবং রঘুনাথের মুখে অনেক কথা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ "চৈতন্যচরিতামৃত" পুস্তকে চৈতন্যের শেষ জীবনের ঘটনাসকল বর্ণনা করিয়াছেন।

রঘুনাথ চৈতন্যের দেহ সম্বরণের পরেও কিয়দ্দিন নীলাচলে ছিলেন, পরে স্বরূপের মৃত্যু হইলে তিনি বৃন্দাবনে আগমন করত রূপ সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন। কথিত আছে বৃন্দাবনে আসিয়া রঘুনাথ অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিলেন, কেবল যৎসামান্য মাঠা (ঘোল) মাত্র পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। প্রতিদিন একলক্ষ হরিনাম ও সহস্র বৈষ্ণবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। এক-প্রহরকাল শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক চরিত্রাস্বাদন ও অবশিষ্ট সময় সাধন ভজন সংপ্রসঙ্গাদিতে যাপন করিতেন। অতুল ধনসম্পত্তির অধিকারী যুবা রঘুনাথের সর্ব্বত্যাগ দীনভাব ও কঠোর বৈরাগ্যাচরণ স্মরণ করিলে স্বার্থান্ধ ঘোর বিষয়ী ব্যক্তির হৃদয়ও স্তম্ভিত হইয়া উঠে।

রঘুনাথ কেবল সাধু বৈরাগী ছিলেন না, সংস্কৃত ভাষাতে তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি "চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ", "মনঃশিক্ষা" ও "গুণলেশশেখর" ইত্যাদি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রঘুনাথ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অতি উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা যে ছয়জন গোস্বামীকে আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করেন, তন্মধ্যে রঘুনাথ একজন। ইনি বৈষ্ণবসমাজে "দাস-গোস্বামী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। রঘুনাথ ভক্তসহবাসে ৪৯ বৎসরকাল বৃন্দাব ধামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহাঁর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, ১৫০৪ শকাব্দায় রঘুনাথ বৃন্দাবনে প্রাণত্যাগ করেন। রঘুনাথ বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের পর ৬৫ বৎসর জীবিত ছিলেন ; ইহাতে বোধ হইতেছে, তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং যৌবনের প্রথম ভাগেই সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লর্ড টেনিসন্।

লর্ড টেনিসন সম্প্রতি মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ধীরে ধীরে, শান্তভাবে কাব্যজগতে পদার্পণ করিয়াছিলেন—ধীরে ধীরে, শান্তভাবে তাহা পরিত্যাগ করিলেন। কাব্যজগতে তাঁহার যখন আবির্ভাব হয়, তখন আর সেই উন্মত্ত ফরাসিবিপ্লব ইউরোপকে কম্পিত করিতে থাকে নাই, কিন্তু ফরাসিবিপ্লবের সংঘর্ষণে আবিষ্কৃত নানাবিধ জ্ঞান ও সত্য সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়া গিয়াছে; মারামারি, কাটাকাটি চলিয়া গিয়া প্রেমের রাজত্ব এক পদ অগ্রসর হইয়াছে; জনসাধারণের হৃদয়ে দারুণ অশান্তির পরিবর্ত্তে এক অপূর্ব্ব শান্তি বিরাজ করিতেছে। এই সময়ে টেনিসনের আবির্ভাব। শুধু আবির্ভাব কেন—টেনিসনকে আমরা শান্তিময় খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর এক আদর্শ কবি বলিয়া ধরিতে পারি। ষাটি বৎসর পূর্ব্বে টেনিসন যখন তাঁহার প্রথম কবিতা প্রকাশ করেন, তখন তাঁহাকে একবার সমালোচনার তীব্র বিষবাণ সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহার প্রত্যুত্তর কি দিলেন? সমালোচনার পরে দশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি নাম স্বাক্ষর করিয়া কোনো কবিতা প্রকাশ করেন নাই। তিনি যদি বায়রণের ন্যায় সাংগ্রামিক কবি হইতেন, তাহা হইলে দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস দূরে থাক্, সমালোচনার উপযুক্ত তীব্র প্রত্যুত্তর না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না।

বর্ত্তমান কালে সমালোচকদিগের বিষবাণ সকলকেই অনেক সময়ে বৃথা অস্থির করিয়া তুলে। অধিকাংশ সমালোচক আপনাদিগকে বড় লোক মনে করিয়া, যাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাহাও অনেক সময়ে সমালোচনা করিতে বসেন। তাঁহারা সমালোচ্য বিষয়ের গুণগুলি বুঝিতে না পারিয়া দোষদর্শী হইয়া পড়েন এবং তাহাতেই আপনাদিগকে মহা সমালোচক জ্ঞান করেন। কোনো জ্ঞানবিষয়ক বিচার উঠিলে প্রমাণাদির দ্বারা হাতে কলমে ধরাইয়া দেওয়া যায় যে, কোন্ পক্ষ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কবিতা-সমালোচনার বেলায় সে নিয়ম খাটে না। কবিতা ডাক্তারি ছুরি চালাইবার বিষয় নহে—ইহা হৃদয় দিয়া বুঝিবার বিষয়। অনেক সময়েই সমালোচকগণ ডাক্তারি ছুরি চালাইয়া কবিতা বুঝিতে গিয়া কবির হৃদয়ে বড়ই আঘাত প্রদান করেন।

যাই হৌক্ টেনিসন তাঁহার দশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর যখন পুনরায় স্বীয় নামে কবিতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকলেই এক নূতন কবির অভ্যুদয় দেখিয়া আনন্দিত হইল। গ্রীষ্মকালের পূর্ণিমা রাত্রিতে, কালবৈশাখী ঝড়ের পর পূর্ণচন্দ্র যেরূপ আনন্দবিধান করে, সাংগ্রামিক কবিদিগের পর টেনিসনের অভ্যুদয়ও জনসাধারণের সেইরূপ প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। লোকে সাংগ্রামিক কবিদিগের কবিতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছিল; তাহারা বায়রণ, সেলি প্রভৃতির নিতান্ত দেশছাড়া, ঘরছাড়া বহির্ম্মুখী ভাবও চাহিত না, আবার বর্ড্‌স্বর্থের (Wordsworth) নিতান্ত অন্তর্নিহিত গভীর আত্মতত্ত্বও চাহিত না! তাহারা এমন এক কবির অভাব অনুভব করিতেছিল, যিনি তাহাদিগকে দুটো ঘরের সরল কথা শুনাইতে পারিবেন। তাঁহাকে গৃহস্থের নিকটে, সমস্ত জাতির সম্মুখে ধর্ম্মের সরল ও কমনীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে হইবে; তাঁহাকে

দেখাইতে হইবে যে একটী সামান্য কুটীর-বাসীরও স্বার্থত্যাগের মাহাত্ম্য আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ স্ত্রী-চরিত্রকে যেরূপ বাসনার দিক্ হইতে দেখিয়া মোটের উপর প্রায় একইভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাঁহার সেরূপ করিলে চলিবে না—শান্তিময় রাজ্যে বাস করিয়া তাঁহার স্ত্রী-চরিত্র নানাদিক হইতে দেখিতে হইবে; একটী বালিকার চপলতাও যেমন চিত্রিত করিতে হইবে, একটী প্রৌঢ়ার গৃহস্থালীভাবও তেমনি চিত্রিত করিতে হইবে; আবার একটী বুড়ী ঠাকুরমার আধো-শৈশবী ভাবও তেমনি ব্যক্ত করিতে হইবে। এই সমুদয় অভাব পূরণ করিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ কবি লর্ড টেনিসন।

ধর্ম্মের ভাব দেখাইতে হইবে বলিয়া যে তিনি তাঁহার রচিত কাব্যের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার হৃদয় স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রবণ—ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল, তাই তিনি তাঁহার কাব্যসমূহে ধর্ম্মভাব প্রবেশ না করাইয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার বোধ হয়, এমন একটাও দীর্ঘ কবিতা নাই, যাহার মধ্যে দু একটা ধর্ম্মের কথা না পাওয়া যায়—এবং এই ধর্ম্মভাব থাকাতেই সেই কবিতাগুলি যথার্থই মিষ্ট হইয়াছে। টেনিসন তাঁহার "The Idylls of the king" নামক কাব্যে কেমন এক ধর্ম্মভাবের প্রবাহ ঢালিয়া দিয়াছেন, তাই তাহা বড়ই মিষ্ট, শান্তরসাশ্রিত হইয়াছে; পড়িতে পড়িতে কেমন শান্তি হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে। গাইনভিয়ের রাজমহিষী হইয়া রাজার এক পারিষদের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া পরিশেষে অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু সেই অনুতাপ কি আত্ম-হত্যা প্রভৃতি উপন্যাস-সুলভ উৎকট ব্যাপারে প্রকাশিত হইবে—তাহা নহে; রাজমহিষী পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলেন সন্ন্যাসিনী হইয়া এবং জগতের হিতসাধন করিয়া। বর্ত্তমান যুগের আদর্শ কবির এই ভাব দেখানোই আবশ্যক বটে। "The Idylls of the King" কাব্যে কবি এক একটী চরিত্রকে আদর্শ চরিত্ররূপে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বহুপূর্ব্বে তিনি আর একটী ধর্ম্মভাব-পরিপূর্ণ দীর্ঘ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু আর্থার হ্যালামের মৃত্যু উপলক্ষে ইহা রচিত হয় বলিয়া ইহার নাম—"In Memoriam" দেওয়া হইয়াছে। "The Idylls" কাব্যে কবি যেমন আদর্শ চরিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, In Memoriam সঙ্গীতে তাহা করেন নাই। এই সঙ্গীতে তিনি, মৃত্যুর ভীষণ সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার হৃদয়ে যে সকল গভীর আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল, সেই সকলের মীমাংসার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াছেন। এই সঙ্গীতটী কতকগুলি উচ্ছ্বাসে বিভক্ত। আমরা বলি যে পরমেশ্বর মঙ্গলময়; কিন্তু নানা কারণে সময়ে সময়ে কি তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে সন্দেহ হয় না? প্রিয়তম বন্ধু হ্যালামের মৃত্যুতে কবি টেনিসনের হৃদয়েও সেই সন্দেহ আসিয়াছিল। তাই কবি আপনি একটী উচ্ছ্বাসে সেই সন্দেহ কি সুন্দর ভাষায় অপনয়ন করিতেছেন—

"Oh yet we trust that somehow good
Will be the final goal of ill,
To pangs of nature, sins of will,
Defects of doubt, and taints of blood;

"That nothing walks with aimless feet;
That not one life shall be destroy'd,
Or cast as rubbish to the void,
When God hath made the pile complete?

"Behold, we know not anything;
I can but trust that good shall fall
At last—far off—at last, to all,
And every winter change to spring.

"So runs my dream; but what am I?
An infant crying in the night:
An infant crying for the light:
And with no language but a cry."

এই সঙ্গীতের মধ্যে কি আর্য্যঋষিদিগের গভীর প্রশান্তভাব ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার আভাস পাইতেছি না? আমাদের শাস্ত্রে বলিতেছেন "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"; কবি টেনিসনের সঙ্গীতেও আমরা এই ভাবের কিছু আভাস পাইতেছি—

"What fame is left for human deeds
In endless age? It rests with God."

পূর্ব্বোক্ত কাব্য ও সঙ্গীতে কবি কর্ত্তৃকটা জগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধর্ম্মকে দেখিয়াছেন; কিন্তু "ঈনক আর্ডেনে" ধর্ম্মকে জগতের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখিয়াছেন। একজন মানুষে—ক্ষুদ্র মানুষে যে ধর্ম্মকে ধরিয়া থাকিতে পারে এবং ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া যে আত্মবলি দিতে পারে, তাহাই এই "ঈনক আর্ডেন" কাব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে আরও একটু দেখানো হইয়াছে যে, এক সামান্য কুটীরবাসীরও আত্মবলি অবহেলার সামগ্রী নহে—প্রত্যুত পূজার সামগ্রী।

এই কাব্যের গল্পটী অতি সামান্য। দুইটী বালক ও একটী বালিকা (ফিলিপ্, ঈনক ও অ্যানি) প্রতিদিন সমুদ্রতীরে খেলা করিতে যাইত। ক্রমে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই ইচ্ছা হইল যে অ্যানিকে বিবাহ করে। তন্মধ্যে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঈনক, অ্যানির নিকটে বিবাহের প্রস্তাব করিল এবং অ্যানির সম্মতিক্রমে তাহাদের বিবাহ যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। সাত বৎসর বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া গেল। এই সাত বৎসরে ঈনকের কয়েকটী পুত্রকন্যাও হইল। অবশেষে ঈনক বিদেশে বাণিজ্য করিতে গেল, কিন্তু দৈবক্রমে স্বদেশে ফিরিবার সময় জাহাজ চড়ায় লাগিয়া ভগ্ন হওয়াতে ঈনক অপর দুইটী সঙ্গীর সহিত এক ভেলার দ্বারা কোনো অজ্ঞাত দ্বীপে উত্তীর্ণ হইল। দুইটী সঙ্গীও নানা কারণে প্রাণ হারাইল—ঈনক সেই দ্বীপে একা পড়িয়া রহিল। বৎসরের পর বৎসর কাটিতে লাগিল। ফিলিপ অ্যানিকে বুঝাইতে লাগিল যে, যখন তাহার স্বামী নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছে, (তাহা না হইলে কোনো না কোনো সংবাদ পাওয়া যাইত,) তখন অ্যানি ফিলিপকে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারে এবং বিবাহ না করিলে তাহার ছেলে মেয়েরা বড়ই কষ্টে পড়িবে কারণ ফিলিপ অ্যানিকে বিবাহ না করিয়া বারম্বার সাহায্য করিলে, তাহাতে অ্যানির মিথ্যা কুনাম রটিতে পারে। অ্যানি ঈনকের প্রত্যাগমনে নিরাশ হইয়া এবং ফিলিপের কথা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া ফিলিপকে বিবাহ করিল। ফিলিপেরও কয়েকটী সন্তান হইল। ইত্যবসরে কোনো জাহাজ উক্ত দ্বীপে লাগাইবাতে সেই জাহাজে ঈনক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। সুদীর্ঘ প্রবাসের পর ঈনককে কেহই চিনিতে পারিল না। ঈনক একেবারে গৃহে না গিয়া এক পান্থাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পরে ফিলিপের সহিত অ্যানির বিবাহ প্রভৃতি সংবাদ শুনিয়া একদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহপানে চলিল—আজ গোপনে দেখিবে যে, তাহার অ্যানি কি করি-

তেছে; কিন্তু দেখিল যাহা—আর দেখিতে পারিল না—চলিয়া আসিল; অ্যানি ফিলিপের শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করিতেছে, পার্শ্বে ঈনকের পুত্রকন্যা সুখে খেলা করিতেছে। কিন্তু ঈনক, ফিলিপ ও অ্যানির সুখে কোনো বিঘ্ন আনয়ন না করিয়া ধীরে ধীরে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

গল্পটী অতি সামান্য বটে, কিন্তু কি গভীর স্বার্থত্যাগ এই কাব্যে চিত্রিত হইয়াছে। ঈনক যখন ফিলিপ ও অ্যানির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়া তাহাতে কোনো প্রকার বিঘ্ন না আনিবার মনস্থ করিল, তখন তাহার মনের ভাব কি করুণ!

"Too hard to bear! why did they take me thence?
O God Almighty, blessed Saviour, Thou
That did'st uphold me on my lonely isle,
Uphold me, Father, in my loneliness
A little longer! and me, give me strength
Not to tell her, never to let her know.
Help me not to break in upon her peace.
My children too! must I not speak to these?
They know me not. I should betray myself.
Never: no father's kiss for me—"

ঈনক মৃত্যুকালে সেই পান্থাবাসের একটী স্ত্রীলোককে ডাকিয়া সকল কথা খুলিয়া বলিল; তাহাতে স্ত্রীলোকটী অন্ততঃ তাহার পুত্র কন্যাকে একবার দেখিতে বলিল। ঈনক অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—

"Woman, disturb me not now at the last,
But let me hold my purpose till I die.
... ... I charge you now,
When you shall see her, tell her that I died
Blessing her, praying for her, loving her;
... ...
And say to Philip that I blest him too
He never meant us anything but good."

ইহার প্রত্যেক পদ, প্রত্যেক অক্ষর হইতে যেন অবিরল অশ্রু ঝরিতেছে। এরূপ কোমলতা পাশ্চাত্য কবিদিগের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, টেনিসনের হৃদয় স্বভাবতই এরূপ ধর্ম্মপ্রবণ ছিল যে, তিনি তাঁহার দীর্ঘ কবিতা মাত্রেই অন্ততঃ দু-একটা ধর্ম্মের কথা না বলিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল ছিলেন এবং প্রার্থনার মর্ম্ম প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

"Prayer from a living source within the will,
And beating up thro' all the bitter world,
Like fountains of sweet water in the sea,
Kept him a living soul."

"Or if you fear
Cast all your cares on God; that anchor holds."
"More things are wrought by prayer
Than this world dreams of" * *

যাঁহারা টেনিসনের অঙ্কিত স্ত্রীচরিত্র দেখিতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহার The Grandmother" প্রভৃতি অনেক কবিতাতেই তাহা দেখিতে পাইবেন। ইহা ছাড়া টেনিসনের কবিতা সম্বন্ধে এত বক্তব্য কথা আছে যে, সেগুলি বলিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, টেনিসনের কবিতা পড়িলেই মনে হয় যেন তিনি তাঁহার ঘরের এক নিভৃত কোণে চৌকি টানিয়া আনিয়া, হৃদয়ের ভাব সমূহকে সংযত করিয়া লিখিতে বসিয়াছেন। বায়রণ, সেলি, বর্ডস্‌বর্থ প্রভৃতির কবিতা পড়িলে মনে হয় যেন, যথার্থই তাঁহারা আমাদিগের নিকটে হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিতেছেন—যেন তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি

আমাদের সম্মুখে ধারণ করিতেছেন। কিন্তু টেনিসনের দুএকটী কবিতা ভিন্ন কোন কবিতাতেই যেন তাঁহার নিজের ছবি দেখিতে পাই না, যেন তাঁহার নিজের কোনো কথা শুনিতে পাই না। তাঁহার কবিতা হইতে আমাদের সর্ব্বদাই মনে হয় যে, এইরূপ করা কর্ত্তব্য—এইরূপ করিলে জগতের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে ইত্যাদি। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয় যে, বায়রণ, সেলি প্রভৃতি কবিদিগকে প্রথমবার দেখিয়াই আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়, আপনার আত্মীয় বলিয়া আহ্বান করিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু টেনিসনকে সহসা ততটা আপনার বলিয়া যেন দেখিতে পারি না—কোথায় যেন একটু পর্দ্দার আড়াল থাকিয়া যায়।

THE RELIGION OF LOVE.
INTENDED FOR ALL SECTS AND CHURCHES.

BY A HINDU.

(Continued from the last but one number)

Chapter IX.
OF THE NEW BIRTH.

---

1. When, by constant communion with God, and constantly obeying His voice as expressed through conscience, a man becometh absolutely sinless and desireless and hath no object of desire but God, he is born again. When a man is born again, God becometh to him as a house with doors wide open.

2. As a man cannot be born without the preliminary pains of child-brith, so a man cannot be born again without the pains of religious discipline which is as difficult to undergo as to cross a path made by the edge of sharpened razors. To regulate every thought, every word, every action is a formidable task, but practice maketh it easy. We alluded to this regulating process in the first paragrph in the expression "constantly obeying His voice as expressed through conscience."

3. As a man's senses which did not come to exercise when he was in his mother's womb, do so as soon as he is born so a man's spiritual senses come into operation, when he is born again.

4. The man, who is born again, seeth God clearly with the eye of the soul, as the eye of the flesh doth objects interspersed in space. Before, he perceived Him dimly and communed with Him, though constantly, as if in partial darkness, now he seeth Him face to face. Only the pure in spirit and the desireless can see God as hath been said by the wise of old: "When one is freed from all heart-cherished desires the mortal becometh immortal (i. e. undergoeth a new birth) and fully eateth (enjoyeth) God even here." * The enjoyment of God alluded in this quotation from the Uponishad, of course implieth seeing Him. "The man, pure in nature, seeth the Being without parts in mood meditative." † "Blessed are the pure in spirit for they shall see God." ‡ As a man becometh less and less sinful and more and more desireless, is he more and more enabled to see God. When a man becometh entirely sinless and desireless and is born again, he fully seeth God even in this terrestrial state. He constantly enjoyeth God-Vision, the joy caused by which is inexpressible.

5. The man who is born again clearly heareth the voice of God, the Spiritual Tutor of the universe, exhorting him not to rest satisfied with the New Birth which is but the

* Kathopanishad,

† Mundakopanishad.

‡ New Testament.

commencement of true spiritual life but make greater and greater progress daily and hourly, in the path of religion. Such progress in divine communion and religious practice is infinite and will run through all eternity. By hearing this Voice, he ascendeth from one festival to a higher festival, from one heaven to a higher heaven, from one felicity to a higher felicity.

6. When a man is born again, he actually tasteth the sweetness of God as he doth that of honey and actually feeleth His sweet fragrance as he doth that of sweet-scented flowers.

"Thy sweetness has betrayed thee Lord!
Dear Spirit it is Thou,
Deeper and deeper in my heart
I feel Thee nestling now."

7. When a man is born again, he can actually touch God as a man doth his beloved friend while embracing him. The embrace of God giveth inexpressible pleasure. He is always in embrace with the human soul as the Soul of the soul, but we do not feel it sensibly until we are born again.

8. The man, who is sinless and desireless, hath no doubts, possesseth a completely well-regulated mind, and is devoted to doing good to all creatures, obtaineth new birth and ultimately *nirvana* or the extinction of self in God even in this terrestrial state.

9. The man, who is born again is born in a new world that is, the spiritual world. The regenerate man, though apparently moving and acting in this terrestrial sphere, actually liveth always in the spiritual world, witnessing and enjoying spiritual realities in the unbroken light of unfading rapture. What to other creatures is night is to him day; what to other creatures is day is to him night, though always moving and acting in the darkness of that night enlightened by the constant radiance of the Heavenly Lamp residing in his breast as the Soul of the soul. The new birth could be effected only by the Religion of Love. By the Religion of Love we are transferred from the bondage of fear to the freedom of fearlessness, from the bondage of matter to the supremacy of spirit, from corruption to incorruption, from death to immortality. It is the love of God only that can work these wonders. Love is the Alpha and Omega of Religion.

সংবাদ।

কালনা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু বিহারীলাল বন্দোপাধ্যায়ের পত্রে অবগত হওয়া গেল যে তথাকার বার্ষিক উৎসব এবার অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহার সারগর্ভ গভীর উপদেশে সকলেই উপকৃত হইয়াছেন। এবার লোকসমাগম পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। প্রাতঃকালের উপাসনাদি শেষ হইলে দীন দুঃখী আতুরগণকে অন্ন বস্ত্রাদি দান করা হইয়াছিল, আচার্য্যের উপদেশের সারাংশ বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিজ্ঞাপন।

স্বরলিপি।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

মাদ্রাজি ভজন—কাওয়ালি ;

২ ৪
।

।১।২´।৩।০।

১ পা॥ ২´ ৩ ০
গগা॥ গমপধা পমা। পা মপা। ধা পধা। না ধপা। মপা গা। -া গগা। গমা -গমপধা।
প্রণ ॥ মা মি,অ। না দি,অ। নন্ ত,স। না তন। পুরু ষ। — প্রণ। মা — ।

।-া -পমগা। -রা -পা। গমপ গা -রা। -সা -া -া -া। -া গগা॥ র্সর্সা র্র্সা। র্গর্গা র্র্সা।
।— — । ‥ —। মি —। — — — —। — (প্রণ)॥ নিখি ল,জ। গত পতি।

।র্সর্সা ধপা। র্সা -নর্সর্রা। র্সা -া। -া -া। -া -া। র্সর্সা র্র্সা। র্গর্গা র্র্সা। র্সর্সা ধপা।
।পর ম,গ। তি — , — —। — —। — —। নিখি ল,জ। গত পতি। পর ম,গ।

।র্সা র্সর্সা। র্সা ধধা। পপা ধপা। ধপা মগা। -া -া। -া গগা॥ ধা -পা। পা -মা।
।তি ম। হা ন। ভক ত,জী। বন ধন। — —। — (প্রণ)॥ ভূ —। মা —।

।মগা নরা। রা গা। মা পা। মা মগা। গা মা। রা -সা। ন্া সা। পা -পমা। মা পা।
। প্র ভু। প র। ম, ব্র। — হ্ম। প র। মা —। য় ন। কা —। র ণ।

।মা পা। ধা পধা। র্সা র্সর্সা। র্সা র্র্গা। র্গর্গা র্গর্মা। র্র্রা র্সর্সা। র্সধা ধপা। -া -া।
।শ র। ণা গত। বৎ সল। পূ র্ণ,স। ত্য সক। ল,দু -খ। বা রণ। — —।

।-া গগা॥ ধধা পধা। ধপা মগা। ধধা পধা। ধপা মগা। গগা গগা। গগা -গমা। ররা সসা।
।— (প্রণ)॥ ভব জল। ধি,ত রণ। শর ণ। অতি পবি। -ত্র শুভ। নিধা ন। অজ র,অ।

।সসা সসা। সা সা। গগা মপা। মগা মরা। গগা মপা। মগা মরা। গগা মপা। মগা মরা।
।ভয় অবি। না শী। সুর নর। বন দন। জগ চিত। র ঞ্জন। ভব ভয়। ভ ঞ্জন।

।গগা সন্া। সা -া। সা রগা। গা -মগা। রা গা। পহ্মা পধা। পা পপা। {সা রগা।
।বিত র,রু। পা —। দী -ন। না -থ। ক রু। ণা ময়। সু ন্দর। {দী ন

।গা মগা। রা গা। পহ্মা পধা। পা পপা। পা হ্মপা। ধা পপা। পপা ধপা। (র্সর্সা র্সর্সা
।না থ। ক রু। ণা ময়। সু ন্দর। প্রে ম। সি ন্ধু। মধু ময়। (নাহি উপ

।র্সা -র্সর্র্সা। -ননা ধঞ্চরা। -পা -া।)} র্সা র্র্গা। র্গর্গা র্গর্গা। র্গর্গা র্সর্রা। র্র্সা র্সর্সা। র্সা -া
।মা —। — —। — —।)} না ম,রূ। -প গুণ। অতী -ত। চিন্ ময়। অ —

।-নর্রা ননা। ধা -পা। পপা পা। পা -হ্মা। পগা গগা॥
।— স্ত। রে —। তো মার। আ —। সন (প্রণ)॥

ব্যাখ্যা।

আস্থায়ীতে গিয়া যেখানে থামিতে হয় এবং থামিয়া অন্য অন্তরা ধরিতে হয় তাহার শিরোদেশে যুগল ছেদ বসে। এখানে "পমা"র উপরে যুগল ছেদ বসিয়াছে। আস্থায়ীতে ফিরিয়া আসিবার সময় "পমা"র পরিবর্ত্তে "পা" হইবে। এইরূপ স্থলে স্বরের পরিবর্ত্তন হইলে, পরিবর্ত্তিত স্বরটি শিরোদেশে বসান হয়।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১ম ভাগ	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৶০
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	৻১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তবাহ্য	৻১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৻৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৶০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	/০
প্রবচন সংগ্রহ	/০
ব্রহ্মোপাসনা	/০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৶০
দশোপদেশ	॥০
মাঘোৎসব	।০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০
ধর্ম্মশিক্ষা	৶০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	/০
দুর্গোৎসব	/০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	/০
ব্রহ্মসঙ্গীত (সম্পূর্ণ ৮ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত ৮ম ভাগ	।০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০

	R. A. P.
A Discourse against Hero-making in Religion	" 12 "
Hindoo Theism	" 1 "
Theist's Prayer Book	" 1 "
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "

	মূল্য।
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸০
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২৲
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ (২য় সংস্করণ)	॥৶০
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	।০
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	/০
সার ধর্ম্ম	/১০
সার ধর্ম্ম (অনুক্রম)	/০
সেকাল আর একাল	॥০
তাম্বুলোপহার ১ম ভাগ	/০
ঐ ২য় ভাগ	/০
ব্রহ্ম সাধন	৶০

	R. A. P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	" 4 "
Brahmic Questions of the Day	" 6 "
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "
Adi Brahmo Samaj as a Church	" 3 "
A Reply to the Query, "What is Brahmoism?	" 4 "
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "
Science of Religion	" 4 "
Hindu Theists' Brotherly Gift to English Theists	" 4 "
Old Hindu's Hope	" 4

	মূল্য।
তত্ত্ববিদ্যা	১॥০
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৶০
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৶০
Ontology	1 " "
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৶০
বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড	১॥০
বেদান্ত প্রবেশ	১৲
সৃষ্টি	১৲
প্রলয় তত্ত্ব	॥০
পরলোকতত্ত্ব	১॥০
(বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড হইতে পরলোকতত্ত্ব পর্যন্ত) একত্রে লইলে	৫৲
হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ	১৲
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	১৲
অধিকারতত্ত্ব	।০
বিজ্ঞানামৃত	১৲
জীবনের সদ্ব্যবহার	॥০
উপহার (কাপড়ে বাধা)	।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১॥০
উদ্গীথ	।০

	মূল্য।
ধর্ম্মমালা	৶১০
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১৲
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৶০
ডায়েরী	।৹
বেদান্ত দর্শন (টীকা ও কালাবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদসহ) ৩৮ খণ্ড	১২৸৴০
পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট	২৲
সাঙ্খ্য সূত্র (টীকা ও অনুবাদসহ)	১॥০
সাঙ্খ্য-দর্শন ১ম ভাগ	৸০
সাঙ্খ্য-দর্শন ২য় ভাগ	৸০
চরিত্রানুমান বিদ্যা ১ম খণ্ড	॥০
অক্ষয়-চরিত (সচিত্র ও সমূলক)	।৶০
আদর্শ নারী	।০
বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাঁহার উপদেশ	/৫
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী	।০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৩৲
ঐ (পকেট এডিসন)	।০
ছায়াময়ী পরিণয়	॥০
পরমকল্যাণ গীতা	১৲
পরমকল্যাণ গীতা (হিন্দি)	১৲
শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত	॥০
পরাশর সংহিতা	॥০
শ্রীদারু ব্রহ্ম বা জগন্নাথ	॥০
হস্তামলক	৶০
সেন রাজগণ	॥০
জোয়ানের জীবন চরিত	॥০
Who is Christ ?	" " 6
Miracles, or the Weak Points of Revealed Religion.	" 8 "
সঙ্গীতমঞ্জরী	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা	॥৶০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	৶১০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	৶০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	১৲
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী (বাঁধান)	৩॥০
English Works of Raja Rammohun Roy Vol. 1	3 " "
Do. Vol. 11	5 " "
হিন্দুধর্ম্ম নীতি	১৲
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র (তাৎপর্য্য সহিত)	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা	৲১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	/০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান জনসমাজের সম্বন্ধ	/০
উপদেশ	৲১০
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার	৲১০
বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ক মনুর মত	।০

	মূল্য
নীতি-কবিতাবলী	।০
নীতি পদ্য	/০
নীতি প্রভা	৶০
প্রকৃত ধর্ম্ম পথ	৲১০
ব্রহ্মজ্ঞান	৲১০
Hinduism	4 "
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি (হিন্দি)	/০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড (বাঙ্গালা)	৶০
গৃহকর্ম্ম	।০
ধর্ম্মদীক্ষা	/০
সঙ্গীত মুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে	।০
ঐ তৃতীয় ভাগ	।০
ঐ চতুর্থ ভাগ	।৶০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
প্রশ্নমঞ্জরী	॥০
প্রভাত-কুসুম	।/০
কুমারশিক্ষা	।০
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	।৶০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত	১৲
পুনর্জ্জন্ম আছে কি না ?	/০
পঞ্চোপনিষৎ	॥০
মহাত্মা রামমোহন রায় (পদ্য)	৲১০
একতারক্ত কাব্য	৶১০
Memoir of Raja Ram Mohan Roy	1 " "
Universal Religion	" 8 "
Band of Hope	" 1 "
ধর্ম্ম পরিচয় ১ম ভাগ	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	॥০
বক্তৃতা মঞ্জরি	৶০
সূত্র-নিপাত (বৌদ্ধধর্ম্ম)	১॥০
উপষ্টন্ত (ঐ)	।/০
চিন্তা বিন্দু	৶১০
বালক বন্ধু	/০
তত্ত্ব বিচার	।৶০
সুরাপান বা বিষপান	॥০
স্বর্গের চাবি ৶০ } একত্রে লইলে	
পারের নৌকা ৶০ }	৶০
হরিলীলা ১—৪র্থ ভাগ	১৶০
বনফুল	।/০
দেবতত্ত্ব	॥০
মনোহর শায়ী ব্রহ্মসঙ্গীত	।০
Essay on happiness	" "
History of Warren Hastings	" "
দামিয়েনের জীবনচরিত	॥০
কমলাকান্ত পদাবলি	৸০
আহার বিজ্ঞান	/০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প (২য় সংস্করণ)	।৶০
আর্য্যাবর্ত্ত (জনৈক হিন্দু মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত)	॥০
পাগলের—পাগলামি	।০

ত্রয়োদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

৫৯৩ সংখ্যা — ১৮১৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৯। কলিগতাব্দ ৪৯৯৩। ১ পৌষ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।৶০। ডাক মাশুল।৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

অনেকের বিশ্বাস এই যে আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে বাহিরের কাজ লওয়া হয় না। পূর্ব্বে যদিও এইরূপ ছিল বটে কিন্তু আজ কাল আমরা আদরের সহিত বাহিরের কাজ গ্রহণ করিয়া থাকি, সুলভ মূল্যে ও অতি যত্নের সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করি। এই যন্ত্রালয়ের মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে "সাধনা" "তত্ত্ববোধিনী" ও শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত বোম্বাইচিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দিগের প্রণীত গ্রন্থাবলী বিশেষ পরিচয় স্থল। অপরাপর বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জ্ঞাতব্য।

কলিকাতা।
আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়।

শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
সহঃ সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদের গত চৈত্র পর্য্যন্ত মূল্য ও মাশুল নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারাও বর্ত্তমান শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিলে পরম উপকৃত হইব। আশাকরি এই বিষয়ের জন্য পুনরায় পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতে হইবে না।

সহঃ সম্পাদক।

সাধনা।

প্রথম বর্ষ।

প্রথম ভাগ।

(অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ।)

কাপড়ের বিলাতী বাঁধাই।

মূল্য ১৸৹ টাকা। মাশুল সমেত ২ টাকা।

থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানী, ২০১ কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট বেঙ্গল মেডিকাল লাইব্রেরী, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয় ও ৫৫ চিতপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য।

এটা কোন্ যুগ?

মূল্য ৵৹ এক আনা ডাঃ মাঃ ১০ পয়সা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর প্রণীত।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে ও ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

ত্রয়োদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩

৫৯৩ সংখ্যা | ১৮১৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভাগবত ব্যাখ্যা।

ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে প্রহ্লাদোক্তি।

নিরর্থক ক্রিয়াকাণ্ডে এবং বৃথা জল্পনায় যাহারা আয়ুঃক্ষয় করিতেছে, প্রহ্লাদ দয়ার্দ্র-চিত্তে তাহাদিগকে কহিতেছেন—

'কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদং।'

'ইহ মনুষ্যজন্মনি ধর্ম্মান্ আচরেৎ' এই মনুষ্য জন্মে ধর্ম্মাচরণ করিবে, যে হেতু ইহা অর্থদ। এমন মনবুদ্ধি, এমন চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব, এমন বলবীর্য্য, এমন কার্য্যক্ষমতা অন্য কোন জন্মে নাই, সুতরাং এই মনুষ্যজন্ম অর্থদ; তাই সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন 'এমন মানব জমি রইলো পতিত আবাদ কল্লে ফল্‌তো সোণা' ফলতঃ ইহাকে কাজে লাগাও দেখিতে পাইবে কি ফলিতে পারে। কিন্তু 'কৌমারে এব' কৌমার কালেই ধর্ম্মাচরণ করিবে 'যতো অধ্রুবং' যেহেতু এই জন্ম অধ্রুব অনিত্য। তুমি মনে করিও না যে, এখন এই ভোগায়তন দেহে কেবল ভোগসাধনই করি পরজন্মে না হয় ধর্ম্মাচরণ করিব; এজন্য কহিলেন 'যতো দুর্লভং'—কে বলিতে পারে এই রূপ নৃদেহ আবার লাভ হইবে। ফল কথা এই যে, এই দেহে ধর্ম্মসাধনই করিবে, সুখার্থ-প্রয়াস কখন করিবে না।

সেই ধর্ম্মও আবার বিশেষিত করিয়া বলিতেছেন 'ভাগবতান্ এব ধর্ম্মান্' এস্থলে শ্রীধরস্বামী কহিলেন 'নতু কাম্যান্' ভাগবৎধর্ম্মই সাধন করিবে, অনিত্য-ফল কাম্য কর্ম্ম কদাচ করিবে না। এই কথার একটু তাৎপর্য্য আছে। আমি কর্ত্তা, এই কর্ম্ম-জন্য ফল আমার হইবে এইরূপে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি হয়; আর ইহার ফলও ক্ষয়শীল; বিশেষত উক্ত কর্ম্মে ব্রাহ্মণত্বাদি জাত্য-ভিমান অপেক্ষিত আছে; এই হেতু কাম্য কর্ম্ম নিষেধ করিয়া ভাগবৎধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ এইটী জ্ঞানপথ। শ্রবণমননাদিনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রই এই পথ আশ্রয় করিতে পারে। এমন কি অনা-শ্রমীরও ইহাতে অধিকার এবং ইহার ফল অক্ষয়। ফলত বিশ্বজনীন বা সর্ব্ব-সাধারণ যদি কোনও ধর্ম্ম থাকে তাহা এই ভাগবৎধর্ম্ম। সাক্ষাৎ ব্রহ্মই ইহার আরাধ্য এবং ইন্দ্রিয়াদি-সংযমই ইহার সাধন।

এই ভাগবৎ ধর্ম্ম কিরূপে আচরণ করিবে পরশ্লোকে তাহা কথিত হইতেছে।

'যথাহি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণং।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ।'

'ইহ পুরুষস্য বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণং শ্রেয়ঃ' সেই সর্ব্বব্যাপী পুরুষের শরণাপন্ন হওয়াই শ্রেয়। 'যস্মাৎ এষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মা ঈশ্বরঃ সুহৃৎ' যেহেতু ইনি সর্ব্বভূতের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃৎ। আমরা যে কোন পার্থিব বস্তুতে প্রীতিস্থাপন করি তাহা ক্ষয়শীল; ধনই বল, পুত্রই বল, জীবনই বল আর যৌবনই বল, কোনটাই স্থায়ী নয়। এখানে শতদল পদ্ম ঝরিয়া যাইবে বলিয়াই শ্রী-সৌন্দর্য্যে সরোবরে ফুটিয়া উঠে। চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্না অস্ত যাইবে বলিয়াই মাধুরী বর্ষণ করে। তাই প্রহ্লাদ বলিলেন তিনিই প্রিয়। প্রিয় ভাবিয়া তাঁর পদানত হও। ইহাতে কোন পার্থিব অধিকারের ন্যায় কখন কোন বিচ্যুতিভয় থাকিবে না।

যদি বল তিনি কোন্ সুদূর লোকে আছেন কিরূপে তাঁর দেখা পাই? না, এরূপ ভাবিও না, 'এষ আত্মা' ইনি তোমার আত্মার আত্মা। আর আর সমস্তই তোমা হইতে খানিকটা অন্তর কিন্তু তিনি তোমার অতি নিকট। 'তদিহান্তিকে চ' তিনি অন্তরতর অন্তরতম। এই প্রসঙ্গে কোনও সাধু বলিয়াছেন

ধিক্‌ধিক্ জীবন ব্রহ্ম ন জানো, হৃদয়দেশমে সো ন উপাস, পাশ্ দূর কর্ মানো?

তিনি তোমার হৃদ্দেশে, তোমার অন্তরে, পার্শ্বটীকে কি তুমি দূর করিয়া বুঝ? তাই প্রহ্লাদ কহিলেন 'এষ আত্মা'; তাঁর জন্য গভীর সমুদ্রগর্ভ, কি ঘোর অরণ্য, কি অত্যুচ্চ গিরিশিখর, কি দূরাৎ সুদূর কোন অলক্ষিত দেশ, কোথাও যাইতে হয় না; তিনি তোমার অন্তরে। সুতরাং নিকট বলিয়াও তাঁরই শরণাপন্ন হও।

যদি বল ইহাতে ইষ্টাপত্তি কি? আছে। 'এষ ঈশ্বরঃ' ইনি ঈশ্বর। তোমার সর্ব্ববিষয়ের প্রভু, হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। ইহাঁর এক হস্তে বর ও অভয় অন্য হস্তে উদ্যত বজ্র। মুখের একদিকে প্রসন্নতার জ্যোৎস্নাচ্ছবি, অন্য দিকে ভ্রূকুটীকুটিল ভীষণ রুদ্রভাব। তুমি সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ইহাঁর হও, ইনি বরাভয় তোমার মস্তকে বর্ষণ করিবেন। আর অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার বেগে ইহাঁ হইতে দূরে গিয়া পড়, ইনি কঠোর বজ্রাঘাতে তোমার হৃদয় শতধা চূর্ণ করিয়া দিবেন। এই তাঁহার ঈশ্বরত্ব। তুমি ঈশ্বরবোধেও তাঁর শরণাপন্ন হও।

এখন বলিবে সমুদ্রে রত্নও আছে আবার ভীষণ জলজন্তুও আছে, এই কমনীয় ভাব ও ভীমভাব উভয়ের মিশ্রণে সমুদ্র অভিগম্যও বটে আবার অধৃষ্যও বটে। না, এইরূপ অলীক আশঙ্কায় তুমি ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইও না। যেহেতু 'এষ সুহৃৎ' ইনি তোমার সুহৃৎ। তোমার সুখে তোমার দুঃখে যিনি সুখী ও দুঃখী বাস্তব পক্ষে তিনিই সুহৃৎ। পার্থিব সুহৃদের এইরূপই নির্দ্দেশ। কিন্তু একবার সেই চরম কাল—সেই অন্তিম কাল স্মরণ কর, যখন চির অমারজনীর ঘোর অন্ধকারে তোমার চক্ষের দুইখানি কবাট পড়িয়া যাইবে, যখন আত্মীয় বন্ধু সকলে তোমার এই নিস্পন্দ অসাড় দেহ নিতান্ত অনাথের ন্যায় শ্মশানে ফেলিয়া বাষ্পাকুললোচনে গৃহে ফিরিবে, যখন সকলেই অপবিত্র বোধে আর তোমায় স্পর্শমাত্র করিবে না, সেই দিনে—সেই শেষ দিনে

যে অনাথের নাথ মাতৃস্নেহে আপনার সুশীতল ক্রোড়ে তোমায় জুড়াইবার স্থান দিবেন, অনন্ত পথের সহায় হইয়া তোমায় সান্ত্বনা করিবেন তিনিই তোমার প্রকৃত সুহৃৎ। এই সুহৃৎবোধেও তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও। মনে করিতে পার যৌবনে না হয় বিষয় সম্ভোগ করি পরে বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের আরাধনা করিব। ফলত এইটী বড় ভ্রম। তাই প্রহ্লাদ কহিতেছেন,

'সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাং।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাৎ যথা দুঃখমযত্নতঃ।'

দেখ দেহসম্বন্ধ হেতু যেমন দুঃখ অযত্নলভ্য সেইরূপ ইন্দ্রিয়জন্য সুখ শূকর কুক্কুরাদির ন্যায় মনুষ্যের পক্ষে সহজলভ্য। 'অতস্তদর্থং প্রয়াসো ন কর্ত্তব্যঃ' অতএব তজ্জন্য প্রয়াস পাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 'যতঃ আয়ুর্ব্যয় পরং' এই প্রয়াস হইতে কেবল আয়ুক্ষয়ই হয়। আর 'ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজং' মুক্তিদাতা ঈশ্বরের চরণসেবায় যেরূপ শ্রেয় লাভ হয় ইহাতে কদাচ সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব হে দৈত্য বালকগণ! যাবৎ এই দেহ পুষ্কল থাকে, যাবৎ অক্ষম না হয় তাবৎ শ্রেয়ের নিমিত্ত যত্ন করিবে।

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইল 'যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরং' ইন্দ্রিয়সুখ প্রয়াসে কেবল আয়ুঃক্ষয়ই হয়। এক্ষণে আয়ুর ব্যয়-ক্রম স্পষ্টরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। 'পুংসো বর্ষশতং হ্যায়ুস্তদর্দ্ধং চাজিতাত্মনঃ' একেই তো পুরুষের শত বর্ষ আয়ু, 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ' আবার অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির তাহারও অর্দ্ধেক, যেহেতু "নিষ্ফলং যদসৌ রাত্র্যাং শেতেহন্ধং প্রাপিতস্তমঃ" সে রাত্রিটা ঘোর গভীর সুষুপ্তির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া নিরর্থক কাটাইয়া ফেলে, কাজেই অর্দ্ধেক। আবার তাহার মধ্যে 'মুগ্ধস্য বাল্যে কৈশোরে ক্রীড়তো যাতি বিংশতিঃ' বাল্যের মোহ ও কিশোর অবস্থার ক্রীড়ায় কুড়ি বৎসর যায়। 'জরয়া গ্রস্তদেহস্য যাত্যকল্পস্য বিংশতিঃ' পরে যখন জরার অধিকারে ক্রমশঃ অথর্ব্ব হইয়া পড়ে তাহাতেও আর কুড়ি বৎসর যায়। অবশিষ্ট যে টুকু থাকে 'দুরাপূরেণ কামেন মোহেন চ বলীয়সা, শেষং গৃহেষু সক্তস্য প্রমত্তস্যাপযাতিহি,' সংসারাসক্তির মত্ততা, অতৃপ্ত কাম ও বলীয়ান মোহে অপগত হয়। এই তো আয়ুর ব্যয়ক্রম।

ভাল,না হয় স্বীকার করিলাম মনুষ্যের যেন এইরূপই ঘটে কিন্তু এই ভোগের অবস্থাতেও কি তাহার বৈরাগ্য সম্ভবিতে পারে না? না কখনই না;

'কো গৃহেষু পুমান্ সক্তমাত্মানমজিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্নেহপাশৈ দৃঢ়ৈর্বদ্ধমুৎসহেত বিমোচিতুং।'

বল দেখি, কোন্ অজিতেন্দ্রিয়* পুরুষ গৃহাসক্তি হইতে সুদৃঢ় স্নেহপাশ হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারে? 'কোন্বর্থতৃষ্ণাং বিসৃজেৎ' কে অর্থতৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারে? 'যং ক্রীণাত্যসুভিঃ প্রেষ্ঠৈস্তস্করঃ সেবকো বণিক' তস্কর সেবক ও বণিক প্রিয়তর প্রাণহানি স্বীকার করিয়াও যাহা ক্রয় করিয়া থাকে সেই অর্থতৃষ্ণা কে ত্যাগ করিতে পারে? কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে অনুকম্পিতা প্রেয়সীর নির্জনসঙ্গ ও প্রীতিকর আলাপ বিস্মৃত হইতে পারে? কোন্ ব্যক্তি শিশুস্নেহে বদ্ধ হইয়া তাহাদের সেই সুমিষ্ট ও অস্ফুট কথা ভুলিতে পারে? কে সুহৃৎপ্রেম বিস্মৃত হয়? দীন পিতা মাতা,

* পর পর কএকটী কর্ত্তৃপদ 'অজিতেন্দ্রিয়' এই বিশেষণযুক্ত বুঝিয়া লইতে হইবে।

ভগিনী ভ্রাতা, শ্বশুরগৃহগতা হৃৎপুত্তলী কন্যা ও পুত্রকে কে ভুলিয়া থাকিতে পারে? নানা উপকরণে সুসজ্জিত গৃহ, কৌলিক বৃত্তি এবং পশু ও ভৃত্যকে কে অন্তর করিয়া রাখিতে পারে? ফলত যদিচ কামনা অতৃপ্ত তথাচ ইহারা লোভ প্রযুক্ত ক্রমশই আপন কর্ম্মজালে বদ্ধ হয় এবং তাহা হইতে বাহির হইবার বিন্দু-মাত্রও পথ রাখে না।

যদি বল কামনার যদি তৃপ্তিই নাই তবে তো দোষ দর্শনে মনে সম্পূর্ণই বৈ-রাগ্য আসিবার সম্ভাবনা? না, 'ঔপস্থ্য জৈহ্বং বহুমন্যমানঃ' ইহারা আহার বিহা-রের সুখকেই অধিক করিয়া মানে, কাজেই মোহ যার পর নাই প্রবল; এ অবস্থায় ইহাদের বৈরাগ্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই সমস্ত লোক স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের মোহে নিজের আয়ু যে বিশেষ রূপে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে তাহা কোন মতে বুঝে না, প্রত্যুত স্ত্রী পুত্র লইয়াই ইহাদের আরাম। বলিতে কি, ইহারা পরস্বাপহরণের দোষ সম্পূর্ণই জানে কিন্তু অর্থতৃষ্ণা এমনি প্রবল যে পরিশেষে কেবল এই স্ত্রীপুত্র পোষণের নিমিত্ত চৌর্য্য-বৃত্তিও স্বীকার করিয়া থাকে; কারণ ইহারা অত্যন্ত অজিতেন্দ্রিয় ও অতৃপ্তকাম। ইহাদের স্ব-পর এই ভেদভাবটি এত বলবৎ যে ইহারা তৎপ্রভাবেই অন্ধকার হইতে ক্রমশঃ ঘোর অন্ধকারে প্রবেশ করে। এখন ভাবিয়া দেখ অজিতেন্দ্রিয়ের এইরূপ বিষ-য়াসক্তি অতিমাত্র উদ্রিক্ত হইলে বৈরাগ্য কোনও মতে সম্ভব নয়। অতএব হে দৈত্য বালকগণ! 'যতো ন কশ্চিৎ ক্বচ কুত্রচিৎ বা' যখন বিষয়াসক্তি হইতে কেহই আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারে না তখন এই কৌ-মার কালেই 'উপেত নারায়ণমাদিদেবং' সেই আদিদেবের শরণাপন্ন হও। যদি বল 'অসামর্থ্যে হেতুঃ' বিষয়াসক্তি হইতে কেন বিমুক্ত হইতে পারে না? প্রত্যুত্তরে কহিতেছেন 'অলং দীনঃ, ইহারা অত্যন্ত স্ত্রৈণ, 'অতঃ কামদৃশাং বিহারক্রীড়ামৃগঃ' এই হেতু কামিনীদিগের ক্রীড়ামৃগ, ক্রীড়া-সাধন মৃগ; আরও 'যন্নিগড়ো বিসর্গঃ' যাদের গর্ভজাত পুত্রাদি ঐ সমস্ত পুরুষের নিগড় শৃঙ্খলতুল্য হয় (অর্থাৎ পায়ের দড়ি হয়) এই কারণেই উহারা বিষয়াসক্তি পরিত্যাগে অসক্ত। অতএব তোমরা বিষয়সঙ্গীর সঙ্গ দূর করিয়া সেই আদি-দেবের শরণাপন্ন হও, কারণ তিনি বিষয়-বিমুক্ত ব্যক্তির সুদুর্লভ। যদি বল 'বালা নামস্মাকং তদ্ভজনমশক্যং' আমরা বালক, ঈশ্বরকে ভজনা করা আমাদের সাধ্য নয়, এই কথার প্রত্যুত্তরে কহিতেছেন

'নহ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ'

হে অসুর বালকগণ! ঈশ্বরকে প্রীত করা বহু প্রয়াসসাধ্য নয়, কারণ

'আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ'

তিনি সর্ব্বপ্রাণির আত্মার আত্মা এবং সর্ব্বত্রই সিদ্ধ—নিত্য সিদ্ধ। এই সমস্ত ভূত ভৌতিক সৃষ্টিতে সেই অবিনাশী ঈশ্বর আত্মস্বরূপে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, আর তিনি নিত্য সিদ্ধ, যাগযজ্ঞাদির ন্যায় সাধ্য নহেন, তাঁহাকে কোনরূপ প্রক্রিয়ায় করিয়া লইতে হয় না, তিনি নিত্য সিদ্ধ পদার্থ। ভাগবৎপ্রধান প্রহ্লাদ নিজের সহজ ও সরল বিশ্বাসে বলিলেন এমন সহজলভ্য বস্তুর আরাধনা কেন বহু আয়াস-সাধ্য বলিয়া বুঝিতেছ। অতএব তো-মরা আসুর ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'সর্ব্বেষু ভূতেষু দয়াং কুরুত সৌহৃদং' সমস্ত জীবে দয়া ও মৈত্রী স্থাপন কর, 'যয়া তুষ্যত্য-ধোক্ষজঃ' ইহাতেই ভগবান প্রীত হইবেন।

এই তো প্রহ্লাদের উপদেশ। ইহাতে তিনি দুইটী কথা বলিলেন, প্রথম যাগ যজ্ঞাদি ত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের আরাধনা কর। ঈশ্বরের মুখ্য আরাধনা তাঁহাতে প্রীতি আর তৎসৃষ্ট প্রাণীতে প্রীতি। 'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনং' এই প্রিয় কার্য্যই সর্ব্বত্র মৈত্রীস্থাপন। দ্বিতীয় কথা বজ্র-গম্ভীর স্বরে বলিলেন 'কৌমার এবাচরেৎ ধর্ম্মান্' বাল্যেই ধর্ম্মাচরণ করিবে। তিনি সর্ব্বতঃপ্রসারিত দৃষ্টিতে দেখিলেন যৌবনের ভোগলালসা ধর্ম্মের মর্ম্মসন্ধি পর্য্যন্ত ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, অথচ যৌবনের কর্ম্মিষ্ঠতার উপর যথেষ্ঠ ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি অপেক্ষা করে। তাই তিনি বলিলেন বাল্যেই ধর্ম্মাচরণ করিবে। কারণ বালকের চিত্ত স্বভাবতই নতিপ্রবণ। যে দিকে লওয়াও সহজেই সেই দিকে যায়। কোন অচিরজাত বৃক্ষশাখা বা লতাকে অক্লেশেই উন্নত বা অবনত করা যায় কিন্তু পরিপাক-দশায় তাহা দুর্ণময়ীয়। বাল্যে মনকে ধর্ম্মপ্রবণ করিয়া দেও, পার্থিব নশ্বরতা অনুক্ষণ দেখাইয়া দেও, ঈশ্বরই সেব্য এই ভাব পরম যত্নে জাগরূক করিয়া তুল দেখিবে যৌবনসুলভ মোহমদিরা কিছুতেই তাহাকে টলাইতে পারিবে না; শত সহস্র প্রবল উপায়ও বাল্যের বদ্ধমূল সংস্কার বিলুপ্ত করিতে পারিবে না। তখন দেখিবে যৌবনের বিষয়সঙ্গ অবশ্যই ঘটিবে কিন্তু তাহার তুচ্ছফলতা ও নৈসর্গিক নশ্বরতা যুবার মনকে বহুল পরিমাণে উদাসীন করিয়া রাখিবে। তদবস্থায় যে ভোগ তাহা ঔদাস্যের বিষয়-ভোগ। যে প্রীতি ঈশ্বর সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়াছে স্ত্রী পুত্র ধন ঐশ্বর্য্যের পার্থিব কালিমা আর তাহাকে মলিন করিতে পারিবে না। তাই প্রহ্লাদ মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন 'কৌমার এবাচরেৎ ধর্ম্মান্' বাল্যেই ধর্ম্মাচরণ করিবে।

তিব্বতে ভারতীয় গ্রন্থকার।

এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম স্বীয় উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ হইতে নানা কারণে তাড়িত হইয়া তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাহারা তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিল। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সময়ে অনেক ভারতীয় বৌদ্ধও তিব্বত প্রভৃতি দেশে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তিব্বতীয় ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থরচনা এবং পূর্ব্বতন অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদও করিয়াছিলেন। সেগুলি এখনও তিব্বতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শাক্যসিংহের রাহুলা, কাশ্যপ, উপালি, ও কাত্যায়ন নামে চারিজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। তন্মধ্যে রাহুলা বুদ্ধদেবের পুত্র। ইহাঁর শিষ্যগণ চারিটি ভিন্ন উপাসকমণ্ডলীতে বিভক্ত। বৃক্ষপত্র এবং মণিমণ্ডিত উৎপল পদ্ম ইহাদিগের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় মুক্তিসূত্র পাঠ করিয়া থাকেন। তাঁহারা জাগতিক বস্তুমাত্রেরই অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন (অর্থাৎ মায়াকল্পিত বলিয়া স্বীকার করেন না।) তাঁহাদের সামাজিক পরিচ্ছদে নয়টা হইতে পঁচিশটা পর্য্যন্ত ছিন্ন বস্ত্র সংযুক্ত থাকে।

কাশ্যপ জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইহাঁর শিষ্যগণ ছয় উপমতাবলম্বী; তাঁহারা মুক্তি-মন্ত্রটী কোন অপভ্রংশ ভাষায় পাঠ করেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদে তিনটী হইতে তেইশটী পর্য্যন্ত ছিন্নবস্ত্র সংযুক্ত থাকে এবং

তাঁহারা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন স্বরূপে শঙ্খ ধারণ করিয়া বেড়ান।

উপালি শূদ্র। ইহাঁর শিষ্যমণ্ডলী তিন ভাগে বিভক্ত। তাঁহারা মুক্তিমন্ত্র পৈশাচিক (শবর ও চাণ্ডালদিগের) ভাষায় পাঠ করেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদে পাঁচ হইতে একুশটী পর্য্যন্ত ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড সংলগ্ন থাকে।

কাত্যায়ন জাতিতে বৈশ্য ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাঁহারা মুক্তিসূত্র চলিত ভাষায় পাঠ করিয়া থাকেন। উপরোক্ত সম্প্রদায়ের ন্যায় তাঁহারাও পাঁচ হইতে একুশটী পর্য্যন্ত ছিন্ন বস্ত্র পরিচ্ছদে সংযুক্ত করেন। তদতিরিক্ত সাম্প্রদায়িক চিহ্ন স্বরূপে তাঁহারা পরিচ্ছদের উপর চক্রচিহ্ন ধারণ করেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বেই কতকগুলি শাখাসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রধানতঃ চারিটি তিব্বতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে—(১) বৈভাষিক, (২) সৌত্রান্তিক (৩) যোগাচার্য্য এবং (৪) মাধ্যমিক। রাহুলা প্রভৃতি প্রবর্ত্তিত পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় সকল বৈভাষিক মতের অন্তর্গত। বৈভাষিকগণ শাস্ত্রের প্রত্যেক বাক্য চলিত অর্থে রক্ষা করেন; তাঁহারা শাস্ত্রের প্রতি কথাই বিশ্বাস করেন এবং তর্কের দিক্ দিয়াও যান না।

সৌত্রান্তিকগণ কেবল সূত্রের অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণী শাস্ত্রে লিখিত সূত্রপ্রমাণ দ্বারা সকল বিষয় সিদ্ধ করিবেন, অপর শ্রেণী শাস্ত্রীয় সূত্রোক্ত যুক্তি দ্বারা সকল বিষয় প্রমাণ করিতে চাহেন।

যোগাচার্য্য সম্প্রদায় নয় শ্রেণীতে বিভক্ত। এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ সমূহের অধিকাংশ আর্য্যসঙ্গ কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া জনশ্রুতি আছে। সসিকা ফুল ইহাঁদিগের সাম্প্রদায়িক নিদর্শন।

বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের চারি শত বৎসর পরে নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক মাধ্যমিক মত প্রচারিত হয়। আর্য্যদেব ও বুদ্ধপালিত ইহাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন। চন্দ্রকীর্ত্তি নাগার্জ্জুন-বিরচিত গ্রন্থের ভাষ্য এবং অন্যান্য নানা গ্রন্থ লেখেন। সমস্ত তিব্বতে এই সকল গ্রন্থ দ্বারা মধ্যমিক মত বিষয়ক অনেক জটিল বিতর্ক মীমাংসিত হয়।

ধর্ম্ম বিষয়ক ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও ভারতীয় গ্রন্থকারগণ তিব্বতে যাইয়া নানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। জনৈক ব্রাহ্মণ গুরু কর্ত্তৃক "পদ্মা-থান-য়িক" নামে ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়। "ক-থাংদি-না" নামে অন্য একখানি গ্রন্থে তিনি বুধাদি রাজন্য ও রাজমহিষীগণের জীবন চরিত লেখেন। তারানাথ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি বোধ হয় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমানগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হওয়াতে তিব্বতে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইনি লামা উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি শাক্যসিংহের "শত কর্ম্ম" সংগ্রহও প্রকাশ করেন। অন্য এক জন গ্রন্থকর্ত্তার নাম রামচন্দ্র। ইনি 'পাণি-ব্যাকরণ' অর্থাৎ পাণিনির ব্যাকরণ ও 'মহাভাণ'(মহাভাষ্য?) এই গ্রন্থদ্বয়ের সারসংগ্রহ করেন। চতুর্বিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত একখানি ব্যাকরণ ও বিংশ অব্যয় ও অক্ষর সম্বন্ধে একখানি ভাষ্য লেখেন। ধর্ম্মপাল নামে অপর এক ব্যক্তি অক্ষর সম্বন্ধে অন্য একখানি পুস্তক রচনা করেন। ধর্ম্মপাল ও বুদ্ধপ্রিয় কাঞ্চিপুরে (আধুনিক কাঞ্জিবেরমে) জন্মগ্রহণ করেন। 'চন্দ্রেপ' নামক গ্রন্থের রত্নমালী নামক

জনৈক ভাষ্যকার। সুভাষকীর্ত্তি, পূর্ণচন্দ্র, দূরসিং প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় আচার্য্যগণ শিক্ষা বিষয়ক বহু পুস্তক রচনা করেন। সাধু কীর্ত্তি দ্ব্যর্থবোধক শব্দাবলী সংগ্রহ করেন।

ভারত হইতে শুধু যে পার্ব্বত্য তিব্বত জ্ঞানালোক পাইয়াছিল এমত নহে, চীন,জাপান, বালি ও যব দ্বীপ, এবং শ্যাম, ব্রহ্ম এমন কি দক্ষিণ আমেরিকা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সকাশে অপরিশোধনীয় চির ঋণে ঋণী। শ্রীজ্ঞানদীপঙ্করকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য কত রাজচক্রবর্ত্তী এক সময়ে কত আরাধনা করিয়াছিলেন। আজ সে দীপঙ্করই বা কোথায়? নালন্দার (আধুনিক বড়গাঁর) মঠে এক সময়ে সুবিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হুএন সাং গমন করিয়াছিলেন। এখন সে নালন্দাও নাই এবং সে দানশাল ও উৎসাহশীল রাজা শিলাদিত্য এবং সে শিক্ষাগুরু শীলভদ্রও নাই।

স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠ।

আমাদিগের দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে স্ত্রীলোক ও শূদ্রাদির বেদাদি শাস্ত্র পঠন পাঠনের অধিকার নাই,এমন কি প্রণব বা বেদমন্ত্রাদি শূদ্রের সম্মুখে উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য নহে; এবং যে স্থানে প্রণব বা বেদমন্ত্রাদি উচ্চারিত হয় তথা হইতে শূদ্রের প্রস্থান করা বা কর্ণে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া কর্ণদ্বার রুদ্ধ করা উচিত; নচেৎ মহাপাতকগ্রস্ত হইতে হয়। এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। কোন কোন নবীন গ্রন্থে"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" অর্থাৎ স্ত্রীলোক শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুগণ বেদাদি শ্রবণ করিবার উপযুক্ত নহেন, ইত্যাদি প্রমাণ লিখিত আছে। এখন বক্তব্য এই যে যদি কেহ চারিবেদ বা ব্রাহ্মণগ্রন্থ মধ্যে উক্তরূপ মর্ম্মের মন্ত্র বাহির করিতে পারেন তবে তাঁহার কথা গ্রাহ্য হইতে পারে। পরন্তু চারিবেদ বা ব্রাহ্মণগ্রন্থ মধ্যে কোন স্থানেই এরূপ মর্ম্মের মন্ত্র নাই বরং ইহার বিপরীত অর্থের মন্ত্র ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। আরও শ্রুতির প্রমাণের বিরুদ্ধে অসংখ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

প্রথমতঃ বেদাদি শাস্ত্রের পঠন পাঠন ও ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশে যে স্ত্রীজাতির অধিকার আছে তাহা বৈদিক ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। যথা—ঋগ্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণ গ্রন্থে গার্গি ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মোপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ দুই চারিটী এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি। অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কম প্রাণমমুখমমাত্রম্।"

"যো বা এতদক্ষরং গাগ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সঃ ব্রাহ্মণঃ। শতপথ ব্রাহ্মণ।

"সাহোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।"

"সহোবাচ ন বা অরে পত্যুঃকামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। নবা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়ো ভবতি। নবা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিযাভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়াভবন্তি * * * নবা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়াত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদংং সর্ব্বং বিদিতং"

"য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোন্তরোযমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরম্। আত্মনোন্তরোযময়তি সত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥" বৃহদারণ্যক।

হে গার্গি ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবিদেরা যাঁহাকে অভিবাদন করেন তাঁহাকেই অবিনাশী ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। সেই ব্রহ্ম স্থুল, অণু, হ্রস্ব বা দীর্ঘ কিছুই নহেন। তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতম, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অকর্ণ ও অবাক্। তিনি মনোবিহীন, প্রাণ ও মুখাদি বিহীন ও তিনি অনুপমেয়। হে গার্গি, যে ব্যক্তি সেই অবিনাশী পরমেশ্বরকে জ্ঞাত না হইয়া এই জগৎ হইতে অবসৃত হন সেই ব্যক্তিকে কৃপণ বা দীন বলিয়া জানিবে। আর যে মহাত্মা সেই অবিনাশী ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া জগৎ হইতে অবসৃত হন তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ।

মৈত্রেয়ী কহিলেন হে দেব! যদ্দ্বারা আমি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হই তদ্বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন হে মৈত্রেয়ি! জায়া সম্বন্ধে পতি,পতিত্ব হেতু প্রিয় হন না পতি দ্বারা নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়াই জায়ার পক্ষে পতি প্রিয় হন এই জন্যই স্বামীরও স্ত্রী প্রিয় হইয়া থাকেন। পুত্রের জন্য পুত্র প্রিয় হয় না নিজ প্রয়োজন সাধন জন্য মনুষ্যের পুত্র প্রিয় হইয়া থাকে ইত্যাদি। এইরূপে সমস্ত পদার্থই আপন অভিপ্রায় সাধন জন্যই প্রিয় হইয়া থাকে, পদার্থ জন্য কদাপি পদার্থ প্রিয় হইতে পারে না। অতএব হে মৈত্রেয়ি, সেই আত্মার দর্শন, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন আদি করা কর্ত্তব্য ও আত্মদর্শন হইলেই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

হে মৈত্রেয়ি! যে পরমেশ্বর আত্মা অর্থাৎ জীবে স্থির অথচ জীবাত্মা হইতে ভিন্ন হন, যাঁহাকে মূঢ় জীবাত্মা জানে না যে পরমাত্মা আত্মাতে ব্যাপক হইয়া আছেন। যে পরমেশ্বরের জীবাত্মা শরীর স্বরূপ অর্থাৎ যেরূপ শরীর মধ্যে জীবাত্মা ব্যাপক থাকে তদ্রূপ যিনি জীবাত্মার ব্যাপক থাকিয়া জীবের পাপ পুণ্যের সাক্ষী-স্বরূপ হইতেছেন সেই অবিনাশী ব্যাপক আত্মাকে তুমি জ্ঞাত হও।

উপরিউক্ত শতপথ ব্রাহ্মণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের মন্ত্র দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, পুরাকালে স্ত্রীজাতিকে বেদাদি শাস্ত্রের পঠন পাঠন ও ব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবার প্রথা ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যাদি ব্রহ্মর্ষিরা যে মহান্ বেদজ্ঞ ছিলেন তদ্বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি বাস্তবিকই বেদাদি শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির প্রতি বেদ বা ব্রহ্মবিষয়ের উপদেশ নিষেধ থাকিত তবে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ গ্রন্থে গার্গী ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ঋষিপত্নীকে কদাপি ব্রহ্মোপদেশ দিবার কথা থাকিতে পারিত না। কেবল যে উপনিষদ্ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এরূপ আছে তাহা নহে, বেদের সংহিতা ভাগেও বহু স্থানে স্ত্রীজাতির প্রতি উত্তমরূপে বিদ্যা শিক্ষা প্রদান এবং ব্রহ্মচর্য্যের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে দুই তিনটী উদ্ধৃত করিতেছি যথা—

"আ ধেনবো ধুনয়ংতামশিশ্বীঃ সবর্দুঘাঃ শশয়া অপ্রদুগ্ধাঃ। নব্যা নব্যা যুবতয়ো ভবন্তীর্ম্মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥

ঋক মং ৩ অং ৫ সূং ৫৫ মং ১৬।

কুমারী যুবতী বিদুষী কন্যাকে পূর্ণ যুবা বিদ্বান বরের সহিত বিবাহ দিবে। অল্পবয়স্কা কন্যার বিবাহের বিষয় মনেও করিবে না।

উপয়াম গৃহীতোঽস্যাদিত্যেভ্যস্ত্বা বিষ্ণঽ-

উরুপায়ৈষতে সোমস্তণ্ড্ রক্ষস্ব মাত্বা দভন্॥

যজু অং ৮ মং ১।

ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে এরূপ যুবতী বিদুষী কন্যাকে উহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান্ পাত্রের সহিত বিবাহ দিবে। *

ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বিরক্ষতি।

আচার্য্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণ মিচ্ছতে।

ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যাযুবানং বিন্দতে পতিম্।

ইত্যাদি। অথর্ব্ব কাং ১১ অনু ৩ মং ১৭,১৮

পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যব্রতযুক্ত তথা বিদ্বান ও সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা রাজা অনায়াসে রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন। আচার্য্য ব্রহ্মচর্য্যব্রত ও অধ্যয়ন দ্বারা ব্রহ্মচারীদিগকে শিক্ষাদিতে সমর্থ হন। কন্যাগণকে অন্ততঃ পূর্ণ ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত তথা সত্য বিদ্যাদি শিক্ষা করাইয়া উপযুক্ত যুবা পতির সহিত বিবাহ দিবে।

উপরোক্ত মর্ম্মের অনেক মন্ত্র বেদের সংহিতাভাগে পাওয়া যায়, পরন্তু পূর্ব্ব বর্ণিত তিন বেদের তিন মন্ত্র দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে বেদের মতে কন্যাগণকে উপযুক্ত রূপ শিক্ষিতা করা কর্ত্তব্য।

কেবল যে বেদ ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ও উপনিষদে স্ত্রীশিক্ষার কথা লিখিত আছে এরূপ নহে, অন্য শাস্ত্রেরও অনেক স্থলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ॥"

অর্থাৎ যেরূপ কন্যাকে যত্নের সহিত লালন পালন করা কর্ত্তব্য তদ্রূপ তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

হেমাদ্রিতে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি প্রাপ্ত হই। যথা—

"কুমারীং শিক্ষয়েদ্বিদ্যাং ধর্ম্মনীতৌ নিবেশয়েৎ
দ্বয়োঃ কল্যাণদা প্রোক্তা যা বিদ্যামধিগচ্ছতি।
ততো বরায় বিদুষে কন্যা দেয়া মনীষিভিঃ
এষঃ সনাতনঃ পন্থা ঋষিভিঃ পরিগীয়তে।
অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাং।"

কুমারী কন্যাকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম নীতি বিষয়ে শিক্ষা দিবে। যে কন্যা বিদ্যা শিক্ষা করেন তিনি পতি তথা পিতৃ উভয় কুলেরই কল্যাণদায়িকা হয়েন। উপযুক্তা কন্যাকে বিদ্বান্ বরের সহিত বিবাহ দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য ও ইহাই পুরাতন ঋষিদিগের মত। যাবৎ কন্যা পতি—মর্য্যাদা তথা পতিসেবা এবং ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকিবে তাবৎ পিতা সেই কন্যার বিবাহ দিবে না।

যাহা হউক পূর্ব্বলিখিত প্রমাণ দ্বারা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে বেদাদি শাস্ত্রের মতে স্ত্রীজাতিকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ও না দিলে প্রত্যবায় আছে। বালকগণ শৈশব অবস্থায় যেরূপ সংস্কার প্রাপ্ত হয় আজীবন তদনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় প্রথম সংস্কার মাতার নিকট সন্তানগণ প্রাপ্ত হয়। শিশুরা যাহা দেখে তাহাই শিক্ষা করে। অতএব যদি মাতা গুণবতী ও বিদুষী হন পুত্রেরা অবশ্যই তাঁহার সদ্গুণ শিক্ষা করিবার চেষ্টা

* এই দুইটী মন্ত্রার্থ পরমহংস পরিব্রাজক দয়ানন্দ সরস্বতীর ভাষ্য সম্মত।

করিবে। এই জন্যই শতপথব্রাহ্মণ গ্রন্থে লিখিত আছে যে "মাতৃমান্ পিতৃমানাচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ"।

যাহার উত্তম শিক্ষা দিবার উপযুক্তা মাতা তথা সত্যোপদেশক পিতা ও শুদ্ধাচারী আচার্য্য আছেন তিনি অবশ্যই জ্ঞানবান হইবেন। সন্তান প্রথমাবস্থায় মাতার নিকটে যেরূপ উপদেশ ও উপকার প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ কাহারও নিকট পায় না এই জন্য প্রথম হইতেই সন্তানকে উত্তম শিক্ষা দিবার জন্যও মাতার উত্তমরূপে শিক্ষিতা হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যদি আমাদিগের কুলস্ত্রীগণ উত্তম বিদ্যা ও সুবুদ্ধি সম্পন্না হন তবে তাঁহারা পুত্রকন্যাগণকে সদুপদেশ ও সদ্ব্যবহার দ্বারা সুশিক্ষিত করিতে সমর্থা হয়েন। মনুষ্যগণের বাল্যসংস্কার অত্যন্ত বলবৎ হয়। আর শৈশবাবস্থায় চরিত্র নির্দোষ হইলে মনুষ্যগণ আজীবন সুখে কাল যাপন করিতে সমর্থ হন। যাহা হউক এখন দেখা গেল যে স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত কর্ত্তব্য ও শাস্ত্র বিহিত।

পুনশ্চ বেদাদি শাস্ত্র দ্বিজ ব্যতীত অপর বর্ণেরও পঠন পাঠনের অধিকার আছে এক্ষণে তাহাই তৎতৎ শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চারি বেদ ব্রাহ্মণগ্রন্থ বা উপনিষদের কোন স্থলেই শূদ্রাদির বেদ পাঠ নিষেধ করিয়াছে এরূপ মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে যদি বেদের সংহিতা ভাগ হইতে শূদ্রাদিকে বেদাদি শাস্ত্র পাঠের অধিকার সম্বন্ধে কোন মন্ত্র দেখাইতে পারা যায় তাহা হইলে বেদশাস্ত্র যে সকল বর্ণের জন্যই প্রকাশিত করা হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

যজুর্ব্বেদের ২৬ অধ্যায়ে আমরা নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী প্রাপ্ত হই।

"যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায়চারণায়। প্রিয়োদেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ং মে কামঃ সমৃধ্যতামুখমাদো নমতু॥

যেরূপ আমি কল্যাণীয় অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের সুখকর ঋগ্বেদাদি চারি বেদের পবিত্র বাণী দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি তদ্রূপ হে মনুষ্যগণ তোমরাও মনুষ্য মাত্রকেই বেদরূপ বাণীর উপদেশ প্রদান করিবে। এই কল্যাণীয় উপদেশ তোমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর্য্য অর্থাৎ বৈশ্য তথা শূদ্র, ভৃত্য ও অরণায় অর্থাৎ অতিশূদ্রাদিকেও প্রদান করিবে। যেরূপ আমি বেদবিদ্যার উপদেশ করিয়া বিদ্বান্দিগের আত্মাতে প্রিয় হইয়া রহিয়াছি এবং যেরূপ আমি দাতা ও চরিত্রবান পুরুষের প্রিয় হইয়াছি তদ্রূপ তোমরাও পক্ষপাতরহিত হইয়া বেদবিদ্যা শ্রবণ করিয়া সকলের প্রিয় হইবে ইত্যাদি। এখন দেখা কর্ত্তব্য যে যখন বেদের সংহিতা ভাগেই শূদ্রও অতিশূদ্রাদিকেও বেদশাস্ত্র পঠন পাঠন বিষয়ক বিধিমন্ত্র আছে তখন যে বেদাদি শাস্ত্র মনুষ্য মাত্রেরই জন্য প্রকাশিত করা হইয়াছে তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বেদাদি শাস্ত্র যে দ্বিজ ব্যতীত অপর বর্ণেও পাঠ করিতেন তাহার প্রমাণ

শাস্ত্রে ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। কবস ঋষি শূদ্রকুলোদ্ভব হইয়াও বেদাদি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে যে জাবাল অজ্ঞাতকুল হইয়াও বেদাদি পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতে চাণ্ডালকুলোদ্ভব মাতঙ্গ ঋষি মহান বেদজ্ঞ ও চারি বর্ণের পূজনীয় হইয়া ছিলেন। বশিষ্ঠ বেশ্যাপুত্র হইয়াও বেদাদি সত্যশাস্ত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মর্ষিপদ লাভ করিয়াছিলেন ইত্যাদি।

বৈদিক যুগ।

কলিযুগারম্ভ শীর্ষক প্রস্তাবে আমরা দেখিয়াছি, কলিগতাব্দ সম্বন্ধে পঞ্জিকার মতের সহিত পৌরাণিক মতের ঐক্য নাই; অর্থাৎ পঞ্জিকানুসারে কলির পঞ্চসহস্র বৎসর অতীত প্রায়, কিন্তু পৌরাণিক মতে সম্প্রতি কল্যব্দের ৩৯ শতাব্দী প্রবহমান। সেই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়াছি, "বেদ সংহিতার কোনও স্থলেই যুগকালের পরিমাণ সম্বন্ধে কোনও বিশেষ উল্লেখ বা সত্য ত্রেতাদি যুগ চতুষ্টয়ের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বেদে কালবাচক যুগশব্দ বহুতর স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে বটে; কিন্তু সেই বৈদিক যুগের সহিত আমাদের আলোচ্য যুগের কোনও সম্পর্ক নাই।" এখন দেখিব, বৈদিক যুগ কি?

বৈদিক মন্ত্রে যুগ শব্দ নানার্থক; অধিকাংশ স্থলেই সামান্যতঃ কাল-বোধক মাত্র। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা কেবল মাত্র কাল-বোধক যুগ-শব্দ-বিশিষ্ট বৈদিক মন্ত্র গুলিরই যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

বেদ চতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বা আদিম। প্রায় সকল শাস্ত্রেই ঋগ্বেদের আদিমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যও (১) স্বরচিত বেদার্থপ্রকাশের (বেদ ভাষ্যের) ভূমিকায় ঋগ্বেদের প্রাচীনত্ব স্বীকার ও প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত প্রথমতঃ ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বিনবতিতম সূক্তের (২) একাদশ মন্ত্রে (ঋকে) সর্ব্ব প্রথম কাল-বাচক যুগ শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 'রহুগণ' এর পুত্র গোতম এই মন্ত্রের ঋষি (৩); ইহার দেবতা (৪) ঊর্ষাদেবী। মন্ত্রটি এই:—(১।৯২।১১)

"প্রমিনতী মনুষ্যা 'যুগানি' যোষাজারস্য চক্ষসা বিভাতি।"

এই মন্ত্রের সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য এইঃ—

'মনুষ্যাঃ' মনুষ্যাণাং সম্বন্ধীনি 'যুগানি' "কৃত ত্রেতাদীনি" 'প্রমিনতী' স্বগমনাগমনাভ্যাং প্রকর্ষেণ হিংসন্তি। 'জারস্য'-রাত্রে জরয়িতুঃ সূর্য্যস্য 'যোষা' জায়োষাঃ 'চক্ষসা' আত্মীয়েন প্রকাশেন 'বিভাতি'।

"প্রণয়ী সূর্য্যের (৫) স্ত্রী উষা

১ সায়ণাচার্য্য ঋগ্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ, শুক্ল যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণ যুজুর্ব্বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সারণাচার্য্য (তিনি ও মাধবাচার্য্য অভিন্ন ব্যক্তি হইলে) ধাতুপ্রদীপ (ব্যাকরণ), কালমাধব (জ্যোতিষ গ্রন্থ), সর্ব্ব দর্শনসংগ্রহ ও পরাশর স্মৃতির সুবিস্তৃত ভাষ্য প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন।

২ "সম্পূর্ণং ঋষিবাক্যন্তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে।" অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঋষি বাক্যকে সূক্ত (স্তোত্র) বলে। (বৃহদ্দেবতা)।

৩ "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ।" (শৌনকঃ) "ঋষির্দর্শনাৎ" (যাস্ক) অর্থাৎ বেদমন্ত্রের বক্তা বা দ্রষ্টাকে ঋষি বলে।

৪ "যা তেনোচ্যতে সা দেবতা" অর্থাৎ মন্ত্রে যাঁহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তিনি সেই মন্ত্রের দেবতা।

৫ ঋগ্বেদের বহু স্থলে সূর্য্যকে উষার প্রণয়ী (জার) বলা হইয়াছে।

মনুষ্যগণের "যুগ সমূহ" হ্রাস করিয়া বিশেষরূপে প্রকাশিত হইতেছেন।"

এখানে 'যুগ' শব্দের অর্থ কি? সায়ণ বলেন, কৃত ত্রেতাদীনি" অর্থাৎ "সত্য-ত্রেতাদি যুগ সমূহ।" 'উষা মনুষ্যগণের সত্য ত্রেতাদি যুগ সমূহ হ্রাস করেন", এই বাক্যের অর্থ তো কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। বুঝিতে না পারিবারই কথা। মূলাতিরিক্ত ও মূল-বিরুদ্ধ কথার অবতারণা করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। মূলে, এমন কি, সমগ্র বেদ সংহিতার কোনও স্থলেই কৃত ত্রেতাদি যুগের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই; অথচ ভাষ্যকার অম্লান বদনে বলিয়া গেলেন, "কৃত ত্রেতাদীনি"! ফল কথা, এস্থলে ভাষ্যকার "যুগানি" শব্দের প্রকৃত মর্ম্মাবধারণে অর্থাৎ বৈদিক কাল-প্রচলিত অর্থাবধারণে অসমর্থ হইয়া স্ব-সমকাল প্রচলিত 'কৃতত্রেতাদি" অর্থ গ্রহণ করিয়া গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, এখানে যুগ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

উপরি উদ্ধৃত মন্ত্রের ঠিক পূর্ব্বের মন্ত্রটি এই:—

"শ্বঘ্নীব কৃৎনুর্বিজ আমিনানা মর্তস্য দেবী জরয়ন্ত্যায়ুঃ।" ১।৯২।১০।

কুক্কুরঘাতীর পত্নী (ব্যাধপত্নী) যেরূপ চলনশীল পক্ষীর পক্ষচ্ছেদন করিয়া হিংসা করে, সেইরূপ উষাদেবী দিনে দিনে সমস্ত প্রাণীর আয়ুক্ষয় করেন।" এখন বোধ হয়, পাঠকগণকে আর বলিয়া দিতে হইবে না যে, একাদশ ঋকে (মন্ত্রে) "মনুষ্যা যুগানি" এই বাক্যাংশ "মনুষ্য-গণের আয়ুঃ" এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা হইলে সমস্ত মন্ত্রটির অর্থ এইরূপ হয়; যথা:—"প্রণয়ী সূর্য্যের স্ত্রী উষাদেবী মনুষ্যগণের "আয়ু" (যুগ) হ্রাস করিয়া বিশেষরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। অর্থাৎ উষার আগমনের (সূর্য্যোদয়ের সহিত) প্রত্যহ মনুষ্যের আয়ুর হ্রাস হই-তেছে। এই অর্থই সুসঙ্গত।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৪ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের ভাষ্যে মহামহোপাধ্যায় সায়ণাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন তাহার দ্বারাও সংকৃত অনুবাদের যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। সে ঋক্‌টি এই:—

"অমিনতী দৈব্যানি ব্রতানি "প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি।" ১।১২৪।২।

এই মন্ত্রের ঋষি—দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ও দেবতা উষা। ইহার অর্থ এই:—"উষাদেবী দৈব ব্রতের (যাগ যজ্ঞাদির) বিঘ্ন বিনাশ এবং মনুষ্যগণের "যুগ সমূহ" ক্ষয় করেন।

এখানে আবার সেই কথা। সেই "প্রমিনতী মনুষ্যা যুগানি',। মন্ত্রের দেবতাও সেই উষাদেবী। ইহার ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"তথা 'মনুষ্যা' মনুষ্যাণাং 'যুগানি' যুগোপলক্ষিতান্ নিমেষাদিকালাবয়বান্ 'প্রমিনতী' প্রকর্ষেণ হিংসন্তি; আয়ুঃক্ষপয়ন্তীতার্থঃ।"

অর্থ—উষাদেবী মনুষ্যগণের যুগ অর্থাৎ যুগোপলক্ষিত নিমেষাদি কালাবয়ব সমূহ অর্থাৎ আয়ুঃক্ষয় করেন।"

এই মন্ত্রত্রয়ের (১।৯২।১০; ১।৯২।১১; ১।১২৪।২) তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, উষাদেবী মনুষ্যগণের আয়ু-হ্রাস করিতেছেন, এই কথা বলাই মন্ত্র-বক্তা ঋষির অভিপ্রেত। বস্তুতঃ সত্য ত্রেতাদি যুগ সম্বন্ধে কোনও কথাই এই মন্ত্রে বলা হয় নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ভারতের অদ্বিতীয় বেদবিৎ সায়ণাচার্য্য একই কথার অর্থ দুই স্থানে দুই প্রকার লিখিলেন

কেন? (১) এইরূপ পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা কি এক জনের লেখনী হইতে নিঃসৃত হইতে পারে? যদি না হইতে পারে, তবে এতদুভয়ের একটা ব্যাখ্যা কি প্রক্ষিপ্ত?

এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। (১ম) একটা ব্যাখ্যা প্রক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে ও টীকা গ্রন্থে অপরের এরূপ লেখনী-চালনার পরিচয় অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। সটীক মূল বাল্মীকীয় রামায়ণের শ্রীরামকৃত টীকার প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি বাহির করা যায়। মূল রামায়ণ ও মূল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত চির প্রসিদ্ধ। কতক (খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক) একজন রামায়ণের প্রাচীন টীকাকার। তিনি রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এবং সেই প্রক্ষিপ্ত অংশ সমূহের টীকা করেন নাই। প্রাচীন গ্রন্থের কথা ছাড়িয়া দিলেও, শকুন্তলা ও মেঘদূতাদি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাব্যগ্রন্থ সমূহ ও তট্টীকা নিচয়েও প্রক্ষিপ্তের অভাব নাই। সুতরাং সুবিস্তীর্ণ বেদভাষ্যের মধ্যে দুই একটা প্রক্ষিপ্ত থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। উক্ত দুইটি ব্যাখ্যার একটি যদি প্রক্ষিপ্ত হয়, তবে ১।৯২।১১ ঋকের ভাষ্যাংশই ('কৃতত্রেতাদীনি' এই অংশই) প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। প্রক্ষিপ্তাংশের লক্ষণ—অর্থাসঙ্গতি, পূর্ব্বাপরবিরোধ, মূলাতিরিক্ত ও মূলবিরুদ্ধ ভাবের অবতারণা। উক্ত ভাষ্যাংশ যে এই লক্ষণযুক্ত তাহা ইতিপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

আমাদের দ্বিতীয় উত্তর এই যে, বেদ-ভাষ্যের সমস্ত অংশ সায়ণাচার্য্যের রচিত নহে। সায়ণাচার্য্য একাকী সমস্ত ভাষ্য রচনা করেন নাই। আমাদের বোধ হয় এবং এরূপ প্রবাদও আছে, এতৎকার্য্যে তাঁহার ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রগণ তাঁহার সাহায্যের জন্য বেদের সরল অংশ সমূহের ভাষ্য রচনা করিয়া দিয়াছেন। তিনিও তাহা সামান্যরূপ সংশোধন করত স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ফলত সমগ্র বেদভাষ্য মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দৃষ্ট হয় যে, উহার সমস্ত অংশের রচনা-প্রণালী একরূপ নহে; সমস্ত অংশের ব্যাখ্যা তুল্যরূপে সুসঙ্গত নহে। বরং স্থানে স্থানে রচনার অপকৃষ্টতা ও পূর্ব্বাপর বিরোধও দৃষ্ট হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, সমগ্র বেদভাষ্য একমাত্র সায়ণাচার্য্যের লেখনী-প্রসূত নহে। পূর্ব্বোল্লিখিত ১।৯২।১১ ও ১।১২৪।২ ঋকের ভাষ্যাংশ পর্য্যালোচনা করিলেও এই কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। ফল কথা, ১।৯২।১১ ঋকের দ্বারা বৈদিক কালে সত্য ত্রেতাদি যুগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

প্রথম মণ্ডলের আরও কয়েক স্থলে কাল-বোধক যুগ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

১।১০৩।৪ (ঋষি—অঙ্গিরাপুত্র কুৎস; দেবতা ইন্দ্র।)

"তদূচুষে মানুষেমা 'যুগানি' কীর্ত্তেন্যং মঘবা নাম বিভ্রৎ।"

১ স্থান ভেদে অর্থভেদ স্বীকার্য্য হইয়া থাকে; কিন্তু এ স্থলে সে নিয়ম খাটে না। এই দুই মন্ত্রেই উষাদেবীকে "মনুষ্যগণের যুগ-ক্ষয়-কারিণী" বলা হইয়াছে। উভয় মন্ত্রেরই তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য এক; সুতরাং অর্থ-ভেদ নিষ্প্রয়োজন।

অর্থাৎ "শ্লাঘ্যবল মঘবান ইন্দ্র সূর্য্যরূপে মনুষ্যগণের জন্য যুগসমূহ (অর্থাৎ দিবস-মাস-ঋতু-অয়ন-সম্বৎসরাদি) সৃষ্টি করিতেছেন।"

সায়ণভাষ্যে এস্থলে অন্যরূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়; যথা—"...... 'মানুষা' মনুষ্যাণাং সম্বন্ধীনি 'এমানি' দৃশ্যমানানি 'যুগানি' অহোরাত্রসংখ্যানিষ্পাদ্যানি কৃতত্রেতাদীনি সূর্য্যাত্মনা নিষ্পাদয়তীতি শেষঃ।"

পাঠকগণ এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য নিবিষ্ট চিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, 'ইন্দ্র সূর্য্যরূপে মনুষ্যগণের জন্য সত্য ত্রেতাদি যুগ সমূহ সৃষ্টি করিতেছেন,' এই অর্থাপেক্ষা মৎকৃত উপরি উল্লিখিত অর্থই অধিকতর সুসঙ্গত। মল্লিখিত অর্থের সুসঙ্গতি প্রমাণের জন্য ঋক্‌বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৬২ সূক্তের নবম ঋক্ ও সায়ণাচার্য্যকৃত তদ্ভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি। এই ঋকের দেবতা ইন্দ্র; ঋষি কণ্বপুত্র প্রাগাথ। ঋক্‌টি এই—

"সমনেব বপুষ্যতঃ কৃণবন্মানুষা 'যুগা'।" ৮।৬২।৯

এই ঋকে বলা হইয়াছে, মনুষ্যেরা ইন্দ্র (১) হইতে 'যুগ' লাভ করে। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন;—

"যুগা যুগানি কালান্ সম্বৎসরায়নর্ত্তু-মাসাদীন্ 'বিদে' লম্ভয়ন্তি।"

অর্থাৎ "মনুষ্যেরা ইন্দ্র হইতে যুগ অর্থাৎ মাস ঋতু-অয়ন সম্বৎসরাদি প্রাপ্ত হয়" এই অর্থই খুব সুসঙ্গত ও প্রকৃত। ১।৯২।১১ ঋকের ভাষ্যের সমালোচনা স্থলে যাহা বলা হইয়াছে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিলে এই, ১।১০৩।৪ ঋকের ভাষ্যে অর্থাসঙ্গতি ঘটিবার কারণ সহজেই উপলব্ধি হইবে।

১।১১৫।২ (ঋষি অঙ্গিরার পুত্র কুৎস, দেবতা সূর্য্য)—

"যাত্রা নরো দেবয়ন্তো 'যুগানি' বিতন্বতে প্রতিভদ্রায় ভদ্রং।"

সায়ণ—... ... যুগশব্দঃ কালবাচী। তেন চ তত্র কর্ত্তব্যানি কর্ম্মাণি লক্ষ্যন্তে

অর্থ—উষাকালে দেবতাগণের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী নরগণ বহুকাল (যুগ) প্রচলিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিস্তার ও সুফল পাইবার নিমিত্ত কল্যাণকর কর্ম্ম সম্পাদন করেন।

১।১৩৯।৮ (ঋষি মহারাজ দিবোদাসের পুত্র পরুচ্ছেপ; দেবতা মরুদ্‌গণ)—

"যদ্বশ্চিত্রং 'যুগে যুগে' নব্যং ঘোষাদমর্ত্ত্যং।"

সায়ণ—" ... ... 'যুগে যুগে' যুগ শব্দোপলক্ষিতে তত্তৎকালে ... ...।"

অর্থ—তোমাদিগের নূতন, বিচিত্র, মনুষ্যদুর্ল্লভ ও শব্দায়মান যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই যেন আমরা যুগে যুগে (সময়ে সময়ে বা সর্ব্বকালে) প্রাপ্ত হই।

১।১৫৮।৬ (ঋষি—উচথ্য পুত্র দীর্ঘতমা, দেবতা অশ্বিনী কুমারদ্বয়—

"দীর্ঘতমা মামতেয়ো জুজুর্বান্ দশমে যুগে।"

অর্থাৎ "মমতার পুত্র দীর্ঘতমা দশম যুগ অতীত হইলে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন।"

এই বৈদিক যুগের পরিমাণ কত? সায়ণভাষ্যে এখানে যুগশব্দের অর্থ স্পষ্টীকৃত করা হয় নাই। সায়ণাচার্য্যের লেখার ভাব দেখিয়া বোধ হয়, তিনি 'যুগ' বলিতে বহু শত-বর্ষব্যাপী প্রচলিত যুগই বুঝিয়াছেন। কিন্তু সত্যাদি যুগ এই মন্ত্রের লক্ষ্য হইতে পারে না। কেননা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগ চতুষ্টয়ের পরিমাণ

---

(১) এখানে ইন্দ্র অর্থে সূর্য্য। বেদে অনেক স্থানেই সূর্য্য ইন্দ্ররূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

"সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্যঃ সবিতৈব।" কুমারিলভট্টকৃত তন্ত্র-বার্ত্তিক।

অর্থাৎ তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্য হেতু ইন্দ্রপদবাচ্য।

সমান নহে। এমত অবস্থায় দশযুগ বলিতে কি বুঝিব? দশ সত্য-যুগ-পরিমিত কাল বুঝিব, না দশ ত্রেতা, দ্বাপর বা কলিযুগ-ব্যাপী সময় বুঝিব? যদি দ্বাদশ সহস্র বর্ষাত্মক দৈবযুগ ধরা যায় (কারণ সকল দৈবযুগের পরিমাণ সমান) তাহা হইলে দশযুগ বলিতে একলক্ষ বিংশতি সহস্র বৎসর বুঝিতে হইবে! দীর্ঘতমা ঋষি এত দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন, একথা নিতান্ত অতিপ্রাকৃতিক। বিশেষতঃ বেদে যখন মানবের পরমায়ু শত বর্ষই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং সত্যাদি যুগ চতুষ্টয় বা দৈব যুগের কোনও উল্লেখই যখন বেদে নাই তখন "দশমে যুগে" অর্থে সত্যাদি যুগ বা দৈব যুগ ধরিয়া লওয়া নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ।

এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, এই মন্ত্রোক্ত যুগশব্দ সামান্যতঃ কালবাচক নহে; উহার দ্বারা কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ-বিশিষ্ট কাল বুঝাইতেছে বোধ হয়। অতএব ইহার পরিমাণ নির্দ্ধারণে যত্ন করা যাউক।

বেদের 'গর্গলগ্ধ জ্যোতিষ' নামে এক অঙ্গ আছে। এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন। ইহাকে বৈদিক জ্যোতিষ বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থে লিখিত আছে,—

পঞ্চ সংবৎসরময়ং যুগাধ্যক্ষ্যং প্রজাপতিং।
দিনর্ত্ত্বয়নমাসাঙ্গং প্রণম্য শিরসা শুচিঃ॥

স্থলান্তরেঃ—

"যুগস্য পঞ্চ বর্ষাণি কালজ্ঞানং প্রচক্ষতে।"

এই উক্তি দ্বয়ের দ্বারা জানা গেল, বৈদিক কালে পঞ্চ বৎসরাত্মক এক প্রকার যুগ প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুপুরাণেও এই পঞ্চ বৎসরাত্মক যুগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথাঃ—

বৎসরঃ পঞ্চমশ্চাত্র কালোঽয়ং যুগসংজ্ঞিতঃ।"

বিঃ পুঃ ২।৮।৬৩।

আমাদের বোধ হয়, এই পঞ্চ বৎসরাত্মক যুগই এই মন্ত্রের লক্ষ্য। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে দীর্ঘতমা (১০×৫) পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইলে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, বলাই এই ঋকের অভিপ্রেত। এই অনুমানকে অসঙ্গত বিবেচনা করিবার কোনও কারণ দেখি না।

ক্রমশঃ।

সাংখ্যস্বরলিপি।*

সংজ্ঞা।

স্বরলিপি জটিল করিবার প্রয়োজন নাই। স্বরলিপি যত সরল হইবে ততই নূতন শিক্ষার্থীগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে। আজকাল স্বরলিপিতে সা রে গা মা পা ধা নি পরিবর্ত্তিত হইয়া কখন স রি গ ম, কখন স র গ ম কখন বা সো রো গো মো ইত্যাদি বিকৃত সার্গম সঙ্কেত সকল ব্যবহৃত হয়। ইহাতে সঙ্গীত শিক্ষার্থীগণের তেমন সুবিধা হয় না, বরঞ্চ অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু এ অসুবিধা সাংখ্যস্বরলিপিতে যথাসাধ্য দূরীকৃত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সাংখ্যস্বরলিপির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে সা রে গা মা পা ধা নি প্রায় সকল সময়েই অপরিবর্ত্তিত আকারে রক্ষিত হইয়াছে। এবং ইহার আর একটী বিশেষত্ব এই যে, ইহার সপ্তক ও মাত্রা পরিমাণ প্রভৃতি প্রধানতঃ সংখ্যা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। এই কারণে বর্ত্তমান স্বরলিপি সাংখ্য-স্বরলিপি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সপ্তকচিহ্ন।

সা রে গা মা পা ধা নি এই সাতটী স্বর লইয়া এক একটী সপ্তক। সচরাচর আমাদের সঙ্গীতে তিন সপ্তক ব্যবহৃত হয়:—উদারা, মুদারা, তারা অথবা মন্দ্র, মধ্য, তার। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রে তিন সপ্তক হইতেও অতিরিক্ত সপ্তক ব্যবহার হয়।

সহজভাবে আমাদের কণ্ঠ হইতে যে সা স্বর

* আজ পর্য্যন্ত অনেকগুলি স্বরলিপি (যথা, কশিমাত্রিক, আকারমাত্রিক, প্রভৃতি) প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও স্থির হয় নাই যে কোন্‌টা সর্ব্বাংশে সঙ্গীতাদি লিপিবদ্ধ করিবার পক্ষে উপযোগী হইবে। এই কারণ প্রযুক্ত এই নূতন স্বরলিপিও প্রকাশিত করা গেল।

বাহির হয় তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া নিখাদ পর্য্যন্ত সাতটী স্বরকে মধ্য সপ্তক বলা যায়। এই মধ্য সপ্তকই স্বাভাবিক সপ্তক। এই মধ্য সপ্তককেই আমরা মূল বা প্রথম সপ্তক বলিয়া ধরিয়া লইলাম। ইহার দ্বারা উচ্চের এবং নিম্নের সকল সপ্তক নিয়মিত হয়। এই মধ্য সপ্তকে চিহ্নের কোন বাঁধাবাঁধি নাই অর্থাৎ মধ্য সপ্তকে ইচ্ছা করিলে চিহ্ন দিতেও পারি, ইচ্ছা করিলে না-ও দিতে পারি। যেমন সচরাচর শত বলিলেই একশত বুঝায়, সহস্র বলিলেই এক সহস্র বুঝায়—ইহাদের পূর্ব্বে এক না লিখিলেও চলিতে পারে, সেইরূপ মধ্য বা প্রথম সপ্তকের শিরোভাগ বা নিম্নভাগ ১এর দ্বারা চিহ্নিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। যথা,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা রে গা মা পা ধা নি

বা সা রে গা মা পা ধা নি
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

ইহা না লিখিয়া আমরা সচরাচর সা রে গা মা পা ধা নি লিখিব।

সপ্তকের প্রভেদসূচক সংখ্যাচিহ্ন উচ্চ এবং নিম্ন স্বরগ্রাম হিসাবে ক্রমান্বয়ে স্বরের শিরোভাগে এবং নিম্নভাগে স্থাপিত হইবে। দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি:—

মধ্যসপ্তক (যাহাকে মুদারা বলে)—

সা রে গা মা পা ধা নি।

দ্বিতীয় উচ্চ সপ্তক (যাহাকে তারা বলে)—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
সা রে গা মা পা ধা নি।

তৃতীয় উচ্চ সপ্তক (তারার উচ্চ সপ্তক)—

৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩
সা রে গা মা পা ধা নি। ইত্যাদি।

এইরূপ আবশ্যক হইলে চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি উচ্চ সপ্তকের স্বরগুলির শিরোভাগে চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতির জ্ঞাপক ৪, ৫ আদি সংখ্যা লিখিত হইবে।

দ্বিতীয় নিম্ন সপ্তক (যাহাকে উদারা বলে)—

সা রে গা মা পা ধা নি।
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২

তৃতীয় নিম্ন সপ্তক (উদারার নিম্ন সপ্তক)—

সা রে গা মা পা ধা নি। ইত্যাদি।
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩

এইরূপ চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি নিম্ন সপ্তক আবশ্যক হইলে তাহাদের স্বরগুলির নিম্নভাগে চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতির জ্ঞাপক ৪, ৫ আদি সংখ্যা লিখিত হইবে।

কড়ি ও কোমলের চিহ্ন।

জটিলতা পরিহারের জন্য কড়ি ও কোমল বুঝাইবার কালে স্বরের অক্ষর পরিবর্ত্তিত না করিয়া তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র সংকেত ব্যবহার করা হইয়াছে। কোমল বুঝাইবার জন্য ৺ চন্দ্রবিন্দু আর কড়ি বুঝাইবার জন্য ᐱ উল্টা চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হইবে। কোমলের চিহ্ন ও কড়ির চিহ্ন আবশ্যকানুসারে স্বরের মাথায় অথবা বামপার্শ্বে স্থাপিত করা যায়। যথা ৺গা বা গাঁ; ᐱমা বা মা̑।

মাত্রা।

স্বরের স্থায়িত্বকালকে মাত্রা কহে।

এক বা স্বাভাবিক মাত্রা।

এককে ঠিক স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ নাতিদীর্ঘ-নাতিহ্রস্বভাবে উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহাকেই একমাত্রা কহে।

একমাত্রার চিহ্ন=১

এই একমাত্রা চারিবার উচ্চারণ করিলে চারিমাত্রা হইবে। যথা ১ ১ ১ ১।

এই একমাত্রা চারি চারি করিয়া চারিবার উচ্চারণ করিলে ষোলমাত্রা হইবে। যথা ।১ ১ ১ ১। ।১ ১ ১ ১। ১ ১ ১ ১। ১ ১ ১ ১।

এই স্বাভাবিক একমাত্রাকে অবলম্বন করিয়াই নানাতালের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রে ও গায়ক সমাজে প্রচলিত যে সকল তাল আছে তদ্ব্যতীত ইচ্ছা করিলে আরও নানারূপ তাল উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। তাল কালেরই পরিমাপক চিহ্নমাত্র; সুতরাং কালকে যত বিভিন্ন প্রকারে সীমাবদ্ধ করিব, তত বিভিন্ন প্রকার তালেরও সৃষ্টি হইতে থাকিবে।

এক বা স্বাভাবিকমাত্রাকে যে স্বর অধিকার করিবে তাহার স্থায়িত্বকাল একমাত্রা। এই একমাত্রিক স্বরকে ১এর দ্বারা চিহ্নিত করিলে করিতে পারি, না করিলেও না করিতে পারি। যথা ১সা—সা।

গুণিতমাত্রা।

একমাত্রার গুণিত যে মাত্রা হইবে তাহাকে গুণিতমাত্রা কহে। ইহাকে দীর্ঘমাত্রাও বলা যাইতে পারে। যথা দ্বিমাত্রা, ত্রিমাত্রা ইত্যাদি।

দ্বিমাত্রা।

দ্বিমাত্রা এই নামেই বুঝা যাইতেছে ইহা একমাত্রার দ্বিগুণ। প্রত্যেক দ্বিমাত্রা দুইটী একমাত্রার সময় অধিকার করে।

দ্বিমাত্রিক চিহ্ন—২;

এইরূপ প্রত্যেক ত্রিমাত্রা তিনটী একমাত্রার সময় অধিকার করে।

ত্রিমাত্রার চিহ্ন = ৩;

এইরূপ চতুর্মাত্রার চিহ্ন = ৪ ইত্যাদি।

যখন কোন সুর দ্বিমাত্রা, ত্রিমাত্রা প্রভৃতি গুণিত-মাত্রাকে অধিকার করিবে তখন সেই সুরের পার্শ্বে গুণিত মাত্রার চিহ্নটী লিখিতে হইবে। যথা ২সা; এখানে সা সুর দুই মাত্রা অধিকার করিয়াছে অর্থাৎ সা সুরটী দুই মাত্রা কাল পর্য্যন্ত একটানে গাহিতে হইবে। এই । ২সা। কে, । সা সা। এইরূপেও রাখা যাইতে পারে।

অংশমাত্রা।

একমাত্রার অংশ হইলেই তাহাকে অংশমাত্রা কহে। ইহাকে হ্রস্বমাত্রাও বলা যাইতে পারে। যথা অর্দ্ধমাত্রা, সিকিমাত্রা।

অর্দ্ধমাত্রা।

অর্দ্ধমাত্রা এই নামেতেই জানা যাইতেছে ইহা একমাত্রার অর্দ্ধ। দুইটী অর্দ্ধমাত্রায় একমাত্রা হয়। অর্দ্ধমাত্রা হিসাবে একমাত্রা প্রকাশ করিলে দুইটী অর্দ্ধ-মাত্রা লিখিতে হইবে। যথা। ১। = । $\frac{১}{২}$ $\frac{১}{২}$। সেইরূপ একমাত্রাকে এক-তৃতীয়, এক-চতুর্থ অংশমাত্রা হিসাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তিনটী এক-তৃতীয়, চারিটী এক-চতুর্থ অংশমাত্রা লিখিতে হইবে। যথা ; ১। = । $\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{৩}$।; । ১। = । $\frac{১}{৪}$ $\frac{১}{৪}$ $\frac{১}{৪}$ $\frac{১}{৪}$।; এক-পঞ্চম, এক-ষষ্ঠ ইত্যাদি অংশমাত্রার সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

যখন কোন সুর অংশমাত্রাকে অধিকার করিবে তখন অংশমাত্রার উপরস্থিত ১ সংখ্যাটী মুছিয়া সেই সুর লিখিতে পারিবে। যথা $\frac{১}{২}$ সা = $\frac{সা}{২}$; $\frac{১}{৩}$ সা = $\frac{সা}{৩}$; $\frac{১}{৪}$ সা = $\frac{সা}{৪}$ ইত্যাদি।

সুরের মাত্রাচিহ্ন-স্থাপনের সাধারণ নিয়ম।

সুরের পার্শ্বে সন্নিহিত করিয়া মাত্রাচিহ্ন স্থাপিত হইবে। একমাত্রিক সুরের পার্শ্বে ১ বসিবে; যথা ১সা বা সা১। দ্বিমাত্রিক সুরের পার্শ্বে ২ বসিবে; যথা ২সা বা সা২। অর্দ্ধমাত্রিক সুরের পার্শ্বে $\frac{১}{২}$ বসিবে; যথা $\frac{১}{২}$সা বা সা$\frac{১}{২}$। এখন ১সা বলিলেও সা বুঝায়, শুধু সা বলিলেও তাহাই বুঝায়, সুতরাং যেখানে ১সা থাকিবে সেখানে শুদ্ধ সা রাখিলেই চলিবে। যথা ১সা = সা; $\frac{১}{২}$ সা = $\frac{সা}{২}$; $\frac{১}{৩}$ সা = $\frac{১সা}{৩}$ = $\frac{সা}{৩}$; $\frac{১}{৪}$ সা = $\frac{১সা}{৪}$ = $\frac{সা}{৪}$ ইত্যাদি।

খণ্ডমাত্রা বা হসন্তমাত্রা।

যে কোন স্বর প্রাধান্যহীন হইয়া নিমেষের মধ্যে অপর স্বরের সহিত যুক্ত হয়, অর্থাৎ যে স্বরকে অতিক্রত স্পর্শ করিয়া স্বরান্তরে যাইতে হয় তাহার মাত্রাকাল খণ্ডমাত্রা বা হসন্তমাত্রা নামে অভিহিত হইল। বঙ্গভাষায় যেমন অস্ফুট-উচ্চারণ 'হসন্ত'কে 'খণ্ড'ত বলা যায়, সেই নিয়ম অনুসরণ করিয়া আমরাও হসন্তমাত্রাকে খণ্ডমাত্রা বলিলাম। এবং এই খণ্ডমাত্রিক স্বরের আমরা স্ত্রীস্বর সংজ্ঞা দিলাম। এই স্ত্রীস্বরকে মুখ্যস্বরের পার্শ্বে হসন্ত চিহ্নযুক্ত ও স্বরবর্ণ-লুপ্ত করিয়া লিখিতে হইবে। যথা, প্‌ধা; ম্‌প্‌ধা; গ্‌ম্‌প্‌ধা। এখানে ধা সুরেরই প্রাধান্য, ধা সুরই মুখ্যভাবে বিদ্যমান; অন্য সুরগুলি ছুঁইয়াই চলিয়া যাইতে হয়। ইচ্ছা করিলে খণ্ডমাত্রিক স্বরকে হসন্ত চিহ্নযুক্ত করিয়া ক্ষুদ্র অক্ষরেও লিখিতে পারা যায়। যথা গ্‌ম্‌প্‌ধা। হসন্তবর্ণের স্বরবর্ণ থাকে না বলিয়া আমরা হসন্তমাত্রিক স্বরের স্বরবর্ণ লোপ করিয়া দিলাম।

আমাদের সিকিমাত্রিক স্বর অনেকটা হসন্তমাত্রিক স্বরের মত শোনায় বলিয়া আমরা তাহাকে ভিন্ন-রূপে লিখিতে গেলে তাহাতে $\frac{১}{৪}$ (সিকিমাত্রার চিহ্ন) *না দিয়া হসন্তচিহ্ন দিব এবং হসন্তমাত্রিক স্ত্রীস্বর* অপেক্ষা তাহার কিঞ্চিৎ প্রাধান্য থাকাতে, স্ত্রীস্বর হইতে সিকিমাত্রিক স্বরের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য সিকিমাত্রিক স্বরের স্বরবর্ণ রক্ষা করিব। যথা $\frac{১}{৪}$পা = $\frac{পা}{৪}$ = প্‌া। এই পা সুরটী যদি স্ত্রীস্বর হইত তাহা হইলে প্‌ এইরূপ লিখিতাম।

বিরামচিহ্ন।

বিরামের জন্য নূতন চিহ্নের কোন আবশ্যক নাই। বিরামে সুরই অন্তর্হিত হয় কিন্তু মাত্রার বিরাম নাই, মাত্রা বরাবর চলিয়া যায়। সেই-হেতু সঙ্গীতে সুরটী না লিখিয়া মাত্রাচিহ্নটী রাখিয়া গেলেই তাহা সুরের বিরাম সঙ্কেত হইল। একমাত্রিক বিরামচিহ্ন ১; দ্বিমাত্রিক বিরামচিহ্ন ২ ইত্যাদি। দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি:—সা রে ১ মা। এখানে 'রে' সুরের পর ১ চিহ্নটী একমাত্রিক বিরাম-চিহ্ন বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ এই একমাত্রাকাল কোন সুরই গাহিতে বা বাজাইতে হইবে না। যদি এই ১ চিহ্নের স্থানে কোন সুর লিখিত হয় তাহা একমাত্রিক স্বর হইবে। সেইরূপ । সা রে ২ মা। থাকিলে বুঝিতে হইবে যে 'রে' সুরের পর দুইমাত্রা-কাল বিশ্রাম করিতে হইবে।

স্বরযোগ।

সুরের পর সুর গাহিতে বা বাজাইতে গেলে তাহাদিগের মধ্যে যে একটী স্বাভাবিক যোগ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই স্বরযোগ। এই স্বাভাবিক স্বরযোগ অলঙ্কার হইতেই আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের অলঙ্কারসমূহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই স্বাভাবিক স্বরযোগের জ্ঞাপকচিহ্নস্বরূপে যোগচিহ্ন (+) অথবা 'কমা' চিহ্ন (,) ব্যবহৃত হইবে; কিম্বা যোগচিহ্ন, কমাচিহ্ন ব্যবহার না করিয়া পরে পরে কিঞ্চিৎ ব্যবধান রাখিয়া স্বরগুলি লিখিয়া গেলেও চলিবে। যথা। সা+গা+রে+মা। = । সা, গা, রে, মা। = । সা গা রে মা।

সুরের টান।

যতমাত্রা পর্য্যন্ত কোন সুরের টান চলিবে ততমাত্রা পর্য্যন্ত সেই সুরের অক্ষরের মাথা হইতে একটী কসি টানিয়া যাইতে হইবে। যথা, । সা+১+১+১। = । সা৩। বলা বাহুল্য যে সা সুরের একমাত্রাও রক্ষিত হইবে এবং তৎসঙ্গে তিনমাত্রা টান চলিবে অর্থাৎ সা সুরটী একটানে চারিমাত্রা কাল গাহিতে হইবে। সুরের টান গুণিতমাত্রার দ্বারাই ব্যক্ত হইতে পারে, তথাপি প্রয়োজনবশতঃ সুরের টানের স্বতন্ত্র চিহ্নও করা গেল। যথা । সা+১+১+১। = । সা৩। = ৪সা। = । সা সা সা সা। *

আশ।

গানের কথার একটী অক্ষরে সুর হইতে সুরে গমনকে আশ কহে। আশ বুঝাইবার জন্য সুরগুলির মধ্যে মধ্যে এক একটী করিয়া কসি টানিতে হইবে। যথা

। গা—রে—মা—রে।
। জা — — গো।

যদি একটী সুরও দুই বা ততোধিকবার একটী অক্ষরে উচ্চারিত হয় তাহা হইলেও সুরগুলির মধ্যে মধ্যে আশচিহ্ন লিখিতে হইবে। যথা

। সা—সা—সা সা।
। কে — — ন।

মীড়।

অতি ঘনসংলগ্ন আশকে মীড় কহে। মীড়ে সুরের হিঁচড়ান বা মোচড়ানভাব প্রকাশ পায়। মীড় বুঝাইবার জন্য আশযুক্ত সুরগুলির উপরে একটী রেখা টানিতে হইবে। যথা

সা—রে—গা; সা—রে—গা—মা।

গমক। †

সুরের ধীর কম্পনকে গমক বলে। ইহাতে প্রত্যেক সুর কম্পিত এবং প্রস্বনিত হয়। গমকের চিহ্ন=ং। যে যে সুর গমকযুক্ত হইবে সেই সেই সুর অনুস্বারসমেত করিয়া লিখিতে হইবে। যথা সাং। গানের কথার একটী অক্ষর যদি কোন সুর দুই বা ততোধিক বার সগমক উচ্চারিত হয় তাহা হইলে সেই সগমক সুরগুলির মধ্যে মধ্যে আশ-চিহ্ন দেওয়া যাইবে।

সুরের ঝোঁক।

যে যে সুরে ঝোঁক পড়িবে সেই সেই সুরের উপর ছোট ছোট দাঁড়ি পড়িবে। যথা সা রে পা মা।

গিট্‌কিরি।

আশসহকারে সুর হইতে সুরে দ্রুতগমনকে গিট্‌কিরি কহে। গিট্‌কিরির চিহ্ন=সুরের মাথায় ঋফলা, যতদূর গিট্‌কিরি চলিবে ততদূর ঋফলা হইতে ফুটকি দিয়া যাইতে হইবে। যথা

পৃধা—পৃধা—পা—মা—পা;
কে — — — —

গিট্‌কিরি অতিক্রত হইলে সুরের মাথায় দীর্ঘঋফলা বসিবে; সেই অতিক্রত গিট্‌কিরিটীও যতদূর চলিবে ততদূর দীর্ঘঋফলা হইতে ফুটকি দিয়া যাইতে হইবে।

স্বরমিশ্র (Harmony)।

স্বরগুণন।

আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতের দিকেও লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। দুএকটি ইংরাজীগৎ আজকাল অনেকেরই মুখে প্রায় শোনা যায়। যদিও আমাদের দেশীয় সঙ্গীত ইউরোপীয় সঙ্গীত অপেক্ষা নানাগুণে শ্রেষ্ঠ তথাপি কবি মুরের আইরিষ গান এবং মোজার্ট রসিনি প্রভৃতি জর্ম্মণ ও ইটালীয় স্বর-কবিগণের সঙ্গীত যাঁহারা

* "গুণিতমাত্রা"র শেষ অংশটুকু দেখ।

† বৈদিক শ্লোকে কোন কোন স্থলে অনুস্বারের পরিবর্ত্তে গুম্‌চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। গুম্‌চিহ্নের উচ্চারণ গুম্। এই গুমে আমরা অনেকটা গমকের ভাব পাই, এইজন্য গুম্‌চিহ্নটীকেই আমাদের গমকের চিহ্নরূপে ব্যবহার করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ইহা সচরাচর চলিত নয় বলিয়া আমরা সুবিধার্থে গুমের পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা অনুস্বারের চিহ্ন সাংখ্য স্বরলিপিতে ব্যবহার করিলাম।

জানেন তাঁহারা ইউরোপীয় সঙ্গীতের মধুরতা অস্বীকার করিতে পারেন না। ইউরোপীয় সঙ্গীত স্বরমিশ্রপ্রধান।

স্বরমিশ্রপ্রধান সঙ্গীতের স্বরগুণনই মুখ্য উপাদান। দুই বা ততোধিক স্বরের একস্বরীকরণকে স্বরগুণন কহে। একস্বরীকরণ অর্থাৎ বিভিন্ন স্বরের যুগপৎবাদন, পরে পরে নয়।

স্বরের গুণনচিহ্ন = × অথবা . বিন্দু। স্বরগুণনের চিহ্ন স্বর সমূহের মধ্যে মধ্যে স্থাপিত হইবে। যথা, সা × গা × পা অথবা সা. গা. পা।

একস্বরীভাবে ক্রীড়িত দুই বা ততোধিক স্বরকে গুণিতস্বর (chord) কহে। যথা সা × গা × পা। এই গুণন চিহ্নযুক্ত তিনটী স্বর একটী গুণিতস্বর। যদি এই গুণিত স্বর দ্বিমাত্রিক হয় তাহা হইলে ২ সা.গা.পা এইরূপ লিখিতে হইবে। যদি অর্দ্ধমাত্রিক হয় তাহা হইলে ½সা.গা.পা অথবা সা.গা.পা লিখিত হইবে ইত্যাদি।
২

কথার সংক্ষেপ।

আওয়াজ বৃদ্ধির চিহ্ন = (বৃ:); আওয়াজ হ্রাস = (হ্র:); প্রবল আওয়াজ = (ব:); মৃদু আওয়াজের চিহ্ন = (মৃ:); অতিপ্রবল আওয়াজ = (ব: ব: বা ব্ব:); অতি মৃদু আওয়াজ = (মৃ: মৃ: বা ম্মৃ:); আওয়াজের ক্রমশ হ্রাস = (ক্র—হ্র:); আওয়াজের ক্রমশ বৃদ্ধি = (ক্র—বৃ:); মধ্য বল আওয়াজের = (ম: ব: বা ম্ব:);

আস্থায়ী = স্থা

অন্তরা = অ

আভোগ = ভো

পুনরায় = পু

তালিবিভাগ সঙ্কেত।

দুই তালির মধ্যস্থিত এক একটী ভাগকে এক একটী তালিবিভাগ বলে। প্রত্যেক তালিবিভাগ কতকগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে, যেমন কাওয়ালি তালের প্রত্যেক তালিবিভাগ চারিটী করিয়া মাত্রা অধিকার করে। গানে যে যে মাত্রায় তালি পড়িবে সেই সেই মাত্রার পূর্ব্বে এক একটী করিয়া দাঁড়ি দিতে হইবে।

তালি ও মাত্রাবিভাগ সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য তালিবিভাগের নিম্নে মাত্রাবিভাগ লিখিতে হইবে; প্রথম তালির নিম্নে প্রথম তালির মাত্রা সংখ্যা, দ্বিতীয় তালির নিম্নে দ্বিতীয় তালির মাত্রা সংখ্যা, এইরূপ ক্রমান্বয়ে লিখিতে হইবে; যথা কাওয়ালি তালের সংকেত :—

তালি। ১। ২। ৩। ০।

মাত্রা। ৪। ৪। ৪। ৪।

তালিবিভাগসঙ্কেত স্বরলিপির পূর্ব্বেই দেওয়া হইবে।

সকল সময়ে সুরের মাথায় তালি সংখ্যা দেওয়া সুবিধাজনক না-ও হইতে পারে, এই কারণে আমরা ইচ্ছামত পূর্ব্বোক্ত তালিবিভাগসঙ্কেতের ন্যায় অপর একটী সঙ্কেতের দ্বারায় সঙ্গীতের স্বরলিপির পূর্ব্বেই বুঝাইয়া দিব যে আস্থায়ী প্রভৃতি কোন্ তালিতে আরম্ভ হইবে। যথা

আরম্ভ। স্থা। অ। ভো। ঞ।

তালি। ১। ২। ৩। ০।

এইখানে বুঝিতে হইবে যে আস্থায়ী প্রথম তালে, অন্তরা দ্বিতীয় তালে, আভোগ তৃতীয় তালে, সঞ্চারী আরম্ভ হইবে। এইরূপে আরম্ভ হইয়া নিয়মিতরূপ তালিবিভাগ চলিবে।

আমাদের দেশীয়তালে যে সম্ ও ফাঁক আছে তাহার মধ্যে সমেই গানের বিশ্রামস্থান। ফাঁক যদিও বস্তুতঃ একটী তালি ছাড়া কিছুই নহে, কিন্তু ইহাতে কার্য্যতঃ তালি দেওয়া হয় না। সমের চিহ্ন = তালি সংখ্যা অথবা স্বরের পার্শ্বে বা স্থানে যুগল বিন্দু চিহ্ন; যথা ১। ২ঃ। ৩। ০। বা ১। ঃ। ৩। ০।

গানের সঙ্গে সঙ্গে তাল লিখিতে গেলে যে মাত্রায় তালি পড়িবে সেই মাত্রার উপরে বক্রবন্ধনীর মধ্যে তালি সংখ্যা লিখিতে হইবে।

গানের কথা স্থাপন প্রণালী।

সুরের নীচে নীচে কথার অক্ষর বসিবে। যথা

। সা গা রে মা।

। ক বে যা বে।

কিন্তু যেখানে সুরের নীচে কথার অক্ষর না থাকিবে সেখানে পূর্ব্ব অক্ষরের স্বরবর্ণের টান চলিতেছে বুঝিতে হইবে। সেই টান বুঝাইবার জন্য কসিচিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে। যথা

। সা—গা—রে মা।

। হ — — রি।

বলা বাহুল্য যে গানের সমাপ্তিতে যুগলদাঁড়ি বসিবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে নিম্নলিখিত গানটী অতিসহজ বলিয়া স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকবর্গকে সর্ব্বপ্রথম উপহার দিতেছি।

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি হে ভরসা মম, অকূল পাথারে ; আর কেহ নাহি যে,
বিপদ ভয় বারে, এ আঁধারে যে তারে।

এক তুমি অভয়পদ জগত সংসারে ; কেমনে বল দীন জন
ছাড়ে তোমারে।

করিয়ে দুখ অন্ত, সুবসন্ত হৃদে জাগে, যখনি মন আঁখি তব
জ্যোতি নেহারে।

জীবন সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা, তৃষিত মন প্রাণ মম
ডাকে তোমারে।

তালি। ২ঃ। ৩। ০। ১। আরম্ভ। স্থা। স্ত। ভো।
মাত্রা। ২ । ৩। ২। ৩। তালি। ২। ২। ২।

২
(স্থা। রে রে। রে রে রে। ম্গা গা। মা পা পা। প্সা নি। ধা নি পা। মা গা।
(স্থা)। তু মি। হে ভ র। সা —। ম ম অ। কূ —। ল — পা। থা —।

২ ২ ২ ২
। মা মা পা। মা গা। গা রে রে। র্মা গা। রে সা সা। সা সা। নি সা রে। সা নি।
। রে — —। আ —। র কে হ। না —। হি যে —। বি প। দ ভ য়। বা —।

২
। ধা পা মা। ২পা ২ধা ২নি ২সা। নি ধা পা। মা গা। মা মা পা।
। রে এ আঁ। ধা — — —। রে — যে। তা —। রে — —।

(স্থা—পু)। মা ম্গা। গা রে রে। ম্গা গা। মা পা পা। (স্ত)। পা পা। পা পা ধা। নি নি।
(স্থা—পু)। তু মি। হে ভ র। সা —। ম মং —। (স্ত)। এ —। ক তু মি। অ ভ।

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
। নি সা সা। সা নি। সা রে রে। সা নি। নি ধা পা। পা সা। নি সা রে। সা নি।
। য় প দ। জ গ। ত সং —। সা —। রে — —। কে ম। নে ব ল। দী —।

। ধ্নি পা মা। ২পা ২ধা নি। ধা ধ্নি পা। মা গা। মা মা পা।
। ন জ নে। ছা — —। ড়ে — তো। মা —। রে — —।

২ ২ ২ ২ ২
(স্থা—পু)। মা মা। গা রে রে। ম্গা গা। মা পা পা। (ভো)। পা সা। নি সা রে। সা সা।
(স্থা—পু)। তু মি। হে ভ র। সা —। ম ম —। (ভো)। ক রি। য়ে দু খ। অ —।

। ধ্নি পা পা। মা গা। গা গা গ্মা। রে রে। সা সা সা। সা সা। রে রে রে। র্মা গা। মা পা পা।
। ন্ত সু ব। স —। ন্ত হৃ দে। জা —। গে— —। য খ। নি ম ন। আঁ —। খি ত ব।

২ ২ ২ ২
। প্নি নি। ধা ধ্নি পা। মা গা। মা মা মা। পা পা। পা পা ধা। ধ্নি সা। সা সা সা।
। জ্যো—। তি — নে। হা —। রে— —। জী —। ব ন স। খা —। তু মি —।

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
। সা সা। স্রে সা সা। সা নি। নি ধা পা। পা সা। নি সা রে। সা সা। ধ্নি পা মা।
। বাঁ চি। না — তো। মা —। বি না —। তৃ ষি। ত ম ন। প্রা —। ণ ম ম।

। ম্নি নি। ধা নি পা। মা গা। মা মা পা। (স্থা—পু)। মাঃ॥
। ডা —। কে — তো। মা —। রে — —। (স্থা—পু)। তু ॥

THE RELIGION OF LOVE.

INTENDED FOR ALL SECTS AND CHURCHES.

BY A HINDU.

(Continued from the last number)

CHAPTER X.

OF WORKS.

---

1. Work is noble. Work is delightful The Beloved worketh incessantly. He should be our example in work.

2. What sort of lover of God is he who loveth God and doth not love those whom He loveth i.e. all beings? This leadeth a religious man to combine work with communion.

3, Works are as much necessary for the Religion of Love as communion. We can best show our love to the Beloved by serving His creatures whom He loveth. Love of God and Love of man are the two principal factors of the Religion of Love.

4. Perform all works disinterestedly, only through a sense of duty and in service to God and without fondness for worldly objects.

5. Fondness for worldly objects causeth sorrow. Wilt thou turn mad when thou wilt lose the worldly object thou art fond of ? Do not be guilty of such folly. It is unworthy of thy nobleness as man. It is unworthy of thy manhood.

6. When thy wife or child is sick, serve her or it with the greatest attention and the greatest affectionate solicitude, but if thou lose her or it, do not grieve, for grief is not worthy of thy nobleness as man. It is unworthy of thy manhood. Consider wife and child as not thy property but Government property, i e the property of God, and thou wilt be free from sorrow caused by bereavement. He, who is dead, hath gone only to the other side. Why then grieve ? Wilt not thou forgive God Almighty for what he hath done ? In sorrow for the dead, do not forget thy duty to the living.

9. The practically wise man, seeing the Great Goal of existence, doth not grieve.

8. Work constantly. Work is preferable to no work, for thou canst not perform the journey of life without work. Work is therefore better than no work through a mistaken fondness for communion.

6. A man cannot remain idle for a single moment. He must either work or think of something. When a man cannot remain idle for a single moment, think or work then to some good purpose. Work for some good purpose is work. No other work is work.

10. Do all works with an intent to please and serve God. Work is no work unless done with this intention. Work is communion when performed with consciousness of God's presence in all things. Work from morning till evening is worship if performed in obedience to the Lord and with the lively conviction always present in the mind that the Beloved is seeing thee and that He Himself worketh and loveth work.

11. Do not neglect small duties. Neglecting such duties and doing great ones only indicate pride. Beware always of pride. Besides, doing small duties is the best preparation for performing great ones when occasion arriveth. Perhaps great occasionss for showing thy piety and virtue may not happen to thee, wherefore discharge small duties with the greatest attention and punctuality and the greatest contentment.

12. The humblest work is noble. There is a dignity in work. Besides, the consciousness of victory over intractable matter giveth rise to intense pleasure.

13. "Those, that think, must govern those that toil." Statesmen and politicians must govern those that perform bodily labour.

14. He is the best politician who doth not bid adieu to religion and morality as soon as he entereth the council-room but introduceth religion and morality into politics under the conviction that righteousness exalteth a nation. As nature gradually inproveth the race of man, better and better classes of politicians will appear in the world.

15. The pious man maketh the world subserve his eternal interests instead of sacrificing the latter to the former. This is real shrewdness. This is real policy.

সংবাদ।

২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর প্রভৃতি গ্রামে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। তথাকার অনেক জমীদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অন্নকষ্ট পীড়িত ব্যক্তিদিগকে আহারাদি প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আদি সমাজের সম্পাদক মহাশয়ের হস্ত দিয়া শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয় দুই শত টাকা তথাকার দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রেরণ করেন। ঐ টাকার কিয়দংশ লইয়াআদি সমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভদ্র গৃহের বিধবা প্রভৃতিকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন।

প্রাপ্তিস্বীকার।

বিশ্বকোষ। আমরা বিশ্বকোষ অভিধানের ৬২ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। ইহা সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গসাহিত্য ইহার নিকট যে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ থাকিবে, সে কথা বলা বাহুল্য। বাঙ্গলা ভাষায় অভিধান নানারূপ বাহির হইয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত বাঙ্গলা ও গ্রাম্য শব্দের ব্যুৎপত্তি, আরব্য পারস্য হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় প্রচলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ, প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্ম সম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্যও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত, বৈদিক পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানাশাস্ত্রের সারসংগ্রহ প্রায় কোন অভিধানেই দেখিতে পাই না। ইহা দ্বারা যে জনসমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধন হইবে এবং এই এক অভিধান দ্বারা লোকে যে বহু বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন।

ত্রিষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী ৭ই পৌষ বুধবার বোলপুরস্থ শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রথম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব হইবে।

গত বারের স্বরলিপির ভ্রমসংশোধন।

১। প্রথম পংক্তির প্রথম তাল-বিভাগে "পমা"র স্থলে "মঃ০ম০" হইবে।

ঃ০=বার আনা মাত্রা এবং ০=সিকি মাত্রা।

২। পঞ্চম পংক্তির প্রথম তাল-বিভাগে "নরা"র স্থলে "মরা" হইবে।

৩। নবম পংক্তির শেষ তাল-বিভাগে "সা"র স্থলে "পসা" হইবে।

৪। দ্বিতীয় পংক্তির চতুর্থ তাল-বিভাগে "সা -া"র পরে দাঁড়ি বসিবে।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজোপলক্ষে পুস্তক বিক্রয়ের তালিকা।

আগামী ১১মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১ হইতে ১২ মাঘ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্ন লিখিত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ ১২ই মাঘের পূর্ব্বে মনিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকমাশুল "আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের" নিকট "যোড়াসাঁকো কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না। ১২ই মাঘের পূর্ব্বে টাকা না পাইলে উক্ত মূল্যে পুস্তক পাঠান হইবে না।

১৭৬৯ শক অবধি, ১৮১৩ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান এক এক খণ্ড ২৲ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১ম ভাগ	৪৲	৩৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩।৹	২॥৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২॥৹	২৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥৹	॥৹
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸৹	॥৶৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	॥৹	।৹
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।৹	৶৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।৹	৶৹
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।৹	৶৹
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম		৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য		৴১০
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা		৴১
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫৲	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)		৸৹
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲	৸৶৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	।৹	৶৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৶৹	।৶৹
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৹	৶৹
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	।৹	৶৹
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৹	৶৹
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৴৹	৴১০
প্রবচন সংগ্রহ	৴৹	৴১০
ব্রহ্মোপাসনা	৴৹	৴১০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৶৹	৴৹
দশোপদেশ	॥৹	।৹
মাঘোৎসব	॥৹	।৹
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶৹	৶৹
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।৹	৶৹
ধর্ম্মশিক্ষা	৶৹	৴৹
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৴৹	৴১০
দুর্গোৎসব	৴৹	৴১০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুর কৃত	৶৹	৴৹
ব্রহ্মসঙ্গীত (সম্পূর্ণ ৮ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲	৸৹
ব্রহ্মসঙ্গীত ৮ম ভাগ	।৹	৶৹
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।৹	৶৹

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
	R. A. P.	R. A. P.
A Discourse against Hero-making in Religion	" 12 "	" 8 "
Hindoo Theism	" 1 "	" " 6
Theist's Prayer Book	" 1 "	" " 6
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "	" 2 "
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "	" 1 "
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "	" 1 "
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	॥৹	।৹
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸৹	॥৹
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	১৲	॥৹
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ঐ	১৲	॥৹
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২৲	১৲
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ (২য় সংস্করণ)	॥৶৹	।৶৹
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥৹	।৶৹
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	।৹	৶৹
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	৴৹	৴৹
সার ধর্ম্ম	৴১০	৴৹
সেকাল আর একাল	॥৹	॥৹
তাম্বুলোপহার ১ম ভাগ	৴৹	৴৹
ঐ ২য় ভাগ	৴৹	৴৹
ব্রহ্ম সাধন	৶৹	৴৹
	R. A. P.	R. A. P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	" 4 "	" 3 "
Brahmic Quest. of the Day	" 6 "	" 4 6
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "	" 2 3
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "	" 1 6
Adi B. Samaj as a Church	" 3 "	" 2 3
A Reply to the Query, "What is Brahmoism?	" 4 "	" 3 "
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "	" " 9
Science of Religion	" 4 "	" 4 "
Hindu Theists' Brotherly Gift to English Theists	" 4 "	" 4 "
Old Hindu's Hope	" 4 "	" 3 "
তত্ত্ববিদ্যা	১॥৹	১৲
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৶৹	৶৹
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৶৹	৶৹
Ontology	1 " "	" 8 "
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা		৶৹
বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড	১॥৹	একত্রে লইলে ৫৲
বেদান্ত প্রবেশ	১৲	
স্মৃতি	১৲	
প্রলয় তত্ত্ব	১॥৹	
পরলোকতত্ত্ব	১॥৹	

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ	১৲	১৲
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	১৲	৸০
অধিকারতত্ত্ব	৷৹	।০
বিজ্ঞানামৃত	১৲	১৲
জীবনের সদ্ব্যবহার	৷৹	৷৹
উপহার (কাপড়ে বাঁধা)	।০	।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲	৷৹
ঐ (বাঁধা)	১৷৹	৸০
উদ্গীথা	।০	৶০
ধর্ম্মমালা	৵১০	৵১০
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১৲	৷৹
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৶০	৶০
ডায়েরী	৷৹	৷৹
বেদান্ত দর্শন সম্পূর্ণ (টীকা ও কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদসহ)	১৬৲	১৬৲
পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট	২৲	২৲
সাঙ্খ্য সূত্র (টীকা ও অনুবাদসহ)	১৷৹	১৷৹
সাঙ্খ্য-দর্শন ১ম ভাগ	৸০	৸০
সাঙ্খ্য-দর্শন ২য় ভাগ	৸০	৸০
চরিত্রানুমান বিদ্যা ১ম খণ্ড	৷৹	৷৹
অক্ষয়-চরিত (সচিত্র ও সমূলক)	।৶০	।০
আদর্শ নারী	।০	।০
বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাঁহার উপদেশ	/৫	/৫
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী	।০	৵০
ছায়াময়ী পরিণয়	৷৹	৷৹
পরমকল্যাণ গীতা	১৲	১৲
পরমকল্যাণ গীতা (হিন্দি)	১৲	১৲
শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত	৷৹	৷৹
পরাশর সংহিতা	৷৹	৷৹
শ্রীদারু ব্রহ্ম বা জগন্নাথ	৷৹	৷৹
হস্তামলক	৶০	/১০
সেন রাজগণ	৷৹	।০
জোয়ানের জীবন চরিত	৷৹	।০
Who is Christ?	" " 6	" " 6
Miracles, or the Weak Points of Revealed Religion.	" 8 "	" 4 "
সঙ্গীতমঞ্জরী	৶০	/০
ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা	৷৶০	।/০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	৵১০	৶০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	৵০	/১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	১৲	৷৹
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী (বাঁধান)	৩৷৹	৩৷৹
English Works of Raja Rammohun Roy Vol. 1	3 " "	3 " "
Do. Vol. 11	5 " "	5 " "
হিন্দুধর্ম্ম নীতি	১৲	৷৹
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র (তাৎপর্য্য সহিত)	৵০	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড	/১০	/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	৶০	/০
উপদেশ	৴১০	৴১০
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার	৴১০	৴১০
বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ক মনুর মত	।০	।০
নীতি-কবিতাবলী	।০	৶০

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
নীতি পদ্য	/০	৴১০
নীতি প্রভা	৶০	/০
প্রকৃত ধর্ম্ম পথ	৴১০	৴১০
Hinduism	" 4 "	" 2 "
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি (হিন্দি)	/০	৴১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	/০	৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড (বাঙ্গালা)	৶০	/০
গৃহকর্ম্ম	।০	৵০
ধর্ম্মদীক্ষা	/০	৴১০
সঙ্গীত মুক্তাবলি ১২ ভাগ একত্রে	।০	৶০
ঐ তৃতীয় ভাগ	।০	৶০
ঐ চতুর্থ ভাগ	।৶০	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০	৵০
প্রশ্নমঞ্জরী	৷৹	।০
প্রভাত-কুসুম	।/০	৶১০
কুমারশিক্ষা	।০	৵০
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	।৶০	।০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত	১৲	১৲
পুনর্জ্জন্ম আছে কি না?	/০	/০
পঞ্চোপনিষৎ	৷৹	৷৹
মহাত্মা রামমোহন রায় (পদ্য)	৴১০	৴১০
একতাব্রত কাব্য	৶১০	৶১০
Memoir of Raja Ram Mohan Roy	1 " "	8 "
Universal Religion	" 8 "	" 8 "
Band of Hope	" 1 "	" 1 "
ধর্ম্ম পরিচয় ১ম ভাগ	/০	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	৷৹	।০
বক্তৃতা মঞ্জরি	৶০	/০
সূত্র-নিপাত (বৌদ্ধধর্ম্ম)	১৷৹	১৷৹
উপষ্টম্ভ (ঐ)	।/০	।/০
জীবন সঙ্কেত	/০	/০
চিন্তা বিন্দু	৶১০	৶১০
বালক বন্ধু	/০	/০
তত্ত্ব বিচার	।৶০	।৶০
সুরাপান বা বিষপান	৷৹	৷৹
স্বর্গের চাবি	৶০	} একত্রে লইলে
পারের নৌকা	৶০	৵০
হরিলীলা ১—৪র্থ ভাগ	১।০	১৶০
বনফুল	।/০	।০
দেবতত্ত্ব	৷৹	৷৹
মনোহর শায়ী ব্রহ্মসঙ্গীত	।০	৵০
Essay on happiness	1 " "	1 " "
History of Warren Hastings	1 " "	1 " "
দামিয়েনের জীবনচরিত	৷৹	৷৹
কমলাকান্ত পদাবলি	৸০	৸০
আহার বিজ্ঞান	/০	/০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প (২য় সংস্করণ)	৷৹	।৶০
Lectures on Religion	" 6 "	" 6 "
এটা কোন্ যুগ	/০	/০
আর্য্যাবর্ত্ত (অনৈক হিন্দু মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত)	৷৹	৷৹
পাগলের—পাগলামি	।০	।০

ত্রয়োদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
মাঘ ব্রাহ্মসম্বৎ ৬৩।

৫৯৪ সংখ্যা ১৮১৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক
সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৯। কলিগতাব্দ ৪৯৯৩। ১ মাঘ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য।৵০। ডাক মাশুল।৵০ আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন

আত্মতত্ত্ব বিদ্যা

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সর্ব্ব প্রথম রচনা। বহু কালের পর ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল। ইহাতে জীবাত্মা ও জড়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি কএকটী বিষয় বিশেষ রূপ বিবৃত হইয়াছে। মূল্য মাঘোৎসব উপলক্ষে ১০ এক আনা মাত্র।

অনেকের বিশ্বাস এই যে আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে বাহিরের কাজ লওয়া হয় না। পূর্ব্বে যদিও এইরূপ ছিল বটে কিন্তু আজ কাল আমরা আদরের সহিত বাহিরের কাজ গ্রহণ করিয়া থাকি, সুলভ মূল্যে ও অতি যত্নের সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করি। এই যন্ত্রালয়ের মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে "সাধনা" "তত্ত্ববোধিনী" ও শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রণীত বোম্বাইচিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দিগের প্রণীত গ্রন্থাবলী বিশেষ পরিচয় স্থল। অপরাপর বিষয় আমাকে পত্র লিখিলে জ্ঞাতব্য।

কলিকাতা। শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়। সহঃ সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদের গত চৈত্র পর্য্যন্ত মূল্য ও মাশুল নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারাও বর্ত্তমান শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিলে পরম উপকৃত হইব। আশাকরি এই বিষয়ের জন্য পুনরায় পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতে হইবে না।

সহঃ সম্পাদক।

এটা কোন্ যুগ?

মূল্য ১০ এক আনা ডাঃ মাঃ ১০ পয়সা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

শ্রী সখারামগণেশ দেউস্কর প্রণীত।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে ও ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

ত্রয়োদশ কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
মাঘ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

৫৯৪ সংখ্যা | ১৮১৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

ত্রিষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

বর্ণব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রমত।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে স্ত্রীশূদ্রাদি সকলের বেদাদি শাস্ত্র পঠন পাঠনের অধিকার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। সম্প্রতি বর্ণ-ব্যবস্থা যে বীজানুসারী নহে প্রত্যুত গুণকর্ম্মানুসারেই যে উহা হইয়াছে তাহা শাস্ত্রযুক্তিগতে সিদ্ধ করিব। আমাদিগের দেশে প্রায় সকলেরই সরল বিশ্বাস যে জাতি বা বর্ণ বীজানুসারে বিভক্ত ও এইরূপ বর্ণবিভাগ চিরকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে বক্তব্য এই, যে পুরাকালে এইরূপ বর্ণ-বিভাগ বাস্তবিক আর্য্যভূমিতে প্রচলিত ছিল না। এদেশের ব্রাহ্মণগণ যখন প্রভাবচ্যুত হইতে লাগিলেন তখন স্বার্থের বশীভূত হইয়া ভগ্ন প্রতিষ্ঠা রক্ষার্থে অগত্যা নানা কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে তাঁহাদিগের বংশমর্য্যাদা বিদ্যা ও তপোবলে আর রাখিতে সমর্থ নহেন, কাজেই কুলমর্য্যাদা রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হইলেন। অল্প কাল মধ্যেই যে সমগ্র দেশে কুপ্রথা ঘোরতর রূপে প্রচলিত হইতে পারে তাহার প্রমাণ এদেশের

কৌলীন্য প্রথা। কয়েক শতাব্দি পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় রাজা বল্লালসেন আপন রাজ্য মধ্যে গুণবান ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে কুলীন সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যাঁহারা সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শনযুক্ত বা সাধুসহবাসী, নিষ্ঠাবান, সুবৃত্তিযুক্ত তপস্বী ও দানশীল ছিলেন এরূপ ব্রাহ্মণদিগকে সেই সময়ে কুলীন বলিয়া সম্মান করিতেন। রাজা বল্লালসেন কুলীনের পুত্রগণ ঐ সমস্ত গুণহীন হইলেও যে কুলীন হইবেন এরূপ ব্যবস্থা করেন নাই। কিন্তু দেখ কত অল্প সময় মধ্যেই এই উত্তম কৌলীন্য প্রথা কতদূর অনিষ্টকর ও ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। বল্লালসেনের সময়ের মহাত্মা ব্রাহ্মণদিগের অধম সন্ততিগণ কুলীন শব্দকে কতদূর স্বরূপভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। আজকাল কুলীন বলিলেই মূর্খ, ষণ্ড ও বিবাহব্যবসায়ী বুঝায়। কুলীন বংশে যে বাস্তবিক কেহ কুলীন নাই একথা বলি না, তবে আজকাল বাস্তব কুলীনসংখ্যা এত অল্প হইয়া গিয়াছে যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব অতি অল্পকাল মধ্যেই অশাস্ত্রীয় কুরীতি যে দেশমধ্যে দৃঢ়মূল হইয়া থাকে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। কৌলীন্য প্রথার ন্যায় আধুনিক বর্ণব্যবস্থাও প্রচলিত হইয়াছে। কোন কোন নবীন আচার্য্য মহাশয়ের মত যে জাতিটা বীজসম্পর্ক ব্যতীত অন্য প্রকারে হইতে পারে না। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, জীব আপন কর্ম্মানুসারে সুকৃতি বা দুষ্কৃতি ভোগ করে। যখন জীবের শুভাশুভ কর্ম্মই তাহার নিজ উন্নতি বা অবনতির একমাত্র কারণ তখন জীব ইহজন্মের কৃতকর্ম্মের ফল যে এজন্মেই ভোগ করিতে পারিবেন না তাহার কারণ কিছুই দেখি না। শাস্ত্রে লিখিত আছে "তপোভিঃ প্রাপ্যতেঽভীষ্টং নাসাধ্যং হি তপস্যতঃ" অর্থাৎ তপস্যা বা পুরুষকার দ্বারা মনুষ্যের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া তপস্যাবলে জগতে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। নিজ চেষ্টা ও পুরুষকার দ্বারা যে নিকৃষ্ট বর্ণেরা ইহজন্মেই উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার উদাহরণ ও প্রমাণ এই প্রস্তাবের অন্যস্থলে বিস্তারিত লিখিব।

একটু অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে জাতি বা বর্ণ বলিলে মনুষ্যগত কোন বিশেষ গুণ বা বিশেষ কর্ম্ম বা অকর্ম্মের প্রতি আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। অতএব বাস্তবিক গুণ কর্ম্মানুসারেই জাতি বা বর্ণ বিভক্ত হওয়া উচিত। কোন কোন ব্যক্তির মত যে যখন আমরা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুসারে জন্মগ্রহণ করি তখন জন্মার্জ্জিত সুকৃতি বা দুষ্কৃতিফলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি। সুতরাং প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সেই বর্ণেই আমাদিগকে থাকিতে হইবে অর্থাৎ সে জন্মে তাহার বর্ণগত অধঃপতন বা উন্নতি হইতে পারে না। ইহার উত্তরে এইমাত্র বলিতে চাই যে, মনুসংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে যে দ্বিজগণ ইহজন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটী এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"যোনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

মনু।

অর্থাৎ যে দ্বিজ বেদাদি শাস্ত্র পাঠ না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম করেন তিনি জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত

হয়েন। পুনশ্চ আমরা আরও দেখি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে কেহ যদি খৃষ্টীয় বা মহম্মদীয় ধর্ম্ম স্বীকার করেন তবে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ জাতিচ্যুত করা হয়। আর কেহই তাঁহাকে ব্রাহ্মণাদি বলিয়া গ্রহণ করেন না। ইহ জন্মে যে কেহ যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যদি সেই কুলেই তাঁহাকে আমৃত্যু থাকিতে হইত তবে কি জন্য পরধর্ম্মগ্রহণ ও অখাদ্য ভক্ষণ করিলে তাহাকে জাতিচ্যুত করিবার প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে গুণকর্ম্মানুসারেই লোকের জাতিত্ব। গীতা শাস্ত্রের ৪র্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্মবিভাগতঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে আমি গুণকর্ম্মবিভাগানুসারে চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। যদি ইহ জন্মের নিজ দুষ্কৃতি হেতু অধঃপতন হইতে পারে তবে কি জন্য সুকৃতি হেতু এই জন্মেই মনুষ্য উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত না হইবেন। বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে তাহা এই প্রস্তাবের অপর স্থানে প্রকাশ করিব। যাহা হউক আমরা নিজ যুক্তি বা সিদ্ধান্ত দ্বারা এ বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করি না। বেদাদি শাস্ত্রে এ বিষয়ে কিরূপ মত প্রকাশিত আছে তাহাই পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিব, এবং তৎসঙ্গে যুক্তি দ্বারা সেই বিষয়ের বিচার করিব।

যজুর্বেদে আমরা বর্ণ সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত মন্ত্রটী প্রাপ্ত হই। যথা—

"ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ ঊরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

যজু অধ্যায় ৩১ মং ১১।

অর্থাৎ পূর্ণ ব্যাপক পরমাত্মার সৃষ্টিতে মুখের সদৃশ অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম মুখ্যগণ ব্রাহ্মণ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। মুখ্য বস্তুকেই যে মুখ বলা যায় তদ্বিষয়ে বেদের শতপথব্রাহ্মণের প্রমাণ যথা—"যস্মাদেতে মুখ্যাস্তস্মান্ মুখতোহস্যজ্যন্ত" ইত্যাদি। অতএব যে পদার্থ মুখ্য তাহা মুখ হইতে উৎপন্ন হইল একথা বলা সঙ্গত হয়। অর্থাৎ যেরূপ মুখ সমস্ত অঙ্গের শ্রেষ্ঠ ভাগ তদ্রূপ পূর্ণ বিদ্যা তথা উত্তম গুণ কর্ম্ম ও স্বভাব যুক্ত হইলে মনুষ্য ব্রাহ্মণসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। পুনশ্চ শতপথব্রাহ্মণে "বাহুর্বৈ বলং বাহুর্বৈ বীর্য্যম্" অর্থাৎ বাহু শব্দে বল ও বীর্য্য বুঝায়। অতএব মনুষ্যসৃষ্টিমধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবীর্য্যশালী তাঁহাদিগকে রাজন্য বা ক্ষত্রিয় বলা যায়। কটিদেশের অধোভাগ এবং জানুর উপরিভাগকে ঊরু বলে। মনুষ্য ঊরুবলেই দেশদেশান্তর গমনে সমর্থ হয়েন। বাণিজ্যব্যবসায়ী ও কৃষকদিগকে একস্থান হইতে অপর স্থানে সর্ব্বদাই গমন করিতে হয়। অতএব মনুষ্যসৃষ্টিতে যাহাদিগের যাতায়াত করিবার ক্ষমতা অধিক তাহাদিগকে বৈশ্য বলা যায়। পদশব্দে শরীরের নিম্ন ভাগ বুঝায় অর্থাৎ নীচ ও মূর্খত্বাদিযুক্ত ব্যক্তিগণকে শূদ্র বলা যায়। ঋগ্বেদে লিখিত আছে,

"বিজানীহ্যার্য্যান্যেচ দস্যবো বর্হিষ্মতে রংধয়াশাসদব্রতান্।

ঋক ম ১সূ ৫১।

'উত শূদ্রে উতার্য্যে' অর্থাৎ আর্য্যশব্দে ধার্ম্মিক বিদ্বান ও আপ্ত পুরুষ বুঝায় এবং ইহার বিপরীতবৃত্তিস্থ লোক সকলকে দস্যু অর্থাৎ তস্কর দুষ্ট অধার্ম্মিক

ও অবিদ্বান বলা যায়। আর্য্য শব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বুঝায় এবং শূদ্রকে অনার্য্য বলে। অতএব ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদি বর্ণগণ বেদাদি শাস্ত্র মতে গুণকর্ম্মানুসারে বিভক্ত হইয়া থাকেন। কোন কোন নবীন আচার্য্য মহাশয় বলেন যে "ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদি বেদমন্ত্রের অর্থ এই যে পরমেশ্বরের মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ বাহু হইতে ক্ষত্রিয় ঊরুদেশ হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন। সুতরাং যেরূপ মুখ কদাপি বাহু বা পদ ইত্যাদি হয় না কিম্বা বাহু পদ বা ঊরুও কদাপি মুখ ইত্যাদি হইতে পারে না, তদ্রূপ যিনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তিনি কদাপি অন্য বর্ণস্থ হইতে পারেন না। এখন বিচার করিয়া দেখ যে উপরোক্ত অর্থ কদাপি গ্রহণীয় নহে। কারণ প্রথমতঃ বেদাদি শাস্ত্রের মতে পরমেশ্বর অশরীর এবং যখন ঈশ্বরের শরীর নাই তখন কিরূপে সেই ঈশ্বরের মুখাদি দিয়া বর্ণচতুষ্টয় উৎপন্ন হইল! অতএব বন্ধ্যাপুত্রের বিবাহের ন্যায় ইহা অসম্ভব ও হাস্যাস্পদ। পরমেশ্বরের যে শরীর নাই তাহার প্রমাণ বেদাদি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ কেবল মাত্র একটী বেদমন্ত্র এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্। কবির্ম্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ংভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ"॥

যজু অং ৪০ মং ৮।

অর্থাৎ যে পরমাত্মা আকাশবৎ পরিপূর্ণ বা ব্যাপক, যিনি সমস্ত জগতের উৎপাদনকারী বা প্রকাশক এবং অত্যন্ত বলশালী, যিনি অকায় অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার শরীররহিত, যিনি রোগ বা ব্রণাদি হইতে পৃথক, যিনি নাড়ী আদি বন্ধন রহিত, যিনি নির্ম্মল বা যাঁহাকে মলযুক্ত শরীর বহন করিতে হয় না, যিনি পাপরহিত বা ন্যায়কারী, যিনি কবি অর্থাৎ সর্ব্বদর্শী, যিনি সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান, যিনি সর্ব্বদা প্রজা ও প্রজাপতিদিগের যথার্থ কর্ত্তব্য ও শুভাশুভ কর্ম্মের বিধানকর্ত্তা এরূপ স্বয়ম্ভু পরমাত্মাই সকলের উপাসনার যোগ্য।

এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে পরমাত্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি উৎপন্ন হইলেন তাহা কদাপি যুক্তি বা শাস্ত্র দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। পুনশ্চ যদি মুখাদি অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি হওয়া সম্ভবও হয় তবে ব্রাহ্মণাদির আকৃতিও উপাদান-কারণ-সদৃশ হওয়া উচিত, অর্থাৎ মুখের আকৃতি গোল সেই জন্য ব্রাহ্মণেরও আকৃতি গোল হওয়া উচিত। সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের বাহুর আকৃতি ও বৈশ্য ও শূদ্রের উরূ ও পদদ্বয়ের আকৃতি হওয়া উচিত। বৈশেষিক দর্শনে লিখিত আছে যে—"কারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণো দৃষ্টঃ" অর্থাৎ উপাদান কারণ সদৃশ কার্য্যের গুণ দৃষ্ট হয়। আমরা কিন্তু এ সময়ে চারি বর্ণকেই গর্ভাশয় হইতে উৎপন্ন হইতে দেখিতেছি। অতএব কোন পক্ষেই পরমাত্মার বিশেষ শরীর হইতে বিশেষ বর্ণ উৎপন্ন হইলেন ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না।

পুনশ্চ আমরা বর্ণ বিষয়ে নিরুক্ত ও শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি প্রাপ্ত হই যথা—

বর্ণো বৃণোতেঃ॥ নিং অং ২ খং ৩।

ব্রহ্মহি ব্রাহ্মণঃ॥ ক্ষত্রং হীন্দ্রঃ ক্ষত্রং রাজন্যঃ॥
শত কা ৫ অ ১ ব্রা ১

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—

গুণকর্ম্মাণি চ দৃষ্ট্বা যথাযোগ্যং ব্রিয়ন্তে যে তে বর্ণাঃ

অর্থাৎ গুণকর্ম্মানুসারে যে লোক যেরূপ তাঁহাকে সেইরূপ অধিকারে বরণ করা হয় এই জন্য ইহাকে বর্ণ বলা যায়।

ব্রহ্ম অর্থাৎ উত্তম কর্ম্ম করিলে সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণবর্ণ হয়েন। পরমৈশ্বর্য্য ও বলবীর্য্যযুক্ত হইলে মনুষ্যকে ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা দেওয়া যায় ইত্যাদি।

বর্ণ যে গুণকর্ম্মানুসারে বিভক্ত তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সম্প্রতি নিজ নিজ সুকৃতি বা দুষ্কৃতি বশত নীচবর্ণ উচ্চবর্ণকে ও উচ্চবর্ণ নীচবর্ণকে ইহ জন্মেই প্রাপ্ত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় ও যুক্তি প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ জাতি কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতেছি। নিরালম্বোপনিষদে লিখিত আছে—

"চর্ম্মরক্তবসামাংসমজ্জাস্থিধাতুনীত্যুক্তানি জাতিরাত্মনো ব্যবহারোপকল্পিতা"।

অর্থাৎ চর্ম্ম, রক্ত, বসা, মাংস, মজ্জা, অস্থি ও শুক্র এই সপ্তধাতুনির্ম্মিত শরীরে ব্যবহারের নিমিত্ত জীবাত্মার জাতি কল্পনা মাত্র।

পুনশ্চ শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"আজন্ম জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠী ভবেৎ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

অর্থাৎ সকল মনুষ্যই শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। যখন মনুষ্যের সংস্কার হয় তখন তাঁহাকে দ্বিজ বলা যায়। বেদপাঠীকে বিপ্র বলে এবং যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা দেওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে—

"ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥"

অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণময় জগতে বর্ণের বিশেষ নাই। ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ব্বসৃষ্ট জগতে মনুষ্য সকল কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এখন বর্ণ কাহাকে বলে তাহা সামান্য রূপে কথিত হইল। সম্প্রতি কর্ম্ম ও চরিত্র-গুণে এক বর্ণ অপর বর্ণে গণ্য হয়েন তাহারই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিতেছি। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥"

অর্থাৎ শূদ্র ব্রাহ্মণপদ প্রাপ্ত হয়েন তথা ব্রাহ্মণও শূদ্রপদ প্রাপ্ত হন। এইরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধে জানিবে।

পুনশ্চ আপস্তম্বসূত্রে আমরা এবিষয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রটী প্রাপ্ত হই—

ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ।
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বর্ণ নিজ জাতি বা বর্ণ হইতে উত্তম উত্তম বর্ণকে প্রাপ্ত হয়েন এবং সেই বর্ণে গণনীয় হন অর্থাৎ যে বর্ণের যোগ্য সেই বর্ণত্বতে গণনীয় হন। এইরূপে অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পূর্ব্ব অর্থাৎ উত্তমবর্ণযুক্ত মনুষ্যগণ আপন আপন বর্ণ হইতে অধম বর্ণকে প্রাপ্ত হয়েন এবং সেই বর্ণত্বে গণ্য হইয়া থাকেন।

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে উমা-মহেশ্বর সংবাদে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি প্রাপ্ত হই—

এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ॥
নযোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥

সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণোলোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাৎ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥

অর্থাৎ হে দেবি! শূদ্র এই সমস্ত শুভ কর্ম্ম ও শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন ও বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হন। হে দেবি! এই সকল শুভ কর্ম্ম করিলে অতিনীচকুলোদ্ভব শূদ্র আগমসম্পন্ন সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হন। উত্তম কুলে জন্ম সংস্কার বেদ-পাঠ বা উত্তমের সন্তান হইলে ব্রাহ্মণ হন না; যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র তিনিই ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। চরিত্রের দ্বারা সকলে ব্রাহ্মণ হন অতএব শূদ্র সচ্চ-রিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থা-কেন। যে প্রকারে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়েন এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া যে প্রকারে শূদ্র হয়েন সেই গুহ্য কথা তোমাকে এই বলিলাম।

পুনশ্চ কিরূপ কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণগণ পতিত হন উদাহরণ স্বরূপ দুই চারিটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥
কৃষিকর্ম্মরতোযশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥
লাক্ষালবণসম্মিশ্রং কুসুম্ভক্ষীরসর্পিষাম্
বিক্রেতা মধুমাংসানাং সবিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা
মদ্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ
তেনৈব চ স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥
বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসুচ
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥

অত্রিসংহিতা।

অর্থাৎ যে জন ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব হইয়া রণক্ষেত্রে সর্ব্বসমক্ষে আরম্ভ সময়েই ধন্বি-দিগকে অস্ত্র দ্বারা আহত বা পরাজিত করেন তাহাকে ক্ষত্রিয় সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যিনি বৈশ্যোচিত কৃষিকর্ম্মে রত, গোপালক ও বাণিজ্যব্যবসায়ী হয়েন সেই ব্রাহ্মণকুলোদ্ভবকে বৈশ্য বলা যায়। যিনি লাক্ষা লবণ কুসুম্ভ দুগ্ধ ঘৃত মধু বা মাংস বিক্রয় করেন সেই ব্রাহ্মণপুত্র শূদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়েন। যে ব্রাহ্মণ অধ্যয়নবিশিষ্ট না হইয়া চোর তস্কর (পর-স্বাপহারক উৎকোচাদি গ্রহণতৎপর ও প্রবঞ্চক) সূচক বা কুপরামর্শদাতা তথা দংশক বা কটুভাষী এবং মদ্য মাংসে লো-লুপ তাহাকে নিষাদ বলা যায়। যদি কেহ বিপ্রবংশোদ্ভব হইয়া বৈদিক কর্ম্ম পরাঙ্মুখ এবং ব্রহ্মতত্ত্বানভিজ্ঞ হয়েন অথচ ব্রহ্মসূত্র বা যজ্ঞোপবীত আমি ধারণ করি এই জন্য আমি মহান্ ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্বিত হন তাহা হইলে সেই পাপ বশত তাহাকে পশুসংজ্ঞা দেওয়া যায়। যিনি বিপ্রকুলোদ্ভব হইয়া নিঃশঙ্ক ভাবে অর্থাৎ পাপের ভয় না করিয়া কূপ তড়াগ উপবন এবং আরাম বা সাধারণ-ভোগ্য উপবন রুদ্ধ করেন তাঁহাকে ম্লেচ্ছ বলা যায়। যে ব্রাহ্মণ ক্রিয়া অর্থাৎ সন্ধ্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মহীন, মূর্খ ও সর্ব্বধর্ম্মরহিত এবং যিনি সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি নির্দ্দয় তিনি চাণ্ডাল সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

বুঝিয়া দেখ যে যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখা যাইতেছে যে উত্তম কর্ম্ম করিলে নীচবংশোদ্ভব মনুষ্যগণ ইহ জন্মেই আপন আপন বর্ণ অপেক্ষা উত্তম বর্ণ প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং যখন উত্তমবংশোদ্ভব ব্যক্তিরা নিজ দুষ্কৃতি জন্য ইহ জন্মেই অধম বর্ণে গণ্য হয়েন তখন জাতি যে গুণ-কর্ম্মানুসারী তদ্বিষয়ে আর কিছু মাত্র

সন্দেহ নাই। প্রাচীন আর্য্যদিগের চির-প্রচলিত নিয়মানুসারে বেদোক্ত কবস ঋষি শূদ্র হইয়া এবং পুরাণ ও মহাভারতোক্ত বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে জাবাল অজ্ঞাতকুলশীল হইয়া মহান্ বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, মাতঙ্গ ঋষি চাণ্ডাল হইয়াও চারি বর্ণের উপাস্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি যাঁহার জন্মের কথা অনেকেই অবগত আছেন তিনি যে কেবল ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন এরূপ নহে সমগ্র বেদ শাস্ত্রকে ব্যাস বা বিভাগ করিয়া জগদ্বিখ্যাত বেদব্যাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়া চারি বর্ণের প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। সূত লোমহর্ষণ আদি সূতজাতীয় হইয়াও ঋষিদিগের শ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন। আমাদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রে আরও এরূপ অনেক প্রমাণ আছে কিন্তু উপরোক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে পুরাকালে অনেক নিম্নজাতীয় ব্যক্তি ইহ জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই বর্ণে গণ্য হইয়াছিলেন। এখন বর্ণ বা জাতি যে শাস্ত্রানুযায়ী গুণকর্ম্মানুসারে বিভক্ত তাহা প্রমাণিত হইল।

আমরা যাহাতে ত্রিবিধ তাপ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপত্রয় হইতে ত্রাণ পাইয়া পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হই ইহাই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ও ইহাই আমাদিগের অর্থাৎ জীব মাত্রেরই সর্ব্বপ্রধান পুরুষার্থ বা প্রয়োজন। এই জন্যই সাংখ্য শাস্ত্রে লিখিত আছে "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।" আমরা কি জন্য ব্রাহ্মণ হইতে ইচ্ছা করি? ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য। এখন দেখুন মুক্তিসাধন বেদান্ত গ্রন্থে কেবল ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব মুক্তি লাভ করিবেন অপরে করিতে পারিবেন না এরূপ কোন স্থলে লেখা নাই। বেদান্ত গ্রন্থে যে কেহ যে কোন বর্ণস্থ হউক না কেন সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইলেই তিনি বেদান্তের অধিকারী ইহাই উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশিত আছে। অতএব ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হইল যে গুণকর্ম্মানুসারে অধিকারী হইলেই জীব মুক্তি বা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। হিন্দুদিগের মধ্যে বৈষ্ণববাদিরাও স্পষ্ট স্বীকার করেন যে যদ্যপি চণ্ডালকুলোদ্ভব হইয়াও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ হন তবে তিনি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও দ্বিজকুলোদ্ভব হইয়া যদি বিষ্ণুভক্তিবিহীন হন তবে তিনি অবশ্যই চণ্ডালাপেক্ষা নীচ তাহাতে সন্দেহ নাই।

> বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
> পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
>
> ভাগবত।

পরমভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন

> জাত পাঁত গণিয়ে যাঁহা হো যায় বরণ বিচার।
> তুলসী কহে হরিভজন বিনে চারো জাৎ চামার॥
> চারিজাৎ মিলে হরি ভজিয়ে এক বরণ হো যায়।
> অষ্ট ধাৎমে পরশ্ লাগায়ে এক মূল্‌সে বিকায়॥

জাতি আদি সেই স্থানে গণনীয় হয় যথায় সংসারিগণ পরমার্থতত্ত্ববিমুখ হইয়া কেবল মিথ্যা বিষয়ের অতি মানে মত্ত থাকেন। কিন্তু তুলসীদাসের মতে ঈশ্বরোপাসনাবিমুখ ব্যক্তি মাত্রেই অধমজাতি এবং এইরূপ চারি জাতিস্থ ব্যক্তিগণ অতি নীচ চামার জাতির মধ্যে গণ্য হয়েন। যদি চাতুর্ব্বর্ণ মিলিয়া হরি বা ঈশ্বরোপাসনা করেন তবে চারি জাতিই একজাতি হইয়া যান; যেমন অষ্ট প্রকার ধাতুতে এক স্পর্শমণি সংযোগ করিলে সমস্ত স্বর্ণ হইয়া এক মূল্যে বিক্রয় হয়।

এখন বর্ণ যে গুণকর্ম্মানুসারে বিভক্ত হয় তদ্বিষয়ে এক প্রকার বলিলাম কিন্তু

কোন্ বর্ণ কিরূপ গুণবিশিষ্ট তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। অতএব উদাহরণ স্বরূপ দুই চারিটি এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—প্রথমে কিরূপ গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব-যুক্ত হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা দেওয়া যাইবে তদ্বিষয়ে লিখিতেছি।

"স্বাধ্যায়েন জপৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥ মনু।
অধ্যাপনং অধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥ মনু।
যোগস্তপোদমোদানং সত্যং শৌচং দয়া শ্রুতম্।
বিদ্যাবিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥
বশিষ্ঠসংহিতা।
শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেবচ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজং॥ গীতা।

অর্থাৎ সত্যবিদ্যার পঠন পাঠন, বিচার পূর্ব্বক জপ অর্থাৎ বেদমন্ত্র ও ওঁকারের অর্থ স্মরণ, বেদশাস্ত্রের পঠন পাঠন; হোম দ্বারা জল বায়ু শুদ্ধি ও পরোপকারার্থে নিষ্কাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান; ধর্ম্মানুসারে সন্তানোৎপত্তি; মহাযজ্ঞ অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ বা বেদাদি সত্য শাস্ত্রের পঠন পাঠন ও সন্ধ্যোপাসনা, দেবযজ্ঞ অর্থাৎ হোম, পিতৃযজ্ঞ অর্থাৎ উত্তম উত্তম খাদ্য বা পানীয় দ্বারা পিতা মাতা ও আচার্য্য আদি গুরুজনের সেবা, ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ অনাথ পশুপক্ষি আদিকে অন্নাদি প্রদান করা এবং অতিথি সেবারূপ মনুষ্যযজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ* ও শিল্প বিদ্যাদিরূপ যজ্ঞের সেবন দ্বারা ব্রাহ্মী অর্থাৎ বেদ এবং পরমেশ্বরের ভক্তির আধার রূপ ব্রাহ্মণ শরীর হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণের পঠন পাঠন, যজ্ঞ করা, করান দান দেওয়া ও লওয়া এই ছয় কর্ম্ম। পরন্তু প্রতিগ্রহ করা ব্রাহ্মণের উচিত নহে এরূপও শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে পাওয়া যায় যথা:—

প্রতিগ্রহসমর্থোঽপি প্রসঙ্গং তত্র বর্জ্জয়েৎ।
প্রতিগ্রহেণ হ্যস্যাশু ব্রাহ্মং তেজঃ প্রশাম্যতি॥
মনু ৪ অঃ ৮৬ শ্লোঃ।

অর্থাৎ বিদ্যা ও তপস্যা থাকায় প্রতিগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেও প্রতিগ্রহ বিষয়ক প্রসক্তি ত্যাগ করিবে; কারণ প্রতিগ্রহ দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ নষ্ট হয়।

যোগ তপস্যা ইন্দ্রিয়সংযম দান সত্য শৌচ দয়া শাস্ত্রজ্ঞান বিদ্যা বিজ্ঞান ও আস্তিকতা এই কয়টী থাকা ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব জ্ঞান, বিজ্ঞানও আস্তিক্য এই নয়টী ব্রাহ্মণের স্বভাব জাত ধর্ম্ম।

ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ

"প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥" মনু।
শৌর্য্যং তেজোধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং ধর্ম্ম স্বভাবজম্॥ গীতা।

ন্যায় পূর্ব্বক প্রজাদিগের রক্ষা অর্থাৎ পক্ষপাত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠের সৎকার দুষ্টের দমন করা। পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ করা এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া শরীর ও আত্মাকে বলবান রাখা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম।

শৌর্য্য অর্থাৎ শত সহস্রের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে একক হইয়াও ভয় না করা। সদা তেজ বা দৃঢ় থাকা, ধৈর্য্যবান, দাক্ষ্য অর্থাৎ রাজা প্রজা সম্বন্ধ ব্যবহারে চতুর। যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দানশীল, ঈশ্বরভাব অর্থাৎ পক্ষপাত রহিত হইয়া সকলের প্রতি যথাযোগ্য বিচার করা এই কয়টী ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

বৈশ্যের লক্ষণ।

* অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমোদৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥
মনু ৩ অঃ ৭০ শ্লোঃ।

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিকপথং কুসীদং চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥ মনু।
কৃষিগোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং॥ গীতা।

অর্থাৎ গো ইত্যাদি পশুর পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যাধর্ম্মের বৃদ্ধি যথা সৎপাত্রে ধনাদি দান করা, পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান, বেদাদি শাস্ত্রের পাঠ, সমস্ত প্রকার বাণিজ্য করা, টাকা কর্জ্জদিয়া পরিমিত সুদ গ্রহণ করা, এবং কৃষিকার্য্য বৈশ্যের কর্ম্ম। কৃষিকার্য্য, গোরক্ষা, ও বাণিজ্য এই বৈশ্যদিগের স্বভাবজ ধর্ম্ম।

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং॥ গীতা।
দীর্ঘবৈরমসূয়াঞ্চ অসত্যং ব্রহ্মদূষণম্।
পৈশুন্যং নির্দ্দয়ত্বঞ্চ জানীয়াচ্ছূদ্রলক্ষণম্॥
বশিষ্ঠসংহিতা।

একমেবহি শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥ মনু।

অর্থাৎ মূর্খেরা শূদ্র অতএব তাহাদিগের দ্বারা অন্যকর্ম্ম হইতে পারে না এই জন্য দ্বিজাতিদিগের শুশ্রূষা করাই শূদ্রের স্বভাবজ ধর্ম্ম।

দীর্ঘবৈর অসূয়া অনৃতভাষণ খলতা ও নির্দ্দয়তা এইকয়টী শূদ্রের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। অতএব যাহাতে এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় তিনিই শূদ্র। শূদ্রের কর্ত্তব্য যে নিন্দা ঈর্ষা অভিমান আদি দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাবৎ দ্বিজাতির সেবা করিয়া জীবন ধারণ করা।

শান্তিনিকেতন।

প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব।

বিগত ৭ই পৌষ বুধবার শান্তিনিকেতনস্থ মঠে প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বহুকালপূর্ব্বে এই দিনে শ্রীমৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহুকাল ধরিয়া এই শান্তিনিকেতনে একান্তে ঈশ্বরে চিত্ত সমাধান অভ্যাস করিতেন। যাহাতে ব্রহ্মবাদীমাত্রেই এখানে আসিয়া বিশাল প্রান্তরের নির্জ্জনতার মধ্যে আত্মার বলবীর্য্য লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশে মহর্ষি এই শান্তিনিকেতন নামক উদ্যান সাধারণের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই ব্রহ্মনাম গানে গগন পরিপূরিত হইতে লাগিল। প্রাতে আট ঘটিকার পূর্ব্বে সমাগত সাধুসজ্জন সকল মঠের অভিমুখে কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চারিদিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। রক্তবর্ণ প্রাতঃসূর্য্য কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া সবেমাত্র আকাশে উদিত হইয়াছেন। এই সকল অনুকূল অবস্থায় সহজেই ত ঈশ্বরে মন সমাহিত হয়। তাহার উপরে "চল ভাই সবে মিলে যাই সবে পিতার ভবনে" এই সঙ্কীর্ত্তনের প্রত্যেক শব্দ যেন মর্ম্মদেশ স্পর্শ করিতে লাগিল। বোধ হইল অসার সংসার ছাড়িয়া সত্যসত্যই আমরা সকলে প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যের যাত্রী হইয়াছি।

সঙ্কীর্ত্তনসহ বারত্রয় মঠ প্রদক্ষিণ হইবার পর অর্চ্চনা ও সঙ্গীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপবাবু উদ্বোধন, উপাসনা ও বক্তৃতা করিলেন। সকলই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাঁহার উদ্বোধন, উপাসনা ও বক্তৃতার কতকঅংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উদ্বোধন।

গগনে জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য, হৃদয়কোণে আনন্দময়ের প্রকাশ। প্রভাত কালের সমীরণ শ্রান্ত আত্মায় মঙ্গলময় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। ধন্য সেই জ্যোতি-

র্য্যময় মঙ্গলময় পুণ্যময়, তাঁহাকে সহস্র প্রশংসা। এই শান্তিনিকেতনে তাঁহার আবির্ভাব। এই প্রশান্ত বিশাল প্রান্তরে তাঁহারই মহিমা। উপাসকগণ আত্মীয়গণ একবার সকলে মিলিয়া তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি কর। তাঁহার নামে এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। স্বর্গীয়গণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দেবলোকে নিয়ত তাঁহার আরাধনা করিতেছেন, আমাদিগের পিতৃপিতামহাগণ স্বর্গে তাঁহাকে লইয়া নিত্য উৎসব করিতেছেন। আমাদেব উচ্চ অধিকার এই যে আমরা তাঁহার উপাসনার অধিকারী হইয়াছি। এই উৎসবের দিনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে স্মরণ কর। তিনি আমাদের পিতামহ। এই দিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সৌম্যমূর্ত্তি স্মরণ কর। তিনি আমাদের পিতা। ব্রহ্মানন্দ অগ্রজ কেশবচন্দ্রকে স্মরণ কর। যেখানে যত ভক্ত ও সাধু আছেন সকলকে স্মরণ কর। সমস্ত সাধুর সহিত হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হই। হৃদয় জাগ্রত হও। অমৃতের অধিকারী জাগ্রত হও। সেই পরমপিতা এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁহার আবির্ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া, আইস, আমরা সকলে এই পবিত্র উপাসনায় নিযুক্ত হই।

উপাসনা।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

হে সত্য স্বরূপ স্বপ্রকাশ! তোমার স্থিতিতে ভুবন পূর্ণ। লোকে যে নামে যে ধর্ম্মে তোমাকে ভাবুক, সত্যের জন্য সকলেই কাঙ্গাল। সেই মহাসত্য তুমি। তুমি আপনার তত্ত্ব এমনই অগ্নিময় অক্ষরে মানুষের প্রাণে খোদিত করিয়াছ, যে নাস্তিকেরা তোমাকে মনে মনে স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সমস্ত বিশ্ব সমস্বরে তোমারই বিষয় সাক্ষ্য দেয়। সকল লোকে জিজ্ঞাসা করে, এই কাল প্রবাহের মধ্যে নিত্য কে স্থায়ী কে? আর তুমি সকলের সমক্ষে বলিতেছ “আমি প্রথমে ছিলাম—আমি আছি, যখন বিশ্ব চূর্ণ হইবে আমি থাকিব।” তুমি আছ, তুমি নিত্য, নির্ব্বিকার, প্রাণ স্বরূপ, সর্ব্বগত, জীবন্ত অন্তরাত্মা তুমি। জ্ঞানই তোমার মুখের বর্ণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার জ্ঞানের জলে ভাসিতেছে। হে গভীর তত্ত্ব! অচেতন সচেতন সকলই তোমার সত্ত্বাতে উজ্জ্বল। সকল শাস্ত্র কাহার মহিমা প্রকাশ করে, সমস্ত বিজ্ঞান কাহার জ্ঞান ব্যক্ত করে, দূরবীক্ষণ কাহার জ্ঞানের কার্য্য দেখাইয়া দেয়, অনুবীক্ষণ কাহার রচনা আবিষ্কার করে! সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী প্রত্যক্ষ তুমি। হে মহাসত্ত্বা! তুমি বলিয়া আমরা কাহাকে সম্বোধন করি, তুমি কে? তোমার প্রতি এই ক্ষীণ আরাধনা দেওয়া কি স্পর্দ্ধা নয়। এই মহাকাশ তোমার সত্ত্বাতে বিলীন হইল। কালত্রয় তোমাতে বিলীন হইয়া গেল। ঋক্‌বেদী ঋষিগণ মহানদী তীরে তোমার তত্ত্ব উচ্চারণ করিতে গেলেন,আর বলিতে পারিলেন না। জিহ্বা নিষ্পন্দ হইল। কত শাস্ত্র তোমাকে বলিতে যায়, বলিতে না পারিয়া ক্ষীণ হয়। তুমি কে, তুমি কোথা, তুমি কি। তুমি অন্ধকার নও অথচ তুমি জন্ম মৃত্যুর ভিতরে রহিয়াছ। তোমার বিষয় বলিতে বলিতে কণ্ঠ নিরোধ হয়। বিশ্বভুবন এক তানে বলে “অন্ত কোথা তাঁর অন্ত কোথা তাঁর।” তুমি অগম্য অপার, অনাদ্যনন্ত মহান পরিপূর্ণ। কিন্তু এমন অসীম গৌরবে পূর্ণ হইয়াও আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র কীটের উপরেও তো-

মার কত স্নেহ। নির্ম্মম এই পৃথিবী স্বার্থের অনুরোধে অভিভূত। এখানে কিছুরই স্থিরতা নাই। এখন নিরাশ্রয় জগতে দীনজনকে প্রতিপালন করে কে? তোমারই করুণা। এখানে ধনী অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যা অধিক। তাহাদের কুটীরে কে অন্ন পরিবেশন করে। কাহার করুণা মাতৃহীন অনাথ সন্তানকে তুলিয়া লয়। সন্তানবিহীনা মাতাকে কে সান্ত্বনা দেয়। পীড়িত দরিদ্রের শিয়রে আত্মীয় নাই, বন্ধু বান্ধব নাই; প্রাণ বাহির হইয়া গেলে কে তাহাকে অমৃতধামে লইয়া যায়? জননি! তোমার অঞ্চল ধরিয়া জগতে আসিয়াছিলাম। কেবল মাত্র দুর্ভাগ্য বহন করিলাম। এক্ষণে তোমার দয়া ভিন্ন আর কিসের দিকে দৃষ্টি করি। যাহা হয় হউক, যাহা ঘটে ঘটুক, শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে ধরিয়া থাকিব। তুমি দীনবন্ধু মঙ্গলময় পিতা, স্নেহময়ী জননী, গুণের আকর প্রেমের সাগর। যদি তুমি আমাদিগকে প্রেমভক্তি করিতে বাধ্য করিতে, তোমার কার্য্য সহজ হইত। কিন্তু তুমি যে আমাদিগকে পবিত্র চাও, তোমার নিষ্কলঙ্ক পবিত্র ধামে যে লইয়া যাইতে চাও। এক হস্তে তুমি পালন কর, এক হস্তে এমনই শাসন কর যে তোমার বজ্রে আমাদিগের পৃষ্ঠ ভাঙ্গিয়া যায়। তুমি আমাদিগের আত্মাতে কি নিহিত করিয়া দিলে যে তোমাকে ছাড়িয়া এখানে আসিয়া সুখী হইতে পারিলাম না। রাজা সিংহাসন ছাড়িয়া পথের ভিখারী হইল, প্রসূতি তোমারই জন্য সন্তান ছাড়িয়া তীর্থে গমন করিল, কত শত লোক সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য লইল। আমরা যদি এতদূর করিতে না পারি, তবে উদ্ধার হইব কিসে। আমাদের ধর্ম্মের এতই গৌরব, যে তোমাকে পাইয়া আমরা তীর্থ পাই। তোমার নাম-গান আমাদের তপস্যা। তোমার চিন্তায় অপবিত্র আত্মা নির্ম্মল হয়। তুমি যুগে যুগে কত পাপী উদ্ধার করিলে। আমরাও পবিত্র হইয়া তোমাতে প্রবেশ করি। সচ্চিদানন্দ তুমি। আমরা কেবল কঠোর কর্ত্তব্যের জন্য তোমার উপাসনা করি না। আমাদের আত্মার উন্নতির জন্য তোমাকে পূজা করি।

তোমার মুখের সৌন্দর্য্য গগনের নীলিমা; তোমার সৌন্দর্য্য সূর্য্যের উদয়াস্ত; তোমার সৌন্দর্য্যে বাগানের রাশি রাশি ফুল ফুটিল, নদী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে চলিল। তোমার নামে এই সভামন্দিরে কতশত কণ্ঠে ধ্বনি উঠিতেছে। তোমার আনন্দে আজ সকলে মাতিয়াছে। তোমাকে পাইয়া আজ সকলে শান্তি উপভোগ করিতেছে। প্রাণারাম তুমি, প্রশান্তমূর্ত্তি তুমি। সমুদয় বর্ণস্রোত তোমাতে একাকার হইয়া গেল। গৌরবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ তোমার এক পরিবারভুক্ত হইল। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকলে মিলিয়া বলিল "একমেবাদ্বিতীয়ং"। দেবাধিদেব রাজাধিরাজ স্তবনীয় তুমি। শরণাপন্ন হই—আমরা সকলে মিলিয়া তোমাকে বারবার নমস্কার করি।

উপদেশ।

ভ্রাতৃগণ! আমাদের এই অবলম্বিত সনাতন ধর্ম্ম একদিন যে পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে, তাহাতে আমার মনে রেখামাত্র সন্দেহ নাই। এই ধর্ম্মের বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যতই কেন বিবাদ হউক না, দেবপ্রেরিত এই ধর্ম্ম—যে সমুদয় লোককে আকর্ষণ করিবে এবং

ভিতরে ভিতরে করিতেছে, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনাদিগের এই দীন ভৃত্য পৃথিবীর চারিদিক ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে। আমি যতই নানা দেশের অবস্থা আলোচনা করি, মনে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যেমন রাহুমুক্ত সূর্য্য চারিদিকে আলোক বিস্তার করে; মেঘমুক্ত চন্দ্র যেমন চারিদিক আলোকে ভাসাইয়া দেয়; ভাদ্রের গঙ্গা যেমন উভয় তীরস্থ প্রান্তর প্লাবিত করিয়া দেয়; তেমনই এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্প্রদায় ও ভ্রমের কূল প্লাবিত করিয়া এই জগতে পরিব্যাপ্ত হইবে। ইহাই পৃথিবীকে জয় করিবে। নিরাশা ও বিষাদের কারণ নাই। যদি সকলে পরস্পরকে প্রাণ দিয়া আলিঙ্গন করে, যদি সমুদায় স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া এক হইয়া যায়,তবে সে দৃশ্য কি মনোহর হয়। আমারদের মধ্যে যে বিষাদ তাহা চলিয়া যাইতেছে। এই যে এখানে আপনারা আগমন করিয়াছেন,যদিও সেই সৌম্যমূর্ত্তি দেহে অনুপস্থিত কিন্তু আত্মাতে উপস্থিত। তাঁহার নির্ব্বিশেষ প্রীতি সেই বিষাদের ভাব দূর করিতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ত্রিবিধ আকার।

১ম। ব্যক্তিগত সাধন—প্রতি জনের ধর্ম্মের প্রবৃত্তি ও চেষ্টা, ২য় ব্রাহ্মধর্ম্মের জাতীয় আকার অর্থাৎ হিন্দুভাব ও আর্য্যপ্রকৃতি, ৩য়—সমুদায় জগতের—নরজাতির পক্ষে ইহার যোগ্যতা—ইহার মহাপ্রকাশ।

ব্যক্তিগত সাধন ভিন্ন কোন জাতির পরিত্রাণ নাই। যোগযুক্ত না হইয়া বিশুদ্ধ মত অবলম্বন করিলেই বুঝি ধর্ম্মসাধন হইল? বুধবার বা রবিবারে উপাসনায় যোগ দিলেই বুঝি ধর্ম্মসাধন হইল? তিনঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতা শ্রবণেই বুঝি ধর্ম্মসাধন হইল? যতদিন ব্যক্তিগত সাধন না হইবে, পরমেশ্বরের সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ না হইবে, রিপুজয় না হইবে, ভক্তিস্রোতে তোমার হৃদয় ভাসিয়া না যাইবে, মনুষ্য ঈশ্বরের পদতলে বসিয়া তাঁহার সহিত যোগযুক্ত না হইবে, ততদিন কোন মতেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। যাঁহার আহ্বানে আমরা এখানে সকলে আসিয়াছি; চীৎকারে কি তাঁহার আধ্যাত্মিক বল লাভ হইয়াছে। তিনি হিমালয় শিখরে গিয়া সাধনা করিয়াছেন। পুত্রকন্যাকে চক্ষু হইতে দূর করিয়া দিয়া একান্তে নির্জ্জনে সাধনা করিয়াছিলেন। একাকী ব্রহ্মসাধন কর, একাকী দেহমনকে সংযত কর। ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, সংসারের সুখ দুঃখে অনাহত হইয়া, নিজের স্বার্থ মস্তক হইতে পদতলে ফেলিয়া দিয়া যিনি নদীগিরিতে নির্জ্জন গহনে সহরের নির্ম্মল রাজপথে কোথায় প্রাণেশ্বর কোথায় প্রাণবল্লভ কোথায় পরিত্রাতা বলিয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করেন ধন্য সেই সাধু।

বীজ মাটিতে পুতিলে গাছ হয়, পরে তাহা ফলফুলে সুশোভিত হয়। তেমনি ধর্ম্মবীজকে আত্মার মধ্যে পোষণ করিয়া, কাহারও নিকট আত্মপ্রকাশ না করিয়া, চক্ষুর জল বর্ষণে তাহাকে অঙ্কুরিত ও বৃক্ষরূপে পরিণত কর। পরে তখন তাহাতে ফলপুষ্পের সঞ্চার হইবে, চারিদিক হইতে বিহঙ্গমকুল দলে দলে আসিয়া সেই ফল আস্বাদন করিবে। আপনার অভিমান আড়ম্বর দলাদলি চীৎকার ছাড়িয়া নির্জ্জন অরণ্যে গিরিগুহায় আত্মা পবিত্র করিলে ব্রহ্মপরিবেশনে সামর্থ্য জন্মে; যেমন মহর্ষি নেতা হইয়া আমাদিগের মধ্যে অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন।

জাতীয় আকার। কত গণনাতীত

বৎসর হিন্দুস্থানে ব্রহ্মসাধন হইয়া আসিতেছে। এক হস্তে নিষ্কোসিত অসি, অপর হস্তে বেদ লইয়া এদেশে ধর্ম্ম প্রচার হয় নাই। এখানে হিন্দুঋষিগণ নির্জ্জন সাধন করিয়াছিলেন। জর্ম্মনি ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি যে দেশে গিয়া তুমি আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবে, অমনি তাহারা তোমাকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিবে। এ নমস্কার তোমাকে নয়, হিন্দুবলিয়া তোমার জাতীয় ধর্ম্মকে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৌরব কিসে? হাফেজ পড়েন বলিয়া নহে। তিনি এই ধর্ম্মকে এমনই জাতীয় আকার দিয়াছেন, যে যখনই আমরা ঈশ্বরের স্বরূপ বলিতে যাই অমনি কি মাদ্রাজি, কি পঞ্জাবি, কি বোম্বায়ের লোক সকলেই আমাদের সহিত একস্বরে বলিয়া উঠে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"

মহাত্মা রামমোহন রায় তাঁহার ধর্ম্মকে বিশ্বব্যাপ্ত আকার প্রদান করিয়াছিলেন। মুসলমান খ্রিষ্টিয়ান ইহাতে নিজ নিজ ধর্ম্মের সার দেখিতে পাইত। ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বব্যাপ্ত আকার চাই। ইউরোপীয়েরা কখনই শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া ঈশ্বরের পূজা করিবে না। তাহারা আমাদিগের এ প্রণালী গ্রহণ করিবে না। কিন্তু প্রণালীতে কি আসিয়া যায়। তত্ত্বসুধাই আমাদিগের সর্ব্বস্ব।

আমরা তোমার উপাসক হইয়া যেন সাম্প্রদায়িক হইয়া না যাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া তোমার ধর্ম্মকে যেন সংকীর্ণ করিয়া না ফেলি। সকল স্থান তোমার আলোকে পূর্ণ কর। কৃষক যেমন বীজ অঙ্কুরিত হইবে কি না সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বীজ বপন করে, আমরাও যেন সেইরূপ অন্যদিকে দৃষ্টি না রাখিয়া তোমার ধর্ম্ম প্রতিপালন করি। তোমার প্রভাবে হিমালয়ের বরফ গলিয়া নদীরূপে পরিণত হয়, কবিগণ আপনাপন মনের ভাব গ্রন্থে নিবদ্ধ করে, নাবিক তোমারই কৃপায় পোত দেশাভিমুখে পরিচালিত করে। যাহাতে জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা হয়, সমুদয় লোক আলোক ও উদ্ধার লাভ করে, সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা বিচূর্ণ হইয়া যায়, দ্বেষগ্লানি এককালে চলিয়া যায়, তুমি এরূপ আশীর্ব্বাদ কর। যে জগৎব্যাপী ধর্ম্ম দিয়াছ তুমি আমাদিগকে তাহা প্রতিপালনের উপযুক্ত কর। তোমার ধর্ম্মকে জগতে প্রচারিত কর, তোমার চরণে এই মিলিত ব্রাহ্মমণ্ডলীর বিনীত প্রার্থনা।

অনাথ অন্ধ খঞ্জদিগকে দিবার জন্য এ বৎসর পাঁচ শত খণ্ড বস্ত্র ও পর্য্যাপ্ত তণ্ডুল ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে মন্দিরের চারিদিকে সোপানশ্রেণীর উপরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উপাসনান্তে তাহা উৎসর্গ করা হইল।

প্রাতঃকালের উপাসনা ভঙ্গ হইবার পরেই সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের নিম্নে মহর্ষির সাধন-বেদীর দিকে চলিলেন। সেখানে বাবু কুঞ্জবিহারি দেব প্রমুখ কয়েকজন অনেক ক্ষণ ধরিয়া সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কুঞ্জ বাবু শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে যে সঙ্গীত রচনা করেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শান্তি নিকেতনে এসে (আজ) জুড়াইল তাপিত জীবন।
কৃতার্থ হইলাম হৃদে পেয়ে প্রভুর অভয় চরণ।

যেখানে মহর্ষি বেদীর উপরে, বসে যোগাসনে হৃদয় অভ্যন্তরে,

ব্রহ্ম সনাতনে দেখেন প্রেমনয়নে, সেইখানে বসে করিয়া সাধন।

সপ্তপর্ণ বৃক্ষ আছে ছত্রধরে, শ্রীমান্ মহর্ষির বেদীর উপরে।

বসিলে ছায়ায় হৃদয় জুড়ায়, ত্রিতাপ জ্বালা হয় নিবারণ।
কোলাহল শূন্য মনোহর স্থান, চারিদিকে মাঠ সমুদ্র সমান,
মাঠে সূর্য্যোদয় মাঠে অস্তে যায়, অপরূপ দৃশ্য হেরিল নয়ন।
স্বচ্ছ কাচ বিনির্ম্মিত পবিত্র ব্রহ্মমন্দির, মাঠের সমুদ্র মাঝে,
আকাশে ঠেকেছে শির, তাহার ভিতরে গমন মাত্রে প্রাণমন, ব্রহ্ম রূপ সাগরে হয় নিমগন।
সাধনের অনুকূল হেন মনোহর স্থান,
ছেড়ে ঘরে ফিরে যেতে নাহি যায় মন প্রাণ,
যাঁর হৃদয়ের ছবি, দেখিল পৃথিবী
তাঁরে করি নিত্য অভিবাদন।

মধ্যাহ্নের পর মঠের ভিতরে রাজকুমার বাবুর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। রাজকুমার বাবুর সঙ্কীর্ত্তন বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

সংকীর্ত্তন শেষ হইতে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। এদিকে প্রান্তরের চারিদিক হইতে জনস্রোত আসিয়া উদ্যান ছাইয়া ফেলিল। উদ্যানের সম্মুখে, অভ্যাগত স্থানীয় লোকদিগের সন্তোষ বর্দ্ধনার্থ ব্যায়ামপটু কয়েকটি যুবক কলিকাতা হইতে গিয়া বিবিধ কৌশল প্রদর্শনে সকলকে চমৎকৃত ও বিস্মিত করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একতান বাদ্য বাদিত হইতেছিল।

সন্ধ্যার সময় আগন্তুক লোকসংখ্যার ইয়ত্তা রহিল না। সন্ধ্যার আগমনের সঙ্গে আবার উপাসনার উদ্যোগ হইতে লাগিল। আগন্তুকবর্গ সমস্ত ব্যাপার দেখিবার জন্য মঠ বেষ্টন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

সন্ধ্যা ৬ টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইল। ভক্তিভাজন আচার্য্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রদ্ধাস্পদ চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ একত্রে বেদী গ্রহণ করেন। চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন ও উপাসনা করিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপদেশ দিলেন ও পণ্ডিত অচ্যুতানন্দ হিন্দিতে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করিলেন। বেদীর পার্শ্বদেশ হইতে শ্রদ্ধাস্পদ নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্ম কি বুঝাইয়া দেন। পরিশেষে বন্দনা গীত হইয়া উপাসনা ভঙ্গ হইল। আচার্য্যের উপদেশ ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্বোধন নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উদ্বোধন।

যাঁহার করুণায় শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হয়, যিনি আমাদের করুণাময় পিতা, ভক্তবৎসল নেতা, যিনি আমাদের জ্ঞানদাতা গুরু, মুক্তিদাতা বিধাতা, যাঁহার কৃপাবারি দিবারাত্রি আমাদের মস্তকের উপরে বর্ষিত হইতেছে, যিনি পাপী তাপী সাধু অসাধু সকলেরই সমক্ষে অমৃতের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারই প্রসাদে মুক্ত আকাশের নিম্নে বিজন প্রান্তরে এই উপাসনামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যোজনব্যাপী প্রান্তরের মধ্যে—এই পবিত্র উপাসনামণ্ডপে, সেই অনাদি অনন্তের মহৎ ভাব সকলে জাজ্বল্যতর রূপে অনুভব কর, এই বিজন কাননের শান্তির ভিতরে সেই গভীর শান্তিসমুদ্রের অপরিমেয় গাম্ভীর্য্য সকলে প্রত্যক্ষ কর, দিবারাত্রির এই পবিত্র সন্ধিকালে অহোরাত্র দ্বারা অপরিমেয় সেই পবিত্র দেবতাকে হৃদয়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর, যে পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য আমরা সকল ভ্রাতায় এখানে সমাগত হইয়াছি, সেই পরমগতি পরমলোক আনন্দঘন পরমেশ্বরের আনন্দ স্বরূপ হৃদয়ের মধ্যে সন্দর্শন কর। আত্মার মালিন্য ধৌত করিবার জন্য, পাপতাপের কালিমা বিধৌত করিবার জন্য আজ হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত

করিয়া দিয়া, তৃষিত চাতকের ন্যায় তাঁহার অমৃত বারির প্রতীক্ষা কর।

তিনি এই প্রান্তরের অসীম শূন্য পূর্ণ করিয়া জাগ্রত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তিনি এই উপাসনাক্ষেত্রের আকাশের ভিতরে ওতপ্রেত হইয়া রহিয়াছেন। এই পুণ্যদিনে এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করিয়া সেই পিতৃপিতা-মহ-সেবিত পুরাতন পরব্রহ্মকে সন্দর্শন কর, কাতরপ্রাণে বিমলহৃদয়ে সকলে মিলিয়া বেদমন্ত্রে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হও, শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি পবিত্রতার বিমল কুসুম তাঁহার চরণে অর্পণ কর।

আচার্য্যের উপদেশ।

এক্ষণে আমরা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের প্রসারিত ক্রোড়ে উপস্থিত হইয়াছি—অশান্তির কোলাহল আমাদের পশ্চাতে বিলীন হইয়া গেল—আমাদের অন্তঃকরণ হইতে মালিন্যের অন্ধকার অপসারিত হইয়া গেল। আমাদের বাহিরে প্রকৃতির মুক্তভাব এবং অন্তরে আত্মার মুক্তভাব দুইই একতানে মিলিত হইয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরমাত্মার অধিষ্ঠান এখানে আমাদের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। আমাদের হৃদয়-বন্ধুকে আমরা হৃদয়ে পাইয়াছি—এবং যে দিকে নেত্র উন্মীলন করিতেছি সেই দিকেই তাঁর প্রভাব তাঁহার সৌন্দর্য্য তাঁহার মহিমা দর্শন করিয়া পাপ-তাপ রোগ শোক হইতে উত্তীর্ণ হইতেছি। তরুলতা তাঁহারই কথার অস্ফুট-ধ্বনি করিতেছে। চন্দ্র তারকা তাঁহারই মঙ্গলজ্যোতির আভাস প্রদর্শন করিতেছে। বিজন প্রান্তর তাঁহারই ভাবের আবেশে বক্ষ প্রসারিত করিয়া শস্য রাশি নিঃসারণ করিতেছে। আমাদের আত্মা তাঁহার প্রতি উত্থিত হউক—তিনি আনন্দরূপ অমৃতং। আমরা আর কিছুরই জন্য এখানে আসি নাই—তাঁহার সেই অমৃত আনন্দ এবং বিশ্ববিজয়ী প্রেমের আমরা ভিখারী। হে করুণা সিন্ধু পরমাত্মন্! তুমি তোমার প্রসাদ বারি প্রদান করিয়া আমাদের হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা নিবারণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরিশেষে স্থানীয় লোকদিগের সন্তোষ সাধনার্থে নানারূপ আতসবাজী প্রদর্শিত হইয়াছিল।

উৎসবের উদ্বোধন।

আমাদিগের সম্মুখে ১১ই মাঘের যে পবিত্র উৎসব উপস্থিত, এইটি সামান্য উৎসব নহে, এইটি একটি মহামহোৎসব, অন্য উৎসবের ন্যায় ইহার অধিবাস কি পূর্ণাহুতি নাই, এইটি নিত্য ও অনন্ত উৎসব। যে দেবাধিদেব মহাদেব ইহার অধিষ্ঠাতা দেবতা, যাঁহার উদ্দেশে এই উৎসব, তাঁহার আবির্ভাবও নাই তিরোভাবও নাই, তিনি সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সমানরূপে বর্ত্তমান। অন্ধ যেমন সূর্য্যালাক দেখিতে না পাইয়া সূর্য্যকে অবর্ত্তমান মনে করে, জ্ঞানবিহীন লোক সেইরূপ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অপ্রত্যক্ষ মনে করিয়া থাকে। এবিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই তাঁহার উৎসবক্ষেত্র, অসীম আকাশ ইহার চন্দ্রাতপ এবং গগনস্থ নক্ষত্র পুঞ্জ ইহার আলোকমালা, চন্দ্র সূর্য্য ইহার দীপক স্বরূপ এবং স্বয়ং বিদ্যুৎ ইহার তাড়িতালোক। এই দেবদেব পরমদেব যে ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য ও ধ্যেয় ধন এবং জ্ঞেয় বস্তু তাহারই নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহার তুল্য পবিত্র ও সনাতন ধর্ম্ম আর নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অদ্যাপি অনেকে

অজ্ঞানতাবশতঃ এই পবিত্র পুরাতন ধর্ম্মকে আধুনিক ও অভিনব মনে করিয়া থাকেন। চিন্তার অতীত কাল হইতে এধর্ম্মের অস্তিত্ব আছে। আমরা কতিপয় বন্ধু আজি যেমন একত্রিত হইয়া সেই দেবাধিদেব পরম দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি অনাদি কাল হইতে অনন্ত লোক অসংখ্য জীব সেইরূপ তাঁহার আরাধনা ও উপাসনা করিয়া আসিতেছে ও অনন্ত কাল পর্য্যন্ত করিতে থাকিবে। এই দণ্ডেই কত গ্রহও উপগ্রহ এবং দ্যুলোকবাসী অসংখ্য জীব তাঁহার উপাসনা করিতেছে, কত সাগর ভূধর ও গিরিকন্দরবাসী যোগী ঋষি ও তপস্বীগণ এইক্ষণেই তাঁহার ধ্যান ধারণা করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেছেন। যে ভাগ্যবান পুরুষ স্বকীয় সাধনবলে আপনার হৃদয়মন্দিরে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার কি আর আনন্দের সীমা আছে, না উৎসবের শেষ আছে। অশেষ সুখ, অপার আনন্দ ও অনন্ত উৎসবের নিদান যেমন সেই একমাত্র পরব্রহ্ম, সেইরূপ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায় কেবল তাঁহার প্রণীত এই একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম। তিনি মানব জাতির হৃদয়ক্ষেত্রে যে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছেন তাহারই নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম বা সত্যধর্ম্ম; অনুষ্ঠান ও সাধনা দ্বারা সেই বীজকে অঙ্কুরিত করাই প্রকৃত ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন। যে দেশে যে কালে যে মহাত্মা এই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন তিনিই আমাদিগের প্রকৃত আচার্য্য ও তিনিই আমাদিগের প্রকৃত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও পথ-প্রদর্শক। এই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সার ও বীজ স্বরূপ। অদ্যাপি যে দেশে যে কালে যে কোন ধর্ম্ম প্রচারিত ও প্রচলিত হইয়াছে, তত্তাবৎ ধর্ম্ম মন্থন করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কি জবুর তৌরিত ইঞ্জিল কি কোরান কি বাইবল কি আবেস্তা যে দেশে ও যে কালে যত প্রকার ধর্ম্মের ও ধর্ম্মপুস্তকের প্রকাশ ও প্রচার হইয়াছে, সমুদায়ের মধ্যেই কোন না কোন স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য ও তত্ত্ব নিহিত আছে। আমাদিগের এই দেবভূমি ভারতবর্ষের মধ্যেও যখন যেরূপ ধর্ম্মপুস্তক প্রচারিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্ত পুস্তকের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্তত্ত্ব দৃষ্ট হয়। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র, আগম নিগম, যাহা দেখ যাহা পাঠ কর সকলের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্তত্ত্ব দেখিতে পাইবে। যেমন জীবনশূন্য দেহ, জলশূন্য সরোবর, গন্ধবিহীন পুষ্প, স্বাদবিহীন ভোজ্য এবং রসবিহীন কাব্য সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ববিহীন ধর্ম্ম—কেবল নাম ও বিড়ম্বনা মাত্র। ভারতবর্ষের কোন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যে যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের পরম তত্ত্ব নাই সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে।

"মৃচ্ছিলাধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ
ক্লিশ্যন্তি কেবলং মূঢ়া পরাং শান্তিং না যান্তি তে।
বিদিতেতু পরে তত্বে বর্ণাতীতে হ্যবিক্রিয়ে।
কিঙ্করত্বংহি গচ্ছন্তি মন্ত্রা মন্ত্রাধিপৈঃসহ॥
পরব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয় মারুতে॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

মোক্ষস্য কারণং সাক্ষাৎ তত্বজ্ঞানং কুলেশ্বরি।" ইত্যাদি

কুলার্ণবতন্ত্র।

ইত্যাদি মহাবাক্য সকলশাস্ত্র ও সকল গ্রন্থের মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাস্তবিক যাহাতে মনুষ্য জাতি ইহপরকালে ধর্ম্ম বিষয়ে সুখসম্পাদন করিয়া চরমে পরম শান্তি লাভ করিতে পারে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে কেবল সেইরূপ শিক্ষা ও সেই-

রূপ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কি রাজা কি প্রজা কি দরিদ্র কি ধনী কি পণ্ডিত কি মূর্খ ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলেরই উপদেশক ও সকলেরই কল্যাণদায়ক। পিতার পুত্রবাৎসল্য পুত্রের পিতৃভক্তি ও ভাই ভগিনীর পরস্পর কর্ত্তব্য সকলই ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের সম্পদের সখা ও বিপদের বন্ধু, আমরা গহন বনে নগরে প্রান্তরে স্বদেশে বিদেশে যেখানে যে অবস্থায় থাকি ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের নিয়ত বন্ধু ও একান্ত সহায়। আমাদিগের জীবন মরণ সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রয়োজন।

"মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি॥
তস্মাৎ ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং॥"

কিন্তু সেই ধর্ম্ম কি—সে এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম এই সনাতন সত্যধর্ম্ম, যাহা সকল মনুষ্যের চিত্তপটে সেই ধর্ম্মনিয়ন্তা জগদীশ্বর অবিনশ্বর অক্ষরে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। অতএব ব্রাহ্মবন্ধুগণ ও সমাগত শ্রোতৃগণের নিকটে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে এতাদৃশ পবিত্রতর ধর্ম্ম যাহাতে দেশ বিদেশে প্রচারিত হয় তজ্জন্য আমরা যেন সকলেই যত্নবান হই এবং উপস্থিত ধর্ম্মোৎসব—মাহা মহোৎসব উপভোগ করিবার জন্য সকলে প্রস্তুত হই।

যোগসাধন।

যদি আমাকে কেহ এক কথায় হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে বলে তাহা হইলে আমি তাহার উত্তরে বলি যে, যে ধর্ম্ম ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং সেই আত্মার আত্মাতে আত্মাকে যুক্ত করিতে বলে তাহাই হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দু-ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা অতএব প্রিয়তম ও নিকটতম বলিয়া নির্দ্দেশ করে না। আমি যতদূর জানি কোরাণে কোন খানেও ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করে নাই। বাইবেলে কেবল এক স্থানে ঈশ্বরকে আত্মার আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ আছে, In Him, we live, move, and have our being," কিন্তু ইহাত বাইবেলের নিজের কথা নহে। আর্য্য বংশের দূর সন্ততি গ্রীক জাতির কোন গ্রন্থ হইতে উহা উদ্ধৃত। কি বেদ, কি স্মৃতি, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, কি বৈদান্তিক, কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত, কি শৈব, কি কবিরপন্থী, কি দাদুপন্থী, কি নানকপন্থী, কি অন্য কোন হিন্দুসম্প্রদায়ের গ্রন্থ, সকল প্রকার হিন্দু গ্রন্থে, ঈশ্বর আত্মার আত্মা ও হৃদয়স্থিত বলিয়া বর্ণিত আছেন। এই তত্ত্বটি হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাণ। ঈশ্বর আমাদিগের আত্মাতে সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছেন। তিনি যদি আপনাকে আত্মা হইতে পৃথক করিয়া লয়েন তাহা হইলে আত্মার আর কিছুই থাকে না। যখন তিনি আমার আত্মার আত্মা ও প্রাণের প্রাণ তখন তিনি আমার নিকটতম ও প্রিয়তম পদার্থ। এমন নিকট ও প্রিয়তম পদার্থ দ্বিতীয় নাই। সেই পরম বন্ধু সেই "সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং" আমা হইতে আমার নিকটে আছেন। ঈশ্বর আত্মার আত্মা। আত্মার সহিত তাঁহার স্বাভাবিক যোগ আছে। সচরাচর যাহা লোকে যোগ বলে তাহা আর কিছুই নহে, আত্মার সহিত ঈশ্বরের যে একটী স্বাভাবিক যোগ আছে সেই যোগ অহর্নিশি উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করা। সাধ্বী স্ত্রী যেমন অনুপস্থিত পতিকে ধ্যান করে সেইরূপ ভক্ত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্মাস্থিত ঈশ্বরকে সর্ব্বদা ধ্যান করেন। যথা

"ধ্যায়তীব পতিং প্রোষিতভর্তৃকেতি।
যথা দীপোনিবাতস্থোনেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনোযতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ।"
গীতা।

"যেমন নির্ব্বাতস্থলস্থ দীপ বিচলিত হয় না পরমাত্মার যোগঅভ্যাসকারী সংযতচিত্ত যোগীর সেইটি উপমা হয়।" তিনি বিষয় কর্ম্ম সম্পাদন সময়েও আত্মাস্থিত ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়েন না। প্রকৃত যোগী আত্মাস্থিত ভগবানের সৌন্দর্য্য অনিমেষ নয়নে অহর্নিশি নিরীক্ষণ করিতেছেন। সে সৌন্দর্য্য অহর্নিশি দেখিয়াও

তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না; সে সৌন্দর্য্য যে দেখিয়াছে সে দেখিয়াছে, বাক্যে তাহার বর্ণনা করা তাঁহার সাধ্য হয় না। এই প্রকার যোগীরই নিত্য শান্তি, নিত্য সুখ।

"তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাং॥

কঠোপনিষদ।

হঠযোগ (প্রাচীন কালের বনবাসী গৃহস্থ ঋষিদিগের সেবিত সহজ প্রাণায়াম আমি হঠযোগের মধ্যে গণ্য করি না) হঠযোগ কি আমি জ্ঞাত নহি। যে বিষয়ে আমি অজ্ঞ তাহার উপকারিত্ব অথবা অনুপকারিত্ব বিষয়ে কিছু বলিতে আমার অধিকার নাই, কিন্তু আমি এই জানি যে মনুষ্য যদি পাপ হইতে নিবৃত্ত না হইয়া কেবল হঠযোগ করে সে হঠযোগ কোন কাজের নহে।

"যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাককর্ম্মবুদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণং॥"

মহাভারত॥

"যে ব্যক্তি মন, বাক্য ও কর্ম্মে পাপ না করে সেই ব্যক্তিই তপস্যা করে, কেবল শরীরশোষণ করিলে তপস্যা হয় না।" আমি জানি না, হয়তো হঠযোগ চিত্তের প্রশান্ততা সম্পাদন করিতে পারে, কিন্তু যদি ভক্তি না থাকে কেবল চিত্ত প্রশান্ত করিলে কি হইবে? বৌদ্ধ যোগীরা ত চিত্ত প্রশান্ত করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের যোগ কি প্রকৃত যোগ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? রাজযোগ অর্থাৎ ভক্তিযোগই যোগ। আমি স্বীকার করি যে চিত্তের প্রশান্ততা সম্পাদন জন্য যোগ সাধন অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু তাহা অভ্যাস করিতে গেলে যে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। সংসারে থাকিয়াও চিত্তের প্রশান্ততা হইতে পারে; আর বনে গেলেও চিত্তের প্রশান্ততা নাও থাকিতে পারে।

"বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনং॥"

শান্তিশতক।

"রিপুপরতন্ত্র লোক সকল বনে থাকিলেও পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে; গৃহে পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহই তপস্যা। যে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কুৎসিত কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত না হয়েন তাঁহার সম্বন্ধে গৃহই তপোবন।"

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপিস্যাদ্ যতঃস আস্তে সহষট্‌সপত্নৈঃ
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিন্নু করোত্যবদ্যং॥
যঃষট্‌সপত্নান্ বিজিগীষমানো গৃহেষু নির্ব্বিশ্য যতেত পূর্ব্বং
অত্যেতি দুর্গাশ্রিতউর্জ্জিতারীণ্ ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ॥

শ্রীমদ্ভাগবৎ।

"যে প্রমত্ত ব্যক্তির ষড়রিপু প্রবল তাহার বনেও ভয় আছে, আর যে ব্যক্তি জ্ঞানী জিতেন্দ্রিয় ও ঈশ্বরপরায়ণ তিনি গৃহাশ্রমে থাকিলেও তাঁহার কি দোষ হইতে পারে? তিনি ষড়রিপুকে জয় করিয়া গৃহে ধর্ম্ম সাধন করেন। তিনি দুর্গাশ্রিত ব্যক্তির ন্যায় প্রবল শত্রুদিগকে পরাজয় করেন। সেই জ্ঞানী ব্যক্তি ক্ষীণরিপু হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করেন, তাঁহার কোন আশঙ্কা নাই।"

যিনি সংসারাশ্রমে থাকিয়া মনের প্রশান্ততা সম্পাদন করিয়াছেন তিনি যে চিত্ত ঈশ্বরে সংলগ্ন করিতে পারিবেন ইহার আশ্চর্য্য কি? তিনি অভ্যাস বশতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়কর্ম্ম সম্পাদন করিবার সময়ও মন ঈশ্বরে স্থিত রাখিতে সক্ষম হয়েন।

"পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়েষ্বনুতৎপরোঽপি।
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং॥
সঙ্গীতনৃত্যকতিতানবশংগতাপি
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব।

চক্রপাণিকৃত ভাগবতের টীকায় উদ্ধৃত বচন।

"যেমন সুধীরা নটী, সঙ্গীত, নৃত্য, ও কত প্রকার তানের বশবর্ত্তী হইয়াও মস্তকস্থিত কুম্ভ পতিত হইতে দেয় না, তদ্রূপ ধীর ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিয়াও মুক্তিদাতা ঈশ্বরের পদারবিন্দ পরিত্যাগ করেন না।"

শিব, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, জনক, বশিষ্ঠ

প্রভৃতি মহাত্মারা পরম যোগী হইয়াও গৃহস্থ ছিলেন।

আমরা পুরাণে ঋষিপত্নী ঋষিকুমারের কথা পড়ি। প্রাচীন ঋষিরা গৃহস্থ হইয়াও যোগী ছিলেন।

(হিন্দুরঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত।)

THE RELIGION OF LOVE.
INTENDED FOR ALL SECTS AND CHURCHES.
BY A HINDU.

CHAPTER XI.
Love (especially treated of.)

---

1. God at first existed, wrapped up in his own felicity. He wanted to impart His felicity to others and creation took place. Creation therefore proceeded from Love.

2. Love burst into a flame, and this was creation.

3. It is Love that hath created this world. In Love it existeth and Love it goeth towards, and finally entereth.

4. Whole religion and morality are included in the word "Love." Divine communion cannot be performed without love of God. Love towards others is at the root of justice. Benevolence itself is love.

5. Love and duty should go hand in hand. No duty can be well performed unless there be love at the botton.

6. Live always in an atmosphere of love, for religion is nothing but love. Whenever thy mind becometh devoid of love consider it as the greatest misfortune that can befall thee, demanding immediate redress, for there can be no happiness without love. When thou art in this deplorable state, try to bring love into your mind as soon as possible by thinking of the loveable qualities of both God and man, and the loveliness of Nature. God is the abode of everything that is good and therefore Altogether Lovely. No man is without some good quality attracting your love. As for Nature,

"I care not fortune what you me deny
You cannot bar me of free Nature's grace,
You cannot shut the windows of the sky
Through which Aurora shews her brightening face!

7. There cannot be love without a sense of beauty. There is beauty in God. He therefore attracteth thy love. There is a beauty in justice. Thou therefore lovest justice. There is a beauty in benevolence. Thou therefore art benevolent.

8. The pious man principally employeth his aesthetical perception upon spiritual objects instead of upon costly statues and pictures the price of which can feed the destitute. Thy friend may be a physically deformed creature, but, if he be spiritually good, he should look all-beautiful in thy eyes.

9. Drink always from the cup of divine love. In the time of adversity remain intoxicated with this wine. God-intoxication maketh a man wealthier than Croesus.

10. Drink, O fool, from the cup of divine love and remain constantly intexicated. There is no bliss equal to this.

11. That is the greatest God-intoxication which hath settled down into a habit and in which there is no excitement and mental agitation. When a man loveth his wife at first,he loveth her ardently. When he cometh to love his wife deeply there is nothing of what is commonly called ardour. Deep love of God is like the vast unrippled ocean, bearing in its bosom the reflection of the lovely full moon, whole and entire.

12. Singing and dancing at the time of a religious festival is no sign of deep religiousness. After such singing and dancing a man may indulge in vice. Purity of character and uninterrupted tranquil communion with God, combined with attention to the minutest details of work, consiitute deep religiousness. Indulging in the singing and hearing of religious songs and delightful conversation on religious topics without curbing the passions, keeping the temper always calm and cheerful, and doing good to all beings, is religious voluptuousness. This religious voluptuous ness hath an injurious tendency. It maketh the mind unfit for the undergoing of severe religious discipline. But if indulged in along with such disclpline so that there may be more discipline than such enjoyment and the enjoyment itself aiding such discipline, it no longer deserveth the name of religious voluptuousness.

সম্বাদ।

১১ পৌষ রবিবার অপরাহ্ণে রামপুর বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনাদি নির্ব্বাহ করেন। উৎসবে ওখানকার অনেক মাননীয় ব্যক্তি যোগ দিয়াছিলেন। উৎসবে অনেক দীন দরিদ্র অন্ধ, খঞ্জ, প্রভৃতিকে কম্বল বস্ত্র ও পয়সা দেওয়া হয়। এবার কম্বল ৩১ খানা, বস্ত্র ৯০ খানা এবং ২০৲ টাকার পয়সা দান করা হয়। ৺ হরিমতী দেবী ১০০৲ ও ৺মাধব মণ্ডল ১০০৲ এই দুইশত টাকার সুদ এবং দীঘাপতির রাজবাটীর দান ২৫৲ পুটীয়ার রাণী ২৫৲ ওইহা ব্যতীত অপরাপর মহাত্মার সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। মাননীয় শ্রীমথুরানাথ মৈত্র মহাশয় ৺ মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থে নিজে একখানি শীতবস্ত্র দান করিয়া থাকেন।

বিগত ৫ই পৌষ সোমবার বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে সন্ধ্যা ৭টার সময় উপাসনা কার্য্য আরম্ভ হয়। চারিপার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন। দর্শক ও উপাসক সংখ্যা ১০০ একশত হইবে। শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীর কার্য্য করেন।

বিগত ১২ পৌষ সোমবার আন্দুল আত্মোন্নতি সভায় ব্রহ্মোপাসনা কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। সভ্যগণ বিশেষ ধর্ম্মপিপাসু বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা ধীরে ধীরে আপনাদের গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা হয়। রাত্রিকালে শ্রীশচন্দ্র মল্লিক ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীর কার্য্য করেন।

সাংখ্য স্বরলিপি।

রাগিণী লচ্ছাসার—তাল চপক।*

জয় জয় ব্রহ্মন্ ব্রহ্মন্, মহাদেব, মহাদেব, ভূমা ভূমা, অজর অমর।
সর্ব্বগত অখিল-প্রাণ অতিমহান, নাহি নাম, নাহি ধাম;
নিখিল-জগত-স্থিতি-গতি-পতি তুমি ভব সংকট সংহর।

তালি। ১ঃ। ২।   আরম্ভ। স্থা। স্ত।
মাত্রা। ২ । ৪।   তালি। ১। ১।

(স্থা। সা সা। সা সা ২রে। ২গা । ৪গা। গা -মা। ৪পা । মা মা। মা ২মা মা।
(স্থা)। জ য়। জ য় ব্র। হ্মন্। —। ব্র —। হ্মন্। ম হা। — দে ব।

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
। মা মা। মা ২মা। গা। ২সা। ২সা সা -নি। ধা -নি। সা রে সা সা। সা সা।
। ম হা। — দে। ব। ভূ। মা ভূ —। মা —। অ জ র অ। ম র।
। ৩সা ১।
। — —।

২
(স্থা—পু)। সা সা। সা সা ২রে। ২গা । ৪গা। (স্ত)। পা পা। ধা নি সা রে। নি সা।
(স্থা—পু)। জ য়। জ য় ব্র। হ্মন্। —। (স্ত)। স র্ব্ব। গ ত অ খি। ল প্রা।
২
। ৪সা । পা পা। ৵মা ৩পা । পা ৵মা। ৪পা । গা রে। ৪গা । পা পা।
। —ণ্ । অ তি। ম হান্। না হি। নাম্। না হি। ধাম্। নি খি।

২ ২ ২ ২ ২ ২
। ধা নি সা সা। রে রে। সা সা ধা পা। ধা ৺নি। ধা ৩পা। ধা ৺নি। ধা পা মা গা।
। ল জ গ ত। স্থি তি। গ তি প তি। তু মি। ভ ব। স ঙ্ক। ট সং হ র।

(স্থা—পু)। গা রে। সা সা ২রে। গাঃ ॥
(স্থা—পু)। জ য়। জ য় ব্র। হ্মন্ ॥

---

* চপক তালটী অনেকটা সুরফাঁকতালের মত। সুরফাঁকতাল তিনটি তালিতে বিভক্ত। তাহার প্রথম এবং সর্ব্বশেষ তালি প্রত্যেকে চারিমাত্রা এবং মধ্যের তালি দুই মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে। এই সুরফাঁকতালের প্রথম তালি বিভাগটী ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট তালিবিভাগ রাখিয়া দিলেই তাহা চপক তালের তালিবিভাগ হইল। সুরফাঁকতালের যেমন প্রথম তালিতে সম্ চপক তালেরও সেইরূপ প্রথম তালিতে সম্ পড়ে।

সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজোপলক্ষে পুস্তক বিক্রয়ের তালিকা।

আগামী ১১মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১ হইতে ১২ মাঘ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্ন লিখিত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফঃস্বলের ক্রেতাগণ ১২ই মাঘের পূর্ব্বে মনিঅর্ডারের দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাকমাশুল "আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের" নিকট "যোড়াসাঁকো কলিকাতা" এই ঠিকানায় পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না। ১২ই মাঘের পূর্ব্বে টাকা না পাইলে উক্ত মূল্যে পুস্তক পাঠান হইবে না।

১৭৬৯ শক অবধি, ১৮১৩ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে, তৎসমুদায়ের প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান এক এক খণ্ড ২৲ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১ম ভাগ	৪৲	৩৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩৷০	২॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২॥০	২৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০	॥৵০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	॥০	৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	৷০	৶
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	৷০	৶০০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	৷০	৶০
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম		৴১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তবাহ্য		৴১০
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা		৴৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজ ও ভাল বাঁধা)	৫৲	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)		৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲	৸৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	৷০	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	৷৶০	৷৶০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷০	৶০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	৷০	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৷০	৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	/০	৴১০
প্রবচন সংগ্রহ	/০	৴১০
ব্রহ্মোপাসনা	/০	৴১০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৶০	/০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৶০	/০
দশোপদেশ	॥০	৷০
মাঘোৎসব	॥০	৷০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০	৶০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	৷০	৶০
ধর্ম্মশিক্ষা	৶০	/০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	/০	৴১০
দুর্গোৎসব	/০	৴১০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৶০	/০
ব্রহ্মসঙ্গীত (সম্পূর্ণ ৮ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲	৸০
ব্রহ্মসঙ্গীত ৮ম ভাগ	৷০	৶০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	৷০	৶০

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
	R. A. P.	R. A. P.
A Discourse against Hero-making in Religion	" 12 "	" 8 "
Hindoo Theism	" 1 "	" " 6
Theist's Prayer Book	" 1 "	" " 6
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "	" 2 "
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "	" 1 "
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "	" 1 "
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	॥০	৷০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸০	॥০
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	১৲	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ঐ	১৲	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২৲	১৲
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ (২য় সংস্করণ)	॥৶০	৷৶০
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০	৷৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	৷০	৶০
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	/০	/০
সার ধর্ম্ম	/১০	/৹০
সার ধর্ম্ম অনুক্রম	/০	/০
সেকাল আর একাল	॥০	॥০
তাম্বুলোপহার ১ম ভাগ	/০	/১
ঐ ২য় ভাগ	/০	/০
ব্রহ্ম সাধন	৶০	/০
	R. A. P.	R. A. P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	" 4 "	" 3 "
Brahmic Quest. of the Day	" 6 "	" 4 6
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "	" 2 3
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "	" 1 6
Adi B. Samaj as a Church	" 3 "	" 2 3
A Reply to the Query "What is Brahmoism?"	" 4 "	" 3 "
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "	" " 9
Science of Religion	" 4 "	" 4 "
Hindu Theists' Brotherly Gift to English Theists	" 4 "	" 4 "
Old Hindu's Hope	" 4 "	" 3 "
তত্ত্ববিদ্যা	১॥০	১৲
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৶০	৶০
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৶০	৶০
Ontology	1 " "	" 8 "
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা		৶০
বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড	১॥০	একত্রে লইলে ৫৲
বেদান্ত প্রবেশ	১৲	
সৃষ্টি	১৲	
প্রলয় তত্ত্ব	১॥০	
পরলোকতত্ত্ব	১॥০	

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ	১৲	১৲
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	১৲	৸৹
অধিকারতত্ত্ব	॥৹	।৹
বিজ্ঞানামৃত	১৲	১৲
জীবনের সদ্ব্যবহার	॥৹	॥৹
উপহার (কাপড়ে বাঁধা)	।৹	।৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲	॥৹
ঐ (বাঁধা)	১॥৹	৸৹
টিপ্পনী	।৹	৵৹
ধর্ম্মমালা	৶১৹	৶১৹
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১৲	॥৹
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵৹	৵৹
ডায়েরী	॥৹	॥৹
বেদান্ত দর্শন সম্পূর্ণ (টীকা ও কালাবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদসহ)	১৬৲	১৬৲
পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট	২৲	২৲
সাঙ্খ্য সূত্র (টীকা ও অনুবাদসহ)	১॥৹	১॥৹
সাঙ্খ্য-দর্শন ১ম ভাগ	৸৹	৸৹
সাঙ্খ্য-দর্শন ২য় ভাগ	৸৹	৸৹
চরিত্রানুমান বিদ্যা ১ম খণ্ড	॥৹	॥৹
অক্ষয়-চরিত (সচিত্র ও সমূলক)	।৵৹	।৹
আদর্শ নারী	।৹	।৹
বিদ্যাবতী আবির্ভাব ও তাঁহার উপদেশ	/৫	/৫
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী	।৹	৶৹
ছায়াময়ী পরিণয়	॥৹	॥৹
পরমকল্যাণ গীতা	১৲	১৲
পরমকল্যাণ গীতা (হিন্দি)	১৲	১৲
শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত	॥৹	॥৹
পরাশর সংহিতা	॥৹	॥৹
শ্রীদারু ব্রহ্ম বা জগন্নাথ	॥৹	॥৹
হস্তামলক	৵৹	/১৹
সেন রাজগণ	॥৹	।৹
জোয়ানের জীবন চরিত	॥৹	।৹
Who is Christ ?	" " 6 "	" 6
Miracles, or the Weak Points of Revealed Religion.	" 8 "	" 4 "
সঙ্গীতমঞ্জরী	৵৹	/৹
ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা	॥৵৹	।/৹
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	৶১৹	৵৹
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	৶৹	/১৹
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	১৲	॥৹
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী (বাঁধান)	৩॥৹	৩॥৹
English Works of Raja Rammohun Roy Vol. 1	3 " "	3 " "
Do. Vol. 11	5 " "	5 " "
চাণক্য নীতি	৴১৹	৴১৹
হিন্দুধর্ম্ম নীতি	১৲	॥৹
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র (তাৎপর্য্য সহিত)	৶৹	/১৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড	/১৹	/৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	৵৹	/৹
উপদেশ	৴১৹	৴১৹
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার	৴৹	৴১৹
বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ক মনুর মত	।৹	।৹
নীতি-কবিতাবলী	।৹	৵৹

	পূর্ণ মূল্য।	সুলভ মূল্য।
নীতি পদ্য	/৹	৴১৹
নীতি প্রভা	৵৹	/৹
প্রকৃত ধর্ম্ম পথ	৴১৹	৴১৹
Hinduism	" 4 "	" 2 "
ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবাত্মার স্বাধীনতা এবং এতদুভয়ের সামঞ্জস্য	।৵৹	।৵৹
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি (হিন্দি)	/৹	৴৹
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	/৹	৴১৹
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড (বাঙ্গালা)	৵৹	/৹
গৃহকর্ম্ম	।৹	৶৹
ধর্ম্মদীক্ষা	/৹	৴১৹
সঙ্গীত মুক্তাবলি ১২ ভাগ একত্রে	।৹	৵৹
ঐ তৃতীয় ভাগ	।৹	৵৹
ঐ চতুর্থ ভাগ	।৵৹	।৹
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵৹	৶৹
প্রশ্নমঞ্জরী	॥৹	।৹
প্রভাত-কুসুম	।/৹	৵১৹
কুমারশিক্ষা	।৹	৶৹
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	।৵৹	।৹
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত	১৲	১৲
পুনর্জ্জন্ম আছে কি না ?	/৹	/৹
পঞ্চোপনিষৎ	॥৹	॥৹
মহাত্মা রামমোহন রায় (পদ্য)	৴১৹	৴১৹
একতাব্রত কাব্য	৵১৹	৵১৹
Memoir of Raja Ram Mohan Roy	1 " "	8 "
Universal Religion	" 8 "	" 8 "
Band of Hope	" 1 "	" 1 "
ধর্ম্ম পরিচয় ১ম ভাগ	৵৹	৵৹
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	॥৹	।৹
বক্তৃতা মঞ্জরি	৵৹	/৹
সূত্র-নিপাত (বৌদ্ধধর্ম্ম)	১॥৹	১৲
উপদেষ্টা (ঐ)	।/৹	।/৹
জীবন সঙ্কেত	/৹	/৹
চিন্তা বিন্দু	৵১৹	৵১৹
বালক বন্ধু	/৹	/৹
তত্ত্ব বিচার	।৵৹	।৵৹
সুরাপান বা বিষপান	॥৹	॥৹
স্বর্গের চাবি	৵৹	} একত্রে লইলে
পারের নৌকা	৵৹	৶৹
হরিলীলা ১—৪র্থ ভাগ	১।৹	॥৵৹
বনফুল	।/৹	।৹
দেবতত্ত্ব	॥৹	॥৹
মনোহর শায়ী ব্রহ্মসঙ্গীত	।৹	৶৹
Essay on happiness	1 " "	1 " "
History of Warren Hastings	1 " "	1 " "
দামিয়েনের জীবনচরিত	॥৹	॥৹
কমলাকান্ত পদাবলি	৸৹	৸৹
আহার বিজ্ঞান	/৹	/৹
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প (২য় সংস্করণ)	॥৹	।৵৹
Lectures on Religion	" 6 "	" 6 "
এটা কোন্ যুগ	/৹	/৹
আর্য্যাবর্ত্ত (জনৈক হিন্দু মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত)	॥৹	॥৹
পাগলের—পাগলামি	।৹	।৹

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া

পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৯। কলিগতাব্দ ৪৯৯৩। ১ ফাল্গুন।

বিজ্ঞাপন।

আত্মতত্ত্ব বিদ্যা।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্ববিষয়ক প্রথম উপদেশ। বহুকালের পর ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল। ইহাতে জীবাত্মা ও জড়, জীবাত্মা ও পরমাত্মা এবং সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি কএকটী বিষয় বিশেষ রূপ বিবৃত হইয়াছে। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে যাঁহারা গত শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সঙ্গে বর্ত্তমান শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদের গত চৈত্র পর্য্যন্ত মূল্য ও মাশুল নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারাও বর্ত্তমান শকের অগ্রিম মূল্য ও মাশুল প্রেরণ করিলে পরম উপকৃত হইব। আশাকরি এই বিষয়ের জন্য পুনরায় পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতে হইবে না।

সহঃ সম্পাদক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল দে, বি, এ, বি এল, মহাশয় প্রণীত ইংরাজী "রাজপুতানার ইতিহাস" ১৲ এবং ৵০ আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। অমৃত বাবু প্রণীত "হিন্দী রাজস্থান" মূল্য ৷৵০ শীঘ্র প্রকাশি হইবে। জয়পুর মহারাজার কলেজে অমৃত বা পত্র ও মূল্য পাঠাইতে হয়।

অভাবনীয় আকর্ষণ।

হিন্দুদিগের জন্য।

চিকাগো প্রদর্শনীতে যাতায়াত।

(১৫ মার্চ্চ হইতে জুলাই পর্য্যন্ত।)

প্রথম শ্রেণী—৩০০০ টাকা।

দ্বিতীয় শ্রেণী—২৫০০ টাকা।

চাকরদিগের জন্য—১৫০০ টাকা।

উপরোক্ত অর্থে যাতায়াত, আহার (ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রস্তুত ও প্রদত্ত), রেলভাড়া, চিকাগো সহরে একমাস এবং লণ্ডনে এক সপ্তাহ অবস্থিতি, এই সকলেই হইবে। *

* সবিশেষ জানিবার জন্য Prospectus দেখ; তাহাতে সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারিবে। উহা নিম্ন-লিখিত স্থানে প্রার্থনা করিলেই পাওয়া যাইবে।

করসেটজী সোরাবজী কোম্পানি।
নং ১৫, আপোলো ষ্ট্রীট, বম্বে।

এটা কোন্ যুগ?

মূল্য ৴০ এক আনা ডাঃ মাঃ ১০ পয়সা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর প্রণীত।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে ও ২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ত্রিষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

১১ই মাঘ সোমবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

প্রাতঃকাল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের

উদ্বোধন।

আজ মাঘের একাদশ দিবস। যে শুভ দিন শুভ ক্ষণের জন্য আমরা এতদিন সস্পৃহ-নয়নে অপেক্ষা করিতেছিলাম, অদ্যকার প্রাতঃসূর্য্য সকলকে আনন্দে আপ্লুত করিয়া, সেই তৃপ্তিপ্রদ মঙ্গল মুহূর্ত্তকে আমাদের সম্মুখে আনয়ন করিল। ১১ই মাঘের এই পবিত্র উষা, জগতের সমক্ষে মুক্তির দ্বার স্বর্গের সোপান উদ্ঘাটিত করিয়াছে, ভ্রমপ্রমাদ কুসংস্কারের ঘোর কুজ্ঝটিকা হইতে গতি-মুক্তির সরল বর্ত্ম প্রদর্শন করিয়াছে, সত্যের বিজয় নিশান এদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় দুন্দুভি নিনাদিত করিয়া ভারতের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছে, তাই ইহা আমাদিগের নিকটে এত গৌরবের। ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র স্রোত গঙ্গানদীর ন্যায় ঈশ্বরের পদতল হইতে নিঃসৃত হইয়া, বেদ বেদান্ত উপনিষদের মধ্যদিয়া খরবেগে প্রবাহিত হইতে হইতে, পুরাণ তন্ত্রের কল্পনা, মূর্ত্তিপূজার জটিলতার মধ্যে পড়িয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় আত্মহারা হইয়াছিল, ঈশ্বরের প্রসাদে অদ্যকার দিবস হইতে তাহা সাধারণের সমক্ষে নূতন বলে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এজন্য এ দিনের এত মর্য্যাদা।

আজিকার দিবস হইতে, ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র আলোকে চারিদিক্ জ্যোতিষ্মান হইতেছে, মোহ-যবনিকা দিন দিন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে, সরল সরস ধর্ম্মের প্রসাদে আত্মার নৈসর্গিক বলবীর্য্য প্রবর্দ্ধিত হইতেছে; যাঁহার আবাহন নাই ও বিসর্জ্জন নাই এমন জাগ্রত প্রত্যক্ষ দেবতাকে পাইয়া আত্মার দৈবচক্ষু প্রস্ফুটিত হইতেছে, এমন জ্ঞানদাতা গুরু ভক্তবৎসল নেতাকে পাইয়া মনুষ্য সাধনের পথে—অমৃতধামে অগ্রসর হইতেছে, তাই আমাদিগের এত আনন্দ কোলাহল।

যাঁহার প্রসাদে মৃতপ্রায় অসাড় আত্মায় নবজীবনের সঞ্চার হইল, পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে পতিত ভারতের মুখ নিষ্কলঙ্ক ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রে দীনহীন মলিন আত্মায় অপূর্ব্ব ব্রহ্মানন্দের আবির্ভাব হইল, যোগানন্দ প্রেমানন্দে অন্তর্দ্দেশ প্লাবিত হইয়া উঠিল, উপরে অনন্ত কোটি নক্ষত্রলোক নিম্নে এই আশ্চর্য্য ভূলোক ইহার মধ্যস্থ অসীম শূন্য যিনি পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, যিনি আপনাকে দিয়া আমাদের আত্মার ক্ষুধা শান্তি করিতেছেন, তাঁহার পবিত্র সত্ত্বা অন্তরে বাহিরে সকলে উপলব্ধি কর। তাঁহাকে লইয়া আমাদিগের এই মহোৎসব। তিনি এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র যাঁহার শাসনে পরিচালিত হইতেছে, আপনার হৃদয় মন আত্মাকে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব প্রবৃত্তির প্ররোচনা হইতে রক্ষা করিয়া, তাঁহার নয়নের সম্মুখে ধারণ কর, কাতর প্রাণে করযোড়ে তাঁহাকে এই উৎসব-ক্ষেত্রে আহ্বান কর। তাঁহাকে জীবন্ত দেবতারূপে আপনাদের মধ্যে বর্ত্তমান দেখিয়া অকপট প্রীতিভক্তির বিমল কুসুম তাঁহার চরণে অর্পণ কর, সকলে মিলিয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যজন্মকে সার্থক কর।

শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা।

'তস্য হবা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যং।'

যে আনন্দময় ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি করিতে অদ্য এই পুণ্য উৎসবক্ষেত্রে আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি; প্রাতঃসময়ে পবিত্র মনে যাঁহার উপাসনা করিলে জীবনে কল্যাণের সঞ্চার হয়; মধ্যাহ্ন কালে যাঁহার উপাসনা মানুষের পরমায়ুকে বর্দ্ধন করে এবং যাঁহার সান্ধ্যোপাসনাতে আত্মা সমাধান করিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে যাইবার বিতত পন্থা সুস্পষ্ট দেখিতে পান সেই ব্রহ্মনামই সত্য। সমস্ত চরাচর পূর্ণ করিয়া ওঁ এই অনাহত শব্দ দ্বারা মহাকাল অনাদি মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে। প্রেম-চক্ষে যদি হিমালয়ের আকাশভেদী শৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করি, গভীর জলধির অপার বারিরাশির প্রতি নেত্রপাত করি, সেই ব্রহ্মনামের মহা অক্ষর তাহাতে অঙ্কিত দেখিব। ক্ষুদ্র পক্ষীর কণ্ঠে, সুন্দর পুষ্পের সৌরভে এবং পর্ব্বত-বাহিনী নির্ঝরিণীর কলনাদে তাঁহার নাম। যাঁহার মহিমাকে উজ্জ্বল করিয়া প্রাতঃসূর্য্য উদিত হয় এবং রজনীর চন্দ্রতারকা যাঁহার নামের অনন্ত বিবরণ কীর্ত্তন করে, সেই ব্রহ্মনামই সত্য। এই কথা—এই ব্রহ্মনাম সত্য, কেবল ব্রাহ্মগণ-প্রচারিত নূতন কথা নহে, সকল কালে সকল মানব জাতির ও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধীরজ্ঞানী ব্যক্তিরই এই কথা। পঞ্জাবের ধর্ম্মবীর নানক গুরু বলিয়াছেন—

"আদি সচ্, যুগাদি সচ্ হৈভি সচ্ নানক হোসিভি সচ্।

অর্থাৎ আদিতে তিনি সত্য, যুগাদিতে তিনি সত্য, বর্ত্তমান কালে এখনো তিনি সত্য এবং ভবিষ্যতেও তিনি সত্য। আর সেই অরণ্যবাসী পরমাত্মদর্শী ঋষিরা কতকাল পূর্ব্বে মধুর বেদবাণীর দ্বারা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন যে, "তস্য হবা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যং।" এক ব্রহ্মনামই সত্য, আর সকলই সেই সত্যের ছায়া। সত্য সেই ঈশ্বর, আর মর্ত্যলোক ও অমৃত লোক—মনুষ্যলোক ও দেবলোক তাঁহার

ছায়া—'যস্য চ্ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ।" যদি তাঁহাকে ছাড়িয়া দাও, যদি ব্রহ্মসত্ত্বায় তাবৎ পদার্থ পরিপূর্ণ না দেখ তবে সকলই মিথ্যা হইয়া যায়—সবই শূন্য হইয়া যায়। প্রাণবায়ু মানবের পরমায়ুকে বহন করিতেছে, বাক্য তাহার মনের ভাব বাহিরে ব্যক্ত করে, চক্ষু আকাশে বিস্তৃত পদার্থ সকলকে দর্শন করে ও কর্ণ অবিরোধে শ্রবণ করে এই যে লৌকিক সত্য, ইহা অসত্যে পর্য্যবসিত হয় যদি এই সকলের মূলে সেই সত্যের সত্য ইন্দ্রিয়গণের গুণপ্রকাশক পরব্রহ্মের জীবন্ত অবস্থান নিরীক্ষণ না কর। তিনি মূলে থাকিয়া প্রাণকে স্বীয় শক্তি প্রদান করিতেছেন তাই প্রাণ পরমায়ুকে বহন করে, তিনি 'প্রাণস্য প্রাণঃ'। বাক্যের মূলে থাকিয়া তিনি বাক্যকে স্বীয় শক্তির দ্বারা সঞ্চালিত করিতেছেন, তাই বাক্য মনের ভাব বাহিরে ব্যক্ত করে, তিনি 'বাচোহ বাচং"। দৃষ্টির মূলে তিনি দৃষ্টি-শক্তি ও শ্রবণ-মূলে শ্রবণ-শক্তি প্রদান করেন, তাই চক্ষু দেখে ও কর্ণ শ্রবণ করে, তিনি "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।" তুমি জানো আর নাই জানো, মানো আর নাই মানো, তোমার নিজের যে নিজত্ব তাহা সেই অনন্ত শক্তিময়ের নিজত্বের সম্পূর্ণ অধীন। মানবাত্মাতে যে কর্ত্তৃত্বের ও স্বাধীনতার ভাব দেখা যায় তাহাতে তাহার নিজের স্বাধীনতা তত ব্যক্ত হয় না যত সেই সত্য পুরুষের স্বাধীনতা ব্যক্ত হয় কেননা তিনিই তাহার বিধাতা। তিনিই মনুষ্যকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন—তাই মনুষ্য স্বাধীনভাবে তাঁহাতে প্রীতিভক্তি সমর্পণ করিতে সমর্থ। অতএব সৃষ্ট জগতে সকলই পরতন্ত্র সকলই পরাধীন। স্বাধীন কেবল ইহার স্রষ্টা, স্বতন্ত্র কেবল ইহার স্রষ্টা, যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, সৃষ্টির পরে থাকিবেন ও এখন এই সৃষ্ট তাবৎ পদার্থের মধ্যে গূঢ় রূপে নিহিত থাকিয়া এই কার্য্যধারা রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা ও প্রেমের সুশীতল ছায়া যদি ক্ষণকালের জন্য প্রত্যাহার করেন তাহা হইলে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধ ও বিধ্বস্ত হইয়া অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যায়। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা কি এক নিমেষ তিষ্ঠিতে পারি? 'নহিত্বদারে নিমিষশ্চ নেশে' তাঁহাকে ছাড়িয়া কেবল আপনাকে দেখিয়া মানুষের স্বার্থ-প্ররোচিত ক্ষুদ্র অভিমান ও ক্ষুদ্র জয় পরাজয়ের গৌরব অতি লজ্জার কথা—বিড়ম্বনার এক শেষ। অনেক মর্ম্মাহত বৃদ্ধ ব্যক্তির মুখে এই শোক-সূচক বাক্য শুনিয়াছি যে তিনি যৌবনে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস কবিতেন না। ঈশ্বরের সুন্দর বিশ্বপ্রকাশক মহিমা ও মঙ্গল ভাব তুচ্ছ করিয়া নিজের শরীর মন ও বুদ্ধি-বলকেই স্বীয় পদমর্য্যাদা ও ধন সম্পত্তি লাভের কারণ মানিয়া অভিমানে বিচরণ করিতেন। কিন্তু যখন বার্দ্ধক্যের উপক্রমে জরা-ব্যাধির ভীষণ আক্রমণে পরাজিত হইয়া শোণিতের উষ্ণতা, মনের শান্তি ও বুদ্ধির বল হারাইলেন এবং মৃত্যুভয়ে পদে পদে ভীত হইতে লাগিলেন, তখন কোথায় জীবনের জীবন শান্তিদাতা, কোথায় সেই অমৃত-নিকেতন, যেখানে যাইলে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবেন, কে তাঁহার সংবাদ দিবে? কি গ্রন্থ পাঠ করিলে, কোন্ ধার্ম্মিকের সাধু উপদেশ শ্রবণ করিলে সত্যের পরম নিধান পরব্রহ্মের তত্ত্বলাভ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাতেই আপনার সকল প্রতিষ্ঠা—সকল নির্ভর স্থাপন করিয়া পূর্ব্বপাপের

প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিবেন এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া বিচরণ করেন। "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ" যুবাকালেই ধর্ম্মশীল হইবে—যৌবনকাল হইতে যদি মানুষ ব্রাহ্মধর্ম্মের এই আদেশ পালন করিয়া চলিতে শিখেন তবে আর বার্দ্ধক্যে তাঁহাকে অনুতাপ করিয়া বেড়াইতে হয় না। আস্তিক হউন নাস্তিক হউন, ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় এই যে, সকলের আত্মারই অগ্রে বা পশ্চাতে অনন্ত উন্নতি হইবেই। এই উন্নতির যোগ-সূত্র ইহকাল পরকাল ও অনন্তকালে অনুস্যূত রহিয়াছে। বিত্তমোহে মোহিত অজ্ঞানের নিকটে তাহা প্রকাশিত হয় না, সুতরাং সে মনে করে যে শস্যের ন্যায় সে এইখানেই জাত, বর্দ্ধিত ও বিনষ্ট হইবে। অতএব ধর্ম্মের আবশ্যকতা বুঝিতে পারে না। মাতৃগর্ভে জরায়ুর অন্ধকারস্থ শিশু জননীর ভোজনে পুষ্ট হয়, জননীর নিশ্বাস প্রশ্বাসে প্রাণধারণ করে। সেখানে তাহার ভ্রমণের প্রয়োজন নাই, দর্শনের প্রয়োজন নাই, শ্রবণের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই খানেই তাহার হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রস্তুত হইতে থাকে। কেন হয়? না সে ইহার পরে যে পৃথিবীতে আগমন করিবে সেই পৃথিবীতে এই সকলের প্রয়োজন। যে শরীর মাতৃগর্ভে গঠিত না হয় সে ভূমিষ্ঠ হইয়া বিনষ্ট হয়। সেইরূপ এই শরীরস্থ আত্মা মাতৃগর্ভস্থ শিশুর ন্যায় এই শরীরে থাকিয়াই যদি ধর্ম্মে জ্ঞানে, প্রেমে ও পবিত্রতাতে বর্দ্ধিত ও বিশুদ্ধ না হয়, দ্যুলোকস্থ দেবতাগণের সহবাসের উপযোগী গুণ-সকল এখানে উপার্জ্জন না করে তবে শরীরের বিনাশে সেই আত্মাও মৃত্যুযন্ত্রণায় আপনাকে ব্যথিত করিবে—আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। অতএব

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।"

সেই বেদ্য পুরুষকে জান যেন মৃত্যু তোমাদিগকে ব্যথা দিতে না পারে। তাঁহাকে জানিলেই মানুষের সংসারে কল্যাণ হয়, পরকালে স্বর্গসুখ লাভ হয় এবং সর্ব্বকালে ব্রহ্মসহবাসজনিত অক্ষয় আনন্দ ভোগ হয়।

"সএবাধস্তাৎ সউপরিষ্টাৎ সপশ্চাৎ সপুরস্তাৎ সদক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। ঈশানো ভূতভব্যস্য সএবাদ্যঃ সউ শ্বঃ।"

তিনি অধোতে তিনি ঊর্দ্ধে, তিনি পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে তিনি উত্তরে রহিয়াছেন। তিনি ভূত ভবিষ্যতের নিয়ন্তা, তিনি অদ্যও আছেন এবং চিরকাল থাকিবেন, অতএব তিনিই সত্য এবং তাঁহারই নাম সত্য।

হে একমাত্র জগজ্জনগতি, তোমার ইচ্ছাতেই আমরা প্রাণে বাঁচিয়া রহিয়াছি এবং তোমার ইচ্ছাতে আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভের অধিকারী হইয়াছি। পরমাত্মন্, এখন আমাদিগের প্রতি এই আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা তোমার পথ হইতে ভ্রষ্ট না হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনা।

সর্ব্বারাধ্য পরম মঙ্গলালয় পরমাত্মার পূজায় অদ্য আমরা আনন্দমনে বিমল হৃদয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি—ধূপ দীপ নৈবেদ্য যত কিছু সকলি আমাদের অন্তরে সুসজ্জিত হইয়াছে। ইনিই নিখিল জগতের পিতামাতা—ইনিই আমাদের প্রতিজনের পিতামাতা—ইনিই আমাদের গুরু এবং

নেতা—ইনিই আমাদের আত্মার অন্তরতম এবং প্রিয়তম! আমাদের হৃদয়ের প্রীতি ভক্তি আমাদের আরাধ্য দেবতার আবাহন মন্ত্র! যেখানে সুবিমল শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি সেইখানেই তিনি বিরাজমান! সন্তাপের অশ্রুজলে তাঁহার সিংহাসন ধৌত এবং পরিমার্জ্জিত হইয়াছে—তিনি আমাদের মধ্যে বিরাজমান! আমাদের আশা ভরসা প্রার্থনা যত কিছু সমস্তই ধূপের ন্যায় তাঁহার প্রতি উত্থিত হইতেছে—সেই সর্ব্বারাধ্য পরমদেবতা আনন্দরূপমমৃতং আমাদের মধ্যে বিরাজমান! অদ্য আমাদের আনন্দের সীমা কি?

হে পরমাত্মন্! আমরা প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমার চরণে প্রণিপাত করিতেছি—তুমি তোমার মঙ্গলচ্ছায়াতে আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা কর! তুমি যখন আমাদের পিতা মাতা তখন আমাদের ভয় কি শোক কি সন্তাপ কি? তুমি যখন আমাদের হৃদয়-বন্ধু তখন আমাদের অভাব কি? তোমাতেই আমরা আমাদের সমস্ত নির্ভর স্থাপন করিতেছি তুমি আমাদিগকে পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার প্রেমানন্দে প্লাবিত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সায়ংকাল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ির বক্তৃতা।

"আনন্দে আকুল সবে দেখি তোমারে, পূরিল হৃদয় প্রীতি বিমল তব কুসুম সুবাসে" আজি উৎসবের দিনে—আনন্দের দিনে হৃদয় তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আমাদের যেমন প্রার্থনা ছিল "তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধা পরশে, হৃদয়নাথ" তুমি তেমনই তাহা পূর্ণ করিয়াছ। আজি তোমার আহ্বানে সকলে জাগিয়াছি। তোমার স্তব স্তুতিতে আকাশ পূর্ণ হইয়াছে। পবিত্র প্রেমের গানে ইহা অমৃতময়—সুধাময় হইয়াছে। "আজ এ আকাশ মাঝে কি অমৃত বীণা বাজে, পুলকে জগৎ আজি কি মধুর শোভায় সাজে। আজ এ মধুর ভবে মধুর মিলন হবে, তোমার সে প্রেম-মুখ জেগেছে অন্তরে।"

হে ভক্তবৎসল! তোমার প্রেম-মুখের আলো—তোমার আনন্দের জ্যোতি আজ আঁধার হৃদয় আলোকিত করিয়াছে। এমন সুখের দিনে মিলনের দিনে তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিয়া তোমাকে দুইটা দুঃখের কথা বলিবার অবসর পাইয়াছি। তোমার চরণে এই মিনতি, তুমি করুণা করিয়া তাহা শ্রবণ কর। তোমাকে বলিলেও হৃদয়ে ভার লাঘব হইবে। নাথ! আমরা যথার্থই অতি দুঃখী, আমরা ভগ্নকুটীরবাসী। তাহাও আবার বিষাদ-অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দেখ তোমার বঙ্গভূমি—তোমার ভারতভূমি কি নিবিড় অন্ধকারেই আচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহার কোন স্থানেই আর তোমার প্রেমের আলো জলে না, যাহা জলে তাহা ক্ষণপ্রভার ন্যায় "উন্মালি নিমীলয়ে"। তুমি যে এমন অমৃত-স্বরূপ, তোমাকে কেহ ডাকে না, হৃদয়ে স্থান দেয় না, কাজে কাজেই মৃত্যুর ভীষণ ছায়া ইহার সর্ব্ব স্থানেই পড়িয়াছে। ইহা এক প্রকার মৃত্যুর প্রতিকৃতি হইয়াছে। ইহা শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। একে অন্ধকার তাহাতে শ্মশানভূমি!!

আমরা শ্মশানে কি দেখিতে পাই? মৃত শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। শৃগাল কুক্কুর শব লইয়া দন্ত দ্বারা টানাটানি করি-

তেছে। কিন্তু এ শ্মশান তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক হইয়াছে। এখানে জ্যোতিহীন পাপানল জীবন্ত শরীরকে দগ্ধ করিতেছে। কাম, ক্রোধ,লোভ,মোহ,হিংসা,দ্বেষ,বিবাদ বিসম্বাদরূপ শৃগাল কুক্কুর নিয়ত জীবিত মনুষ্যকে চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতেছে। প্রায় সকল গৃহস্থের গৃহই অমৃতের অভাবে শ্মশানক্ষেত্র হইয়াছে। কোথাও নিশীথ কালে কুললক্ষ্মী শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অশ্রুজলে গৃহ প্রাঙ্গণ ভাসাইতেছেন, তাঁহার উষ্ণ গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসে সংসার-আশ্রমের সুন্দর প্রেমের কুসুম সকল শুষ্ক বিশুষ্ক দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে। কোথাও জনক জননী বহু কষ্টে সন্তান প্রতিপালন করিয়া বৃদ্ধ বয়সে তাহার অবিনয় দর্শনে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। কোথাও গুরু বহু যত্নে শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া পরিশেষে তাহারই হস্তে নির্যাতন প্রাপ্ত হইতেছেন। কোথাও ধনীর অট্টালিকার সম্মুখে একমুষ্টি অন্নের জন্য দীন হীন দরিদ্রলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। প্রকৃত বিনয় যথার্থ ভক্তি দয়া ও ধর্ম্মানুষ্ঠান তোমার ভারতে অল্পই দৃষ্ট হয়। নাথ! এ দুঃখ দুর্দ্দিনে তুমি কোথায় রহিলে। দেখ তোমার অভাবে তোমার প্রকৃত পূজার অভাবে তোমার ভারতের কি দশাই হইয়াছে। আমরা যে তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, 'তমসোমা জ্যোতির্গময়' এ আমাদের মুখের প্রার্থনা, তাহা না হইলে এ অন্ধকার যায় না কেন? তুমি আমাদিগকে হৃদয়ের সহিত ঐ প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দাও। আমরা আর এ শ্মশান-ভূমিতে এ অন্ধকারে থাকিতে পারি না। এখানকার দুরন্ত পিশাচদিগের ভৈরব রবে ও উৎপীড়নে বড় ভীত ও যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়াছি। কি প্রকারে ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে পরাজয় করিব। "আপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার, এক মাত্র ভরসা করুণা তোমার।" তুমি কৃপা করিয়া এমন ব্রহ্মাস্ত্র আমাদের হস্তে দাও যদ্দ্বারা আমরা এই পাপপিশাচদিগকে দগ্ধ বিদগ্ধ করিতে সমর্থ হই। তুমি তোমার কৃপাজল এমন করিয়া বর্ষণ কর, যাহাতে এই শ্মশানের অগ্নি একবারে নির্ব্বাণ হয়। ইহার মলিন অঙ্গার সকল দূরে প্রক্ষিপ্ত হয়। তুমি কৃপা করিলে কি না সম্ভব হয়? তোমার কৃপায় অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ গিরি লঙ্ঘন করে। তুমি কৃপা কর, ভারতের কুসংস্কার ও অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত হউক। তুমি কৃপা কর, এই শ্মশানসম ভারত স্বর্গের পারিজাত কুসুমে আচ্ছাদিত হউক্। তুমি কৃপা কর, তোমার প্রেমালোকে ইহার সর্ব্বাঙ্গ আলোকিত হউক।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

এই বেদমন্ত্র তোমার ভারতের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইয়া ইহা শান্তি ও অমৃতে পূর্ণ হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অপ্রতিম পরমাত্মা।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

বক্তৃতা।

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরা প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥"

প্রত্যেক ভূতের অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে ধ্যান করিয়া ধীর ব্যক্তিরা এলোক হইতে অবসৃত হইয়া অমৃত হ'ন।

সাধারণতঃ লোকের এইরূপ সংস্কার যে প্রতিমাদির অবলম্বন ব্যতিরেকে পর-

মাত্মার ধ্যান কাহারো সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু মানব জাতির সভ্যতার ইতিবৃত্ত ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মুসলমান জাতির আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অপ্রতিম পরমেশ্বরের উপাসক। জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, কি নানকপন্থী—সকল জাতির মধ্যেই সমান;—সে কথা এখানে হইতেছে না; এখানে বলিতেছি কেবল এই যে, নানা লোকে নানা প্রকার ভ্রমে ও কুসংস্কারে জড়িত থাকিতে পারে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকলেই অপ্রতিম পরমাত্মার উপাসনায় অধিকারী। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, সভ্যতম জাতিরা সে কার্য্যে যথা-সম্ভব অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকে আপনার জাতি ভিন্ন পৃথিবীস্থ আর আর উন্নত জাতির কেবল ছিদ্রান্বেষণেই রত; ভিন্ন-জাতীয় ধর্ম্মের মধ্যে যেগুলি কুসংস্কার—লোকে বাছিয়া বাছিয়া সেই গুলির প্রতিই লক্ষ্য নিবদ্ধ করে; আর স্বজাতীয় ধর্ম্মের মধ্যে যত কিছু কুসংস্কার সে গুলি কুতর্ক এবং বাক্‌চাতুরী দ্বারা কতক বা গোপন করিতে, কতক বা মন্দকে ভাল পরিচ্ছদে সাজাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। এইরূপ ক্ষুদ্রচিত্ত-সুলভ সাম্প্রদায়িক দ্বেষ ঈর্ষা মন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া আমরা যদি একবার ভাল চক্ষে মানব জাতির সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি তাহা হইলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাই যে, অপ্রতিম ঈশ্বরের উপাসনাই সকল সভ্যতার ভিত্তিমূল।

পুরাতন বৈদিক কালে আমাদের দেশে, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসনা প্রচলিত ছিল; সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিম পরমাত্মার প্রতি আর্য্য ঋষিগণের ধ্যানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলিলেন

"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।"

কিন্তু দেশের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না; সভ্যতার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের নানা প্রকার কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি (মোহ রজনী আসিতেছে তাহার পূর্ব্বে নানাপ্রকার অশুভ গ্রহ নক্ষত্র) একে একে আবির্ভূত হইয়া আমাদের দেশের ভবিতব্য দুর্ব্বিপাক আহ্বান করিয়া আনিতে লাগিল। সকল জাতীয় দেবারাধনাতে প্রার্থনা একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়; সেই প্রার্থনা আমাদের দেশে প্রথমে ছিল হে ইন্দ্র! আমাকে গো দেও, ধন দেও, আমার শত্রুদিগকে বিনাশ কর ইত্যাদি; ক্রমে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন হইয়া হইল

"অসতোমা সদ্‌গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।

তাহার পরে আমাদের দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই সভ্যতার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রার্থনার মূর্ত্তি বিরূপ হইয়া গিয়া তাহা হইয়া দাঁড়াইল 'পুত্রং দেহি ধনং দেহি' এই সকল তন্ত্রোক্ত তামসিক মন্ত্র।

ব্রাহ্মধর্ম্মে কোনো সৃষ্ট পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া উপাসনা করিতে নিষেধ আছে দেখিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে পরমাত্মার কোনো নৈসর্গিক আবির্ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "ন তস্য প্রতিমা অস্তি" পরমাত্মার প্রতিমা নাই—এই জন্য কোনো প্রকার প্রতিমা অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে অবশ্যই নিষিদ্ধ; কিন্তু

তাঁহার মহিমার কোনো নৈসর্গিক নিদর্শন অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার ধ্যান ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে নিষিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক্--ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মতে তাহাই ব্রহ্মধ্যানের প্রথম সোপান; গায়ত্রীর প্রথমেই আছে ভূর্ভুবঃস্বঃ; ব্রাহ্মধর্ম্ম খুলিয়া দেখ ব্রহ্মোপাসনার প্রথমেই আছে

"যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যোবিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মার ধ্যান করিতে হইলে দৃশ্যমান জগতে মনোনিবেশ করা প্রথম কল্পে আবশ্যক; কেন যে আবশ্যক তাহাও আমরা বুঝিতে পারি; তাহা এই;—

শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে চক্ষুই সর্ব্বপ্রধান; অথচ আপনার চক্ষু কেহই আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না—কেবল অনুভবে উপলব্ধি করি—অনুভবে যতটুকু উপলব্ধি করি তাহা অপেক্ষা তাহা আরো বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে হইলে আমরা দর্পণের সাহায্য গ্রহণ করি। দর্পণে যেমন আমরা আপন চক্ষুর প্রতিবিম্ব দর্শন করি, বহির্জ্জগতে তেমনি আমরা আপন আত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন করি; আবার দর্পণে যেমন আমরা আপনার চক্ষু দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই চক্ষুর অভ্যন্তরস্থিত নেত্র-পুত্তলিকা দর্শন করি, তেমনি আমরা বহির্জ্জগতে আত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন করিবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অভ্যন্তরস্থিত পরমাত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন করি। প্রতিবিম্ব শব্দের শব্দার্থ এখানে কোনো কার্য্যেরই নহে, তাহার ভাবার্থই এখানে দ্রষ্টব্য। বহির্ব্বস্তুতে আত্মার প্রতিবিম্ব কিরূপ তাহা যদি জানিতে চাও তবে এই বৃত্তান্তটি স্মরণ কর যে, যে ব্যক্তির আপনার অন্তরে কবিত্ব নাই, সে অন্যের কবিত্বের রসাস্বাদন করিতে পারে না; যে ব্যক্তির আপনার অভ্যন্তরে মহত্ত্ব নাই, সে অন্যের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। আমরা আমাদের আপনার অন্তরের কবিত্ব অন্যের লেখাতে প্রতিবিম্বিত দেখিলে, তবেই অন্যের কবিত্বের রস গ্রহণ করিতে পারি; আপনার আপনার অন্তরের মহত্ত্ব অন্যেতে প্রতিবিম্বিত দেখিলে তবেই অন্যের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। আপনার আত্মা অন্যেতে প্রতিবিম্বিত দেখাও এইরূপ একটি ব্যাপার—এবং সকল লোকেই তাহা সর্ব্বদা করিয়া থাকে; মনুষ্যমাত্রই মনুষ্যকে অল্পই হউক্ আর অধিকই হউক্ কতক না কতক পরিমাণে দ্বিতীয় "আমি" মনে করে। সাধারণতঃ আমরা সকল বস্তুতেই আপনার অন্তর্নিহিত ভাব প্রতিবিম্বিত দেখি; আবার বিশেষতঃ আমরা ঈশ্বর-পরায়ণ সাধুমণ্ডলীতে আপনার আত্মার প্রতিবিম্ব দর্শন করি, পশুরাজ্যে আপনার মনের প্রতিবিম্ব অবলোকন করি, উদ্ভিদ্‌রাজ্যে আপনার প্রাণের প্রতিবিম্ব এবং জড়রাজ্যে আপনার শক্তির প্রতিবিম্ব অবলোকন করি। আরো আশ্চর্য্য এই যে, যেমন আমরা দর্পণে চক্ষুর অভ্যন্তরে নেত্র-পুত্তলিকা দর্শন করি তেমনি বহির্জ্জগতে আপনার শক্তির প্রতিবিম্বের অভ্যন্তরে, প্রাণের প্রতিবিম্বের অভ্যন্তরে, মনের প্রতিবিম্বের অভ্যন্তরে, আত্মার প্রতিবিম্বের অভ্যন্তরে, শক্তির শক্তি, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে দর্শন করি; বিশেষতঃ ভগবদ্‌ভক্ত সাধু ব্যক্তিদিগের মুখে চক্ষে আকারে ইঙ্গিতে কথাবার্ত্তা এবং আচরণে আমরা আত্মাকে এবং সেই সঙ্গে আত্মার অন্তরাত্মা পরমাত্মাকে প্রতিবিম্বিত দেখি; কিন্তু সে প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি-বিহীন, এই

জন্য তাহা প্রতিমা শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

ব্রাহ্মধর্ম্ম একদিকে বলিতেছেন—

"ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।"

আর একদিকে বলিতেছেন—

"ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরা প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি;

এই দুই বাক্যের সমন্বয় করিয়া আমরা পাইতেছি যে, দর্পণে যেমন আমরা চক্ষুর অভ্যন্তরস্থিত নেত্র-পুত্তলিকা অবলোকন করি, সাধক তেমনি প্রত্যেক বস্তুতে আত্মা এবং আত্মার অভ্যন্তরস্থিত পরমাত্মাকে অবলোকন করেন; কিন্তু নেত্র-পুত্তলিকা যেমন মূর্ত্ত প্রতিবিম্ব—আত্মার এবং পরমাত্মার প্রতিবিম্ব সেরূপ মূর্ত্ত প্রতিবিম্ব নহে—প্রতিমূর্ত্তি নহে—প্রতিমা নহে। বিশ্ব-ভুবনে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব যাহা আমরা অবলোকন করি, তাহা প্রতিমা নহে—তাহা মহিমা! প্রতিমা-শব্দ যেমন ক্ষুদ্রতাজ্ঞাপক, মহিমা-শব্দ তেমনি মহত্ত্বজ্ঞাপক। প্রতিমামাত্রই পরিচ্ছিন্ন;—দেবপ্রতিমা মন্দিরের মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকে, মন্দিরের বাহিরে পদার্পণ করিতে পারে না। কিন্তু জীবাত্মা শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়াও নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বান্বেষণে বাহির হয়। পরমাত্মা প্রত্যেক পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট অথচ "একাংশেন স্থিতো জগৎ" অসীম জগৎ তাঁহার একাংশ মাত্রে ভর করিয়া স্থিতি করিতেছে। প্রত্যেক পরমাণুর অভ্যন্তরে আমরা পরমাত্মাকে 'অণোরণীয়ান' অণু হইতে অণু দেখিতে পাই—সত্য, কিন্তু সে অণুর গুরুভার অসীম আকাশও ধারণ করিতে অসমর্থ; এই জন্য পূর্ব্বতন আচার্য্য 'অণোরণীয়ান্' বলিয়াই স্তম্ভিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়াছেন 'মহতোমহীয়ান্'। তাঁহার মুখে "অণোরণীয়ান্" শুনিয়া শিষ্যের মনে যদি বা পরিচ্ছিন্ন প্রতিমার ভাব উদয় হইতে পারিত; কিন্তু তাহার পরেই "মহতোমহীয়ান্" শুনিয়া তাহার মনে আর-এক ভাবের উদয় হইল; তিনি তখন বুঝিলেন যে "দগ্ধেন্ধনমিবানলং" প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন ইন্ধনকে ছাড়াইয়া বহু উচ্চে সমুত্থিত হয়, পরমাত্মার মহিমা তেমনি প্রত্যেক পরমাণু হইতে ভূলোক দ্যুলোক অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত বিশ্বভুবন ছাড়াইয়া উঠিয়া দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। অতএব ইহা ধ্রুব সিদ্ধান্ত যে, জগতের আদি অন্তে মধ্যে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ম্ভূ এবং স্বপ্রকাশ—জগতের অন্তরে ও বাহিরে তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ম্ভু এবং স্বপ্রকাশ—সর্ব্বত্রই তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং স্বয়ম্ভূ এবং স্বপ্রকাশ! "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ" কুত্রাপি তাঁহার প্রতিমা নাই—সর্ব্বত্রই তাঁহার মহিমা! বহির্জগতে আমরা আত্মার প্রতিবিম্বের অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে প্রতিবিম্বিত দেখি; কিন্তু সাধক যখন আত্মাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরমাত্মাকে অন্তরাত্মারূপে উপলব্ধি করেন, তখন, সেরূপ স্থলে প্রতিবিম্ব শব্দেরও কোনো সার্থকতা থাকে না—প্রতিমা-শব্দ কিরূপে সংলগ্ন হইবে। যে সাধক পাপ হইতে বিরত হইয়া এবং পুণ্যানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া বহুযত্নে আত্মাতে পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন তিনি ইহ জীবনেই দেবাত্মা হইয়া অমর হয়েন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বেদগান।

বশিষ্ঠ ঋষি, মং ৭, অং ৫, সূং ৮৯, ২ ইঃ।
—গৃৎসমদ ঋষি, মং ২, অং ৩, সূং ২৮, ৬ ইঃ।

যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥১

১। বায়ু-চালিত মেঘের ন্যায় যদি আমি চঞ্চল ভাবে ধাবিত হই তবে হে সর্ব্বশক্তিমন্ আমাকে কৃপা কর আমাকে কৃপা কর।

ঋত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥২

২। দীনতাবশতঃ আমি প্রতিকূলে উপনীত হইয়াছি, হে ঐশ্বর্য্যবন্, নির্ম্মল পুরুষ, আমাকে কৃপা কর হে ঈশ্বর আমাকে কৃপা কর।

অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥৩

৩। জলরাশির মধ্যে বাস করিয়াও তোমার স্তোতাকে তৃষ্ণা আক্রমণ করিয়াছে। কৃপা কর হে ঈশ্বর আমাকে কৃপা কর।

যৎকিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জনেহভিদ্রোহং মনুষ্যা শ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মা যুযোপিম মা ন স্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥ ৪

৪। হে বরুণ, যখন আমরা দেবতাদিগের সমক্ষে বিদ্রোহাচরণ করি, অজ্ঞান বশতঃ তোমার ধর্ম্মলঙ্ঘন করি তখন হে দেব, সেই পাপ হেতু আমাকে বিনাশ করিও না; আমাকে ক্ষমা করিও।

অপোসুম্যক্ষ বরুণ ভিযসং মৎ সম্রাড্ ঋতাবোনু মা গৃভায়।
দামেব বৎসাদ্ বিমুমুগ্ধ্যংহো নহি ত্বদারে নিমিষ শ্চনেশে ॥ ৫

৫। হে বরুণ, আমার ভয় দূর কর। হে সত্যবন্ সম্রাট্, আমার প্রতি কৃপা কর। গোবৎসের বন্ধনের ন্যায় আমার পাপ সকল বিমোচন কর। তোমাকে ছাড়িয়া কেহ এক নিমেষ কালেরও প্রভু নহে।

মা নো বধৈর্ব্বরুণ যে ত ইষ্টা বেনঃ কৃণ্বন্ত মসুর ভ্রীণন্তি।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম বি ষূ মৃধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ ॥ ৬

৬। যাহারা তোমার প্রিয়কার্য্য-অননুষ্ঠানজনিত পাপে লিপ্ত হয় তাহাদিগকে তোমার যে সকল অস্ত্র তোমার ইচ্ছামাত্র হনন করে হে বরুণ সে অস্ত্র সকল আমার প্রতি নিক্ষেপ করিও না। আমাকে জ্যোতি হইতে নির্ব্বাসিত করিও না। হিংসকদিগকে দূর করিয়া দাও যাহাতে আমি জীবন ধারণ করিতে পারি।

নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনম্ উতাপরং তুবিজাত ব্রবাম।
ত্বে হি কম্ পর্ব্বতেন শ্রিতান্য প্রচ্যুতানি দূলভ ব্রতানি ॥ ৭

৭। পুরাকালে তোমার স্তবগান করিয়াছি, অদ্যাপি তোমার স্তবগান করিতেছি, আগামী কালেও হে সর্ব্বপ্রকাশ তোমার স্তবগান করিব। হে দুর্দ্ধর্ষ, তোমাকে আশ্রয় করিয়া অটল ধর্ম্মনিয়ম সকল যেন পর্ব্বতে খোদিত হইয়া রহিয়াছে।

পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানিমাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজং।
অব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সী রুষাস আ নো জীবান্ বরুণ তাসু শাধি ॥ ৮

৮। আমার কৃত পাপ সকল দূর করিয়া দাও, রাজন্, অন্যকৃত পাপের ফলও যেন আমাকে ভোগ করিতে না হয়। অনেক উষা এখনো অনুদিত রহিয়াছে হে বরুণ, সেই সকল উষায় জীবিত রাখিয়া আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দাও।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, অলক্ষ্য নিরঞ্জন, নিরাময়,
অবিনাশী, অনাদি কারণ, পূর্ণ জ্ঞান।
দীননাথ, দয়াল, দারিদ্র্য-ভঞ্জন, শান্তি-সদন, অন্তর্যামী, ভব-তারণ, হৃদয়-স্বামী, প্রাণের প্রাণ।
কে বা করিত হেথা বিচরণ, কে বা

করিত জীবন ধারণ, যদি আকাশে না হইত তাঁহার অধিষ্ঠান।

তিনি লোক-ভঙ্গ-নিবারণ-সেতু, তিনি আত্মার চির উন্নতি-নিদান, তিনি অমৃতের সোপান॥

রাগিণী ভূপালী—তাল তালফেরতা।

জয় রাজরাজেশ্বর!
জয় অরূপ সুন্দর।
জয় প্রেম সাগর, জয় ক্ষেম আকর,
তিমির তিরস্কর হৃদয়-গগন-ভাস্কর!

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল মধ্যমান।

মগন হওরে আনন্দে পরব্রহ্মের ধ্যানে।
দিনকর, শশধর, তারক, গ্রহগণ,
সবে বিলীন যবে সেই বিরাট-ব্যোমে,—
সেই আদিম অন্ধকারে, তখন শূন্য পূর্ণ দেখরে এক মহাপ্রাণে।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

তব রাজ-সিংহাসন, প্রভু, বিরাজিত বিশ্ব-মাঝে,
তব মুকুটে কোটি কোটি সূর্য্য শোভিছে।
গগন তব নীল চন্দ্রাতপ প্রসারিত,
তাহে খচিত তারক-রতন-মণি, জ্বল-জ্বল-জ্বল-জ্বল-জ্বলিছে।
মধুর সুমন্দ মলয় পবন, অগণন সুরভি কুসুম-বাস করি আহরণ, চামর ঢুলাইছে।
যত দেব-মহাদেব কর-যোড়ে, ভক্তি-ভরে, তব চরণ, জয় জয় জয়-রবে বন্দিছে।

রাগিণী মহিশূরী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

চির বন্ধু, চির নির্ভর, চিরশান্তি
তুমি হে প্রভু!
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে (তোমার জগতে)
চিরসঙ্গী চির জীবনে।
চির প্রীতিসুধানির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ!
তব জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার জগতে)
চির দিবা চিররজনী।

রাগিণী সিন্ধু—তাল টিমা-তেতালা।

হে অন্তর-যামী ত্রাহি।
তুমি বিনা মোর কেহ আর নাহি।
তুমি মোর আশা, তুমি মোর ভরসা,
এ ঘোর আঁধারে তব শরণ চাহি।

রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল ঝাঁপতাল।

কেগো তুমি হাহা করে ভ্রমিতেছ
ভব-গহন মাঝে আশা-হীন।
ডাকো সেই দীন-বন্ধু দয়াময়ে,পাইবে গৃহ-পথ-চিহ্ন।
আঁধার দূরে যাবে, আলোক প্রকাশিবে,
পাইবে ভরসা, ভয় হইবে বিলীন।
এঘোর সংসার মাঝে, কে আর ত্রাণ করে,
সে বিশ্বনাথ ভিন্ন।

রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল কাওয়ালি।

কাতর আমার প্রাণ সংসারে,
ওগো পিতা দেহ তব চরণে স্থান।
তোমা ছাড়ি আর কার দ্বারে যাব, ওহে দীননাথ,
কর দীনে শান্তি দান।

রাগিণী দেওনট্—তাল ফেরতা।

ধন্য তুমি ধন্য, ভব-জলধি-তারণ তুমি ব্রহ্ম।
ত্রিভুবন-বরেণ্য, অখিল-শরণ্য তুমি সবাকার প্রাণ, আত্মার আনন্দ-ধাম।
হৃদি-রঞ্জন, দুখ-ভঞ্জন, ভব-খণ্ডন, পুরু-ষোত্তম,
তুমি অন্তরতম, জীবের জীবন, তাপিত-চিত-বিশ্রাম।
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি পাতা, তুমি ত্রাতা,
তুমি সখা, তুমি গুরু, তুমি শুভ-দাতা;
ভাষা আকুল বর্ণিবারে নাহি পায় কথা।
যুগ-যুগান্তর ধ'রে, কত গুণী, কত মুনি, কত ঋষি, তোমার মহিমা বাখানি রচিল কত ছন্দ, কত মন্ত্র, কত গান;

তবু তো নারিল বর্ণিতে স্বরূপ তোমার,
তুমি বাক্য মনের অগম্য।

রাগিণী পূর্ণ ষড়্‌জ—তাল একতালা।

(একি) লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ প্রাণেশ হে!
(আনন্দ বসন্ত সমাগমে)
বিকশিত প্রীতি কুসুম হে
(আনন্দ বসন্ত সমাগমে)
পুলকিত চিত কাননে।
জীবনলতা অবনতা তব চরণে।
হরষ গীত উচ্ছ্বসিত হে
(আনন্দ বসন্ত সমাগমে)
কিরণ মগন গগনে।

রাগিণী ছায়ানট—তাল চৌতাল।

যোগী জগৎ-ত্যাগী কে বলে,
যোগী জগত নাহি ত্যজে।
যোগী-হৃদয় প্রেমে পূর্ণ, প্রেম-ময় তাহে বিরাজে।
যোগী জগতের তরে সঁপে নিজ প্রাণ,
আপন সুখ-দুঃখ সব তুচ্ছ তার কাছে।
যোগী সদাই ইচ্ছা-যুক্ত সেই ইচ্ছাময়ের সাথে,
যোগীর আনন্দ-ধাম আত্মার মাঝে।
ঈশ্বরের প্রেম দেখি জগতের পরে
যোগী-প্রেম ধায় সদা তাঁহার প্রিয় কাজে।

রাগিণী মিশ্র হাম্বির—তাল তালফেরতা।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া
বল, "উঠ উঠ" সঘনে,
গভীর নিদ্রামগনে।
বল তিমির রজনী যায় ওই,
আসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী
নব আনন্দে নব জীবনে
ফুল্ল কুসুমে মধুর পবনে,
বিহগকলকূজনে।
হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা
উদয় অচলপথে,
কিরণ কিরীটে তরুণ তপন
উঠিছে অরুণ রথে।
চল যাই কাজে মানব সমাজে
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে
থেকোনা মগন শয়নে,
থেকোনা মগন স্বপনে!
যায় লাজ ত্রাস আলস বিলাস
কুহক মোহ যায়,
ঐ দূর হয় শোক সংশয়
দুঃখস্বপন-প্রায়!
ফেল জীর্ণ-চীর পর নব সাজ,
আরম্ভ কর জীবনের কাজ
সরল সবল আনন্দ মনে
অমল অটল জীবনে।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

হৃদয় মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে!
অমৃত সৌরভে আকুল প্রাণ (হায়)
ভ্রমিয়া জগতে না পায় সন্ধান,
কে পারে পশিতে আনন্দ ভবনে
তোমার করুণা-কিরণ বিহনে।

রাগিণী বেহাগড়া—তাল একতালা।

কি আনন্দ হৃদয়ে জাগিল প্রেমময়ে নেহারি।
নবীন শোভায় শোভিল ধরণী, সে শোভা তাঁহারি।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

জগ-দরশন মেলা, এ জগ-দরশন মেলা।
যদি এসেছ হেথা, সব দেখে লও,
চল ফেরো, মেলো মেশো, হাস খেল,
তবে, দেখো যেন আসল কাজে কোরোনা হেলা।
তুমি যা কিছু জগতে দেখ, লক্ষ্য স্থির রেখো,

কত কুহক হেথা আছে অবিচল থেকো তার মাঝে;
কত পাপ-মোহ মায়া, ধরে মোহন কায়া
এ মহা শিক্ষার স্থান, শুধু নহে বৃথা খেলা।
সেই মঙ্গলময়ে নির্ভর করি নির্ভয় হওরে,
ধন্য সেই ভব-কাণ্ডারী, ধর তাঁর চরণ-ভেলা।

মহিশূরী ভজন।

আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে
বিরাজ সত্য সুন্দর।
মহিমা তব উদ্ভাসিত
মহাগগন মাঝে।
বিশ্বজগত মণিভূষণ
বেষ্টিত চরণে।
গ্রহতারক চন্দ্রতপন
ব্যাকুল দ্রুতবেগে
করিছে পান করিছে স্নান
অক্ষয় কিরণে।
ধরণী পর ঝরে নির্ঝর
মোহন মধু শোভা,
ফুল পল্লব গীত গন্ধ
সুন্দর বরণে।
বহে জীবন রজনী দিন
চিরনূতন ধারা
করুণা তব অবিশ্রাম
জনমে মরণে।
স্নেহ প্রেম দয়াভক্তি
কোমল করে প্রাণ;
কত সান্ত্বন কর বর্ষণ
সন্তাপ হরণে।
জগতে তব কি মহোৎসব
বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ
নির্ভয় শরণে।

শব্দ ব্রহ্মসাধন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

"জ্ঞানাৎ পরতরং ন হি" র বিকল্পে "গানাৎ পরতরং নহি" এ কথা চিরপ্রসিদ্ধ। বস্তুতঃই আমাদের পক্ষে "গানাৎ পরতরং নহি" পথ অধিক সুগম। গৃহী, বিশেষতঃ এ কালের গৃহী, নানা উপদ্রবে সর্ব্বদা চলচ্চিত্ত। অষ্টাঙ্গ যোগে ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত করা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য। বহিরিন্দ্রিয় নিরোধ করিলেও অন্তরিন্দ্রিয় মন নিমেষ-পরিমিত কালের জন্যও স্থির থাকে না, থাকিতে কষ্ট বোধ করে। বিষয়াসক্তির আধিক্য নিবন্ধন চিত্তস্থ বিক্ষেপ দুষ্পরিহর। কিন্তু গানের এমনি মহিমা, এমনি শক্তি, যে চিত্ত যতই চঞ্চলস্বভাব হউক, গানে মগ্ন হইবেই হইবে। পুত্রশোকবিক্ষিপ্ত চিত্তও গানে মগ্ন হয় ও স্থির হয়। শিশু ধাত্রেয়িকার গান শুনিতে শুনিতে নিদ্রা-সমাধি প্রাপ্ত হয়, মৃগ ভ্রমরগীতে মুগ্ধ হইয়া নিকটস্থ প্রাণহন্তা ব্যাধ দেখিয়াও পলায়নপর হয় না এবং ব্যাধও গানমুগ্ধ হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া থাকে। সাপ যে অত ক্রূর সেও গানমুগ্ধ হইয়া সাপুড়ের হাতে ধরা পড়ে। এ সকল দেখিয়া গানজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন "মৃগো বেত্তি শিশুর্বেত্তি বেত্তি গীতরসং ফণী।" গীতরস ব্রহ্মরসের অনুকৃতি ও সর্ব্বাস্বাদ্য। সুতরাং "জ্ঞানাৎ পরতরং নহি"র পরিবর্ত্তে "গানাৎ পরতরং নহি" কথা অসমঞ্জস নহে।

পূর্ব্বকালের সামগ ঋষিরা "জ্ঞানান্মোক্ষঃ" কথা পরিত্যাগ করিয়া "গানান্মোক্ষঃ" কথা ঘোষণা করিতেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, "গীতজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি" গীতজ্ঞ পুরুষ

গানের দ্বারা বিনা ক্লেশে মোক্ষ লাভ করিতে পারে। সঙ্গীতাচার্য্য শার্ঙ্গদেবও "ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি" বলিয়া ঋষিবাক্যের পোষকতা করেন।

গান যোগীর যোগ, অযোগীরও যোগ। যোগে চিত্তের চঞ্চলা বৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হয়, একাগ্রবৃত্তি আইসে, গানেও চঞ্চলাবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া একাগ্রবৃত্তি আইসে। যোগ ব্রহ্মানন্দপ্রদ, গানও ব্রহ্মানন্দপ্রদ। আমি গান ভাল বাসি, তাই তৎপক্ষপাতে কেবল আমিই ঐ কথা বলিতেছি, তাহা নহে। পূর্ব্বকালের মুনি ঋষিরাও উচ্চৈরবে—

"যতো গীতে বিলীনাঃ স্যুশ্চঞ্চলা চিত্তবৃত্তয়ঃ।
অপি ব্রহ্মপরানন্দাদিদমপ্যধিকং ধ্রুবম্।
জহার নারদাদীনাং চিত্তানি কথমন্যথা॥"

এই সকল শ্লোক গান করিয়াছিলেন। গান মালাছিদ্রে সূত্রপ্রবেশক সূচিকার অনুরূপ। মালাছিদ্রে সহজে সূত্র প্রবেশ করান যায় না, কিন্তু একটা সূচী অবলম্বন করিলে তাহা সহজে সম্পন্ন করা যায়। সংসারী মানবের বিক্ষিপ্ত বা চঞ্চল চিত্তও সহজে ঈশ্বরনিবিষ্ট হয় না, কিন্তু গান অবলম্বন করিলে যেমন তেমন চিত্ত হউক, নিশ্চিত ঈশ্বরনিবিষ্ট হইবে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু গান গুলি ঈশ্বরের গুণবর্ণনায় ও মহিমা বর্ণনায় গ্রথিত হওয়া আবশ্যক এবং রাগাদি শান্ত করুণ দ্বিবিধ রসের উদ্দীপক হওয়া প্রয়োজনীয়। সেরূপ হইলে চিত্ত অবশ্যই অন্ততঃ গানকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরভাবে মগ্ন থাকিবে। সন্ন্যাসী প্রভৃতি একান্তে বসিয়া সামান্য সেতার ও খঞ্জনী লইয়া ভজন নামক গান করে, পঞ্জাবের গুরুদরবারে নানকপন্থীরাও ভজন গান করে এবং বঙ্গভূমের এক দিন অর্থাৎ ১১ই মাঘ দিবসে মহর্ষি দেবেন্দ্র ভবনে সেইরূপ গান হইয়া থাকে। এই সকল গানই গান। এ সকল গান, যোগ বিশেষ সুতরাং সাধন বিশেষ। এখন আমরা যাহাকে ভজন গান বলিতেছি, তাহাই প্রাচীন কালের "শব্দব্রহ্মসাধন।"

গত বৎসর ১১ই মাঘে যোড়াসাঁকোস্থ মহর্ষি-ভবনে প্রবেশ করিয়া গীতযোগে ব্রহ্মোপাসনা করিতে দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া পূর্ব্বকালের সামগ ঋষিবৃন্দের শব্দব্রহ্মসাধন স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছিল। তাই তৎপ্রকাশক "শব্দব্রহ্মসাধন" নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এ বৎসরের ১১ই মাঘে উক্ত ভবনে প্রবেশ করিয়া সেইরূপ বা তদতিরিক্ত গীতযোগের যোগীদিগের গীত যোগ উপাসনা করিতে দেখিয়াছি। সুতরাং এবারও তৎসম্বন্ধীয় দ্বিতীয় প্রস্তাব না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

১১ই মাঘের রজনীমুখ অর্থাৎ প্রদোষ দেখিতে দেখিতে অতীত হইল। উপাসনা ভবন উজ্জ্বল আলোকমালায় দিবসায়মান হইয়াছে। গৃহভিত্তি পত্রভঙ্গে ও কুসুমস্তবকে পরিশোভিত। প্রবেশ মাত্রেই বোধ হইল, যেন কৈলাস কাননে আসিয়াছি। উচ্চ আসনোপরি সহস্রাধিক উপাসক ও দর্শক উপবিষ্ট। সকলেই নির্ব্বাক নিস্পন্দ ও ধ্যানপরায়ণ। সেই সহস্রাধিক মানবের শ্রবণেন্দ্রিয় কি এক অনির্বাচ্য অলৌকিক শব্দরসপিপাসায় একতান। সকলেই উৎকর্ণ, সকলেই একলক্ষ্য ও সকলেই নিস্তব্ধ। সেই অনির্বাচ্য শান্তরসপ্রবাহ মধ্য হইতে নভস্তল পূর্ণ করিয়া প্রথমতঃ বেদগান ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল।

যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়॥ ইত্যাদি।

এই বেদগানে আমার বিক্ষিপ্ত বৃত্তি অর্থাৎ চিত্তের সমুদায় চঞ্চলা বৃত্তি লয়প্রাপ্ত হইয়া গেল, "যতো গাতে বিলীনাঃ স্যুশ্চঞ্চলা চিত্তবৃত্তয়ঃ" শ্লোকের অর্থ মহিমা প্রত্যক্ষ করিলাম। সেই সময় হইতে প্রায় চার ঘটিকা পর্য্যন্ত ভজন গান অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম সাধন ও স্তোত্রাদি পাঠ হইল। বলিতে কি, সেই ৪ঘটিকা এপৃথিবীতে ছিলাম না। কোথায় ছিলাম, সে চৈতন্যও ছিল না। পরে বুঝিলাম বা অনুভব হইল,আমরা যেন আত্মহারা হইয়া পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকট অবস্থান করিয়াছিলাম।

আবুল ফয়েজ ফৈজী।

আবুল ফয়েজ ফৈজী যদিও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তথাপি তাঁহার ঈশ্বরজ্ঞান সম্বন্ধে উক্তি গুলি বিশেষ মনোনিবেশের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে আমাদের মনে তাঁহার "একেশ্বরবাদিত্ব" সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তাঁহার ন্যায় ভাবুক ঈশ্বরপ্রেমিকের প্রেমভক্তিময় ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক কবিতাগুলি পাঠ করিতে করিতে ভক্তহৃদয় স্বভাবতই স্রষ্টার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। ফৈজী শাস্ত্রজ্ঞ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নিজ ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ ও হিন্দুদিগের কয়েকখানি প্রধান প্রধান গ্রন্থ পাঠে তাঁহার ধর্ম্মালোচনা শক্তি অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আলোচনার ফল স্বরূপ ঈশ্বরসম্বন্ধে তিনি গভীর ভাব-পূর্ণ যে সমস্ত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহার কয়েকটীর অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

ফৈজি ৯৫৪ হিজিরাব্দে আগরায় জন্মগ্রহণ করেন। আরবীর গদ্য সাহিত্যে ও পদ্য রচনায় তিনি বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি শতাধিক গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন। আর তাঁহার সহোদর স্বনামবিখ্যাত আবুলফজল তাঁহার মৃত্যুর পর তদ্রচিত কবিতা ও ধর্ম্ম পুস্তক সাধারণ্যে প্রকাশিত করিয়া ভ্রাতার নাম অমর করিয়া গিয়াছেন।

ফৈজি হিন্দুস্থানের গৌরবস্বরূপ প্রবল প্রতাপান্বিত আকবর সাহের প্রিয় সহচর ছিলেন। দিবারাত্র তিনি বাদসাহের সঙ্গে থাকিতেন। গভীরভাবপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া ও সরস প্রাঞ্জল ভাষায় হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদ করিয়া তিনি অনেক সময় বাদসাহের মনোরঞ্জন করিতেন।

তিনি প্রতিভাশালী মহাপুরুষ ছিলেন। আকবর সাহ প্রতিভার পূজা করিতে জানিতেন। এই জন্যই তিনি ফৈজির গুণের সম্যক পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতিভার সহিত ধর্ম্মময় কার্য্যপ্রণালী ফৈজির চরিত্র বড়ই মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি দরিদ্রদিগের রোগ যন্ত্রণা নাশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের সহিত চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করেন। ঐশ্বর্য্যের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার ক্ষুদ্র অট্টালিকাদ্বার সর্ব্বদাই দীন দরিদ্র বুভুক্ষুদিগের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তিনি ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। বাদসাহের দরবারে বড় বড় ওমরাহেরা যে প্রকার ভাবে সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিত ফৈজি তাহাতে সম্পূর্ণ বিরাগ প্রকাশ করিতেন। এরূপ জনশ্রুতি তিনি বাদসাহের নিকটও কখনও নতজানু হন নাই।

হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে যখন কোন তর্ক

বিতর্ক হইত বা সম্রাট তৎসম্বন্ধে যখন কোন কিছু জানিতে চাহিতেন—ফৈজি হিন্দু পণ্ডিতদিগের ব্যাখ্যানুযায়ী সেই সমস্ত বিষয় পারসীতে মন্তব্যের সহিত অনুবাদ করিয়া বাদসাহকে বুঝাইয়া দিতেন। মহাভারতের কিয়দংশ তাঁহার দ্বারা অনুবাদিত হইয়াছিল। মহাভারতান্তর্গত "নল দময়ন্তী" উপাখ্যান তাঁহার দ্বারা পারসীতে অনুবাদিত হয়। চল্লিশ বৎসর বয়সে শ্বাসরোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। আকবরসাহ—তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক সহচরের মৃত্যুতে অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন।

ফৈজি—একাধারে, কবি ও দার্শনিক। কবিতার ঐশ্বর্য্যময় ভাব ও দর্শনশাস্ত্রের গভীরতাময় সত্যগুলি তাঁহার কবিতার প্রতিসূত্রে জাজ্বল্যমান।

ফৈজির কবিতা।

১। হে ঈশ্বর! তুমি অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছ এবং নিত্যকাল তোমার স্থিতি। চক্ষু তোমার জ্যোতি সহ্য করিতে পারে না এবং বাক্য তোমার পূর্ণ স্বরূপ ব্যক্ত করিতে অসমর্থ।

২। বুদ্ধি তোমাকে ধরিতে গিয়া নিরস্ত হয়; জ্ঞান তোমার মহিমা ধারণ করিতে গিয়া পরাস্ত হয়। তোমার স্বরূপ বুদ্ধির অতীত, চিন্তার অতীত।

৩। পূর্ণ যে তুমি, তোমার পথ যে ব্যক্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পক্ষে বিজ্ঞান মরুভূমির বালুকারাশির ন্যায় অন্ধ চক্ষুর উৎপাদক। তোমার জ্ঞান-জগতের তুলনায় মানবের জ্ঞান ক্ষুদ্র কুটীর মাত্র।

৪। যে পথে চলিতে চলিতে জ্ঞানী ব্যক্তিরাও পথভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, সে পথে চলিবার সামর্থ্য আমার নাই।

৫। মনুষ্যের লেখনীনিঃসৃত কালিমাময় অক্ষরের দ্বারা তোমার পবিত্রস্বরূপ বর্ণনা করা যায় না।

৬। তোমার মহিমারূপ নগরের রাজপথে মানবের প্রজ্ঞা ও বিবেক আত্মহারা হইয়া পড়ে।

৭। সমগ্র মানবমণ্ডলীর জ্ঞান ও চিন্তা তোমার মহিমার আদ্যক্ষর উচ্চারণ করিতে পারে মাত্র।

৮। তোমার স্বরূপের বিষয়ে আমরা যাহা বলি অথবা লিখি, সে সকলই অর্থহীন শব্দমাত্র।

৯। হায়! সকলেই তোমাকে আয়ত্ত করিবার চিন্তায় জর্জ্জরিত; এমন কি, প্লেটোও এই অনর্থক চিন্তাজ্বরে দগ্ধ হইয়াছিলেন।

১০। যখন মুনিঋষিগণ তোমাকে জানিতে গিয়া বিফলপ্রযত্ন হয়েন, তখন আমার ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তির কৃতকার্য্যতার আশা কোথায়?

১১। হে ঈশ্বর, তোমার করুণাবারি আমার বুদ্ধির মলিনতা ধৌত করিয়া দিউক; নতুবা আমার ব্যাকুলতা আমাকে উন্মাদগ্রস্ত করিয়া তুলিবে।

১২। তোমার করুণার নিকটে পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য মুষ্টিমেয় ধূলিরাশি মাত্র। তোমার করুণা সপ্তসমুদ্রেও ধরে না।

১৩। হায়! ক্ষুধিত কুক্কুরের ন্যায় আমি পার্থিব অপবিত্র চিন্তা সকল অন্তরস্থ করি, যদিও তোমার প্রেমরূপ ভিষক্ আমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে থাকে।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

চাণক্যনীতি। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই পয়সা।

চাণক্যের শ্লোকমালা এদেশে সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু এই শ্লোকের মধ্যে ৫০টী বাছিয়া লইয়া পদ্য অনুবাদ সমেত প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তক বালক বালিকাদিগের পাঠের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। দুই সহস্র বৎসরের অধিক কাল এই চাণক্য নীতি এদেশে প্রচরিত আছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মহাজনদিগের দোঁহা ও অভঙ্গ প্রভৃতি প্রচলিত ভাষা-কবিতায় যে কার্য্য হয়, চাণক্য সংগৃহীত শ্লোকাবলী দ্বারা বঙ্গদেশে সেই কার্য্য হয়। তাহাতে বঙ্গবাসীদিগের পক্ষে উৎকর্ষ এই যে ইহারা গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতেই সংস্কৃত ভাষায় ও শাস্ত্রালোচনায় অধিকার পাইয়া থাকেন। এই পুস্তকে সেই অধিকার সুলভ করা হইয়াছে।

Pice papers on Indian Reform—

1 Charity False and True.

2 Two Watchwords Custom and Progress

3 The Value of pure water.

A Few Hints On Sanitation—by Dr. A. K. Chatterjee. This pamphlet contains some really useful suggestions as to how diseases in large cities should be prevented. We hope it will be read by those for whom it is especially intended.

A Prospectus.

We hope many of our readers are aware that in America, there is going to take place a grand Exhibition at Chicago. People from all parts of the world are expected to be present there. Shall we, the people of India only remain idle? We should bestir ourselves and send some of our representatives to this Chicago Exhibition. An exhibition like this encourages trade and commerce and contributes much to the welfare not only of the country in which it is held but also of other countries.

Recently, with regard to the Seavoyage Question numbers of learned Brahmin pundits of India have given their opinions that a person, who resides in England and other foreign countries without committing any heinous transgression, should not be considered fallen (patita). To give effect to this verdict Messers. Cursetjee Sorabji & Co. have made arrangements to charter a first class steamer in which Hindus only will be taken as passengers. They will be supplied with every requisite in Hindu style. The rates are very cheap as can be seen from the advertisement published elsewhere. So we fully trust that such a glorious opportunity will be availed of by our countrymen. We thank the company sincerely for this venture as it is likely to give an impetus to the sea-voyage movement.

পঞ্চপুষ্প। বা পাঁচটী ক্ষুদ্র উপন্যাস শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহার নামেতেই বুঝা যাইতেছে যে ইহা কতকগুলি গল্পের সমষ্টি মাত্র। এই গল্পগুলির ভাষা বেশ সরল হইয়াছে। প্রতি গল্পের উপসংহারে উচ্চ নীতি পরিস্ফুট হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম।

ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবাত্মার স্বাধীনতা এবং তদুভয়ের সামঞ্জস্য। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত। গ্রন্থকার গ্রন্থের মূলবিষয়ের যে সামঞ্জস্য প্রকটন করিয়াছেন তাহা আমাদের সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীতি হইল না পরন্তু তিনি সৃষ্টির উপাদান কারণ প্রভৃতি বিষয়ে যে জটিল ও ভ্রমাত্মক মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমাদের সহানুভূতি নাই।

সঙ্গীত তানসেন—অথবা তানসেন প্রভৃতি সুবিখ্যাত গায়ক ও বাদকগণ কর্ত্তৃক অবলম্বিত স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায় ও বাদ্যাধ্যায় সম্বলিত সঙ্গীত শাস্ত্রানুমোদিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আমাদের পুরাতন সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। কিন্তু ইহার অধিকাংশই "কণ্ঠকৌমুদী" "গীত-সূত্রসার" প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে অনেকগুলি হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গলা গান আছে—কিন্তু তাহাদের কোন স্বরলিপি না থাকায় সে গানগুলি দেওয়ায় বিশেষ কোন ফল হয় নাই। রাগ রাগিণীর স্বরবিন্যাস দেওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহাতে কড়িকোমলের কোন উল্লেখ নাই। এইরূপ স্বরবিন্যাসেও কোন সুবিধা নাই। তাঁহার গ্রন্থে তালাধ্যায়টি সর্ব্বোৎকৃষ্ট—তাহাতে তালের বোলাদি আছে—উহা বাদ্যশিক্ষার্থীর কাজে আসিতে পারে। যাহাই হউক গ্রন্থকার অনেক পরিশ্রম করিয়া গ্রন্থখানিসঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহার পরিশ্রম যে একেবারেই ব্যর্থ হইবে এরূপ বোধ হয় না। আমাদের পুরাতন সঙ্গীতশাস্ত্রের যত আলোচনা হয় ততই ভাল।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৬ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়স্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকালে ৭॥ ঘটিকা ও সায়ংকালে ৭ ঘটিকার সময় উপাসনা হইবে।

বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ, ২২ মাঘ ১২৯৯। শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার। সম্পাদক।

আকার মাত্রিক স্বরলিপি।

মহিসুরী ভজন—একতাল।

৩।১৩

॥ ররা মা -পা। পধঞর্সা -ঞর্সঞধা পা। -া -পঃধপঃ মপা। মপমঃ -জ্ঞরঃ সা -া। রমা জ্ঞমজ্ঞরা -সা।
॥ অন্ত রে —। র — ধ। — ন্ প্রাণ। র — ঞ্জ ন্। স্বা মী —।

॥
। ররা মা -পা। পধমা পা -া। {পপা পধা র্সা। নর্সর্রা র্রঃজ্ঞ´র্রঃ -র্সা।} র্সর্রা র্সঞধপা পা।
। অন্ত রে —। র · ধ ন্। {এসে ছি হেথা। আ জি —।} তো মা রি।

। পধা মপধপা -মজ্ঞরসা॥ ধঞা ধা পঃধপঃ। মপা মজ্ঞমঃ -জ্ঞরঃ সা। ধর্সা ঞর্সঞঃধঃ পা।
। আ শে — ॥ প্রেম চ ন্দ্র। তোমা হে — রি। প্রেম চ ন্দ্র।

। মপা মপমঃ -জ্ঞরঃ সা। ধা ধঞা পধা। পা মপা মগমা। জ্ঞরসা -া া। সসসা সা -া। গগা মা -া।
। তোমা হে — রি। প্রে ম চ। ন্দ্র তোমা হে। রি — —। দুখঘ ন —। দূরে যা য়।

। পধঃ -ঞর্সর্সঃ ঞধা পা। মপা মজ্ঞরা সা। সসসা সা -া। গগা মা -া। র্সর্সা র্রা র্রর্রা।
। প্রে -ম চ ন্দ্র। তোমা হে রি। দুখ ঘ ন —। দূরে যা য়। বিম ল জোছ।

। জ্ঞ´র্রর্সর্রা র্সা -ঞধপা। পধঞা ঞঃধঞঃ পা। মপা মজ্ঞরা -সা॥
। না ভা — য়। আ ন ন্দ। বিকা শে —॥

৩।১

। সা -া সা। {সা সা সা। সা -া সা। সা -া সা। সা -া সা। সা সা -া। রা -া গা।
। সু — ন্দ। {র মু র। তাঁ — হে। রি — য়ে। বি — স্মি। ত মো —। হি — ত।

। মা -া মা। (মা -া সা)।} র্সা -া র্সা। -া -া র্রা। র্সা ঞা ধা। -া পা পা। র্সা ঞা ধা।
। আ — মি। (সু — ন্দ)।} স — ঙ্গী। — — ত। শু নি অ। — ন্ত রে। সু ধা ম।

। পা পা ধপা। মা -পা -মা। জ্ঞা -রা -সা॥
। য় ত ব। বা — —। ণী — —॥

ব্যাখ্যা।

১। জ্ঞ=কোমল গান্ধার।
ঞ=কোমল নিখাদ।

২। া=এক মাত্রা। দুইটি কিম্বা কতকগুলি স্বরাক্ষর একত্র করিয়া যদি শেষ স্বরাক্ষরটির গায়ে আকার দেওয়া যায়, তাহার অর্থ এই যে সেই সমস্ত স্বরাক্ষরগুলি এক মাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইবে। যথা, "পধঞর্সা"।

৩। ঃ=অর্দ্ধ মাত্রা। দুইটি কিম্বা কতকগুলি স্বরাক্ষর একত্র করিয়া শেষ স্বরাক্ষরটীর গায়ে যদি বিসর্গের চিহ্ন থাকে, তাহার অর্থ এই, সেই সমস্ত স্বরাক্ষরগুলি অর্দ্ধমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইবে। যথা—"মজ্ঞমঃ"।

৪। { }=পুনরাবৃত্তির চিহ্ন।
( )=পুনরাবৃত্তি কালে যে অংশ বাদ দিয়া যাইতে হইবে তাহার চিহ্ন।

৫। এই গানটিতে দুই প্রকার লয় আছে। "অন্তরের" হইতে আরম্ভ করিয়া "বিকাশে" পর্য্যন্ত মধ্য লয়। "সুন্দর" হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ঈষৎ দ্রুত।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

	মূল্য।
প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১ম ভাগ	৪৲
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	৻১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তবাহ্য	৻১০
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৻২
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	৫৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	৸০
ঐ ঐ (বাঁধা)	১৲
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৶০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	/০
প্র বচন সংগ্রহ	/০
ব্রহ্মোপাসনা	/০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৶০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৶০
ধর্ম্মোপদেশ	॥০
মাঘোৎসব	॥০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০
ধর্ম্মশিক্ষা	৶০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	/০
দুর্গোৎসব	/০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত (সম্পূর্ণ ৮ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত ৮ম ভাগ	।০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০
A Discourse against Hero-making in Religion	R. A. P. " 12 "
Hindoo Theism	" 1 "
Theist's Prayer Book	" 1 "
Tuhfatal Muwahhiddin	" 4 "
Doctrine of Christian Resurrection	" 2 "
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	" 1 "

	মূল্য।
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	॥০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸০
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ঐ	১৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২৲
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ (২য় সংস্করণ)	॥৶০
হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	॥০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	।০
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	/০
সার ধর্ম্ম	/১০
সার ধর্ম্ম অনুক্রম	/০
সেকাল আর একাল	॥০
তাম্বুলোপহার ১ম ভাগ	/০
ঐ ২য় ভাগ	/০
ব্রহ্ম সাধন	৶০
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	R. A. P. " 4 "
Brahmic Quest. of the Day	" 6 "
Brahmic Advice, Caution and Help	" 3 "
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	" 2 "
Adi B. Samaj as a Church	" 3 "
A Reply to the Query, "What is Brahmoism?	" 4 "
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	" 1 "
Science of Religion	" 4 "
Hindu Theists' Brotherly Gift to English Theists	" 4 "
Old Hindu's Hope	" 4 "
তত্ত্ববিদ্যা	১॥০
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৶০
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	৶০
Ontology	1 " "
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৶০
বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড	১॥০ (একত্রে লইলে ৫৲)
বেদান্ত প্রবেশ	১৲ (একত্রে লইলে ৫৲)
সৃষ্টি	১৲ (একত্রে লইলে ৫৲)
প্রলয় তত্ত্ব	১॥০ (একত্রে লইলে ৫৲)
পরলোকতত্ত্ব	১॥০ (একত্রে লইলে ৫৲)
হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ	১৲
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	১৲
অধিকারতত্ত্ব	॥০
বিজ্ঞানামৃত	১৲
জীবনের সদ্ব্যবহার	॥০
উপহার (কাপড়ে বাঁধা)	।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১॥০
উদ্গীথা	।০
ধর্ম্মমালা	৶১০
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১৲

	মূল্য।
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৶০
ডায়েরী	॥০
বেদান্ত দর্শন সম্পূর্ণ (টীকা ও কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদসহ)	১৬৲
পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট	২৲
সাঙ্খ্য সূত্র (টীকা ও অনুবাদসহ)	১॥০
সাঙ্খ্য-দর্শন ১ম ভাগ	৸০
সাঙ্খ্য-দর্শন ২য় ভাগ	৸০
চরিত্রানুমান বিদ্যা ১ম খণ্ড	॥০
অক্ষয়-চরিত (সচিত্র ও সমূলক)	।৶০
আদর্শ নারী	।০
বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাঁহার উপদেশ	/৫
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী	।০
ছায়াময়ী পরিণয়	॥০
পরমকল্যাণ গীতা	১৲
পরমকল্যাণ গীতা (হিন্দি)	১৲
শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত	॥০
পরাশর সংহিতা	॥০
শ্রীদারু ব্রহ্ম বা জগন্নাথ	॥০
তত্ত্বামলক	৶০
সেন রাজগণ	॥০
জোয়ানের জীবন চরিত	॥০
Who is Christ ?	" " 6
Miracles, or the Weak Points of Revealed Religion.	" 8 "
সঙ্গীতমঞ্জরী	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা	॥৶০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	৵১০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	৵০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	১৲
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী (বাঁধান)	৩॥০
English Works of Raja Rammohun Roy Vol. I	3 " "
Do. Vol. II	5 " "
চাণক্য নীতি	৴১০
হিন্দুধর্ম্ম নীতি	১৲
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র (তাৎপর্য্য সহিত)	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	৶০
উপদেশ	৴১০
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার	৴১০
বিবাহ ও পুত্রেষ্টি বিষয়ক মনুর মত	।০
নীতি-কবিতাবলী	।০
নীতি পদ্য	/০
নীতি প্রভা	৶০
প্রকৃত ধর্ম্ম পথ	৴১০
Hinduism	" 4 "
ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবাত্মার স্বাধীনতা এবং এতদুভয়ের সামঞ্জস্য	।৶০

	মূল্য।
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি (হিন্দি)	/০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড (বাঙ্গালা)	৶০
গৃহকর্ম্ম	।০
ধর্ম্মদীক্ষা	/০
সঙ্গীত মুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে	।০
ঐ তৃতীয় ভাগ	।০
ঐ চতুর্থ ভাগ	।৶০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
প্রশ্নমঞ্জরী	॥০
প্রভাত-কুসুম	।/০
কুমারশিক্ষা	।০
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	।৶০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত	১৲
পুনর্জ্জন্ম আছে কি না ?	/০
মহাত্মা রামমোহন রায় (পদ্য)	৴১০
একতাব্রত কাব্য	৶১০
Memoir of Raja Ram Mohan Roy	1 " "
Universal Religion	" 8 "
Band of Hope	" I "
ধর্ম্ম পরিচয় ১ম ভাগ	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	॥০
বক্তৃতা মঞ্জরি	৶০
সূত্র-নিপাত (বৌদ্ধধর্ম্ম)	১॥০
উপষ্টত্ত (ঐ)	।/০
চিন্তা বিন্দু	৶১০
বালক বন্ধু	/০
তত্ত্ব বিচার	।৶০
সুরাপান বা বিষপান	।০
স্বর্গের চাবি ৶০ } একত্রে লইলে	
পারের নৌকা ৶০ }	৵০
হরিলীলা ১—৪র্থ ভাগ	১।০
বনফুল	।/০
দেবতত্ত্ব	॥০
মনোহর শায়ী ব্রহ্মসঙ্গীত	।০
Essay on happiness	1 " "
দামিয়েনের জীবনচরিত	॥০
কমলাকান্ত পদাবলি	৸০
আহার বিজ্ঞান	/০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প (২য় সংস্করণ)	॥০
Lectures on Religion	" 6 "
এটা কোন্ যুগ	/০
আর্য্যাবর্ত্ত (জনৈক হিন্দু মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত)	॥০
পাগলের—পাগলামি	।০

ত্রয়োদশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

চৈত্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩।

৫৯৬ সংখ্যা | ১৮৫৪ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৮৯। কলিগতাব্দ ৫০৩৩। ১ চৈত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য ।৵০। ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদকের নামে
পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩১ চৈত্র বুধবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। যিনি জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন— এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।

পরদিন ১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায় সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে বর্ত্তমান বৎসর শেষ হইতে চলিল এখনও কোন কোন গ্রাহক মহাশয়ের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য ও মাশুল হিসাবে টাকা পাওনা আছে। অতএব তাঁহারা আর বিলম্ব না করিয়া সত্বর স্ব স্ব দেয় টাকা প্রেরণ করিয়া উপকৃত করিবেন আশা করি এই বিষয়ের জন্য পুনরায় পত্র লিখিতে হইবে না।

সহঃ সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमदध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

বেদগান।

(পদ্যানুবাদ।)

কৃপা কর কৃপা কর প্রভু পরমেশ।
অন্তিম আঁধার বাসে,
ভীষণ মৃত্যুর পাশে,
এখনি যেন গো প্রভু না করি প্রবেশ।
যদি যাই ইতস্ততঃ
মেঘ যেন বাতাহত
কৃপা কোরো, কৃপা কোরো
প্রভু পরমেশ।
দুর্ব্বল মানব ভুলে
উপনীত অন্য কূলে
কৃপা কর, কৃপা কর প্রভু পরমেশ।
জলমাঝে থাকি তবু
তৃষা নাহি ঘোচে কভু
কৃপা কর, কৃপা কর প্রভু পরমেশ।
দেব-সন্নিধানে যদি
হয়ে থাকি অপরাধী
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর প্রভু পরমেশ।
না বুঝে তব নিয়ম
যদি করি অতিক্রম
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর প্রভু পরমেশ।
ভয় হতে কর ত্রাণ
তুমি রাজা ন্যায়বান
কৃপা কর, কৃপা কর প্রভু পরমেশ।
বৎস-বাঁধা রজ্জু সম
পাপের বন্ধন মম
তা হ'তে কর গো মুক্ত প্রভু পরমেশ।
তোমা ছাড়া হয়ে নাথ
করিতে পলক পাত
শকতি কাহার নাহি প্রভু পরমেশ।
পাপী হৃদি করে খণ্ড
সেই তব রুদ্র দণ্ড
হানিও না আমা পরে প্রভু পরমেশ!
নিরালোক যেই ঠাঁই
সেথা যেন নাহি যাই
ছিন্ন কর রিপুদলে ওহে পরমেশ।
তোমারি মহিমা গান
গাহিয়াছি অবিরাম
চিরকাল গাহিব হে
যত দিন থাকিবে পরাণ।
ধর্ম্মের নিয়ম যত
তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত
অবিচল অচল সমান।
অজেয় প্রতাপ তব, পুরুষ মহান!

স্বকৃত পাপের ভার
কর প্রভু অপহার
পর-অপরাধে যেন নাহি পাই ক্লেশ,
এখনও অনেক উষা
দেখিবারে আছে তৃষা
এখনি না হয় যেন জীবনের শেষ,
এই ভিক্ষা কর দান প্রভু পরমেশ।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ।

মনুষ্যের ইন্দ্রিয় বলিলেই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার বুঝায়। এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় আবার অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় রূপ দুই ভাগে বিভক্ত, অর্থাৎ বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও কর্ণ, চর্ম্ম, নেত্র, রসনা ও নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই উভয়ে মিলিয়া দশইন্দ্রিয়। ইহাকে বহিরিন্দ্রিয় বলা যায়। আর মন বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটি যাহা মনেরই অবস্থান্তর মাত্র তাহাকে অর্থাৎ সেই মনকেই অন্তরিন্দ্রিয় বলে। এই ইন্দ্রিয়গণকে অধর্ম্মাচরণ হইতে বিমুখ করিয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত করাকে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বলা যায়। আর এই বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহকেই শমদমসাধন বলা যায়। যথা

স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে।
বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য স্থাপনং স্ব স্ব গোলকে॥
উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

শঙ্কর স্বামীকৃত বিবেক চূড়ামণি।

আপনার লক্ষ্য পদার্থে মনের সংযতাবস্থাকে শম বলা যায়; আর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে বিষয় পদার্থ হইতে পরাবর্ত্তন পূর্ব্বক স্ব স্ব আধারে সংস্থাপন করাকে দম কহে।

যাবৎ মনুষ্যগণ শম দমাদির সাধনে অসমর্থ থাকেন অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ মন ও বাহ্যেন্দ্রিয়গণকে নিবৃত্ত বা বশীভূত করিতে না পারেন তাবৎ তাঁহাদিগকে ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এই জন্যই শ্রী-শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন

"কে শত্রবঃ সন্তি? নিজেন্দ্রিয়াণি।
কান্যেব মিত্রাণি? জিতানি তানি॥"

শঙ্করাচার্য্যকৃত প্রশ্নোত্তর।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে বাস্তবিক শত্রু কাহারা? আচার্য্য উত্তরে বলিতেছেন অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণই শত্রু। ইহার তাৎপর্য্য এই যে স্বশরীরস্থ শত্রু যতদূর অনিষ্ট করণে সমর্থ বাহিরের শত্রু কদাচ সেরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না। পুনরায় মিত্র কাহাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলিতেছেন যে বশীভূত ইন্দ্রিয় মিত্র। অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা জীব কিরূপে কষ্টভোগ করেন তাহার উদাহরণ স্বরূপ নিম্ন লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥"

গীতা অধ্যায় ২।

"ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্যতু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥"

মনু অধ্যায় ২।

মনের দ্বারা বিষয় ধ্যান করিতে করিতে মনুষ্যের তত্তৎ বিষয়ে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে অধিক কামনা জন্মে, ঐ কামনা হইতে ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধ দ্বারা সম্মোহ অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিবেচনার অভাব হয়। পরে তদ্দ্বা-

রাই স্মৃতিবিভ্রম জন্মিয়া থাকে এবং ঐ বিস্মৃতি জন্য বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইলে মনুষ্য স্বয়ং বিনষ্ট হয় অর্থাৎ মৃতবৎ হইয়া থাকে। অবশীকৃত যথেচ্ছাচার বিষয়-বিলাসী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যখন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত মন ধাবিত হয় বা অবশ হইয়া গমন করে তখন জলের উপর ভাসমান নৌকাকে প্রতিকূল বায়ু যেমন বিচলিত করে সেইরূপ ঐ এক ইন্দ্রিয়ই সাধকের প্রজ্ঞাহরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ মন ঐ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সহসা বিক্ষিপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়প্রসক্তি দ্বারা মনুষ্য দূষিত হইয়া থাকেন ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব সেই ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত করিতে পারিলেই সমুদায় সিদ্ধি নিশ্চয় লাভ হইয়া থাকে।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে না পারিলেই মনুষ্যের কষ্ট ও ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইলেই মনুষ্যগণের সুখ হইয়া থাকে। এখানে জীব কি রূপে কষ্ট ভোগ করে তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। কোন কোন দার্শনিক বলেন প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় ও পদার্থের সংযোগ হয়, পরে ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগ হয়, পরে মন ও আত্মার সংযোগে জীব সুখ বা দুঃখ অনুভব করেন। এরূপ অনুভবকে সগুণ পদার্থের অনুভব বলে। নির্গুণ পদার্থ বিষয়ে বাহ্যেন্দ্রিয় ও পদার্থের সংযোগ হয় না কেবল আত্মা ও মনের সংযোগেই নির্গুণ পদার্থ আত্মা গ্রহণ করেন, যেরূপ আত্মার মহত্ত্বাদি আত্মা ও মনের সংযোগে দেহধারী জীব অনুভব করেন। বাহ্য পদার্থ অনুভব বিষয়েও কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় ও পদার্থের সন্নিকর্ষ বা সংযোগে পদার্থ অনুভব হয় না, পদার্থ অনুভবে মনের সংযোগ আবশ্যক। অতএব মন ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। এই মন সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের রাজাস্বরূপ অতএব যেরূপ রাজাকে দমন করিলে প্রজারা আপনা আপনিই বশীভূত হয় তদ্রূপ মনকে নিগ্রহ করিলেই ইন্দ্রিয়গণও তৎসঙ্গেই নিগৃহীত হইয়া থাকে। মন নিগৃহীত হইলেই পরম বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে লিখিত আছে "কেবলং তন্মনোমাত্রজয়েনাসাদ্যতে পদম্।" অর্থাৎ কেবল মনকে জয় করিতে পারিলেই পরম পদ লাভ হইয়া থাকে। শঙ্করস্বামী প্রশ্নোত্তরে লিখিয়াছেন "জিতং জগৎ কেন? মনোহি যেন"॥ অর্থাৎ শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই জগৎকে কে জয় করিয়াছে? গুরু বলিলেন যে, যে জন একমাত্র মনকে জয় করিতে পারিয়াছেন তিনি সমস্ত জগৎকে জয় করিয়াছেন। মন নিগৃহীত হইলেই যে অপর ইন্দ্রিয়গণেরও নিগ্রহ হয় ইহা ভগবান মনুও স্বীকার করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ দুই চারিটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি যথা—

"ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং॥
শ্রোত্রং ত্বচ্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্ চৈব দশমী স্মৃতা॥
একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
যস্মিন জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ॥
ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥
বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্যচ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্॥"

যেরূপ অশ্বের সারথি অশ্বগণকে সুসংযত রাখে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তদ্রূপ আক-

র্ষণশীল বিষয় সমূহে স্বতই ধাবমান ইন্দ্রিয়গণকে সংযম করিতে চেষ্টা করিবেন। কর্ণ, ত্বচ, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা এই পাঁচ ও পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পদ ও বাক্য এই পাঁচ উভয়ে দশ ইন্দ্রিয় জানিবে। মন একাদশ ইন্দ্রিয় বলিয়া বিবেচিত হয় এবং এই মন নিজ গুণে কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়েরই আত্মা স্বরূপ। এই মনকে জয় করিতে পারিলেই পূর্ব্বোক্ত দশ ইন্দ্রিয়কে জয় করা যায়। চর্ম্মপাত্র হইতে একটী মাত্র ছিদ্র দ্বারা যেমন জল নিঃসৃত হইয়া যায় তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ মধ্যে যদি একটী ইন্দ্রিয়ও স্খলিত হয় তাহা হইলে সেই একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রজ্ঞা নষ্ট হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সকলকে আপন বশে রাখিয়া মনকে সংযত করিয়া দেহকে কোন রূপ পীড়া না দিয়া উপায় বলে লোকে সমুদায় পুরুষার্থই সাধন করিবেক।

উপরোক্ত মর্ম্মের শ্লোক আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়, উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে দুই চারিটী উদ্ধৃত করিলাম মাত্র। যাহা হউক মনকে বশীভূত করিতে পারিলে যে অপরাপর ইন্দ্রিয়গণ আপনা আপনিই বশীভূত হয় তাহা একপ্রকার কথিত হইল। সম্প্রতি মন কাহাকে বলে ও সেই মনের কি ধর্ম্ম তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে লিখিত আছে

"সাধো যদেতদর্থস্য প্রতিভানং যথাগতং।
সতোবাপ্যসতোবাপি তন্মনো বিদ্ধি নেতরৎ॥
যদর্থপ্রতিভানং তন্মন ইত্যভিধীয়তে।
অন্যন্ন কিঞ্চিদপ্যস্তি মনো নাম কদাচন॥
সংকল্পনং মনোবিদ্ধি সংকল্পাত্তন্ন ভিদ্যতে।
যত্র সংকল্পনং তত্র মনোঽস্তীত্যধিগম্যতাং॥
সংকল্পমনসী ভিন্নে ন কদাচন কেচন।"

অর্থাৎ হে সাধো! মন আর কিছুই নহে সদসৎ বস্তুর যে প্রতিভা তাহাকেই মন বলিয়া জানিও। পদার্থের যে প্রকাশ তাহাকেই পণ্ডিতেরা মন বলিয়া থাকেন কারণ মন নামে অপর বস্তু আর কিছুই নাই। সংকল্পকে মন বলিয়া জানিও কারণ সংকল্প হইতে মন ভিন্ন নহে। যেখানে সংকল্প সেই স্থানে মন অবস্থিতি করে। সংকল্প ও মনে যে ভেদ আছে একথা কোন স্থানে কোন ব্যক্তি বলেন নাই।

এই সংকল্পযুক্ত মন সদাই চঞ্চলস্বভাব শাস্ত্রে লিখিত আছে।

"স্ফুরতি বল্গতি গচ্ছতি ধাবতি ভ্রমতি মজ্জতি সংহরতি স্বয়ং।
অপরতামুপযাত্যপি কেবলং চলতি চঞ্চলশক্তিতয়া মনঃ।
নহি চঞ্চলতাহীনং মনঃ ক্বচন দৃশ্যতে।
চঞ্চলত্বং মনোধর্ম্ম বহ্নে র্ধর্ম্মো যথোষ্ণতা॥"

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥" গীতা।

অর্থাৎ মন চঞ্চল শক্তি প্রযুক্ত নানা রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, প্রলাপের ন্যায় বকিয়া থাকে, কখন বিষয় প্রাপ্ত হয়, কখন নানাস্থানে ভ্রমণ করে, কখন কোন বিষয়ে মগ্ন হইয়া থাকে, কখন বা বস্তুকে নাশ করিয়া থাকে, এইরূপে নানা প্রকার দোষাশ্রয় করিয়া থাকে। কাহারও চঞ্চলতা বিহীন অন্তঃকরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যেরূপ অনলের উষ্ণতা ধর্ম্ম সেইরূপ চঞ্চলতাই মনের ধর্ম্ম। অর্জ্জুন বলিতেছেন যে হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতই অতি চঞ্চল প্রমাথি বলবান ও দৃঢ়, অতএব বায়ুনিগ্রহ যেরূপ কঠিন তদ্রূপ মন নিগ্রহ জানিবে।

এখন মন কি ও ইহা কিরূপ ধর্ম্মযুক্ত তাহা সামান্যরূপে কথিত হইল। এই মনের বৃত্তিনিরোধ করাকেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বলা যায়। মনের বৃত্তি কি তাহা না

জানিলে বৃত্তিনিরোধ কাহাকে বলে বুঝা যাইতে পারে না। অতএব বৃত্তি কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে বলা উচিত। শাস্ত্রে লিখিত আছে "বিষয়যোগাৎ চিত্তস্য যা পরিণতিঃ সা বৃত্তিঃ" অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইবা মাত্র চিত্ত বা মন যে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয় তাহাকেই বৃত্তি বলা যায় অর্থাৎ দেহস্থ ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বস্তু বিষয় সম্বন্ধ বশতঃ মনের যে বিবিধ অবস্থা বা পরিণাম হয় তাহাকে বৃত্তি বলা যায়। বিষয় অসংখ্য অতএব বৃত্তিও অসংখ্য এবং এই জন্য মনোবৃত্তিও অসংখ্য। পরন্তু এই মনোবৃত্তি অসংখ্য হইলেও ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচ প্রকার মানসিক অবস্থাকে অতিক্রম করিতে পারে না। মনের স্বাভাবিক অস্থিরতা ও চঞ্চলতাকে ক্ষিপ্তাবস্থা বলা যায় অর্থাৎ যখন্ মন এক বস্তুতে স্থির থাকিতে পারে না তখনই তাহাকে ক্ষিপ্তাবস্থা বলে। রাগ দ্বেষ কামাদি ক্লিষ্ট বৃত্তির বশীভূত হইয়া যখন মনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নষ্ট হয় তাহাকেই মনের মূঢ়াবস্থা বলা যায়। মনের চঞ্চলতা মধ্যে ক্ষণিক স্থিরতার নাম বিক্ষেপ অবস্থা। মন যখন কোন বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ পদার্থ অবলম্বন করিয়া স্থির ভাব অবলম্বন করে অর্থাৎ সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যখন সেই এক পদার্থেই চিত্ত স্থির থাকে তাহাকেই মনের একাগ্র অবস্থা বলা যায়। চিত্তের একাগ্রাবস্থায় কোন কোন অবলম্বন থাকে কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থায় অবলম্বন ব্যতীত চিত্ত স্থির থাকে অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহাকে "মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং" বলে, তাহাকেই মনের নিরুদ্ধাবস্থা বলা যায়। এই মনের পাঁচ অবস্থার মধ্যে তিনটি প্রথম অর্থাৎ ক্ষিপ্ত মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত যোগবিঘ্নকর। বিক্ষিপ্তাবস্থায় চিত্তে কদাচিৎ যোগোদয় হইলেও তাহা স্থায়ী হয় না এই জন্য ইহাকেও যোগ সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। মনের একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থায়ও মনের যোগ উদিত হয়। এই পাঁচ অবস্থা মধ্যে নিরুদ্ধাবস্থাই মনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা এবং এই অবস্থা সহজে বোধগম্য হয় না। প্রথমে উপায় দ্বারা মনের ক্ষিপ্ত মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূরীভূত করিতে হয়। পরে মনকে একাগ্র করিতে হয়, তৎপরে একাগ্র অবস্থা সিদ্ধ হইলে নিরুদ্ধাবস্থার উদয় হয়। এই মনকে নিগ্রহ করিবার দুইটী প্রধান উপায় আছে একটী বিচার বা জ্ঞানযোগ ও আর একটী অষ্টাঙ্গ যোগ। পরন্তু উভয় প্রকার যোগ সাধনেই জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে।

ক্রমশঃ।

ব্রহ্মসাধন।

চিত্তের কিরূপ অবস্থায় ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য এবিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন,

"শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি।"

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দৃষ্টি করেন। ইন্দ্রিয়সংযম ও চরিত্রশুদ্ধিই ব্রহ্মোপাসনার ভিত্তিভূমি। মানুষ যে পরিমাণে শম দমাদি সাধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে পারেন, সেই পরিমাণে তিনি বাহিরে এবং অন্তরে আপনার আত্মার অভ্যন্তরে পরব্রহ্মের প্রকাশ অতি উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন। চিত্ত নিরন্তর সাংসারিক সুখের পশ্চাতে ধাবিত হইলে ব্রহ্মানন্দ

সম্ভোগের যোগ্য হয় না। এই জন্য প্রাচীন আচার্য্যেরা সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত করিতে উপদেশ করিয়াছেন।

শম কি? "শমো নাম অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ"। অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহের নাম শম। মন সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তা বিমুখ হইয়া বহির্বিষয়ে ব্যাপৃত হয়, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ মননাদি ব্যতিরিক্ত অন্য বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করাই শম। "দমো নাম বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ" চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে নিয়োগ করাই দম। বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত ইন্দ্রিয়গণের তাহা হইতে বিরত হওয়ার নাম উপরতি। তিতিক্ষা অর্থে সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতার অভাবে সামান্য কারণে মন উত্তেজিত ও চঞ্চল হয়। মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে ভগবচ্ছ্রবণ মননাদিতে একগ্রতা জন্মে না। এই জন্য ঈশ্বরপিপাসু ব্যক্তি সহিষ্ণুতাকে অবলম্বন করিয়া সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যেও বিচলিত হইবেন না। স্থির ধীর শান্তভাবে সমুদায় ঝঞ্ঝাতরঙ্গ সহ্য করিয়া পরমাত্মাতে একাগ্রভাবে নিমগ্ন হইবেন। তিতিক্ষার আর এক অর্থ নিগ্রহ শান্তি থাকিতেও পরের অপরাধ সহ্য করা। তৎপরে সমাধান। পরমেশ্বরেতে মনঃসমাধান পূর্ব্বক ঐকান্তিক চিত্তে তাঁহার স্বরূপ ধ্যানের নাম সমাধান। শঙ্করাচার্য্য বলেন,

"সমাধানং নাম শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানং মনো বাসনাবশাৎ বিষয়েষু গচ্ছতি যদা যদা তদা তদা দোষদৃষ্ট্যা তেষু সমাধানং।"

পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে মন বাসনাবশে অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত হইলে তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরেতে মনের সমাধান করিয়া তাহা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। এই সমাধান অর্থাৎ সমাধি লাভের সাত প্রকার সাধন। যথাঃ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা ও ধ্যান। যম কি?—"অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।" অহিংসা, সত্যব্যবহার, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপ্রতিগ্রহ, এই পাঁচ প্রকার কার্য্যের নাম যম। প্রাণিবধ, প্রাণীকে যন্ত্রণা দেওয়া ও অন্যকে কোন উপায়ে ব্যথিত করার নাম হিংসা। সর্ব্বতোভাবে ইহা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। ছল ও দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরল ভাবে সম্পদ বিপদ সকল অবস্থায় কায়মনোবাক্যে সত্যের অনুসরণ করাই সত্যানুষ্ঠান। যেমন নিজের ও পরের ইষ্ট সাধনের জন্য মিথ্যা বলিবে না, সেইরূপ অন্যের অনিষ্ট লক্ষ্য করিয়া যদি তুমি সত্য কথাও বল, তাহা তোমার পক্ষে সত্যানুষ্ঠান নহে। কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিতে অকপট হৃদয়ে অপরের হিতার্থ যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত যথাজ্ঞান সত্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

অচৌর্য্য অর্থে চৌর্য্যত্যাগ, পরদ্রব্য গ্রহণের ইচ্ছা পর্য্যন্ত ধ্বংস হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য অর্থে বিলাসবাসনা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক শরীরস্থ চরম ধাতুর নিরোধ। মনু বলিয়াছেন, যথাবিধানে উপনীত আচার্য্যকুলবাসী নৈষ্ঠিক ও উপকুর্ব্বাণ উভয়প্রকার ব্রহ্মচারী মধু মাংস প্রভৃতি উত্তেজক বস্তু আহার, চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য বিলেপন, মাল্যধারণ, অক্ষাদি ক্রীড়া, বৃথা কলহ, পরের দোষোদ্ঘোষণ, স্ত্রীসঙ্গ, স্ত্রীলোকের প্রতি কামদৃষ্টি প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রত রক্ষা করিবেন। এইপ্রকারে সংযমশীলতা উপার্জ্জন করাই ব্রহ্মচর্য্যের তাৎপর্য্য। তার পর অপ্রতি-

গ্রহ। জীবনধারণোপযোগী বস্তু ব্যতীত ভোগবিলাসের উদ্দেশে দান গ্রহণ না করা অপ্রতিগ্রহ।

কিন্তু এই পাঁচ প্রকার ব্রত দেশ কালাদিতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, "এতে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্।" অর্থাৎ জাতি দেশ কাল অবস্থা দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হইলে ইহাকে সার্ব্বভৌম মহাব্রত বলা যায়। তাহা কিরূপ?—ব্রাহ্মণের হিংসা করিব না, কিন্তু অন্য জীবের প্রাণসংহার করিব, এইরূপ ভেদবুদ্ধির দ্বারা তোমার অহিংসা ব্রত যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। তীর্থস্থানে কি বিচারালয়ে মিথ্যা বলিতে নাই, কিন্তু অন্যত্রে অবস্থাভেদে মিথ্যা বলিলে দোষ নাই, এইরূপে তোমার সত্যব্রত যেন দেশ ও অবস্থা দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়। চতুর্দ্দশী কি পূর্ণিমা তিথিতে মৎস্য খাইব না, রবিবারে তৈল মাখিব না কিন্তু অন্য দিন ইচ্ছামত আহার বিহার করিব, এইরূপে কালের দ্বারা তোমার ব্রত যেন ভঙ্গ না হয়। সকল দেশে সকল কালে সকল অবস্থায় অবিচ্ছেদে অহিংসাদি ব্রতগুলি প্রতিপালন করা চাই, তবেই তাহা তোমার পক্ষে মহাব্রতে পরিণত হইবে।

তৎপরে নিয়ম। "শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।" শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানের নাম নিয়ম। শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্য ও অন্তরশুদ্ধি। পার্থিব বিষয়ের তৃষ্ণা ত্যাগ পূর্ব্বক সকল অবস্থায় পরিতৃপ্ত থাকার নাম সন্তোষ। সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা ও সাত্ত্বিক আহারাদির নাম তপস্যা। স্বাধ্যায় অর্থে প্রণবপ্রভৃতি ঈশ্বরবাচক মন্ত্রের জপ ও অধ্যাত্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং আলোচনা। শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে সর্ব্বপ্রকার ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া কার্য্য করাই ঈশ্বরপ্রণিধান।

তৃতীয়তঃ আসন, বক্ষ গ্রীবা ও শিরোদেশ উন্নতরূপে রক্ষা করিয়া সমভাবে শরীর স্থাপন করার নাম আসন। প্রাণ প্রভৃতি শরীরস্থ বায়ুগণকে আয়ত্ত করার নাম প্রাণায়াম। রূপাদি বিষয়ে আসক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে তত্তৎ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করার নাম প্রত্যাহার। পরমাত্মাতে অন্তরিন্দ্রিয় ধারণ করাকে ধারণা ও পরমাত্মাতে অন্তরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রবাহের নাম ধ্যান বলে।

আর্য্য শাস্ত্রের উপরোক্ত সাধনপ্রণালী আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় ব্রহ্মোপাসনাতে তদ্গতচিত্ত হইবার পক্ষে আমাদিগের চরিত্র গঠন কত প্রয়োজনীয়। ইন্দ্রিয়লৌল্য জন্য মন অপবিত্র ও চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে পরম পবিত্র ব্রহ্মানন্দ উপভোগের সামর্থ্য থাকে না। এই জন্য আচার্য্যেরা ব্রহ্মোপাসককে শমদমাদি সাধনের উপদেশ দিয়াছেন। উপরোক্ত প্রকারে হৃদয়মন সুসংস্কৃত হইলেই সাধক আপনার আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের আবির্ভাব অতি উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হয়েন। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি ও ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল ভাব সকলেরই আত্মাতে নিহিত আছে, কিন্তু অপরিষ্কৃত মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না, সেইরূপ পাপমলাযুক্ত অসংস্কৃত আত্মাতে ঈশ্বর প্রকাশিত হয়েন না। পরমেশ্বরের কৃপাতে যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ উপশান্ত হইয়া হৃদয় নির্ম্মল হয়, তিনিই তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ আত্মার

আত্মা রূপে দেখিয়া নির্ম্মল সান্দ্রানন্দ সম্ভোগ করেন। কোন উপদেষ্টা বলিয়াছেন, "স্নেহপূর্ণ পিতা মাতা বহুদিন পরে চিরপ্রোষিত কুলপাবন পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করেন; পতিব্রতা সতী সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইয়া যেরূপ অন্তঃস্ফুরিত পবিত্র সুখে নিমগ্ন হন; তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি বহুবিধ আলোচনার পর স্বীয় অভিপ্রেত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলে যেরূপ আন্তরিক তৃপ্তিরস ভোগ করেন, সমুদ্রের মধ্যস্থলে নিমগ্ন হইয়াও পুনর্ব্বার কূল প্রাপ্ত হইলে যেরূপ আহ্লাদের উদয় হয়; কল্পনাবলে তৎসমুদায়ের একপ্রকার পরিমাণ স্থির করা যাইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানগভীর প্রেমরসার্দ্র পরমাত্মাকে লাভ করিয়া সাধক যে আনন্দ উপভোগ করেন তাহার তুলনাই নাই। সেই আনন্দের নামই ব্রহ্মানন্দ।" যখন আমাদের মন পৃথিবীর ক্ষুদ্রভাব অতিক্রম করিয়া পরমেশ্বরের দিকে উত্থিত হয়, তখন সমুদায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমাদের নিকট আনন্দ অমৃতের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। তিনি "আনন্দরূপমমৃতং"। অগ্নিতে জলেতে ওষধি বনস্পতি বিশ্বভুবন সর্ব্বত্রেই সেই একমাত্র পরমপিতার অনন্ত জ্ঞান ও অপরিসীম মঙ্গল ভাব দেদীপ্যমান। যিনি আপনাকে পাপ প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন,হৃদয় মনকে সম্পূর্ণভাবে সত্যের অনুগত করিয়াছেন এবং যিনি পরমেশ্বরের জন্য পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়াছেন, তিনিই অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের অধিকারী। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূংস্বাং" যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। অনুরাগভরে আমাদের প্রাণ তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেই তিনি আমাদের প্রাণে প্রেমামৃত বর্ষণ করেন। সেই প্রেমানন্দের কণামাত্র লাভ করিতে পারিলে আমরা তাঁহাকে পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং অন্যান্য প্রিয় বস্তু হইতে প্রিয়তম জানিয়া তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ ও তাঁহার আদেশ পালন করিয়া কৃতার্থ হই। তখন স্ত্রীপুত্র গৃহ পরিবার আনন্দ অমৃতে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহার অনন্ত মঙ্গলভাব ও করুণার স্বাক্ষ্য প্রদান করে। যিনি এই প্রকারে পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া তদ্গতচিত্তে সেই প্রেমসাগরে অবগাহন করেন, মোহমায়া পাপপ্রলোভন আর তাঁহাকে সন্তপ্ত করিতে পারে না।

"নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি
নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি।
বিপাপোবিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণোভবতি॥"

পাপ ইহাঁকে স্পর্শ করিতে পারে না, ইনি সমুদায় পাপকে অতিক্রম করেন। পাপ ইহাঁকে তাপ দিতে পারে না, ইনি সমুদায় পাপের সন্তাপক হয়েন। ইনি বিগতপাপ নির্ম্মলচিত্ত ও পরব্রহ্মের অস্তিত্বে নিঃসংশয় হইয়া ব্রাহ্মণ হয়েন।

হে বন্ধু! তুমি তীক্ষ্ণমেধাসম্পন্ন বা দেশ বিদেশের নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হও অথবা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি মহারাজ চক্রবর্ত্তী হও তুমি যদি অহরহ আপনাকে শাসন না কর, দ্বারা হৃদয়ের গূঢ়তম পাপদুর্ব্বলতাকে পরিহার না কর, দুঃসঙ্গ দুশ্চরিত্রতা হইতে যদি বিরত না হও, হিংসা দ্বেষ অসূয়া মিথ্যাচরণ পরিবর্জ্জন না কর, তাহা হইলে ঈশ্বরসহবাসের স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করা তোমার পক্ষে আকাশ-

কুসুমমাত্র। প্রচুর ধনবান হইয়া চিররোগী হইলে যে দুর্দ্দশা, শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত হইয়া দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইলেও সেই দুর্দ্দশা। ধনী-ব্যক্তি বিবিধ সুস্বাদু সুখাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিলেও রোগপ্রযুক্ত তাহার আহারে রুচি হয়না, সেই প্রকার পণ্ডিতদিগের ঈশ্বরচিন্তায় ক্ষমতা থাকিলেও পাপপ্রযুক্ত তাহাতে স্পৃহা হয় না। অনুরাগ ব্যতীত কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। অনুরাগ দূরকে নিকট করে, অনুরাগ কঠিনকে কোমল করে, অনুরাগ শত্রুকে মিত্র করে, অনুরাগ দুর্গমকে সুগম করে। জ্ঞান যেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, অনুরাগ সেখানে জ্ঞানের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয় এবং পর্ব্বতসমান বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার প্রেমাস্পদের সহিত সম্মিলিত হয়। সর্ব্বপ্রকারে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ঈশ্বরানুরাগের উদ্দীপন করাই ধর্ম্মসাধনের উদ্দেশ্য। কিন্তু বিশুদ্ধজ্ঞান ব্যতীত অনুরাগ বিপথগামী, নির্ম্মল জ্ঞানই অনুরাগের নেতা; এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়াছেন "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" তাঁহাকে বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর। আমাদের জ্ঞাননেত্রে যখন পরমেশ্বরের সত্তা প্রতিভাত হয়, তখন তাঁহার অনন্ত মঙ্গলভাব আনন্দ অমৃত স্বরূপের প্রতি আমাদের স্বাভাবিক প্রীতি অনুরাগ স্বতঃই উচ্ছলিত হইয়া উঠে। এই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানুরাগ উদ্দীপ্ত করাই ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশ্য। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে। বিশ্বের প্রত্যেক পদার্থে তাঁহার জ্ঞানশক্তি মহিমা প্রতীতি করিয়া সর্ব্বত্র প্রাণরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করার নাম ব্রহ্মদর্শন। আচার্য্য সন্নিধানে ভগবৎমহিমা প্রতিপাদক উপদেশ বাক্য শ্রবণ করার নাম শ্রবণ। এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার জ্ঞান প্রেম মহিমার বিষয় আলোচনার নাম মনন। পরমেশ্বরের সত্তাতে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহাতে আত্মার সমাধান করার নাম নিদিধ্যাসন। শ্রুতি বলেন "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।" পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। পরমেশ্বরের প্রতি প্রীতি ভক্তি শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা অর্পণ করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যের জন্য প্রাণ সমর্পণ করাই পরমেশ্বরের উপাসনা। পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য—তাঁহার ইচ্ছানুগত কার্য্য কি?—না জগতের মঙ্গলসাধন। কেননা তিনি প্রেমময় মঙ্গলময়, জগতের মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য। আমরা যখন পবিত্র হৃদয়ে নিঃস্বার্থভাবে জগতের কল্যাণজনক সাধু অনুষ্ঠানে যোগ দিই, তখনি আমরা পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য করি। এই জ্ঞান প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য-সমন্বিত ব্রহ্মোপাসনাই ব্রাহ্মধর্ম্ম—যথার্থ আর্য্যধর্ম্ম। অথবা যাহা একই কথা, যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম।*

পঞ্চ বৎসরাত্মক বৈদিক যুগ।

(১৭৭ পৃষ্ঠার পর।)

এই প্রবন্ধের প্রথম প্রস্তাবের উপসংহারে আমরা যে পঞ্চবৎসরাত্মক বৈদিক যুগের উল্লেখ করিয়াছি, আবশ্যক বোধে এস্থলে তৎসম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে।

কালচক্রের আবর্ত্তনের নাম যুগ। কালচক্রের আয়তন অনুসারে যুগের আয়তন

*বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে ১৬ই ফাল্গুন রবিবার শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিবৃত।

হয়। একদিন—একমাস—এক ঋতু—এক-বর্ষ—এক এক যুগ (১)। তদ্রূপ বৈদিক সময়েও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে পঞ্চ চান্দ্র সংবৎসরে এক প্রকার যুগ গণিত হইত। বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশের ৮ম অধ্যায়ে এই যুগ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে; যথা,—

"সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চ চতুর্ম্মাসবিকল্পিতাঃ।
নিশ্চয়ঃ সর্ব্বকালস্য যুগ ইত্যভিধীয়তে॥
সংবৎসরস্তু প্রথমো দ্বিতীয়ঃ পরিবৎসরঃ।
ইদ্বৎসরস্তৃতীয়স্তু চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ॥
বৎসরঃ পঞ্চমশ্চাত্র কালোঽয়ং যুগসংজ্ঞিতঃ।"

অর্থ—(সৌর, সাবন, চান্দ্র ও নাক্ষত্র) এই চতুর্ব্বিধমাসানুসারে গণিত সংবৎসরাদি পঞ্চক সকল কালের নির্ণয়ের হেতুভূত এবং তাহারা যুগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে (২)। তন্মধ্যে প্রথম বর্ষ—সম্বৎসর, দ্বিতীয়—পরিবৎসর, তৃতীয়—ইদ্বৎসর, চতুর্থ—অনুবৎসর ও পঞ্চম—বৎসর নামে উক্ত হইয়া থাকে। এই পঞ্চবৎসরাত্মক কালকে যুগ বলে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে তৃতীয় বৎসরের নাম ইদাবৎসর ও পঞ্চম বর্ষের নাম ইদ্বৎসর। যথা,—

"ইদাবৎসরস্তৃতীয় শ্চতুর্থশ্চানুবৎসরঃ।
ইদ্বৎসরঃ পঞ্চমস্তু তৎসংখ্যো যুগ উচ্যতে।"

মাধবাচার্য্যকৃত কালমাধবধৃত বচনং।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের ১০ম প্রপাঠকের চতুর্থ অনুবাকে অগ্নি প্রশংসা উপলক্ষে কথিত হইয়াছে যে,—

"সংবৎসরোঽসি, পরিবৎসরোঽসি,
ইদা বৎসরোঽসি, ইদু বৎসরোঽসি,
ইদ্বৎসরোঽসি, বৎসরোঽসীতি।" (৩)

অর্থ—হে অগ্নে! তুমি সংবৎসর স্বরূপ, পরিবৎসর স্বরূপ, ইদাবৎসর স্বরূপ। তুমি ইদু বৎসর, ইদ্ বৎসর ও তুমিই বৎসর(৪)। এই মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ৪র্থ প্রপাঠকের ১৯ অনুবাকে অবিকল এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে (৫)। যজুর্ব্বেদীয় তাণ্ড্য

(১) পূর্ব্বকালে যে কেবল যুগেরই আয়তন সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্নতা ছিল, তাহা নহে। ঋতু সকলের আয়তন ও সংখ্যা সম্বন্ধেও এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। জ্যোতিষ ভাষ্যে এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত উদ্ধৃত হইয়াছে যথা,—

"পঞ্চর্ত্তবঃ সম্বৎসরস্যেতি চ ব্রাহ্মণং।
তথাগর্গঃ, ত্রয়ঃ ঋতব ইত্যাহ কৃষ্ণাত্রেয়ঃ। ষট্‌গর্গঃ। ঋতবো দ্বাদশেতি নারদঃ। চতুর্ব্বিংশতিরিতি ভাগুরিঃ। ত্রীণি শতানি সষট্‌ষষ্টিরিত্যাহ ক্রৌষ্টুকিঃ।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের মতে পঞ্চ ঋতুতে একবৎসর হয়। কৃষ্ণাত্রেয় ঋষির মতে তিন ঋতুতে, গর্গের মতে ছয় ঋতুতে, নারদের মতে দ্বাদশ ঋতুতে, ভাগুরির মতে ২৪ ঋতুতে ও ক্রৌষ্টুকির মতে ৩৬৬ ঋতুতে এক বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। এতদনুসারে এক দিন—এক পক্ষ—এক মাস—দুই মাস—চারিমাস—এক এক ঋতু।

(২) মহামতি গর্গও বলেন,—

"সাবনঞ্চাপি সৌর্য্যঞ্চ চান্দ্রং নাক্ষত্রমেব চ।
চত্বার্য্যেতানি মাসানি তৈর্যুগং প্রবিভজ্যতে॥"

সোমাকরধৃত বচনং।

শুক্লপ্রতিপদ বা কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কালের নাম চান্দ্রমাস। সূর্য্যের এক এক রাশি ভোগ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকে সৌর মাস বলে। ত্রিশদিনে সাবন মাস হয়। অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশ নক্ষত্র ভোগ করিতে চন্দ্রের যে সময় লাগে তাহা নক্ষত্র মাস।

৩৫৪ দিনে চান্দ্র বৎসর, ৩৬৫ দিনে সৌর বৎসর, ৩৬০ দিনে সাবন বৎসর ও ৩২৪ দিনে নাক্ষত্র বৎসর হয়।

(৩) মাধবাচার্য্য স্বকৃত 'কালমাধব' নামক গ্রন্থে "বৎসরোঽসীতি" এই অংশটুকু বাদ দিয়া এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৪) সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য,—প্রভব-বিভবাদিষু ষষ্টি সম্বৎসরেষু একৈকস্মিংশ্চ ক্রমেণ সংবৎসরাদি শব্দো বর্ত্ততে।

হে 'অগ্নে!' ত্বং 'সংবৎসরোঽসি' প্রভবরূপোঽসি।
'পরিবৎসরোঽসি' বিভবরূপোঽসি।
'ইদা বৎসরোঽসি' শুক্লরূপোঽসি।
'ইদুবৎসরোঽসি' প্রমোদরূপোঽসি।
'ইদ্বৎসরোঽসি' প্রজাপতি রূপোঽসি।
পঞ্চস্বপ্যেতেষনুগত আকারো বৎসরঃ।
এতদ্রূপোঽসি এবমাঙ্গিরঃ শ্রীমুখাদিষু একাদশসু পঞ্চকেষু যোজয়িতব্যং।

(৫) এই আরণ্যকের ১০ম প্রপাঠকের শেষ অনুবাকে প্রসঙ্গতঃ "সংবৎসর ও পরিবৎসর" এই দুইটি নামের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার ভাষ্যে সায়ণ বলেন,—

ব্রাহ্মণের ১৭শ অধ্যায়ের ১৩শ খণ্ডের ১৮শ অনুবাকে ইদু বৎসরের পরিবর্ত্তে "অনুবৎসর" এই নাম দৃষ্ট হয়।

এতাবতা দৃষ্ট হইতেছে যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত নামগুলিই বিশুদ্ধ ও শ্রুতি সম্মত। বিষ্ণুপুরাণে কিরূপে গোলমাল ঘটিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। যাহা হউক, তাণ্ড্যব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে,—

"অগ্নিঃ সংবৎসরঃ, সূর্য্যঃ পরিবৎসরশ্চন্দ্রমা ইদা বৎসরো বায়ুরনুবৎসরঃ।" ইতি ১৭।১৩।১৮।

অর্থাৎ "সংবৎসরের অধিষ্ঠাতৃদেবতা অগ্নি, পরিবৎসরের সূর্য্য, ইদাবৎসরের চন্দ্রমা ও অনুবৎসরের বায়ু (ক)।" ইদ্‌-বৎসরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সম্বন্ধে এইমন্ত্রে কোনও উল্লেখ না থাকিলেও অন্য শ্রুতিতে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা,—(চাতুর্ম্মাস্য ব্রাহ্মণে)

"অগ্নির্বাব সংবৎসরঃ আদিত্যঃ পরিবৎসরঃ চন্দ্রমা ইদাবৎসরঃ বায়ুরনু বৎসরো (৮) মহেশ্বর ইদবৎসরঃ।"
মাধবাচার্য্য ধৃত শ্রুতিঃ।

যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার নরমেধ প্রকরণে (৩০ অধ্যায়ের ১৫ কণ্ডিকায়) পূর্ব্বোক্ত সংবৎসরাদির অধিষ্ঠাতৃদেবতা সম্বন্ধে এইরূপ লোমহর্ষক উল্লেখ দৃষ্ট হয়; যথা—

"সম্বৎসরায় পর্য্যায়িণীং, পরিবৎসরায় বিজাতাম্,
ইদাবৎসরায়াতীত্বরীম্, ইদ্বৎসারায়াতিষ্কদ্বরীং,
বৎসরায় বিজর্জ্জরাং, সম্বৎসরায় পলিক্লীমিত্যাদি॥"

অর্থাৎ সম্বৎসরের অধিষ্ঠাতৃদেবের নিকট পর্য্যায়ণীকে অর্থাৎ একটি পুত্র, একটি কন্যা বা দুইটি পুত্র, দুইটি কন্যা ইত্যাদি এক প্রকার নিয়মে সন্তান প্রসব কারিণী রমণীকে বলি দিবে। পরিবৎসরের অধিষ্ঠাতৃদেবের সমক্ষে অবিজাতা অর্থাৎ বন্ধ্যাকে, ইদা বৎসরদেবের নিকটে কুলটাকে, ইদ্বৎসরদেবের উদ্দেশে বিজর্জ্জরা অর্থাৎ শিথিলগাত্রা রমণীকে, সম্বৎসরদেবের সমক্ষে পক্বকেশাকে বলি দিবে! (খ) সে যাহাহউক, এক্ষণে এতৎ সম্বন্ধে জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত মতের অনুসরণ করা যাইতেছে।

মহামতি গর্গাচার্য্য বলেন,—

"ত্রিংশচ্চাষ্টদশশতং যুগমার্কদিনৈঃ স্মৃতং।"
সোমাকরধৃত গর্গ বচনং (৬)।

অর্থাৎ ১৮৩০ সৌরদিনে এক যুগ হয়। (৭)

অথবা—

"সোমস্যাষ্টদশশতী যুগে ষষ্ট্যধিকা স্মৃতা।
ঐ ঐ ঐ।

অর্থাৎ চান্দ্রমানের ১৮৬০ দিনে অর্থাৎ তিথিতে এক যুগ হয়। ইহাকে চান্দ্র যুগ বলে।*

বেদাঙ্গভূত জ্যোতিষ শাস্ত্রের মঙ্গলাচরণে এই পঞ্চবর্ষমাত্রাত্মক যুগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,—

"পঞ্চসম্বৎসরময়ং যুগাধ্যক্ষ্যং প্রজাপতিং। (গ)
দিনর্ত্ত্বয়নমাসাঙ্গং প্রণম্য শিরসা শুচিঃ।
জ্যোতিষামযনং কৃৎস্নং প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ॥"

"প্রভবাদিষু ষষ্টিসংবৎসরেষু একৈকং পঞ্চকং যুগ শব্দোভিধেয়ং ইত্যাদি।"

(ক) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণে প্রজাপতিকে অনুবৎসরের অধিষ্ঠাতা বলা হইয়াছে; যথা—
"ইদাপূর্ব্বস্তথা সোমোহনু পূর্ব্বং প্রজাপতিঃ।"
কালমাধবধৃত বচনং।

(খ) যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার পরিশিষ্ট ভাগে নরমেধ ও সর্ব্বমেধ প্রভৃতি লোমহর্ষক যজ্ঞ সমূহের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয় সংহিতা নামক যজুর্ব্বেদের প্রাচীনতম অংশে এই সকল বিষয় আদৌ নাই।

(৬) Quoted in the Maxmuller's Rig Veda Sanhita (with the com. of Sayana) vol. IV. Preface.

(৭) $\frac{১৮৩০}{৫}$ = ৩৬৬ = দিন ১ সৌর বৎসর।

* $\frac{১৮৬০}{৫}$ = ৩৭২ তিথি = ১ বৎসর। গর্গ আরও বলেন, ২০১০ নাক্ষত্রদিনে এক যুগ হয়। অর্থাৎ ২০১০ নক্ষত্র ভোগ করিতে চন্দ্রের যে কাল লাগে তাহা এক যুগ।

(গ) অধ্যাপক মোক্ষমূলার তৎসম্পাদিত ঋগ্বেদ

অনুবাদ—"পঞ্চবৎসরাত্মক যুগের যিনি অধ্যক্ষ বা স্রষ্টা, এবং দিন, ঋতু, অয়ন ও মাস যাঁহার অঙ্গ স্বরূপ, সেই প্রজাপতিকে নমস্কার করিয়া গ্রহগণের গতিসংক্রান্ত নিয়মাদি আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি।"

এই জ্যোতিষ শাস্ত্রের স্থলান্তরে কথিত হইয়াছে যে,—

"মাঘ শুক্ল প্রপন্নস্য পৌষকৃষ্ণ সমাপিনঃ।
যুগস্য পঞ্চবর্ষস্য কালজ্ঞানং প্রচক্ষতে॥"

ইহাতে জানা গেল, মাঘমাসের শুক্লপক্ষে এই পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের প্রারম্ভ ও পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষে ইহার পরিসমাপ্তি হয়। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে যে,—যে বৎসরের মাঘ মাসে (শুক্লপক্ষে) সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েই একত্রে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে গমন করেন, সেই বৎসরে এই যুগের প্রারম্ভ ধরা হয়।

জ্যোতিষশাস্ত্রের মঙ্গলাচরণ হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছি, টীকাকার সোমাকর তাহার অন্যপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। যথা,—

"প্রজাপতিং" কীদৃশং? 'পঞ্চ সম্বৎসরময়ং' সংবৎসরপরিবৎসরেদাবৎসরানুবৎসরেদ্বৎসরাত্মকং। তথা 'যুগাধ্যক্ষং' কৃতাদীনাং দ্বাদশাদীনাঞ্চ স্রষ্টারং। ইত্যাদি।

অর্থাৎ টীকাকার প্রজাপতিকে "পঞ্চসংবৎসরাত্মক ও সত্যাদি যুগের ও দ্বাদশ যুগের স্রষ্টা" বলিয়াছেন। বেদাঙ্গভূত জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপরি-উদ্ধৃত বচনে সত্যাদি যুগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে কি না, পাঠকগণ তাহা বিচার করিবেন।

যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার ২৭ অধ্যায়ের ৪৫ কণ্ডিকার ভাষ্যে মহীধর যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, "পঞ্চসংবৎসরময়ং যুগাধ্যক্ষং" 'অর্থে 'পঞ্চবৎসরাত্মক যুগের অধ্যক্ষ' গ্রহণ করা মহীধরের প্রভিপ্রেত। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা এস্থলে উক্ত যজুর্ব্বেদীয় কণ্ডিকা ও মহীধরকৃত তদ্ভাষ্য উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"সংবৎসরোসি পরিবৎসরোসীদাবৎসরোসীদ্বৎসরোসি বৎসরোসি।"

এই মন্ত্রের মহীধরকৃত ভাষ্য,—

"পঞ্চসংবৎসরময়ং যুগাধ্যক্ষং প্রজাপতিং।" ইতি জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তমিহোচ্যতে। হে অগ্নে! ত্বং সংবৎসরোঽসি ইত্যাদি। পঞ্চসংবৎসরাত্মকযুগরূপোঽসীত্যর্থঃ। 'যুগং ভবেৎ বৎসরপঞ্চকেনেতি জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তেঃ।"

এখানে দেখিতেছি, মহীধর উক্ত শ্লোকের "পঞ্চবৎসরাত্মক ও সত্যাদি যুগের স্রষ্টা" এইরূপ অর্থ না বুঝিয়া "পঞ্চবৎসরাত্মকযুগরূপী" এইরূপ বুঝিয়াছেন। আমরাও এইরূপ অর্থই বুঝিয়াছি।

টীকাকার প্রজাপতিকে দ্বাদশ যুগের স্রষ্টা বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বাদশ যুগ কি কি? সোমাকর বলেন,—

তে চ যুগা দ্বাদশ। বৈষ্ণব-বার্হস্পত্য-ঐন্দ্র-অগ্নি-ত্বাষ্ট্র-অহির্বুধ্ন—পিত্র্য—সৌম্য—বৈশ্বদেব—সার্প—অর্য্যম্ন—দাস্রভাগ্যাঃ। তৈঃ ষষ্ট্যব্দনিষ্পত্তিঃ। ইত্যাদি।

অর্থাৎ বৈষ্ণব, বার্হস্পত্য, ঐন্দ্র, আগ্নি, ত্বাষ্ট্র, অহির্বুধ্ন, পিত্র্য, সৌম্য, বৈশ্বদেব, সার্প, অর্য্যম্ন ও দাস্রভাগ্য—এই দ্বাদশটি যুগ। এই দ্বাদশ যুগে ৬০ সম্বৎসর হয়। অর্থাৎ বৈষ্ণবাদি এক যুগ পঞ্চবর্ষব্যাপী।

সংহিতার ৪র্থ ভাগের ভূমিকায় "পঞ্চ সম্বৎসরময় যুগাধ্যক্ষং প্রজাপতিং" এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। আমার নিকট যে প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে, তদনুসারে আমি "পঞ্চ সংবৎসরময়ং যুগাধ্যক্ষং প্রজাপতিং" এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছি। আমি বারাণসীস্থ কয়েক জন বেদাধ্যায়ীর নিকটস্থিত পুস্তকের পাঠ মিলাইয়া দেখিয়াছি; তাঁহার সহিত আমার পুঁথির ঐক্য আছে। টীকাকার সোমাকর ও যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার মহীধর "পঞ্চ সম্বৎসরময়ং" ইত্যাদি পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। পুরাতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার রামদাস সেন মহোদয়ও স্বপ্রণীত "ঐতিহাসিক রহস্য" ৩য় ভাগে এই পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং মোক্ষমূলারধৃত পাঠ বিশুদ্ধ বলিতে পারিলাম না। এতদ্ব্যতীত মোক্ষমূলারের পাঠ গ্রহণ করিলে, শ্লোকের ছন্দপতন হয়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের (৩।১০।৪) ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলেন,—

"প্রভববিভবাদিষু ষষ্টিসংবৎসরেষু একৈকস্মিংশ্চ ক্রমেণ সংবৎসরাদি শব্দো বর্ত্তন্তে ইত্যাদি।"

অর্থাৎ প্রভব-বিভবাদি ষষ্টি সংবৎসরের অন্তর্গত এক এক বর্ষ ক্রমান্বয়ে সম্বৎসর-পরিবৎসরাদি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। নিম্নে ষষ্টি সংবৎসরের একটি তালিকা দেওয়া গেল

সম্বৎসর	পরিবৎসর	ইদাবৎসর	ইদুবৎসর বা অনুবৎসর	ইদ্বৎসর	যুগান্তর্গত বৎসরের নাম।
অগ্নি	সূর্য্য	চন্দ্রমা	প্রজাপতি বা বায়ু	মহেশ্বর	দেবতা
প্রভব	বিভব	শুক্ল	প্রমোদ	প্রজাপতি	বৈষ্ণব যুগ।
অঙ্গিরা	শ্রীমুখ	ভাব	যুবা	ধাতা	বার্হস্পত্য যুগ।
ঈশ্বর	বহুধান্য	প্রমাথী	বিক্রম	বৃষ	ঐন্দ্র যুগ।
চিত্রভানু	স্বভানু	তারণ	পার্থিব	ব্যয়	আগ্ন যুগ।
সর্ব্বজিৎ	সর্ব্বধারী	বিরোধী	বিকৃতি	খর	ত্বাষ্ট্র যুগ।
নন্দন	বিজয়	জয়	মন্মথ	দুর্ম্মুখ	অহির্বুধ্ন যুগ।
হেমলম্বী	বিলম্বী	বিকারী	শার্ব্বরী	প্লব	পিত্র্য যুগ।
শুভকৃৎ	শোভন	ক্রোধী	বিশ্বাবসু	পরাভব	সৌম্য যুগ।
প্লবঙ্গ	কীলক	সৌম্য	সাধারণ	বিরাধকৃৎ	বৈশ্বদেব যুগ।
পরিধাবী	প্রমাথী	আনন্দ	রাক্ষস	অনল	সার্প যুগ।
পিঙ্গল	কালযুক্ত	সিদ্ধার্থী	রৌদ্র	দুর্ম্মতি	অর্য্যম্ন যুগ।
দুন্দুভি	রুধিরোদ্গারী	রক্তাক্ষী	ক্রোধন	ক্ষয়	দাস্রভাগ্য যুগ।

এই ষষ্টি সম্বৎসরে বা দ্বাদশ যুগে এক বার্হস্পত্য বৎসর হয়। বার্হস্পত্য বর্ষের অন্তর্গত প্রথম ২০ বৎসর বা বৈষ্ণবাদি যুগ চতুষ্টয়কে ব্রহ্ম-বিংশতি, তৎপরবর্ত্তী ২০ বর্ষ বা ত্বাষ্ট্রাদি চারি যুগকে বিষ্ণু-বিংশতি ও অবশিষ্ট ২০ বৎসরকে বা বৈশ্বদেবাদি যুগ চতুষ্টয়কে রুদ্র-বিংশতি বলে। বঙ্গীয় পঞ্জিকানুসারে অধুনা বার্হস্পত্য বর্ষের ৩৭ বৎসর অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিংশতি অতীত হইয়া বিষ্ণু-বিংশতির ১৭ বৎসর গত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের (১২৯৯ সালের) বিগত ১৮ই আশ্বিন হইতে বিশ্বাবসু বা বিভাবসু নামক বৎসর (পিত্র্য যুগের চতুর্থ বৎসর) আরম্ভ হইয়াছে। ১

(১) এই সম্বৎসর গণনার প্রণালী সকল দেশে সমান নহে। সময়ান্তরে আমরা এতদ্বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ পাঠকগণের গোচর করিতে চেষ্টা করিব।

শঙ্করাচার্য্যের মত

পূর্ব্বে দ্বাপরযুগের শেষ ভাগে ভগবান্ ব্যাস সমুদায় বেদরাশি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব, এই চার বিভাগে বিভক্ত করিয়া জৈমিনি প্রভৃতি শিষ্যে অর্পণ করিয়াছিলেন। সেই প্রত্যেক প্রসিদ্ধ বেদ কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান, এতন্নামক কাণ্ডত্রয়ে বিভূষিত। মহামুনি জৈমিনি কর্ম্মীদিগের নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ ভাগের ও তদীয় গুরু বাদরায়ণ ব্যাস মুমুক্ষুদিগের নিমিত্ত উপাসনা ও জ্ঞান এই দ্বিকাণ্ডী বেদের উৎকৃষ্ট মীমাংসা নিবন্ধ প্রস্তুত করিয়া জগতের হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। জৈমিনির অভিপ্রায়, অধিকারী জীবনিবহ নিত্য নিয়মিত বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপে রত থাকুক এবং ব্যাসের অভিপ্রায়, কর্ম্মী লোক কর্ম্মের দ্বারা পূত হইয়া তাহা হইতে (কর্ম্মবন্ধন হইতে) মুক্ত হউক। জৈমিনি মুনি জানিয়াছিলেন, একমাত্র কর্ম্মই জীবের ভোগের ও অপবর্গের মুখ্য উপায়, তাই তিনি লোকের কর্ম্মবৈগুণ্য না জন্মে, এই ভাবে ভাবিত হইয়া কর্ম্মমীমাংসা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কর্ম্মের স্বভাব এই যে, কর্ম্ম কামনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইলে কাম্যফল প্রদান করিবে এবং নিষ্কাম মুমুক্ষু কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইলে অনুষ্ঠাতাকে মোক্ষের সোপান-পরম্পরায় অধিরোহণ করাইবে। কামনা-পরিশূন্য হইয়া কর্ম্মকরণে প্রসক্ত বা রত থাকিলে অল্পে অল্পে কামক্রোধাদি মনোদোষ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, ক্রমে বৈরাগ্য আইসে, পরে শমদমাদি গুণ দৃঢ় হওয়ায় মুক্তির পরম কারণ তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদনে অধিকারী হওয়া যায়। সুতরাং কর্ম্ম ভোগ ও অপবর্গ উভয়েরই কারণ। সকাম কর্ম্ম ভোগের ও নিষ্কাম কর্ম্ম মোক্ষের সোপান স্বরূপ। স্বর্গাদি ভোগের ও ভোগক্ষয়রূপ মোক্ষের সোপান স্বরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানরহস্য অর্থাৎ বিচার বা মীমাংসা জৈমিনি মুনি কর্ত্তৃক এবং মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ তত্ত্বজ্ঞানের ও তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য সহায় উপাসনার স্বরূপ, রহস্য বা মীমাংসা, বেদগুরু ব্যাস কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অদ্যাপি ইহ জগতে বিরাজিত ও পূজিত আছে। জৈমিনিকৃত কর্ম্মরহস্য পূর্ব্বমীমাংসা ও কর্ম্মমীমাংসা নামে এবং ব্যাসের উপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানরহস্য ব্রহ্মমীমাংসা, উত্তর মীমাংসা ও বেদান্ত নামে বিখ্যাত।

পূর্ব্ব মীমাংসা গ্রন্থ ১৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শেষ ৪ অধ্যায় দেবতাকাণ্ড ও সঙ্কর্ষণকাণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। এই সঙ্কর্ষণকাণ্ড অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই এবং ইহার কোন ভাষ্য কি টীকা আছে কি না তাহা জানিতে পারি নাই। উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তসূত্র ৪ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং ইহার অনেক ভাষ্য বৃত্তি বার্ত্তিক ও টীকা আছে। স্বস্ব মতের অনুকূলে বেদান্তের টীকা বা ব্যাখ্যা নাই এমন সম্প্রদায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য্য ও আধুনিক বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির, শৈবসম্প্রদায়ে অবধূতাচার্য্য প্রভৃতির, সন্ন্যাসীদলে শঙ্কর প্রভৃতির ভাষ্যাদি প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয়। এমন কি ৺ রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ও এই বেদান্তসূত্রের স্বীয় মতের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যাখ্যাকারের নাম লিখিত হইল, তাঁহাদের পূর্ব্বেও অন্যান্য আচার্য্যের ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল। বেদান্তসূত্রের অতি পুরাতন ব্যাখ্যা এখন পাওয়া যায় না। পুরাতন ব্যাখ্যাকারের মধ্যে বৌধায়ন মুনি ও

পাণিনিগুরু উপবর্ষ পণ্ডিত * এই দুই আচার্য্যই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অনেক স্থলেই দেখা যায়, রামানুজ ও শঙ্করস্বামী এই দুই ভাষ্যকার ঐ দুই প্রাচীন ব্যাখ্যাকারের বাক্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া সাবধানতার সহিত বিচার করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে এই ব্রহ্মমীমাংসা-শাস্ত্র গুরু শিষ্য ও আচার্য্য সমাজে বিশেষ মান্য গণ্য ও আদরণীয় ছিল। মধ্যে বৌদ্ধ প্রাদুর্ভাবে ইহার হতাদর ও বিরল-প্রচার ঘটনা হইয়াছিল সত্য; পরন্তু সে অবস্থা অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই ভগবান্ শঙ্কর-সূর্য্য উদিত হইয়া ভাষ্য-কিরণ বিস্তার করতঃ সমুদায় অধ্যাত্মবিদ্যার আবরক অন্ধকার দূরীকৃত করিয়াছিলেন। সম্বৎ অব্দের ৮৪৫ অতীত হইলে কেরল দেশের কালপী গ্রামে শিবগুরু ব্রাহ্মণের ঔরসে জ্ঞানগুরু শঙ্করের জন্ম হয়। প্রথিত আছে, সর্ব্বজ্ঞকল্প শঙ্কর ১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে সমুদায় উপনিষদের, গীতার, সনৎসুজাত পর্ব্বাধ্যায়ের ও ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের অতি উৎকৃষ্ট ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অনেক প্রকরণ গ্রন্থও (অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়ক) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আজ কাল ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের যতগুলি ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে, সে সমুদায়ের মধ্যে শাঙ্কর ভাষ্যই অধিক পুরাতন। শঙ্করের অনেক পরে বল্লভ, মধ্ব ও রামানুজ জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ মতের অনুকূলে বেদান্তভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বল্লভ, মধ্ব ও রামানুজের মত পরে বলিব, আগে শঙ্করের মত বলা যাউক। শঙ্কর বলেন—

"জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবা মাত্র ব্রহ্ম হয়" "আত্মজ্ঞ সংসারদুঃখ অতিক্রম করে" এই সকল আপ্ত বাক্য প্রমাণে ও তদনুকূল যুক্তিতে স্থির হয় যে, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ব্যতীত দুঃখাতীত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। "ব্রহ্মই আমি" ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নামব্রহ্মাত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ। মনন ও ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী। শাস্ত্রকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয় তাহা হয় না। গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণ করা, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মেই সমুদায় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এ বিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্রিত হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। ঐরূপ শুনাই শুনা, তদ্ভিন্ন শুনা শুনা নহে। তোমার বাড়ী গিয়া তোমার চাকরকে বলিলাম, তামাক সাজ্। সে তামাক সাজিল না। আমি দুঃখিত হইয়া বলিলাম, তোমার চাকর আমার কথা শুনিল না। সত্য সত্যই কি সে আমার "তামাক সাজ্" এই কথা শুনে নাই? "তামাক সাজ্" এ শব্দ কি তাহার কর্ণপ্রবিষ্ট হয় নাই? তাহা হইয়াছিল, সে তাহা শুনিয়াছিল, কিন্তু সে কথা সে মনে স্থান দেয় নাই, আদর করে নাই, অথবা সে কথার অর্থ কার্য্যে পরিণত করে নাই। বক্তব্য তাহাই, কিন্তু শব্দ সাজাইলাম, "তোমার চাকর আমার কথা শুনে নাই।" অতএব, উপর উপর শুনা শুনা নহে, শ্রুত পদার্থে আদর ও বিশ্বাসাদি না করিলে তাহাও শুনা নহে।

---

* বৌধায়ন এক জন ঋষি। উপবর্ষ পাণিনি মুনির অধ্যাপক। পাণিনি মুনি শাক্যসিংহের বহু পূর্ব্বের লোক। সুতরাং ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ অতি পুরাতন। ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থ বাদরায়ণ ব্যাসের কি না, সংশয় করিবার অল্পমাত্রও কারণ নাই। মহাভারত প্রণেতা ব্যাস মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার কতকটা আভাস মহাভারতান্তর্গত গীতাপর্ব্বাধ্যায়ের "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব" ইত্যাদি শ্লোকে পাওয়া যায়।

বলিতে পার, শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, তত্ত্বমসি মহাবাক্যও শ্রবণ করে এবং তাহার অর্থও আদর পূর্ব্বকগ্রহণ করে, অথচ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। আবার ইহাও দেখা যায় যে অনেক লোক বেদান্ত না পড়িয়া ও তত্ত্বমসি বাক্য না শুনিয়া জ্ঞানী হয়। শাস্ত্রেও শুনা যায়, কপিল ও বামদেব প্রভৃতি ঋষি জন্মজ্ঞানী। সুতরাং শ্রবণের ফল তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য্য, একথা কিরূপে স্বীকার করা যায়। শঙ্কর বলেন, ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, চিত্তের অনির্ম্মলতা ও জন্মান্তরীয় পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে, তাহাতে তাহার কারণতার অভাব ঘটে না। যেমন অগ্নিসংযোগ থাকিলেও মণিমন্ত্রাদি প্রতিবন্ধকে দাহকার্য্য অবরুদ্ধ থাকে তেমনি শ্রবণফল তত্ত্বজ্ঞান নানা প্রতিবন্ধকে অবরুদ্ধ থাকে। প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় প্রাপ্ত হয়। বামদেবাদি ঋষিবৃন্দের তাহাই হইয়াছিল। তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের শ্রবণ এই জন্মে প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জন্য আর ইহ জন্মে তাঁহাদের শ্রবণ মননাদি করিতে হয় নাই। অতএব, শ্রবণই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সহকারী কারণ। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণ করিলে তাহার অর্থে যে অবিশ্বাস ও অসম্ভববোধ প্রভৃতি ঘটনা হয় সে ঘটনা মননের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। মননের পরেও যদি স্পষ্টরূপে আমি ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহি, এ অনুভব না হয় তাহা হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্যক হয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই ঐ অনুভব স্থিরতর হইবে। অন্যথা হইলে হইবে না। এ ইস্থলে কোন কোন আচার্য্য বলেন, নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য কারণ এবং অন্য দুইটী (শ্রবণও মনন) তাহার সহায়।

আপনার ব্রহ্মভাব অপরোক্ষ জ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই তত্ত্বজ্ঞান। যেমন মরুমরীচিকায় জলভ্রান্তি, তেমনি, ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি। সুতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য! প্রথমে এই জ্ঞান অর্জ্জন ও দৃঢ় করিতে হয়। অনন্তর "আমি" এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, সমস্তই ভ্রান্তি-বিশেষের বিলাস, অন্য কিছু নহে, সুতরাং আমি-জ্ঞান ও আমি-জ্ঞানের আলম্বন, সমস্তই ব্রহ্মে রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা, এই জ্ঞান অবিচাল্য হয়, তখন আপনা আপনি "অহং" অর্থাৎ আমি জ্ঞানটী ইন্দ্রিয়, মন, এ সকল ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে। অহংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান হইয়াছে বলিয়া অবধারণ করিবে। তদ্বিধ তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মোক্ষ অনিবার্য্য। তাহাকে মোক্ষ বল, জীবন নাশ বল, জীবন্মুক্তি বল, তুরীয়প্রাপ্তি বল, আর ব্রহ্মপ্রাপ্তি বল, যাহা ইচ্ছা তাহা বলিতে পার। সে অবস্থা সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক মনোবৃত্তির অতীত সুতরাং গুণাতীত। এখন যাহা সুখ দুঃখ বলিয়া জান, সে অবস্থা সে সুখ দুঃখের অতীত। তাহা নির্ভয়, অদ্বয়, ঘন আনন্দ, একরস ও কূটস্থনিত্য।।

ক্রমশঃ।

সাংখ্য স্বরলিপি।

সপ্তকের ভিন্নরূপ লিখন-প্রণালী।

কোন (একই) সপ্তকের স্বর পরে পরে থাকিলে সেই সপ্তকের চিহ্ন সকল স্বরগুলির উপরে না দিয়া একটি স্বরের উপরে মাত্র স্থাপন করিয়া, সেই চিহ্ন হইতে অন্য স্বরগুলি পর্য্যন্ত ফুটকি অথবা অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা টানিয়া গেলেও চলিবে। যথা,

২ ২ ২ ২.........
সা রে গা = সা রে গা

২- - - - - - -
অথবা সা রে গা;

সা রে গা মা পা ধা নি
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩

= সা রে গা মা পা ধা নি
৩.......................... ... ...

অথবা সা রে গা মা গা ধা নি।
৩ - - - - - - - - - - - - - -

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

নাথ! (১) তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ।
জল স্থল মরুত ব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক, তুমি সবার
সৃজনকার হৃদাধার ত্রিভুবনেশ।
তুমি এক, তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখসোপান, তুমি জ্ঞান,
তুমি প্রাণ তুমি মোক্ষধাম।
পূর্ণ হলো মনস্কাম, লয়ে আজি তব নাম, তব পায় শতবার
করি প্রণাম করি প্রণাম।

তালি। ৩ঃ।০।৪।০।১।২। আরম্ভ। স্থা। স্ত। ভো।
মাত্রা। ৪ ।৪।৪।৪।৪।৪। তালি।৩ ।৩। ৩।

(স্থা)। ১ ১ সা সা। রে রে রে রে। রে রে রে রে। -পা -মা মা মা। গ্মা রে রে রে।
(স্থা)। না থ। তু মি — —। — — ব্র —। — — হ্ম —। তু মি — —।

। রে -সা সা -নি। -সা সা সা সা। সা -নি সা -নি। -সা সা রে রে। -গাঁ গাঁ রে -সা।
২ ২ ২
। — — বি —। — — ষ্ণু —। তু — মি —। — — ঈ —। — — শ —।

। সা সা সূরে -নিঁ। নিঁ নিঁ নিঁ -ধা। নিঁ -ধা পা পা। মা মা মা মা। -গ্মা -রে মা মা।
২... ... ...
। তু — মি —। ম — হে —। — — শ —। তু মি — —। — — আ —।

২ ২... ... . ২ .....
। মা মা মা মা। মা মা পা মা। পা পা ন্সা -নি। সা সা সা সা। সা -নি রে -সা।
। — — দি —। তু — মি —। — — অ —। — — ন্ত —। তু — মি —।

.... ২
। সা সা সা -রে। নিঁ -সা নিঁ -ধা। প্ধা ধা পা -মা। মা -গা গ্মা -রে। -গা সা সা সা।
। অ — না —। — — দি —। তু — মি —। অ — শে —। — — ষ —।

(স্থা—পু)। রে রে রে রে। রে রে রে রে। -পা পা মা মা। গ্মা রে রে রে। রে -সা সা -নি।
২
(স্থা—পু)। তু মি — —। — — ব্র —। — — হ্ম —। তু মি — —। — — বি —।

(১) আস্থায়ী প্রকৃতরূপে "তুমি ব্রহ্ম" হইতে আরম্ভ হইয়াছে। "নাথ" কথাটি আস্থায়ীর অতিরিক্ত।

২ ২ ২......
। -সা সা সা সা। (স্ত)। মা পা পা -মা। -পা পা ন্‌সা -নি। সা -নি সা সা।
। — — ঞ্চু —। (স্ত)। জ ল — —। — — স্থ —। — — ল —।

.... ২...................... ২......... ....
। স্‌রে -সা সা সা। সা সা সা -নি। সা সা সা সা। সা -নি সা সা। সা সা রে রে।
। ম — রু —। ত — বো —। — — ম —। প — শু —। ম — নু —।

২ ২...
। -৺গা ৺গা রে -সা। সা সা -স্‌রে নিঁ। নিঁ ।নিঁ ধ্‌নিঁ ধা। -নিঁ -ধা পা পা।
। — — ষ্য —। দে — — —। ব — লো —। — — ক —।

২
। মা মা মা মা। মা মা মা -গা। -মা মা মা মা। মা মা পা মা। পা পা ন্‌সা -নি।
। তু — মি —। স — বা —। — — র —। স্থ — জ —। ন — কা —।

২.............................. ২................ ২
। -সা সা সা সা। সা সা সা -নি। -ন্‌রে -সা সা -রে। -নিঁ -সা নিঁ -ধা। প্‌ধা ধা পা -মা।
। — — র —। হৃ দা — —। — — ধা —। — — র —। ত্রি — ভু —।
। মা -গা গ্‌রে রে। -গা -সা সা সা।
। ব — নে —। — — শ —।

(স্থা—পু)। রে রে রে রে। রে রে রে রে। -পা পা মা মা। গ্‌মা রে রে রে। রে -সা সা নিঁ।
২
(স্থা—পু)। তু মি — —। — — ব্র —। — — হ্ম —। তু মি — —। — — বি —।
। -সা সা সা সা। (ভো)। মা মা মা মা। গ্‌মা -রে মা মা। -পা -মা পা পা।
। — — ঞ্চু —। (ভো)। তু মি — —। — — এ —। — — ক —।

। ধা ধা ধ্‌নিঁ -পা। পা পা পা -মা। -পা পা পা পা। ন্‌পা -মা পা পা। পা পা ধা ধা।
। তু — মি —। পু — রা —। — — ণ —। তু — মি —। অ — ন —।

। -সা সা সা -সা। ধা -র্নি পা -মা। মা মা গ্‌মা -গা। -মা -রে রে রে।
। — — ন্ত —। স্থ — থ —। সো— পা —। — — ন —।
। সা সা সা -নি। সা সা রে রে। গাঁ গাঁ রে -সা। সা সা স্‌রে নিঁ।
২ ২।
। তু — মি —। — — জ্ঞা —। — — ন —। তু — মি —
। নিঁ নিঁ নিঁ -ধা। -নিঁ -পা পা পা। গ্‌মা রে রে রে। রে রে মা মা। পা -মা পা পা।
২.......................................
। — — প্রা —। — ণ — —। তু — মি —। — — মো —। — — ক্ষ —।
। প্‌ধ্‌নিঁ -ধা ধা ধা। -নিঁ -মা -পা পা। পা পা পা পা। ম্‌পা -মা -পা -মা।
। ধা — — —। — — — —। — — — —ম্‌। পূ — — —।

২ ২.. ২............
। পা পা ন্‌সা -নি। -সা -নি সা সা। স্‌রে -সা সা সা। সা সা সা -নি। সা সা সা সা।
। র্ণ — হ —। — — লো —। ম — ন —। — — স্কা —। — — ম —।

২ ২ ২...
। ন্‌সা -নি সা -নি। সা সা রে রে। ৺গা ৺গা রে -সা। সা সা স্‌রে -নিঁ।
। ল — য়ে —। — — আ —। — — জি —। ত — ব —।
। নিঁ নিঁ নিঁ -ধা। ধ্‌নিঁ -পা পা পা। মা মা মা -গা। -মা মা মা -গা। -মা মা মা মা।
। — — না —। — — ম —। ত ব — —। — — পা —। — — য় —।

২ ২.......................... ২.................................
। মা মা পা -মা। পা পা ন্‌সা -নি। সা সা সা সা। সা -নি ন্‌স্‌রে -সা। সা সা সা -রে।
। শ — ত —। — — বা —। — — র —। ক — রি —। প্র — ণা —।

২
। -নিঁ -সা নিঁ -ধা। প্‌ধা ধা পা -মা। মা গা ম্‌গ্‌রে রে। গা সা সা সা॥ রেঃ
। — — ম —। ক — রি —। প্র — ণা —। — — ম —॥ তু

THE RELIGION OF LOVE

INTENDED FOR ALL SECTS AND CHURCHES,

By A Hindu.

(Continued from page 203.)

CHAPTER XII.

Of Annihilation Of Self-love, the highest religious state.

1. Annihilation of self-love is the highest religious state.

2. Whatever thou doest, thou doest through power derived from God ; why then art thou proud of what thou doest? Give the glory of what good thou doest to God. Whatever is good should be reckoned as proceeding from God. Whatever is evil from a man's self.

3. Have no will of your own. Do whatever thou doest according to the will of God.

4. We have no right to wish. We should be content with what God wisheth. The least fretting, irritation, impatience or vexation is impiety. Contentment is nectar to the soul. One should try to improve his worldly position by all honest means possible but if circumstances beyond control, or in other words God, preventeth such improvement, remain content. The pious and virtuous man is always calm, content, and cheerful. Communion with the Sweetest maketh the temper sweet till at last the sweet blendeth entirely with the sweet.

5. Rejoice in your tribulation, not for this reason only that it is a means of perfecting thy own nature, but also for the reason that God so loveth thee that He hath chosen thee among others to afflict thee for the good of the whole universe. The universe is a well-connected machine, having all its parts mutually dependent upon each other. Thy misery is connected with the whole universe. Forgetting thine own personality, thou shouldst identify thyself with the whole universe. Earth becometh paradise to the man to whom tribulation tasteth sweet for the love of God and of the universe.

6. Cruel treatment on the part of the beloved is no obstacle to love. Doth not a man love a cruel beautiful woman, or a woman a cruel handsome man? If cruel treatment be no obstacle to love in the case of earthly love, how much less is it in that of love of God, the Altogether-Lovely whose infinite wisdom and goodness are His beauty, they being real beauty, and whose cruelty is not real cruelty, as might be the case with an earthly lover or mistress, but is goodness in a mask. The lover of God, the First Perfect, the First Good, and the First Fair, seeth unspeakable benignity, tenderness and grace concealed in the eye of God under his angry glance. He saith to Him: "Thy cruel treatment is the ornament of my body, a shower of nectar on my person, and the life of love." * Philosophers cannot understand the mystery of love. Love cannot be learned from books on philosophy. Love is the best teacher of love. The language of love is unintelligible to a man who is wanting in love.

7. Love demandeth sacrifice. Sacrifice thyself wholly at the altar of divine love. This is the Great Sacrifice. Unless thou undergo this sacrifice, thou canst not obtain Him. If thou leave the least thing for thyself, thou canst not obtain Him. Not by wealth or numbers of men at command can man obtain Life Eternal but by means of sacrifice only.

8. When a man is freed from all desires cherished in the heart, he attaineth Life Eternal, and even here fully eateth, or, in other words enjoyeth God. God should be our only object of desire.

9. When the knots of a man's heart, or, in other words, firmly rooted illusions about the absolute reality of the world, and firmly cherished worldly desires are cut asunder by means of the sword of divine knowlege, he attaineth Life Eternal even on earth. This is the sum of religious instruction.

10. When self mergeth into the absolute Self, that is, into God who is the soul of the soul and therefore the Self of self, the Great Self, man attaineth Life Eternal even here on earth.

11. Wherfore extinguish self-love in God. When there is complete harmony between God and man, man loseth self. This is the true Nirvana. Extinction of self-love in God is the culminating point of the Religion of Love.

Vaishnava Song.

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬৩ বৈশাখ হইতে মাঘ পর্য্যন্ত।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৪৭৩৭ ।/০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩০০২৸০
সমষ্টি ...	৭৭৩৯৸/০
ব্যয় ...	৪৫২৬।৶৯
স্থিত	৩২১৩।/৩

আয়

ব্রাহ্মসমাজ ... ৪৬৬।৶১০

নববর্ষের দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটী হইতে পারিবারিক দান	৩১৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য ১৮১৩ শকের চৈত্র হইতে ১৮১৪ শকের আশ্বিন পর্য্যন্ত	৩৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) ১৮১৩ শকের ভাদ্র হইতে ১৮১৪ শকের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত	৪৲
,, ,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন ১৮১৩ শকের ভাদ্র হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত	২৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০০৲
শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	৫৲
,, ত্রৈলোক্যমোহিনী দাসী	৫৲
৺ বাবু শিবচন্দ্র দেবের স্ত্রী	৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায়	২০৲
,, ,, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
,, ,, অনঙ্গমোহন রায় চৌধুরী	১০৲
,, পণ্ডিত দয়ালচাঁদ শিরোমণি	২৲
,, বাবু চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত	২৲
,, ,, আশুতোষ ধর	২৲
,, ,, শ্রীনাথ মিত্র	২৲
,, কেদারনাথ মিত্র	২৲
,, গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২৲
দীননাথ অধ্যেতা	২৲
,, ,, হরকুমার সরকার	১।/০
,, ,, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস	৷০

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
,, ,, চন্দ্রশেখর বসু	২৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ভবদেব নাথ

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু মথুরানাথ মৈত্র	১৲
পরলোকগত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বঙ্গেড্‌ অয়ার হাউসের সেয়ারের ডিবিডেণ্ট	৩২৲
দানাধারে প্রাপ্ত	২৸৶৩
বিবিধ	১ ৩
হাওলাত	১৭৩॥৶৬
	৪৬৬।৶১০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫৮১॥/০
পুস্তকালয় ...	৯২৲
যন্ত্রালয় ...	১৭৯৬/০
গচ্ছিত ...	১৯৪।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	২৮৫।৵২
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	১২৯৭।/০
দাতব্য ...	২৪৲
সমষ্টি	৪৭৩৭।/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৮৭৮৸/৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫৮১৲
পুস্তকালয়	১৭৯৸৬
যন্ত্রালয়	১৪৮৭ /৬
গচ্ছিত	৭৯৸/৬
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৮॥/৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	১২৯৭।/০
দাতব্য	১৪৲
সমষ্টি	৪৫২৬।৶৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজে স্থাপিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য যথা নিয়মে প্রত্যেক রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘণ্টার সময়ে হইয়া থাকে। এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম বৈদিক স্বরে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় এবং তৎসঙ্গে পরাৎপর পরব্রহ্মের স্বরূপ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ রূপে আলোচনা হইয়া থাকে। ব্রহ্মোপাসনার পূর্ব্ব-অঙ্গ ব্রহ্মজ্ঞান। অতএব ব্রহ্মোপাসনাশীল ব্যক্তির পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ও ব্রহ্মোপাসনায় অনুরাগ বৃদ্ধি করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় অতি যত্ন ও শ্রম সহকারে উপদেশ দিয়া থাকেন। এখানে যে কেহ আসিয়া উপদেশ শ্রবণ ও আলোচনা করিতে পারেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা

	মূল্য।
প্রথম কল্প তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১ম ভাগ	
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গালা অক্ষরে)	৩॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) (ভাল বাঁধা)	২॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম (সুলভ সংস্করণ)	॥০
ঐ (ভাল বাঁধা)	৸০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	॥০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত)	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড	।০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম (তাৎপর্য্য সহিত)	।০
সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম	৲১০
ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য	৲১০
ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা	৲৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান (ভাল কাগজও ভাল বাঁধা)	
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (সুলভ সংস্করণ)	
ঐ ঐ (বাঁধা)	
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ও ভবানীপুর	
ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রদত্ত উপদেশ ও প্রবচন সংগ্রহ একত্রে	।৶০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	।০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	৵০
প্রবচন সংগ্রহ	৵০
ব্রহ্মোপাসনা	৵০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৶০
আত্মতত্ত্ব বিদ্যা	৶০
ব্রহ্মোপদেশ	॥০
মাঘোৎসব	॥০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৶০
ভগবদ্গীতা সংগ্রহ বঙ্গানুবাদসহ	।০
ধর্ম্মশিক্ষা	৶০
ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	৵০
দুর্গোৎসব	৵০
রামমোহন রায় (গদ্য) রবীন্দ্র বাবুরকৃত	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত (সম্পূর্ণ ৮ম ভাগ পর্য্যন্ত)	১৲
ব্রহ্মসঙ্গীত ৮ম ভাগ	।০
রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী	।০

	R. A. P.
A Discourse against Hero-making in Religion	12 "
Hindoo Theism	1 "
Theist's Prayer Book	1 "
Tuhfatal Muwahhiddin	4 "
Doctrine of Christian Resurrection	
Offering of Srimat Maharshi Devendernath Tagore	

	মূল্য।
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা ১ম ভাগ	
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	৸
বিবিধ প্রবন্ধ (রাজনারায়ণ বসুর কৃত)	১
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ঐ	১
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ঐ	১
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২৲
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ (২য় সংস্করণ)	॥৶০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব	।০
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?	৵০
সার ধর্ম্ম	৵১০
সার ধর্ম্ম অনুক্রম	৵০
সেকাল আর একাল	
তাম্বুলোপহার ১ম ভাগ	
ঐ ২য় ভাগ	
ব্রহ্ম সাধন	৶০

	R. A. P.
Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj	" 4 "
	" 6 "
Brahmic Quest. of the Day	
Brahmic Advice, Caution and Help	
Adi Brahmo Samaj, its Views and Principles	
Adi B. Samaj as a Church	
A Reply to the Query, "What is Brahmoism?	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	
Science of Religion	
Hindu Theists' Brotherly Gift to English Theists	
Old Hindu's Hope	4 "

	মূল্য।
তত্ত্ববিদ্যা	১॥০
সোণার কাটী ও রূপার কাটী	৶০
আর্য্যামী ও সাহেবিআনা	
Ontology	
সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা	৶০
বেদান্তদর্শন ১ম খণ্ড	১॥০ } একত্রে লইলে ৫৲
বেদান্ত প্রবেশ	১৲
সৃষ্টি	১৲
প্রলয় তত্ত্ব	১॥০
পরলোকতত্ত্ব	১॥০
হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ	
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি	
অধিকারতত্ত্ব	
বিজ্ঞানামৃত	১৲
জীবনের সদ্ব্যবহার	॥০
উপহার (কাপড়ে বাঁধা)	।০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা	১৲
ঐ (বাঁধা)	১॥০
উদ্গীথা	।০
ধর্ম্মমালা	৶১০
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১৲

	মূল্য।
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵০
ডায়েরী	॥০
বেদান্ত দর্শন সম্পূর্ণ (টীকা ও কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত অনুবাদসহ)	১৬৲
পাতঞ্জল দর্শন ও যোগপরিশিষ্ট	২৲
সাঙ্খ্য সূত্র (টীকা ও অনুবাদসহ)	১॥০
সাঙ্খ্য দর্শন ১ম ভাগ	৸০
সাঙ্খ্য-দর্শন ২য় ভাগ	৸০
চরিত্রানুমান বিদ্যা ১ম খণ্ড	॥০
অক্ষয়-চরিত (সচিত্র ও সমূলক)	।৵০
আদর্শ নারী	।০
বিদ্যাবতী আবিয়ার ও তাঁহার উপদেশ	/৫
মার্কণ্ডেয় চণ্ডী	।০
ছায়াময়ী পরিণয়	॥০
পরমকল্যাণ গীতা	১৲
পরমকল্যাণ গীতা (হিন্দি)	১৲
শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত	॥০
পরাশর সংহিতা	॥০
শ্রীদারু ব্রহ্ম বা জগন্নাথ	॥০
হস্তামলক	৵০
সেন রাজগণ	॥০
জোয়ানের জীবন চরিত	॥০
Who is Christ ?	" " 6
Miracles, or the Weak Points of Revealed Religion.	" 8 "
সঙ্গীতমঞ্জরী	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা	॥৵০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	৶১০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	৶০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	১৲
রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী (বাধান)	৩॥০
English Works of Raja Rammohun Roy Vol.	3 " "
Do. Vol. 1.	5 " "
চাণক্য নীতি	৶১০
হিন্দুধর্ম্ম নীতি	১৲
ব্রহ্মজ্ঞানসূত্র (তাৎপর্য্য সহিত)	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	৵০
উপদেশ	৶১০
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার	৶১০
বিবাহ ও পুত্রত্ব বিষয়ক মনুর মত	।০
নীতি-কবিতাবলী	।০
নীতি পদ্য	/০
নীতি প্রভা	৵০
প্রকৃত ধর্ম্ম পথ	৶১০
Hinduism	" 4 "
ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবাত্মার স্বাধীনতা এবং এতদুভয়ের সামঞ্জস্য	।৵০

	মূল্য।
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি (হিন্দি)	/০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২য় খণ্ড (বাঙ্গালা)	৵০
গৃহকর্ম্ম	।০
ধর্ম্মদীক্ষা	/০
সঙ্গীত মুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে	।০
ঐ তৃতীয় ভাগ	।০
ঐ চতুর্থ ভাগ	।৵০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৵০
প্রশ্নমঞ্জরী	॥০
প্রভাত-কুসুম	।/০
কুমারশিক্ষা	।০
শ্যামাচরণ সরকারের জীবন চরিত	।৵০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত	১৲
পুনর্জন্ম আছে কি না ?	/০
মহাত্মা রামমোহন রায় (পদ্য)	৶১০
একতাব্রত কাব্য	৵১০
Memoir of Raja Ram Mohan Roy	1 " "
Universal Religion	" 8 "
Band of Hope	" 1 "
ধর্ম্ম পরিচয় ১ম ভাগ	৵০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	॥০
বক্তৃতা মঞ্জরি	৵০
সূত্র-নিপাত (বৌদ্ধধর্ম্ম)	১॥০
উপষ্টম্ভ (ঐ)	।/০
চিন্তা বিন্দু	৵১০
বালক বন্ধু	/০
তত্ত্ব বিচার	।৵০
সুরাপান বা বিষপান	॥০
স্বর্গের চাবি ৵০ } একত্রে লইলে	
পারের নৌকা ৵০ }	৶০
হরিলীলা ১—৪র্থ ভাগ	১।০
বনফুল	।/০
দেবতত্ত্ব	॥০
মনোহর শারী ব্রহ্মসঙ্গীত	।০
Essay on happiness	1 " "
দামিয়েনের জীবনচরিত	॥০
কমলাকান্ত পদাবলি	৸০
আহার বিজ্ঞান	/০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প (২য় সংস্করণ)	॥০
Lectures on Religion	" 6 "
এটা কোন্ যুগ	/০
আর্য্যাবর্ত্ত (জনৈক হিন্দু মহিলার ভ্রমণ বৃত্তান্ত)	॥০
পাগলের—পাগলামি	।০